হোমিওপ্যাথি ক্যান্সার চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার মাইতি

এইচ-এম-বি, ডি-সি-এল

প্রণীত

হোমিওপ্যাথি ক্যান্সার চিকিৎসা

প্রথম সংস্করণ

THE CALCUTTA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
LIBRARY

ডাঃ প্রসন্নকুমার মাইতি
এইচ-এম-বি, (হোমিওপ্যাথ)
ডি-সি-এল, (বায়োকেমিষ্ট)
প্রণীত

L·BRARY DEPT

মূল্য—ছয় টাকা

All rights reserved by the Author.

প্রকাশক :—
শ্রীসুনিলবরণ মাইতি
আনন্দপুর
পোঃ ময়না
জেলা মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান :—
ডাঃ প্রসন্নকুমার মাইতি
আনন্দপুর
পোঃ—ময়না
জেলা—মেদিনীপুর

মুদ্রাকর :—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

নিরবচ্ছিন্ন তমসার অবসানে প্রথম অরুণ আলোকে যখন
ছিলাম ভাষাহীন দুর্ব্বল ও অসহায়, তখন যিনি আমায়
দিলেন তাঁর অভয়ক্রোড়ে স্থান, মুখে দিলেন অমৃতের
অফুরন্ত ধারা, দেহে দিলেন স্নেহাশীষের বর্ম্মাবরণ
আর পাশে থাকলেন নির্নিমেষ নয়নে
সজাগ প্রহরী হ'য়ে, সেই পরমারাধ্যা
স্নেহময়ীর চরণোদ্দেশে আমার
শ্রমলব্ধ এই গ্রন্থখানি
ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ
অর্পণ করলাম

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

নমো নারায়ণায়ঃ

হোমিওপ্যাথি যাঁর আশীর্ব্বাদ তাঁরই প্রেরণা আমায় উদবুদ্ধ করেছে এই পুস্তকখানি জনসাধারণ ও হোমিওপ্যাথ বন্ধুদের হাতে এনে দিতে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে পল্লী অঞ্চলেই চিকিৎসা কার্য্য করেছি এবং বহুবার দূরদূরান্তরে গিয়েও চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে দেখেছি গ্রামাঞ্চলের অনেক চিকিৎসক বন্ধুকে কি তরুণ কি প্রাচীন উভয় পীড়ারই চিকিৎসায় হোমিও ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে, অন্য প্যাথির ঔষধ ও ইঞ্জেকসান ব্যবহার করতে। ওর ফল যে কিরূপ বিষময় হয়ে উঠে তা বোধহয় তাঁরা জানেন না। তাই হোমিওপ্যাথির আরোগ্য নীতি বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে লিখেছিলাম। সেগুলি পাঠ করে অনেক চিকিৎসক বন্ধুর অনুরোধ পেয়েছি হোমিও-প্যাথির নীতি বিষয়ক একখানি পুস্তক লিখতে।

আরও অনেক উচ্চশিক্ষিত বন্ধুকে বলতে শুনেছি যে "হোমিও-প্যাথিতে যক্ষ্মা ক্যান্সারের কোন ঔষধ নেই"। একথা সত্য যে হোমিওপ্যাথিতে যক্ষ্মা, ক্যান্সার জ্বর বাত প্রভৃতি রোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ঔষধ নেই। তবে ঐ সকল রোগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে বিশিষ্টরূপে রয়েছে। রোগের ঔষধ এবং রোগীর চিকিৎসা একার্থবোধক না হ'লেও যক্ষ্মা ক্যান্সারগ্রস্থ রোগীর চিকিৎসা ত হোমিওপ্যাথিতে হয়? সুতরাং যিনি একথা বলেন তাঁর জানা উচিত হোমিওপ্যাথি একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা বিধান। হোমিওপ্যাথির বৈশিষ্টগুলি পাঠ করলে একথার যথার্থতা স্থিরীকৃত হবে।

জীবনে কখন কল্পনাও করিনি যে আমার এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে চিকিৎসা বিষয়ক কোন পুস্তক লিখব। কিন্তু চিকিৎসক

বন্ধুদের অনুরোধ এবং সত্যের অবমাননা আমায় উদবুদ্ধ করেছে এই হোমিওপ্যাথি ক্যান্সার চিকিৎসা পুস্তকখানি লিখতে। এই পুস্তকে রয়েছে হোমিওপ্যাথির পরিচয়, হোমিওপ্যাথির আরোগ্য নীতি, হোমিও ঔষধের শক্তিকরণ প্রণালী, রোগীর কাছ থেকে লক্ষণ সংগ্রহের কৌশল, সংগৃহীত লক্ষণ সাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন প্রণালী, ঔষধ প্রয়োগের নিয়মাবলী, সোরা · সাইকোসিসাদির পরিচয়, ক্যান্সার রোগাক্রমণের কারণ, এবং ক্যান্সারে প্রয়োজনীয় ঔষধাবলীর আণবিক ভেষজ চিত্র। এতে এনাটমী ও ফিজিও-লজিক্যাল কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, এমন কি এনাটমী ও ফিজিওলজি অজানা আদর্শে সহজ ও সরল ভাষায় লেখা, তাই সর্ব্বসাধারণের এমন কি অল্প শিক্ষিতা মা বোনদেরও কোন অসুবিধা হবে না, এই পুস্তক সাহায্যে সহজেই ঔষধ নির্ব্বাচন করবেন।

এই পুস্তকখানি প্রণয়নে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, কারণ হোমিওপ্যাথির নিয়ম কানুন অর্গাননের ও ক্রণিক ডিজিজের সূত্রগুলি পাঠ্যজীবনে বা চিকিৎসাজীবনে যা শিক্ষা করেছি এই পুস্তকে তারই পুনরাবৃত্তি করেছি সমব্যবসায়ী ও হোমিও অনুরাগী বন্ধুদের জন্য আমার নিজের ভাষায়। মহামান্য ডাঃ কেন্টের মেটিরিয়া, ন্যাসের লিডার, এলেনের কীনোট, এবং প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ ঘটকের গ্রন্থাবলী, ঔষধ পরিচয়, মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া প্রভৃতি বহু আদর্শ গ্রন্থের সারগর্ভ উপদেশাবলী অবলম্বনে।

সর্ব্বশেষ নিবেদন এই পুস্তকখানির সাহায্যে যদি হোমিওপ্যাথ বন্ধুদের এবং জনসাধারণের কিছুও উপকার হয়, তাহলে শ্রম সার্থক মনে করব। গ্রন্থখানির কোন অংশে যদি ভুল ত্রুটি কিছু থাকে তা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বিজয়া দশমী, ১৩৭০ সাল, ৯ই কার্ত্তিক

হোমিওপ্যাথির বৈশিষ্ট্য

হোমিওপ্যাথির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইহা প্রচলিত সমস্ত প্যাথির সম্পূর্ণ বিপরীত। হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত সমূহ ঔষধ সংগৃহীত হয় প্রচলিত অন্যান্য প্যাথির মতই উদ্ভিদরাজ্য খনিরাজ্য ও প্রাণীরাজ্য থেকেই। তারপর সেই সকল ভেষজক্রিয়া সম্পন্ন ঔষধকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পোটেণ্টাইজার যন্ত্রেরদ্বারা অনু পরমাণুতে পরিণত করে ভেষজ ক্রিয়াহীন করা হয়। তাতে সেই ঔষধের মধ্যেই উদ্ভূত হয় এক রোগ উৎপাদক আনবিক মহাশক্তিপুঞ্জ। এই আণবিক শক্তিপুঞ্জে পূর্ণ ঔষধের নির্দিষ্ট কোন মাত্রা নেই। তার ক্ষুদ্রতম একটি পরমানু ও দেহাভ্যন্তরের রোগরাজ্যে মহাপ্রলয় উত্থাপন করে। সে অন্য সকল প্যাথির ঔষধের মত বেদনা নিবারক উত্তাপ হারক ইত্যাদি ভেষজক্রিয়া সম্পন্ন নয়। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অথবা তড়িৎ প্রবাহের মত রোগ উৎপাদক শক্তিপুঞ্জ। সে সমলক্ষণে পীড়িত রোগীদেহে প্রযুক্ত হলে সেখানে উত্থিত হয় প্রাণসন্ত্রাসী ঝঞ্ঝা অথবা প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত শক্তিশালী একটি সদৃশ কৃত্রিম রোগের উৎপাদন। এই শক্তিশালী কৃত্রিম রোগীটি সার্দ্দুল-ত্বরীতে তরুণ রোগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এবং প্রাচীন রোগ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীদেহের প্রাকৃতিক রোগকে ধ্বংস করে দেয়। তারপর প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত কিছুক্ষণ পরে সে কোথায় যে বিলীন হয়ে যায় আর তার সন্ধান মেলে না।

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ প্রযুক্ত হয় সমনীতিতে, যেমন বেদনায় বেদনা উৎপাদক ঔষধ, অনিদ্রায় অনিদ্রা উৎপাদক ঔষধ, উদরাময়ে উদরাময় উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি। যে ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করায় যে রকম উদারময় উৎপন্ন করে ঠিক সেই রকম প্রাকৃতিক উদারময়ে সেই ঔষধের একটি পরমাণু প্রযুক্ত হলে রোগী

দেহে উৎপন্ন হয় একটি শক্তিশালী কৃত্রিম উদরাময় রোগ। এই কৃত্রিম উদরাময় রোগটি কয়েক মূহুর্ত্তের মধ্যেই রোগী দেহের আপাদ-মস্তক ব্যাপৃত হয়ে যায়। ফলে গণিতের সূত্রানুসারে দুটি শক্তি-শালী পদার্থ যেমন একটি আধারের মধ্যে থাকতে পারে না, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী পদার্থটিকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হতে হয়, তেমনি এই কৃত্রিম উদরাময় রোগটির প্রচণ্ড শক্তিপ্রভাবে প্রাকৃতিক উদরাময় রোগটিকে ধ্বংস হতে হয়।

রোগনির্ব্বাচন না হলেও হোমিওপ্যাথির অভ্রান্ত চিকিৎসা পূর্ণোদ্যমে চলতে পারে। কারণ হোমিওপ্যাথিতে রোগনির্ব্বাচন চিকিৎসার সময় প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা রোগের চিকিৎসা করেন তাঁহাদের রোগনির্ব্বাচন প্রয়োজন হয়। হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না তার রোগনির্ব্বাচনের প্রয়োজনও হয় না। সে চিকিৎসা করে রোগীর, কেবল লক্ষণের সাহায্যে। সুতরাং রোগীর লক্ষণসংগ্রহই তার প্রয়োজন। রোগীর লক্ষণ সংগ্রহে কোন ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু রোগীর লক্ষণ গৃহস্থের সকলেই এবং সর্ব্বসাধারণে সংগ্রহ করতে পারেন। যথা রোগীর কি কষ্ট হচ্ছে, রোগী কেমন ভাবে অবস্থিত আছে, স্থির হয়ে আছে কি ছটফট করছে, পিপাসা হয় কি হয় না, জল খায় কি খায় না, গরম জল চায় কি ঠাণ্ডা জল চায়, কথা বলে কি অজ্ঞান হয়ে থাকে ইত্যাদি রোগীর কষ্টগুলি জনসাধারণ সকলেই সংগ্রহ করতে পারেন। সুতরাং রোগী যে কোন রকম নূতন অথবা অজানা রোগেও আক্রান্ত হোক না কেন, একজন হোমিওপ্যাথ রোগীর কষ্টগুলি সংগ্রহ করেই নূতন অজানা রোগেও নির্ভূল ঔষধ প্রয়োগ করে ঠিকমত চিকিৎসা করতে পারেন। যা বিশ্বে প্রচলিত কোন চিকিৎসা বিধানে আজও সম্ভব হয়নি।

প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত এর নীতির কোন পরিবর্ত্তন অথবা পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন হয়নি। এর রোগ উৎপাদক ক্রিয়া প্রারম্ভাবস্থায় যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে, এতটুকুও ম্লান হয়নি। সেই প্রারম্ভাবস্থার কোন্ অতীত যুগে সেদিন বেলেডনা যেমন দুর্দ্দান্ত শিরঃপীড়া, প্রচণ্ড উত্তাপ, প্রবল প্রদাহ ইত্যাদি উৎপাদন করেছিল আজও তাই করে। অন্যান্য প্যাথির ঔষধের মত এর কোন ঔষধ পরিত্যক্ত হয়নি। তরুণ রোগের চিকিৎসা, প্রাচীন রোগের চিকিৎসা, সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক চিকিৎসা সমস্তই সম্পূর্ণ ভাবে রয়েছে।

ক্যান্সার রোগাক্রমণের প্রারম্ভাবস্থায় রোগী যদি জীবনীশক্তির সাহায্য প্রার্থনার ভাষাগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থাৎ বিপরীত বিধান চিকিৎসার দ্বারা ক্যান্সারের কতকগুলি কষ্টকে অপসারিত করে এবং কতকগুলি কষ্টকে বর্দ্ধিত করে স্বীয় অবস্থাকে জটিলতর না করে হোমিওপ্যাথির নিকট উপস্থিত হন, তাহলে সেরূপ স্থলে আমরা আরোগ্যেরই আশা করি। অন্যথায় বিপরীত বিধান চিকিৎসার দ্বারা রোগীর অবস্থাকে জটিলতর করে অবশেষে হোমিওপ্যাথিতে কিছু হয় কিনা দেখি? এমন অবস্থায় আমাদের শরণাপন্ন হন তা হলে সেরূপ অবস্থায় আমরাও কিছুই করতে পারি না সত্য, তবে সেরূপ অবস্থায়ও হোমিওপ্যাথি রোগীকে অনেকখানি শান্তি দিয়ে কিছু বেশীদিন জীবীত রাখতে পারে। এই হল হোমিওপ্যাথির বৈশিষ্ট্য।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
চিকিৎসা বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথি	...	১
হোমিওপ্যাথির আরোগ্য নীতি	...	৯
হোমিও ঔষধের শক্তিকরণ	...	২৫
রোগী দেখা ও লক্ষণ সংগ্রহ	...	৩৪
ঔষধ নির্ব্বাচন	...	৪৯
ঔষধ প্রয়োগ	...	৫৫
সোরা-সাইকোসিস-সিফিলিস	...	৬০
ক্যান্সার	...	৬৯
এসাফিটিডা	...	৭৬
অরম মিউরিয়েটিকাম	...	৮০
অরম মেটালিকাম	...	৮৪
আর্জ্জেন্ট মেটালিকাম	...	৮৯
এলুম্যান	...	৯৫
এলুমিনা	...	৯৯
আর্সেনিক	...	১০৫
আর্স আইওড	..	১১৩
বিউফোরানা	...	১১৭
ব্যারাইটা কার্ব্ব	...	১২০
ব্যারাইটা মিউর	...	১২৫
ব্রোমিয়াম	...	১২৯
কষ্টিকাম	...	১৩৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
কার্ব্বোএনিমেলিস	...	১৩৭
কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস	...	১৪১
কার্ব্বোনিয়াম সালফ	...	১৪৫
ক্যাডমিয়াম সালফ	...	১৪৯
ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব	...	১৫১
ক্যালকেরিয়া আর্স	...	১৫৭
ক্যালকেরিয়া ক্লোর	...	১৬০
ক্যালকেরিয়া আইওড	...	১ ৩
ক্যালকেরিয়া সালফ	...	১৬৪
ক্রোটেলাস হরিডাস	...	১৬৮
কেলিবাইক্রম	...	১৭১
আইওডিয়াম	...	১৭৫
ক্রিয়োজোট	..	১৮১
ক্লিমেটিস	...	১৮৫
কোনায়াম	...	১৮৭
সিষ্টাস	...	১৯২
গ্র্যাফাইটিস	...	১৯৫
হাইড্রাসটিস	...	১৯৯
কেলী আইওড	...	২০৪
ল্যাকেসিস	...	২০৭
মার্কুরিয়াস সল	..	২১৪
মার্কসায়েনাইড	...	২১৯
মার্কুরিয়াস কর	...	২২০
মার্ক আইওড	...	২২০

বিষয়		পৃষ্ঠা
মার্ক প্রটোআইওড	...	২২১
মার্কবিন আইওড	...	২২১
নাইট্রিক এসিড	...	২২১
নেট্রাম আর্স	...	২২৯
নেট্রাম কার্ব্ব	...	২৩৩
মেডোরিনাম	...	২৩৭
থুজা	...	২৪১
ফসফরাস	...	২৪৫
ফাইটোলক্কা	...	২৫০
সালফার	...	২৫৩
সিপিয়া	...	২৫৮
সাইলিসিয়া	...	২৬৩
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	...	২৬৯
স্পঞ্জিয়া	...	২৭৩
ট্যারেণ্ট্‌লা হিস	...	২৭৭
রেডিয়াম	...	২৮০
বেডিয়েগা	...	২৮২
অরম আইওড	...	২৮২
ক্যালকেরিয়া সিলিকেট	...	২৮৩
রোগী বিবরণী	...	২৮৪—২৯২

ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার মাইতি এইচ-এম-বি, ডি-সি-এল,

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগের অবদান নয়। সুদূর অতীতে মনে হয় রোগ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই তার উদ্ভাবন হয়েছে। বহু মনীষির নীরব সাধনা যে যার চিকিৎসা পদ্ধতির ঐতিহ্য রচনা করে এসেছেন। রোগাক্রান্ত অঙ্গ থেকে অথবা রোগাক্রান্ত দেহযন্ত্র থেকে রোগের ও রোগ যন্ত্রণার অপসারণ করাই সকল পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল। রোগী যদি চিকিৎসার সময় তখনকার মত রোগ যন্ত্রণা অনুভব না করেন তবেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আরোগ্য সাধন হয়ে যায়। পীড়িত মানুষটি পরবর্ত্তী কালে রোগমুক্ত হওয়ার পর পূর্ব্ববর্ত্তী অটুট স্বাস্থ্য লাভ করুক বা না করুক সে দায়িত্ব চিকিৎসা-বিধানের ছিল না, এখনও নাই। আবার রোগী একটি রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যদি অপর একটি রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী রোগের কোন জের থেকে যায় তাহলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সে জন্য দায়ী নহেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিচালক মনীষিবৃন্দ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন, পরবর্ত্তী কালের রোগ একটি নূতন রোগ। পূর্ব্ববর্ত্তী রোগের সহিত এর কোন সম্বন্ধ নেই। যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী রোগ পেশীমণ্ডলে অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমান রোগ স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করেছে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী রোগ গ্রন্থিমণ্ডলে অবস্থিত ছিল বর্ত্তমান রোগ হার্ট এবং লাংস আক্রমণ করেছে। সুতরাং এটি একটি স্বতন্ত্র রোগ। পরবর্ত্তীকালে অস্ত্রচিকিৎসার কল্পনাতীত সাফল্য জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিস্ময়ে

অভিভূত করে দিচ্ছে। কিড্‌নী, লিভার, হার্ট, লাংস দেহের যে কোন জায়গা যে কোন যন্ত্র যে কোন গ্রন্থি বা অস্থি রোগাক্রান্ত হোক্ বা অক্রিয় হোক্, অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে প্রয়োজন বোধে সেটিকে পরিবর্ত্তন বা অপসারণের দ্বারা রোগ যন্ত্রণা থেকে রোগীকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। এইরূপে মানব-দেহের বর্দ্ধিত গ্রন্থি পর্য্যন্ত অস্ত্রোপচারের দ্বারায় রোগের আরোগ্য সাধনের প্রয়াস উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান কোষ্ঠ বদ্ধে বিরোচক ঔষধ প্রয়োগ, রক্তাধিক্যে রক্ত নিষ্কাষণ, রক্ত-হীনতায় রক্ত প্রবেশ করান, যন্ত্রণায় অবসাদক ঔষধ প্রয়োগ অক্রিয় যন্ত্রের অপসারণ প্রভৃতি বিপরীত পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা করে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মাণীর সুবিখ্যাত ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিমান উপরোক্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতানুযায়ী দীর্ঘকাল চিকিৎসা করার পর ঘোষণা করলেন এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভুল, অসম্পূর্ণ, নিষ্ঠুরতাপূর্ণ এবং মানবের অকল্যাণকর। এই চিকিৎসার পরিবর্ত্তে তিনি এক নূতন চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার করলেন এবং প্রচার করলেন; যে চিকিৎসা একটি রোগ আরোগ্য করার পর আর একটি রোগের সৃষ্টি করে সে কি আরোগ্য? আরোগ্যের অর্থ হচ্ছে মানুষকে তার সর্ব্ব দেহের এবং সমস্ত দেহযন্ত্রের সকল রকম যন্ত্রণা, বিকৃতি ও অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্ত করে তার স্বাভাবিক অটুট স্বাস্থ্য প্রদান করার নামই আরোগ্য। তোমরা যে বাত, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড্, আমাশা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা কর ওগুলি ত রোগ নয়, ওগুলি রোগের পরিণতি। তাহলে রোগ কোথায়? রোগ স্থূল দেহে বা দেহযন্ত্রে অবস্থিত নয়। সে দেহের সূক্ষ্ম

সত্তা মনস্তরে অবস্থিত। একটি শরীরে একটির বেশী রোগ এক সময়ে অবস্থান করতে পারে না। তোমরা যে একই সময়ে একটি দেহে ভিন্ন ভিন্ন রোগের অবস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ কর উহারা সকলেই একটি রোগ। তোমরা ওসকল রোগের চিকিৎসা করিও না। **রোগীর চিকিৎসা কর।** রোগী কে? তোমরা যাকে আমি বল সেই সূক্ষ্ম আমিই রোগী। রোগ সেই আমির সূক্ষ্ম মনস্তরে অবস্থিত। তোমরা যাহাকে রোগ বলিয়া চিকিৎসা করিতেছ উহারা রোগের স্থূল পরিণতি। উহাদের চিকিৎসায় কিছুই হইবে না; রোগ আরোগ্য হইবে না। তিনি এইরূপ ২৯২টি কথা বা উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিলেন। বিশ্ব স্তম্ভিত হইল তার জ্ঞানে ও অসীম পাণ্ডিত্যে। বিভিন্ন দেশ থেকে বহুদর্শী চিকিৎসকগণ এগিয়ে এলেন তাঁর মতবাদের বিরোধিতা করতে। কিন্তু অবশেষে তাঁর নিকট যুক্তি তর্কে পরাজিত হয়ে তাঁরাই প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফিরে গেলেন দেশে। কালক্রমে এইরূপে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর **প্রচলিত মতবাদ হোমিও-প্যাথি নামে দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে গেল।** তাঁর প্রচারিত ২৯২টি উপদেশের মধ্যে হোমিওপ্যাথির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। উহা অর্গানন পুস্তক নামে পরিচিত। এই অর্গানন পুস্তকখানি হোমিওপ্যাথির প্রাণ। প্রত্যেক জ্ঞানী হোমিও চিকিৎসক এই অর্গানন পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচিত। সত্যের পূজারী সত্যদ্রষ্টা ঋষি স্যামুয়েল হ্যানিমান যখন প্রচলিত প্রথায় চিকিৎসা করিতেছিলেন তখনকার রোগীর আরোগ্যসাধন তাঁর মনঃপূত হয় নাই। একটি রোগ আরোগ্য

হইবার কিছুদিন পরে পুনরাক্রমণ করিতে থাকে। তখনকার চিকিৎসা অনুযায়ী রোগী চিকিৎসায় তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন যে; রোগী রোগমুক্ত হবার পরেও তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাননি। একটি রোগ আরোগ্য হইবার পর অপর একটি রোগে আক্রান্ত হন, না হয় আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীটির কতকটা জের রোগীদেহে থেকে যায়। আরোগ্যের এই সকল অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া প্রচলিত চিকিৎসা বিধানের উপর তাঁহার বিতস্পৃহা জন্মে এবং গতানুগতিক চিকিৎসা ব্যবসায়কে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি পুস্তক অনুবাদের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় বিসর্জ্জন দিবেন না কেন? তিনি যে মর্ত্তধামে আবির্ভূত হয়েছেন মর্ত্তবাসীকে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ, সত্যের সন্ধান, অমৃতের আস্বাদ এবং জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা দেখাতে।

পুস্তক অনুবাদের সময় সিঙ্কোনার লক্ষণাবলী তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের উপর একটি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সেদিন বেদনাহত বিশ্ববাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা অবসানের এক শুভ মূহূর্ত্ত। তিনি দেখিলেন সিঙ্কোনা কম্পজর উৎপাদন করে; আবার সিঙ্কোনা কম্পজ্বর আরোগ্যও করে থাকে। তিনি সিঙ্কোনা সেবন করিয়া কম্পজ্বরে অভিভুত হইয়া ঐ অনুবাদের যথার্থতা সপ্রমাণ করিলেন। এইরূপে একে একে নানান ভেষজ সেবন করিয়া, নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া সমবিধান চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার করিলেন। দিনের পর দিন উদ্ভিজ্য খনিজ, প্রাণীজ ইত্যাদি সকল রাজ্যোদ্ভূত ঔষধের রোগোৎপাদক শক্তি পরিজ্ঞাত হইবার পর শেষ পর্য্যন্ত হলাহল পান করিলেন, ফলে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ দেবতার দান, নির্ম্মল ও পুর্ণ আরোগ্য লইয়া আবির্ভূত হইল হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি সমনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমনীতির অর্থ এই যে; যে ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রযুক্ত হলে কোষ্ঠবদ্ধ উৎপাদন করে থাকে, কোন রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হলে সেই ঔষধ প্রয়োগে তা আরাম হয়ে যায়। যে ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করলে যে রকম যন্ত্রণা উৎপাদন করে থাকে কোন লোকের সেই রকম যন্ত্রণা হলে সেই ঔষধ প্রয়োগ করলে সে যন্ত্রণার কবল থেকে অচিরেই মুক্তিলাভ করে থাকে। এই হল হোমিওপ্যাথির প্রধান নীতি। **হোমিওপ্যাথির প্রত্যেকটি ঔষধ সুস্থ মানুষকে সেবন করিয়ে দেখা হয়েছে যে,** কোন্ কোন্ ঔষধ কি কি রোগ উৎপাদন করেছে এবং তাহা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে ঔষধ সুস্থ শরীরে কোন রোগ উৎপাদন করতে পারেনি হোমিওপ্যাথি সে ঔষধটিকে বর্জ্জন করেছে।

হোমিওপ্যাথি অন্যান্য মতের চিকিৎসার মত জ্বর, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, বাত, ক্যান্সার টিউমার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করে না। কারণ এই যে, ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয় মানুষের দেহ অথবা দেহযন্ত্রের উপর নয়। মানুষের দেহ একটি জড় পদার্থের মত। উহা চালিত হয় মনের ইঙ্গিতে। দেহ-মনের ইঙ্গিত ছাড়া চালিত হতে পারে না। একটি মানবদেহ হইতে তার মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি ও শক্তি অপহৃত হলে যে দেহ অবশিষ্ট থাকে উহা জড় পদার্থ। সুতরাং মানব দেহের মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি ও শক্তিসমষ্টিই দেহের পরিচালক রক্ষী এবং কর্ত্তা। রোগ যখন আক্রমণ করে সে মনকেই মুখ্যভাবে আক্রমণ করে। সেই রোগাক্রমণের পরবর্ত্তী পরিণতি দৃষ্ট হয় দেহের উপর। আমরা যাহাকে আমি বলি সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য আমি এবং মন একত্রে জড়দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তাই হোমিওপ্যাথি জড় দেহে প্রতিফলিত কোন রোগে চিকিৎসা প্রয়োজন মনে করে না। দেহের অথবা দেহযন্ত্রেরও চিকিৎসা করে না। সে চিকিৎসা করে ঐ মনের সহিত প্রতিষ্ঠিত আমির অথবা রোগীর। রোগী কে? মানব শরীরে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি উপাদান এবং লিভার কিড্‌নী হার্ট প্রভৃতি যন্ত্র ছাড়াও এক শক্তিশালী জৈব শক্তি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। জীবন্ত অবস্থায় আমরা উহা অনুমান করতে পারি না। কিন্তু জীবন্ত শরীরের সঙ্গে মৃত শরীরের তুলনা করলে, অথবা জীবন্ত মানুষের স্বরূপ থেকে মৃত মানুষের স্বরূপ বাদ দিলে বিয়োগফল পাওয়া যায় মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি ও শক্তি সমন্বিত দেহহীন মানুষ। এই বিয়োগফল মানুষটি একটি দেহহীন শক্তির মানুষ। মৃত মানুষের সঙ্গে "উনি" যুক্ত থাকলে সে হবে জীবন্ত মানুষ, আর "উনির" অবর্ত্তমানে জীবন্ত মানুষ মৃত বলে কথিত হবে। দেহের অস্থি, মর্জ্জা, রক্ত মাংস, লিভার, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র চালিত হয় এই শক্তির মানুষের ইচ্ছায়। দেহ যখন পীড়িত হয় ঐ শক্তির মানুষ তার পূর্ব্বেই পীড়িত হয়। তিনি সুস্থ থাকাকালে কোন যন্ত্র অক্রিয় হতে পারে না। তিনি পীড়িত হলেই তার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় দেহযন্ত্রের উপর। **তাই হোমিওপ্যাথি দেহযন্ত্রের অথবা দেহযন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত কোন রোগের চিকিৎসা না করে চিকিৎসা করে শক্তির মানুষের অথবা রোগীর। সেইজন্য রোগীর চিকিৎসার দ্বারায় জড়দেহে প্রতিফলিত সকল রকম রোগ। যান্ত্রিক বিকৃতি ও অক্রিয়তা আরোগ্য হয় স্থায়ী ভাবে।**

রোগ যেখানে অবস্থিত এবং রোগ যাহাকে আক্রমণ করে তাহার চিকিৎসা না করিয়া জড়দেহের অথবা জড়দেহে

প্রতিফলিত রোগের পরিণতির চিকিৎসা করিলে উহা স্থায়ী ভাবে আরোগ্য হইবে না। কারণ আমির অবর্ত্তমানে দেহ যখন নিশ্চল জড় পদার্থে পরিণত হয়, তখন তার কোন অনুভূতি থাকে না। তখন সেখানে কোন রোগ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, তবে কেন আমরা সেই জড় পদার্থের চিকিৎসা করিব, চিকিৎসা করিব তাহার যে সকল সময়ে রোগ যন্ত্রণা অনুভব করে। সুখ দুঃখ অনুভব করে। সে একমাত্র মন বিবেক ইচ্ছা অনুভূতি ও শক্তি সমন্বিত দেহী আত্মা অথবা আমি। এইজন্য হোমিওপ্যাথি দেহের বা রোগের চিকিৎসা করে না। সে চিকিৎসা করে দেহীর আত্মার আমির অর্থাৎ রোগীর। আমি, আত্মা, রোগী ইত্যাদি আপনারা যাহাই বলুন না কেন সে অদৃশ্য। অদৃশ্য হলেও তার চিকিৎসা হয় লক্ষণের সাহায্যে। তাই হোমিও-প্যাথিকে লাক্ষণিক চিকিৎসাও বলা হয়। রোগীর লক্ষণ হল লোকটির চিরাভ্যস্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা। তার মনের আকাঙ্ক্ষা তার জড় দেহে প্রতিফলিত রোগের পরিণতির লক্ষণাবলী, তার উপশম এবং বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণসমূহ যে ঔষধটির মধ্যে সমভাবে দৃষ্ট হইবে সেই ঔষধটি প্রয়োগ করিলে সমপদ্ধতি অনুসারে সেই রোগী স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবে। এই জন্য হোমিওপ্যাথিকে সমবিধান চিকিৎসা বলা হয়। আবার অন্য সকল প্যাথিতে দেহের কোথায় কি হচ্ছে তা জানবার জন্য চিকিৎসার প্রারম্ভে রক্ত-থুথু, মল, মূত্র পরীক্ষা করতে হয়। লিভার, হার্ট, লাংস, কিড্‌নী প্রভৃতি শরীরের যন্ত্রগুলি সক্রিয় কিনা জানতে হয়। রোগের অবস্থিতি জানবার জন্য এক্সরে করে দেখতে হয়। প্যাথলজির বিচার করতে হয়। তবেই সুষ্ঠুরূপে চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ হয় নতুবা চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। হোমিও-

প্যাথিতে ওগুলি অনাবশ্যক আবর্জনার মত নিষ্প্রয়োজন। কারণ তার সেই একনীতি, সমস্ত দেহের সংক্ষিপ্ত অংশ মন। সে মনের চিকিৎসা করে। যেমন বৃক্ষের প্রধান অংশ মূল। মূলের নিকট জল এবং সার সঞ্চিত থাকলে বৃক্ষটির সমস্ত অংশই পল্লবিত হইয়া উঠে, তেমনি মানবদেহের শ্রেষ্ঠ অংশ মন। মনের চিকিৎসার দ্বারায় শরীরের সমস্ত অংশ এবং সমস্ত যন্ত্র সত্বর নীরোগ হয়ে উঠে। বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত চিকিৎসা পন্থা রোগের চিকিৎসা করেন। হোমিও চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঘোষণা করছে রোগের চিকিৎসা কর না রোগীর চিকিৎসা কর, কারণ রোগ নানারকম ভঙ্গির ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হতে পারে। সে যে রকম মূর্ত্তি, যে রকম কষ্ট যে রকম উপসর্গ নিয়ে আবির্ভূত হোক না কেন, তার কর্ম্মভূমির সীমারেখা হচ্ছে মানব দেহ। আবার মানবদেহের সংক্ষিপ্ত সত্বা হচ্ছে মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি ও শক্তি সমন্বিত মনোরাজ্যের সূক্ষ্ম মানুষ। এই সূক্ষ্ম মানুষের কখনও কোন পরিবর্ত্তন হবে না। সে চিরকালই একরকম থাকবে। রোগগুলি তার পোষাক পরিচ্ছদের মত নিত্য নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হবে। যেমন রামপ্রসাদ যখন গামছা পরে মাঠে লাঙল করে তখন সে যে রামপ্রসাদ, আবার যখন সে রাজপোষাক পরিধান করে নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে তখনও সে সেই রামপ্রসাদ, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করছে বলে রামপ্রসাদ হরিপ্রসাদ হবে না। তাই হোমিও বিজ্ঞান মানবদেহের সংক্ষিপ্ত সত্বা মনোরাজ্যের অপরিবর্ত্তনীয় সূক্ষ্ম মানুষের চিকিৎসা করেন লক্ষণ সাদৃশ্যে সমনীতিতে। ইহাতে দেখা যায় রোগ আরোগ্য হওয়ার পর আর পুনরাক্রমণ হয় না অথবা অন্য রোগে রূপান্তরিত হয় না এবং রোগের কোন জের রোগীদেহে থাকিয়া যায় না।

সমনীতি চিকিৎসায় রোগী লাভ করেন সম্পূর্ণ আরোগ্য এবং অটুট্ স্বাস্থ্য।

আরোগ্য নীতি

বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত রকম চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নীতি হচ্ছে সমবিধান পন্থা। অন্য সকল প্রকার চিকিৎসা বিধানের নীতি হচ্ছে অসমবিধান অথবা বিপরীত পন্থা। এই অসমবিধান চিকিৎসায় রোগীর যন্ত্রণাদায়ক কষ্টগুলিকে উপশম দেওয়ার জন্য বিপরীত ক্রিয়াশীল ঔষধ সকল প্রযুক্ত হয়; যেমন কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচক, উদরাময়ে সংকোচক এবং শূলবেদনায় অবসাদক ইত্যাদি ঔষধ সমূহের ভেষজক্রিয়া অথবা মুখ্যক্রিয়া দেহের যন্ত্রগুলির উপর, স্নায়ু, তন্তু প্রভৃতির উপর ক্রিয়াশীল হয়ে যন্ত্রণা গুলিকে সত্বর উপশম দিয়ে থাকে। অসমবিধান চিকিৎসা সমূহের আরোগ্য নীতি এইরূপ। সমবিধান চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথির আরোগ্য নীতি ঐরূপ নয়। হোমিওপ্যাথিতে কোষ্ঠবদ্ধের জন্য উদরাময়ের জন্য শূলযন্ত্রণা উপশমের জন্য কোন ঔষধ দেওয়া হয় না। হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ দেওয়া হয় যে রকম রোগ রোগীর দেহকে আক্রমণ করেছে, ঐ রোগীর দেহে ঐ রকম আর একটি শক্তিশালী কৃত্রিম রোগ উৎপাদনের জন্য ঔষধ দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এই, যে ঔষধজাত কৃত্রিম রোগটি রোগীদেহের প্রাকৃতিক রোগটির সহিত লড়াই করে তাকে ধ্বংস করবে। এই প্রণালীতে রোগী কোষ্ঠবদ্ধে কষ্ট পাচ্ছে তার উপর আবার কোষ্ঠবদ্ধ উৎপাদন; কিংবা রোগী উদরাময়ে কষ্ট পাচ্ছে তার উপর আবার উদরাময় উৎপাদন করা রোগীর পক্ষে আরও কষ্টকর

হবে এরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক হলেও উহা ভ্রান্ত। প্রথম প্রথম মনীষিরা বহু পরীক্ষা করে দেখেছেন ঔষধজাত কৃত্রিম রোগ সমলক্ষণ সম্পন্ন প্রাকৃতিক রোগকে চিরতরে ধ্বংস করে রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকে। আমরা প্রতিনিয়ত উহা দেখে এসেছি। যে প্রাকৃতিক রোগ, বা যে প্রাকৃতিক কষ্টগুলিকে আরোগ্য করতে হবে হোমিওপ্যাথির শক্তিকৃত ঔষধগুলির মধ্যে যে ঔষধটি সুস্থ মানুষের দেহে ঔষধ পরীক্ষার সময় ঐ রকম রোগ বা ঐ রকম কষ্ট উৎপাদন করেছিল, সেই ঔষধটি ঐ রোগীকে সেবন করিয়ে সেই রমক একটি কৃত্রিম রোগ জন্মাতে হয় ঐ রোগীদেহে, উহাতে পূর্ব্বের প্রাকৃতিক রোগটির সহিত এই সদ্যোদ্ভুত ঔষধজাত কৃত্রিম রোগটি মিলিত না হয়ে তার অধিকৃত স্থান সমূহ সদৃশ লক্ষণ সমূহের দ্বারায় অধিকার করে তাকে (প্রাকৃতিক রোগটিকে) দূরীভুত করে থাকে। সে প্রাকৃতিক রোগটির সহিত মিলিত হয় না। এর সূত্র হচ্ছে সমলক্ষণ সম্পন্ন দুটি রোগ একটি দেহে থাকতে পারে না। যেমন অম্লজান পদার্থটি জল ও বাতাস এই উভয় পদার্থেরই একটি উপাদান হলেও জল এবং বাতাস এই দুইটি পদার্থ একটি পাত্রের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে না। আপনি একটি বায়ুপূর্ণ কলসীকে উপুড় করে পুকুরের জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরুন, উহার মধ্যে জল প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ কলসীটি বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া। যে মুহুর্ত্তে আপনি কলসীর মধ্যে জলকে প্রবেশ করবার সুযোগ দিবেন এবং যত সেকেণ্ডে কলসীটি জলপূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক তখনি তত সেকেণ্ডেই কলসীটির বায়ু বাহির হয়ে আসতে বাধ্য হবে। জল এবং বায়ু দুইটি পদার্থ একসঙ্গে একটি পাত্রে মিশ্রিত অবস্থায় কখনও থাকবে না। সেইরূপ প্রাকৃতিক রোগ এবং কৃত্রিম রোগ বাহ্যদৃষ্টিতে একরকম হলেও রোগদুইটি জল এবং বায়ুর মত বিভিন্ন। ওরা

কোনদিন মিলিত অবস্থায় থাকে না। দেহের মধ্যে যখনই শক্তিকৃত হোমিও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারায় কৃত্রিমরোগটি উৎপন্ন হয়ে যত সময়ে দেহে ব্যাপৃত হয়, ঠিক তত সময়েই প্রাকৃতিক রোগটিও বিনষ্ট হয় কলসীর অভ্যন্তরের বায়ু নিষ্কাশণের মত। কিন্তু প্রাকৃতিক রোগটির পরিবর্তে কৃত্রিম রোগটি রোগীর দেহে ব্যাপৃত হয়ে থাকে। অসমবিধান চিকিৎসক এবং জনসাধারণ ঐ আকস্মিক পরিবর্ত্তনটি জানতে পারেন না। কারণ সদ্যোদ্ভূত কৃত্রিম রোগটিও যে প্রাকৃতিক রোগের অনুরূপ। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় পূর্ব্বেও যেমন রোগ ছিল হোমিও ঔষধ প্রয়োগের পরেও তেমনি রোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন সমবিধান চিকিৎসকগণ প্রাকৃতিক রোগের সহিত কৃত্রিম রোগের পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন। তাঁদের শ্যেন দৃষ্টির সম্মুখে প্রাকৃতিক রোগ ও কৃত্রিম রোগের স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়ে যায়। নবাগত কৃত্রিম রোগটি যতক্ষণ স্থায়ী থাকে ততক্ষণ আমরা রোগীর উপকারিতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারি না বটে কিন্তু এই কৃত্রিম রোগটির অবসান হলে পর দেখা যায় যে রোগী আরোগ্য লাভ করেছে।

রোগীদেহে উদ্ভূত কৃত্রিম রোগটির স্থায়ীত্বকাল খুব স্বল্প হওয়া প্রয়োজন। রোগীর সমলক্ষণে শক্তিকৃত হোমিও ঔষধ যতই স্বল্প পরিমাণে প্রযুক্ত হইবে, রোগী দেহে উদ্ভূত কৃত্রিম রোগটির স্থায়ী কালও তত স্বল্প সময় হইবে। ঔষধ যত বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হইবে কৃত্রিম রোগটি তত বেশী সময় স্থায়ী হইবে। স্বল্পতম মাত্রায় ১০নং-এর একটি ঔষধ সিক্ত গ্লোবিউল এক চামচ জলে দ্রব করে এক মাত্রা করাই যথেষ্ট। এত স্বল্প মাত্রায় কি করে কাজ হবে? হোমিও ঔষধ অন্য চিকিৎসার ঔষধের মত ভেষজ ক্রিয়া সম্পন্ন ঔষধ নয়। তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা

শক্তিকরণ করা হয়েছে। অন্য সকল প্যাথির ঔষধ নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রযুক্ত হয়ে রোগ আরোগ্য করে থাকে। যেমন বেদনা-নাশক ঔষধ, নিদ্রাকারক ঔষধ ইত্যাদি। হোমিও ঔষধ সেরূপ নয়। **হোমিও ঔষধ রোগনাশক না হয়ে রোগ উৎপাদক শক্তির উৎস হয়।** আপনারা জানেন দেয়াশালাই কাঠি জলে উঠলে ওর যেমন দাহিকা শক্তি লক্ষিত হয়; চকমকির ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গেরও তেমনি দাহিকা শক্তি আছে। দাহ্য পদার্থের উপর ঐ ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গটি পতিত হলেও বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। তেমনি হোমিওপ্যাথির স্বল্পতম মাত্রাও সদৃশ লক্ষণে রোগীদেহের জৈবশক্তিতে পতিত হলে, একটি বিরাট রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে। রোগ যতই প্রবলতর হোক না কেন, রোগীর সমলক্ষণে নির্ব্বাচিত ঔষধ দ্বারা সিক্ত একটি ক্ষুদ্রতম গ্লোবিউল এক চামচ জলে দ্রব করলে সেই একমাত্রা হয়। এত স্বল্প ঔষধকণা ফল কিছুই করবে না এই ধারণায় যদি আপনি অসমবিধানের ঔষধ প্রয়োগের মত বৃহৎ মাত্রা প্রয়োগ করেন, তাহলে যদিও আপনার নির্ব্বাচন অভ্রান্ত হয় তাহলেও আপনি রোগীকে নীরোগ অবস্থায় আনতে পারবেন না। কারণ রোগী বৃহৎ মাত্রায় প্রদত্ত ঔষধ জাত কৃত্রিম রোগে অভিভূত হয়ে থাকবে তা আপনি বুঝতে পারবেন না। বরং আপনার নির্ব্বাচন ভ্রান্ত হয়েছে এই ধারণায় আপনি হয় প্রেসক্রিপসন বদলাবেন, না হয় হোমিওপ্যাথির উপর আস্থা হারাবেন।

হোমিওপ্যাথি সূক্ষ্ম শক্তির দেশ। স্থূল দেহে যখন রোগাক্রমণের যন্ত্রণা অনুভূত হয় কেবল তখনই মানুষ অনুভব করেন যে তিনি রোগাক্রান্ত হয়েছেন। এই যন্ত্রণা অনুভূতির পূর্ব্বে তিনি সুস্থতা অনুভব করতেন। স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মশক্তির মানুষ অবস্থিত

আছেন। তিনি প্রতিনিয়তই দেহটিকে নিরাপদ রাখার নিমিত্ত রোগশক্তির সহিত সংগ্রাম করেন এবং তাকে পরাভূত করেন। আমরা সে অদৃশ্য সংগ্রাম অনুভব করতে পারি না। যখনই সেই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে শক্তির মানুষ পরাজিত হন এবং তাঁর রক্ষী বিভাগ অবসন্ন ও পরাজিত হয় তখনই দেহে রোগাক্রমণ অনুভূত হয় এবং মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। চিকিৎসা বিধানও তখন চিকিৎসায় ব্রতী হতে সক্ষম হয়। কিন্তু দেহ-রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে মহাসমর হয়ে যাচ্ছে তা আমরা দেখিও না আর বুঝিও না। সমবিধান মতের চিকিৎসায় রোগের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব নাই। ভোগকাল ও মিয়াদকাল নাই। রোগের সাধ্য অসাধ্য যাপ্য এরূপ কোন ধারণাও নাই। বিশ্বের অন্য সকল চিকিৎসা বিধানে যে সকল প্রথা ও পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সমবিধান চিকিৎসায় সেগুলি নিষ্প্রয়োজন। কারণ স্থূল দেহের রক্ত, থুথু, মলমূত্র, কফ, পুঁজ প্রভৃতির পরীক্ষালব্ধ ফল এবং হার্ট, লিভার, কিড্‌নী, প্রভৃতি যান্ত্রিক বিকৃতিও অক্রিয়তার ফটো সমবিধান চিকিৎসার কোন সাহায্য করে না।

অন্য সকল চিকিৎসাবিধান যান্ত্রিক অক্রিয়তার চিকিৎসা করে জ্বর, টাইফয়েড, উদারময় প্রভৃতির চিকিৎসা করে, সমবিধান ওগুলির চিকিৎসা করে না। ঐ সকল রোগ বা যন্ত্রণা যে কারণে উৎপন্ন হয় সমবিধান সেই কারণের চিকিৎসা করে। কারণের চিকিৎসা করলে রোগ স্থায়ীভাবে নিঃশেষে আরোগ্য হয় এবং পুনরাক্রমণ আর হয় না। জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, বুকের ব্যথা, ওগুলি রোগ নয়। রোগ নামক যে ভদ্রলোক দেহটিকে আক্রমণ করেন জ্বরটি তার পায়ের জুতো, মাথার যন্ত্রণা ও বুকের ব্যথা তাঁর মাথার টুপি, পেট

কাঁপা ও উদরাময় তাঁর গায়ের জামা, অন্ত্রের ক্ষত তাঁর ছাতা, এই রকম যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কষ্টগুলিকে অন্য অন্য সকল চিকিৎসা বিধান রোগ ধারণা করে চিকিৎসা করেন, সমবিধান সেগুলিকে রোগের পোষাক পরিচ্ছদ বলে থাকেন। যেমন আপনারা কোন খেলায় মনোনিবেশ করে বসে আছেন। আপনাদের অলক্ষ্যে কোন ভদ্রলোক যদি জুতো পায়ে দিয়ে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন আপনারা সেই জুতার শব্দ শুনে জানতে পারেন একটি লোক ঘরের মধ্যে এসেছেন। তেমন জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা দেখে আপনারা জানতে পারেন একটি রোগ হয়েছে। **আসল রোগ থাকেন অভ্যন্তর প্রদেশে সূক্ষ্ম দেহরাজ্যে। অসমচিকিৎসাবিধান তাঁকে লক্ষ্যও করেন না তাঁর সন্ধানও জানেন না।** যেমন আপনারা সিনেমা দেখেন। কত ভিন্ন ভিন্ন ছবি পর পর আসছে আবার চলে যাচ্ছে। আপনারা কেবল ছবিই দেখছেন; কিন্তু পিছনে অপারেটার ভদ্রলোক যে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থেকে তাঁর ইচ্ছামত রিল বদলাচ্ছেন তাঁকে কেউ দেখেছেন কি? **সমবিধান চিকিৎসার ঐ অপারেটারের সন্ধান করেন এবং চিকিৎসার দ্বারা তাঁকে দূরীভূত করেন। সূক্ষ্মদেহরাজ্য থেকে রোগকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং শক্তির মানুষকে রোগমুক্ত করাই সমবিধানের আরোগ্য নীতি।**

মানব দেহের লিভার কিড্‌নী হার্ট প্রভৃতি দেহযন্ত্র যে অক্রিয় হয় অথবা ঐ সকল দেহযন্ত্রে যে নানারূপ কষ্টদায়ক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ঐ সকল যন্ত্রকে কেন্দ্র করে ঔষধ নির্ব্বাচন করলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে না। দেহযন্ত্র অক্রিয় হওয়ার অথবা যন্ত্রণা অনুভূতি হওয়ার পূর্ব্বেই দেহস্থিত শক্তির মানুষ পীড়িত হন। **শক্তির মানুষ পীড়িত হয়েই ব্যক্ত করেন দেহযন্ত্রে নানারূপ**

যন্ত্রণা। ঐ যন্ত্রণাগুলিই তাঁর আরোগ্যের সাহায্য প্রার্থনার ভাষা। তিনি পীড়িত বলেই লিভার অক্রিয়, হার্ট রক্ত-সঞ্চালনে পরাঙ্মুখ; গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধি, পেট ফাঁপা উদরাময় ইত্যাদি হয়। তাই হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক রোগীর কষ্টদায়ক লক্ষণ সমূহের সাহায্যে ঔষধের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন এবং সমনীতিতে শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগ করেন। তাই হোমিওপ্যাথির আরোগ্য হয় অতি মধুময়! পুনরাক্রমণ আর হয় না। হোমিওপ্যাথি হার্ট, লিভার, কিড্নী প্রভৃতি কোন দেহযন্ত্রের চিকিৎসা করেনা। ঐ সকল দেহযন্ত্র যে কেন্দ্রীয় শক্তির চালনাধীন, সেই কেন্দ্রীয় শক্তিকে শক্তিশালী করা এবং সুশৃঙ্খল পরিচালনায় নিয়োজিত করাই হোমিওপ্যাথির আরোগ্যনীতি।

হোমিওপ্যাথির আরোগ্য নীতি বহির্মুখী। হোমিও ঔষধ প্রযুক্ত হলেই দেহের মধ্যে যে কোন যন্ত্রে যত রকম কষ্ট থাক্ না কেন, ঐগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং গভীরতম অভ্যন্তর অংশ মন থেকেই কষ্টগুলি সর্ব্বপ্রথম অপসারিত হয়ে বহির্মুখী গতিতে অভ্যন্তর থেকে বাহিরের দিকে স্নায়ু থেকে চর্ম্মের দিকে ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে আসে এবং দেহ চিরতরে নির্ম্মল হয়। কাজেই হোমিওপ্যাথির আরোগ্য গতি বহির্মুখী। সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সহিত অন্য কোন প্যাথির মিশ্রণ চিকিৎসা হইতে পারে না। কারণ অন্য সমস্ত প্যাথির আরোগ্য গতি অন্তর্মুখী। একসঙ্গে দুটি বিভিন্নমুখী গতির আরোগ্য পন্থা একই সময়ে একই রোগীদেহে প্রযুক্ত হতে পারে না। যেমন একই রেলপথে দুদিক থেকে বিপরীতমুখী গতিতে মুখোমুখি দুখানা ট্রেণ একই সময়ে ছুটে যেতে পারে না। যদি যায় তাহলে মধ্যপথে যে কোন এক জায়গায় তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। ঐরূপ রোগী দেহের অভ্যন্তরে মিশ্রণ চিকিৎসার দ্বারায় কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে মানব

চক্ষুর অন্তরালে নির্ম্মম সংঘর্ষ হবেই। চিকিৎসক বা জনসমাজ তা বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন বিশ্বে প্রচলিত সব চিকিৎসাই এক। যেহেতু সকলেরই লক্ষ্য রোগীকে যন্ত্রণা মুক্ত করা। কাজেই প্রদাহিত স্থানে পুলটিস মালিস ইঞ্জেকসান সহ হোমিও ঔষধ সেবন প্রভৃতি একসঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ার কোন দোষ নাই। এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে এরূপ পন্থা অবলম্বন করা অনুচিত।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেছেন প্রত্যেক রকমের রোগ সৃষ্টি হয় জীবাণুর দ্বারায়। রোগীর কফ, থুথু, মলমূত্র রক্ত ঘর্ম্ম প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং বিভিন্ন রকমের জীবাণু পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল জীবাণুই রোগের কারণ বলে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু সমবিধান চিকিৎসায় জীবাণু তত্ত্ব একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার। কারণ জগতের যেখানে পচন আছে সেখানেই জীবাণুর জন্ম স্বাভাবিক। রক্ত, মাংস, অস্থি, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের পচন থেকে বিভিন্ন রকম জীবাণুর উদ্ভব হয়ে থাকে। জীবাণুর অবস্থিতির জন্য পচন সম্ভব হয় না। জীবাণুগণ নিরপরাধী। ওরা রোগের কারণ নয়। রোগের কারণ হচ্ছে সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষদুষ্ট রোগপ্রবণতা। রোগপ্রবণতা না থাকলে কোন রোগেরই উদ্ভব সম্ভব নয়। জীবনীশক্তির প্রতিষেধক ক্ষমতা যতক্ষণ অটুট থাকবে ততক্ষণ মনে ভীতির লেশ পর্য্যন্ত থাকবে না। যখনই মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় তখনই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কারণ ঐ ভয় লক্ষণটির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে শক্তির মানুষ পীড়িত হয়েছেন এবং জীবনীশক্তির প্রতিষেধক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ঠিক এই সময়ই চিকিৎসার উপযুক্ত সময়। কারণ রোগ-প্রবণতা তখন আগন্তুক কারণের সহিত সম্মিলিত হয়ে মিত্রতা করে, ওরা অচিরেই একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করবে। তাই দেখে তখন

শক্তির মানুষ মনোমধ্যে ভীতি লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া দেহীকে সতর্ক করেন। উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হও, বাহির থেকে সাহায্য গ্রহণ কর। এখন আমাদের বিচার্য্য, আসন্ন মহাসমরে কোন্ চিকিৎসা জীবনীশক্তিকে সাহায্য করবে। সমবিধান না অসমবিধান?

অসমবিধান এখন কিছুই করতে পারে না। কারণ এখন ত কোন অসুখ নাই; "শরীরের কোন যন্ত্রও বিকৃত হয় নাই; রক্ত, থুথু, মলমূত্রে কোন জীবাণু নাই কেবলই ভয় ও ভয়ের জন্য কোন ভয় নাই। যতক্ষণ মহাসমর না বাধে, শক্তির মানুষের সৈন্যাধ্যক্ষ জীবনীশক্তি পরাজিত না হয়, মিত্রশক্তি যতক্ষণ তাকে কোণঠাসা না করে, তার আজ্ঞাবাহী যন্ত্রসমূহকে আক্রমণ করে, বিকৃত করে তাকে পচিয়ে, সেই পচন থেকে উৎপন্ন তাদের বিপুল সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ অসমবিধানের কোন চিকিৎসাই অবলম্বিত হতে পারে না। রোগনির্বাচনের পর অসমবিধান যখন শক্তির মানুষকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন সেখানে মহাসমর শেষ হয়ে গেছে। তার বহু পূর্ব্বেই বিজয়োৎফুল্ল মিত্রশক্তি রণডঙ্কা বাজিয়ে কত সুরম্য অট্টালিকাকে চূরমার করে দিয়েছে। অবিরাম কাশি, ফুসফুসে ক্ষত, হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিড্নী প্রভৃতি যন্ত্রকে অক্রিয় করে দিয়েছে। এমন সময় অসমবিধানের নব আবিস্কৃত জীবাণুসংহারী ভেষজগণ ক্ষিপ্রগতিতে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে তার সৈন্যদলকে সংহার করে মিত্রশক্তিকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ করে দেয়।

আর সমবিধান চিকিৎসা শুধু ভয় লক্ষণটিকে দেখেই চিকিৎসা আরম্ভ করতে পারে যাহা জগতের কোন চিকিৎসাতেই সম্ভব হয় না। রোগের কোনও লক্ষণ যদি না থাকে তাতে কিছু আসে যায় না। কেবল লোকটির স্বভাব চরিত্র, চেহারার ভঙ্গী, ঠাণ্ডা গরমের অভিলাষ, স্নান, আহার, নিদ্রা, ঘর্ম্ম, মল,

মূত্র প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য যে ঔষধটির অনুরূপ হইবে, সেই ঔষধটির উপযুক্ত শক্তির কয়েক মাত্রা ঔষধ, শক্তির মানুষকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করিবে। এই কল্পনাতীত স্বল্প সাহায্যই মহাসমরের বহু পূর্বেই মিত্রশক্তির আসন্ন রণোন্মাদনার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করে দেয়। তাদের গোপন ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করে।

সমবিধানের প্রতিটি ভেষজ যদু, মধু, শ্যামের মত মন বিবেক ইচ্ছা অনুভূতি ও শক্তি সমন্বিত এক একটি বিভিন্ন ধরণের জীবন্ত মানুষের প্রতীক। জগতের প্রতিটি জীবন্ত মানুষের অনুরূপ হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য ভাণ্ডারে বিভিন্ন ধরণের ঔষধের মানুষ বর্তমান রয়েছে। ঐ ঔষধের মানুষগুলি রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীর চির বন্ধু। লোকটির যদি কোন রোগযন্ত্রণা নাও থাকে তাহলেও সমলক্ষণ সম্পন্ন ঔষধের মানুষটি তাঁর বংশগত রোগ-প্রবণতাকে ধ্বংস করে তার স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে। রোগী লিপি সংগ্রহের পর রোগীর সমলক্ষণে ঔষধের মানুষটি উপযুক্ত শক্তিতে প্রযুক্ত হলে পর অসাধ্য সাধন করতে পারে। উপযুক্ত শক্তির অর্থ এই যে, রোগ-প্রবণতার গভীরতা বা পুরাতনত্ব অনুযায়ী ঔষধের শক্তি নির্ণয় হওয়া প্রয়োজন। অচিররোগ যেগুলি জীবনীশক্তির প্রতিষেধক ক্ষমতাকে উপেক্ষা করিয়া উত্তেজক কারণের প্রভাবে উৎপন্ন হয়, সেই সকল তরুণ রোগে নিম্নতম শক্তি হইতে ৩০ শক্তির দ্বারাই আরোগ্য হইতে দেখা যায়, দৈবাৎ কোন কোন স্থলে ২০০ শক্তিও প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু চিররোগ সমূহ, যেগুলি স্বীয় জীবনে অর্জ্জিত হয়ে সোরা. সিফিলিস প্রভৃতি দোষপ্রবণতার সহিত সম্মিলিত হয়ে, শক্তির মানুষের রক্ষীদলকে পরাজিত করে স্বীয় শক্তিবলে নিভৃত বাসস্থান ঠিক করে নেয়, সেই সকল চিররোগের প্রতিকারের জন্য ২০০ শক্তি হইতে

১০০০০ শক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে। আবার যে সকল চির রোগ বংশগত বহু পূর্বপুরুষদের দেহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে দৌহিত্রদের শরীরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শত শত বছর ধরে অসমবিধানের অসংস্কৃত ধাতব ভেষজের সংমিশ্রণে শক্তিশালী হয়ে স্বীয় সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই সকল সুপ্রাচীন বংশগত রোগ-প্রবণতার সাময়িক উচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করতে, উচ্চতম শক্তির হোমিও-প্যাথি ঔষধ প্রয়োগ করাই উপযুক্ত শক্তি।

বংশগত রোগপ্রবণতার সাময়িক উচ্ছ্বাসে যেমন—বাতে, বেদনায় ও টনসিল প্রদাহে রোগের সমলক্ষণে হোমিওপ্যাথির নিম্নতম শক্তি প্রয়োগে মুগ্ধকর সাফল্যও বহু ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়; কিন্তু ওরূপ সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হয়। কিছুদিন পরে অসমবিধান চিকিৎসার মতই পুনরাক্রমণ হতে দেখা যায়; অথবা ঐ রোগটি জন্মান্তর গ্রহণ করে। ঐরূপ হওয়ার কারণ এই যে, সুপ্রাচীন বংশগত রোগপ্রবণতা দেহের যে অলক্ষ্য স্নায়ুতন্তুতে আত্মগোপন করে বসে আছে, নিম্নতম শক্তির হোমিও ঔষধ সেই অলক্ষ্য স্নায়ুতন্তুতে ক্রিয়াশীল নয়। কারণ নিম্নতর শক্তির ঔষধে মানসিক লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয় না। উহা কেবল অসমবিধানের মতই কষ্টগুলিকে ঢাকা দিয়েই উপশম আনে। যদিও হোমিওপ্যাথির নিম্নতম শক্তির ঔষধ অসমবিধান চিকিৎসার মতই তন্তুনিচয়ে ক্রিয়াশীল হয় এবং অস্থায়ীভাবে রোগপ্রবণতার সাময়িক উচ্ছ্বাসকে ঢাকা দেয়, তবুও উহা অসমবিধানের মত ক্ষতিকারক নয়। কারণ অসমবিধানের অসংস্কৃত স্থূল ভেষজ সমূহ অন্তর্মুখীন গতির সাহায্যে রোগপ্রবণতার সাহায্যকারী হয়। যেহেতু রোগপ্রবণতার গতিও অন্তর্মুখী। **একই পথে একই মুখী গতিশীল শক্তিগুলি পরস্পর সাহায্যকারী হয়।** সে চায় দেহের নিভৃততম গভীর অলক্ষ্য স্নায়ুতন্তুতে সুখের নীড় তৈরী করে থাকতে।

আর হোমিওপ্যাথির এমনকি নিম্নতম শক্তির ঔষধেরও গতি বহির্মুখী। কাজেই উহা জবনীশক্তির বহির্মুখী বিতাড়ন ক্রিয়াকে সাহায্য করে রোগপ্রবণতার সাময়িক উচ্ছ্বাসকে ঢাকা দিয়ে উপশম করে থাকে। কাজেই উহা অপেক্ষাকৃত উপকারী। অসমবিধানের মত ক্ষতিকারক নয়। তাহলেও এই কষ্টদায়ক লক্ষণগুলিকে অস্থায়ীভাবে ঢাকা দেওয়ার জন্য মহামানব হ্যানিমান হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার করেন নাই। মহামানবের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাধিক্লিষ্ট আর্ত্ত মানবের চিরমুক্তির জন্য, চিরশান্তির জন্য হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার আজ আমরা মহামানবের সে মহান উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে, অসমবিধানের মতই রঙীন হোমিও ঔষধের স্থূল অণুর দ্বারাই চিররোগ সমূহের কষ্টদায়ক লক্ষণগুলিকে অপসারিত করে গৌবব অনুভব করি এবং প্রচার করি ইহাই হ্যানিমান আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি.

আমরা একই সময়ে একই মানুষের দেহে বিভিন্ন রকমের রোগের অবস্থিতি এবং বিভিন্ন যন্ত্রের অক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করি। এরূপ রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য অসমবিধান শাখার মতামত হচ্ছে, লোকটির অনেকগুলি রোগ হয়েছে এবং প্রত্যেক রোগের জন্য এক একটি ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হয়ত একদিনে অনেকগুলি ঔষধ প্রয়োগ হয়ে থাকে পর্য্যায়ক্রমে। আমরা ঐ রকম রোগীর রোগের বিভিন্ন রকম নাম না দিয়ে বলে থাকি এটি জটিল রোগ। ঐ রকম জটিল রোগে আমাদের কিন্তু ঔষধও নির্ব্বাচন হবে মাত্র একটি। একটির বেশী ঔষধ কোন ক্রমেই নির্ব্বাচিত হবে না। কারণ এই যে, তার শরীরে যত রকম রোগ থাক না কেন, সে মানুষ ত একটি, তার মন একটি, তাঁর চিন্তাধারা একটি, তার অভ্যন্তরে শক্তির মানুষ বা আত্মা একটি। সুতরাং তার সাদৃশ্যলক্ষণে ঔষধও নির্ব্বাচিত হবে

একটি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না, সে রোগীর চিকিৎসা করে। তার শরীরে যত রকম রোগ থাক না কেন সে রোগী ত একটি। কাজেই ঔষধও নির্ব্বাচিত হবে একটি। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, আমাদের ভৈষজ্য-ভাণ্ডারে যে ঔষধগুলিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শক্তিকরণ করে আমাদের নিজস্ব সম্পদ করে লওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটির ক্ষমতা আছে তত রকমের রোগ আরোগ্য করতে ; যত রকমের রোগ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, তাছাড়া তার আরও ক্ষমতা আছে ভবিষ্যতে আরও যত রকম রোগের আবির্ভাব হবে সে সমস্তই সে আরোগ্য করবে। সুতরাং রোগ যত রকমের যত বিচিত্র ভঙ্গী নিয়ে আবির্ভূত হোক না কেন ঔষধ নির্ব্বাচিত হবে মাত্র একটি রোগীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার সমলক্ষণে।

আমাদের দেশে সূতিকাগৃহে সদ্য প্রসূত শিশুর গাত্রে এক রকম লাল রংএর চাকাচাকা স্থান দৃষ্ট হয়। গুর্বিণীগণ উহাকে মৌরা বলে থাকেন। আমাদের মতে উহা সোরার প্রথম বিকাশ। ঐ মৌরার প্রতিকারের জন্য বৃদ্ধা জননীগণ সরাঙ্গ নামক তিক্ত শস্য বীজকে জল অথবা তৈল সহ বাটিয়া শিশুর গাত্রের মৌরাগুলির উপর প্রলেপ দেন। ঐ প্রলেপের তীব্রতায় মৌরাগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। মাতাপিতা মনে করেন মৌরাগুলি আরাম হয়ে গেল। এই ঘটনার হয়ত বছর খানেক পরে ঐ শিশুর গাত্রে খোসপাঁচড়া এবং চুলকানি বাহির হয় এবং ভীষণ কষ্ট দিতে থাকে। খোস পাঁচড়াগুলির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় সেগুলির উপর মলম লাগান হয়। যার ফলে খোস পাঁচড়াগুলি কিছুদিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে ঐ শিশুটির গায়ে দাদ, মাংস পেশীতে ব্যথা, কনকনি, নানারকম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আক্রমণের স্থান

অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকম নামকরণ হয়ে থাকে ;, যথা—দাদ, গাউট, সায়েটিকা ইত্যাদি। এবারেও তৈল মালিশ মলম ইত্যাদি তীব্র ক্রিয়াশীল ভেষজের দ্বারা ঐ কষ্টগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার কয়েক বছর পরে সেই শিশুটির বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসকষ্ট, একটু শ্রম করলে বা রাস্তা হাঁটলে হাঁপিয়ে উঠা ইত্যাদি নানারকম কষ্ট উপস্থিত হয়। এবার ডাক্তারবাবু বলেছেন হার্টডিজিজ হয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসাড়ম্বর মুগ্ধ সমাজ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান স্তিকা-গৃহে শিশুর গাত্রের মৌরা, শৈশবে গায়ে খোসপাচড়া, যৌবনে দাদ, বাত, কৈশোরে গ্রন্থীস্ফীতি, হার্টডিজিজ প্রভৃতির প্রত্যেকটি রোগকেই বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন এবং এক একটি স্বতন্ত্র রোগ বলে ধারণা করে আসছেন। আপনারা বাড়ীর আশেপাশে প্রতিনিয়তই দেখে এসেছেন, গ্রন্থীস্ফীতি অপারেশনে আরোগ্য হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যে থাইসিস্ হয়েছে। ফিসচুলা অপারেশনে আরোগ্য হওয়ার কিছুদিন পরে ক্ষয় জাতীয় কোন রোগ হয়েছে। একটি রোগ ভাল হয়ে আর একটি ভীতিপ্রদ রোগের উদ্ভব হয়েছে। তবুও সেই বদ্ধমূল ধারণা প্রত্যেক রোগীটি বিভিন্ন। বন্ধুগণ! ওগুলি বিভিন্ন রোগ নয়। ও সবগুলিই একই পীড়া, ঐ যে কৈশোরের হার্টডিজিজ উনিই সেই সূতিকাগারের মৌরা সোরার প্রথম অভিব্যক্তি। প্রতি ক্ষেত্রেই ওকে আরোগ্য না করে অসম বিধানের মতে স্থূল ভেষজের তীব্র প্রক্রিয়ার আঘাতে অভ্যন্তর প্রদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বারবার বিতাড়িত হয়ে সেই একটি রোগপ্রণবতা চর্ম্ম থেকে তন্তুতে, তন্তু থেকে স্নায়ুতে, স্নায়ু থেকে আরও অভ্যন্তর প্রদেশের সূক্ষ্মতম যন্ত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাকে শক্তিহীন করেছে, তাকে অক্রিয় করেছে। সোরার প্রথম অভিব্যক্তি স্তিকাগারের মৌরা যখন অসমবিধানে

প্রযুক্ত প্রলেপের তীব্রতার সহায়তায় শক্তির মানুষের বর্হিনিক্ষিপ্ত ক্ষমতাকে ব্যাহত করে দেহের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে ততদিন যতদিন প্রলেপের তীব্রতা বর্ত্তমান থাকে। অসমবিধানের প্রলেপের তীব্রতা হ্রাস হলে পর দেহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত মৌরাকে শক্তির মানুষ তাঁর চিরন্তর বর্হিনিক্ষিপ্ত ধর্ম্মানুসারে পুনরায় বাহিরে নিক্ষেপ করেন। তখন সে আর মৌরা রূপে আত্মপ্রকাশ করে না। সে তখন খোস পাঁচড়া চুলকানিতে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং লোক চক্ষুর গোচরীভূত হয়। অসমবিধান প্রলেপ মালিশ, ইন্‌জেকসান ইত্যাদির মনোমুগ্ধ প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে সমাজ বারংবার শক্তির মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসমবিধান চিকিৎসা করেছে। বার বার তাঁকে উত্যাক্ত করেছে শক্তিহীন করেছে তার কণ্ঠরোধ করেছে। **ফলে সুতিকাগারে ক্ষুদ্র রোগবীজ মৌরাটি অসমবিধানে ভেষজের সহায়তায় বারবার শক্তিশালী হয়ে; বীজ থেকে চারাগাছ, চারাগাছ থেকে পল্লবীত শাখা প্রশাখা সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পর্য্যবসিত হয়েছে।**

সমবিধানের ঔষধ শক্তির আরোগ্য গতি বহির্মুখী। ঔষধ শক্তি রোগ প্রবণতাকে অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে বাহিরের দিকে (মন থেকে দেহযন্ত্র। দেহযন্ত্র থেকে চর্ম্মের দিকে) নিক্ষেপ করে থাকে। দেহস্থিত শতির মানুষের ও কর্ত্তব্য সর্ব্ব রকম রোগপ্রবণতাকে দেহের অভ্যন্তর থেকে বহিরের দিকে বিতাড়ন করে দেওয়া, সুতরাং শক্তির মানুষের ধর্ম্ম এবং সমবিধান ঔষধ শক্তির আরোগ্য গতি উভয়ই বহির্মুখী। সেই জন্যই সমবিধান ঔষধ শক্তি শক্তির মানুষকে সাহায্য করে শরীর গঠনে, রোগ আরোগ্য, ও স্বাস্থ্য রক্ষায়।

অসমবিধান ভেষজের আরোগ্য গতি অন্তর্মুখী। যে রোগ প্রবণতাকে বাহির হইতে অর্থাৎ চর্ম্ম হইতে দেহযন্ত্র; দেহযন্ত্র থেকে

আরও অভ্যন্তর প্রদেশে মন পর্য্যন্ত অভ্যন্তর প্রদেশের দিকে গতি প্রদান করে থাকে। এই যে অন্তর্মুখী আরোগ্য গতি ইহা রোগ প্রবণতাকেই সাহায্য করে, কারণ রোগ প্রবণতার গতিও অন্তর্মুখী, অসমবিধানের অন্তর্মুখী আরোগ্য গতি শক্তির মানুষের ঘোরতর শত্রু।

আমাদের দেহযন্ত্র শক্তির মানুষের চালনাধীন। আমরা যে রোগাক্রমণের যন্ত্রণা অনুভব করি ঐ যন্ত্রণাগুলিই রোগাক্রমণের চিহ্ন। ওগুলি রোগ নয়। ঐ কষ্টগুলির দ্বারাই শক্তির মানুষ জানিয়ে দেন দেহ রোগাক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং ঐ কষ্টগুলিই শক্তির মানুষের ভাষা। অসম চিকিৎসা-বিধান জোরপূর্ব্বক যন্ত্রণাগুলিকে অপসারিত করে তার কণ্ঠরোধ করেন। সূতিকা গৃহ থেকে আরম্ভ করে যতবারই শক্তির মানুষ রোগাক্রমণের সঙ্কেতসূচক ক্রমোচ্চ চীৎকার করতে চাইছেন ততবারই আপনারা অসমবিধানের ক্রমোচ্চ তীব্র ভেষজশক্তিসম্পন্ন ঔষধে ও ক্রমোন্নত প্রক্রিয়ায় তাঁর কণ্ঠ রোধ করে এসেছেন। সুদীর্ঘ অবসর পেয়ে পেয়ে রোগপ্রবণতাটি ক্রমে ক্রমে দেহের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হৃৎপিণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। হৃৎপিণ্ড যখন পীড়িত ও দুর্ব্বল হয় তখন সে তার সমস্ত রক্তকে সঞ্চালন করতে পারে না। তখন শরীরটি ফাঁপা ফাঁপা দেখায়। শরীরের উর্দ্ধদিকে রক্তের একটি উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। বুক ধড়ফড় করে, মনে উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। রোগপ্রবণতাটি হৃৎপিণ্ডকে আশ্রয় করে চুপচাপ বসে থাকে। এখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া অসমবিধানের সাধ্য নাই। যদি কোন অসমবিধানের স্থূল ভেষজের তীব্র ক্রিয়ার প্রভাবে এখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে ঐ রোগপ্রবণতা দেহের নানা স্থানে নানা যন্ত্রে যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ঐ স্থানে দুরারোগ্য স্ফীতি ও কঠিনতা সৃষ্টি করে যাহা বর্ত্তমানে ক্যান্সার নামে অভিহিত হচ্ছে।

সমবিধানের আরোগ্য নীতি হচ্ছে একটি মানুষের জন্য একটি ঔষধ। মনে করুন একটি লোকের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার সমান হল সাইলিসিয়া ঔষধটির ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা। লোকটির মন, মেজাজ, স্বভাব, চরিত্র সমস্তই সাইলিসিয়ার মন মেজাজ স্বভাব চরিত্রের সহিত সর্ব্বাংশে সমান; ঐ লোকটির সূতিকাগার থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যত রকম নামের রোগ বা যত রকম নামের দেহযন্ত্র অক্রিয় হোক না কেন প্রতিস্থলেই সাইলিসিয়া নির্ব্বাচিত হবে। এমন কি সেই সূতিকাগারের মৌরা, দাদ, খোস, পাঁচড়া, টনসিল, হার্টডিজিজ, টিউমার, ক্যান্সার পর্য্যন্ত সমস্ত রকম রোগ এবং ভবিষ্যতে তার আরও যদি নূতন রকমের কোন রোগ হয় সে সমস্তই সাইলিসিয়ার দ্বারাই আরোগ্য হয়। **এইজন্য হোমিও-প্যাথি রোগের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে রোগীর চরিত্রকেই অনুশীলন করেন।**

তরুণ রোগে কিন্তু ও নীতি অব্যবহার্য্য। তরুণ রোগাক্রান্ত রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন **ঔষধ নির্ব্বাচন প্রণালীর মধ্যে দেখুন।**

হোমিও ঔষধের শক্তিকরণ

হোমিও ঔষধের শক্তিকরণ প্রক্রিয়া মহামানব হ্যানিমানের এক যুগান্তকারী অদ্বিতীয় আবিষ্কার। হোমিওপ্যাথি যে কোন প্যাথির ঔষধকে তার শক্তিকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারায় শক্তিকৃত করে নিজস্ব সম্পদ করে নিয়ে তবে ব্যবহার করে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ অন্য সমস্ত প্যাথির ঔষধ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় যে কোন প্যাথির ঔষধ অথবা কোন পদার্থকে তার একশত গুণ ভেষজবহের সহিত মিশ্রিত করে বারবার ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা তার অণুগুলিকে

চূর্ণীকৃত করা হয়। ইহাই হইল প্রথম শক্তি। এই প্রথম শক্তির কতকটা ঔষধকে পুনরায় তার একশতগুণ ভেষজবহের সহিত মিশ্রিত করে বারবার ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা তার অন্তর্নিহিত অণুগুলিকে চূর্ণীকৃত করা হয়। ইহা হইল দ্বিতীয় শক্তি। ঐ দ্বিতীয় শক্তির কতকটা ঔষধকে পুনরায় তার একশতগুণ ভেষজ-বহের সহিত মিশ্রিত করে, পূর্ব্ববৎ ঘাত-প্রতিঘাত করা হয়। ইহা হইল তৃতীয় শক্তি। এইরূপে ক্রমাগত একটির পর একটি করে হাজারবার লক্ষবার কোটিবার শক্তিকরণ করা হয়। এক একটি ঔষধকে যখন এক দুই করে মাত্র চারিবার শক্তিকরণ করা হয় তখন তার মধ্যে মুল ঔষধের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ কিছুই থাকে না। প্রতিবার শক্তিকরণ করায় ওগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতম হতে থাকে। সেই সঙ্গে তার অণুগুলির এক একটি ভেঙ্গেচুরে অসংখ্য পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ঐ ঔষধের অন্তর্নিহিত রোগনাশক ভেষজশক্তি ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং উহার মধ্যে উদ্ভাসিত হয় রোগ উৎপাদক আণবিক শক্তি। ইহা ছাড়া ঐ ঔষধটির যতগুলি ক্রিয়াফল ছিল সেগুলির কিছুই থাকে না। শক্তিকরণের প্রভাবে ঐ ক্রিয়াগুলির পরিবর্ত্তে ঐ রকম রোগ এবং আরও বহুরকম রোগ উৎপন্ন হতে দেখা যায় সুস্থ শরীর পরীক্ষায়। যেমন টিংচার নাক্স ভমিকা এর ক্রিয়া বলকারক, উত্তেজক, স্নায়বিয়, আক্ষেপ উৎপাদক এই চারটি। কিন্তু নাক্স ভমিকাকে ১২বার শক্তিকরণ করে দেখা হয়েছে ওর মধ্যে পঞ্চাশটি রোগ উৎপাদক ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। আবার ঐ নাক্স ভমিকাকে ত্রিশবার শক্তিকরণ করে দেখা হয়েছে ওর মধ্যে ১০০টি রোগাৎপাদক ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। আবার ঐ নাক্স ভমিকাকে ২০০বার শক্তিকরণ করে দেখা হয়েছে ওর মধ্যে অসংখ্য রকমের রোগ উৎপাদন ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। শুধু নাক্স

ভমিকা নয় প্রতিটি ঔষধকে যত বেশীবার শক্তিকরণ করা হয়েছে ওর মধ্যে তত বেশী রকমের রোগ উৎপাদান ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। স্থূল অবস্থায় একটি ঔষধের যতগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয়, শক্তিকরণ করার পর দেখা যায় বহুসংখ্যক রোগ উৎপাদন ক্রিয়া সেই ঔষধটির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। শক্তিকৃত প্রতিটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এত অসংখ্য রকমের রোগ উৎপাদক ক্রিয়া আছে যে কোন একটি রোগীর মধ্যে তত রকম রোগ থাকা সম্ভব নয়।

এইরূপ শক্তিকরণ করায় প্রকৃত ঔষধ অথবা জড়বস্তু তার একশতগুণ ভেষজবহের সহিত পুনঃপুনঃ সম্মিলিত হয়ে হয়ে যখন বার বার ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণীকৃত হয়, তখন তার মুখ্য ভেষজ ক্রিয়া, স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ এবং তার জড়ত্ব ধ্বংস হতে থাকে এবং তার মধ্যে যে অসংখ্য প্রকারের ক্রিয়া সেগুলি অনুভবনীয় সূক্ষ্ম-ভাবে অন্তর্নিহিত থাকে; সেগুলি শক্তিশালী হয়ে জাগ্রত হয়ে উঠে। ভেষজের স্থূল অবস্থায় তার অন্তর্নিহিত অজানা সূক্ষ্ম ক্রিয়ার সন্ধান হোমিওপ্যাথি ছাড়া আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞান জানেন না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান জানে একটি ঔষধের একটি থেকে বড় জোর চারটি পর্য্যন্ত ক্রিয়া আছে। তার বেশী সে কিছুই জানে না। কিন্তু মহামানব হ্যানিম্যান শক্তিকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা দেখিয়েছেন যে প্রতিটি ঔষধের মধ্যে এত অসংখ্য রকমের রোগ আরোগ্য ও রোগোৎপাদক ক্রিয়া আছে যে একটি দীর্ঘকালের চিররুগ্ন শরীরের মধ্যেও তত রকমের রোগ থাকা সম্ভব হয় না। যেমন টিংচার নাক্স ভমিকার ক্রিয়া উত্তেজক, স্নায়বিয়, বলকারক, আক্ষেপ উৎপাদক। এই কয়টি মাত্র ক্রিয়া ছাড়া আর বেশী কিছুই চিকিৎসা-বিধান জানে না। কিন্তু মহামানব হ্যানিম্যান শক্তিকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে আবিষ্কার করেছেন নাক্স ভমিকার মধ্যে অসংখ্য

রকমের ক্রিয়া আছে। ক্রিয়াগুলি এতই বেশী যে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করলে একখানি পুস্তক তৈরী হয়। শুধু নাক্স ভমিকা কেন, প্রাচীন চিকিৎসা-বিধানের প্রতিটি ঔষধ যতগুলিকে হেমিওপ্যাথি গ্রহণ করেছে তাদের সকলগুলির মধ্যেই আছে অসংখ্য রকমের রোগ উৎপাদন ও রোগ আরোগ্য ক্রিয়া শক্তি। ঐ ক্রিয়াগুলি শক্তি-করণ প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি। অন্যান্য চিকিৎসা-বিধান ঐ স্থূল ঔষধগুলির মাত্র একটি বা দুটি ক্রিয়াই জানেন।

আমের চারা যখন অঙ্কুরিত হয় তখন চারাটির একটি কাণ্ড ও দুইটি পাতা থাকে। শিশুরা ওকেই আম গাছ বলে থাকে। এক বছর পরে ঐ চারাগাছটির তিন চারটি শাখা বাহির হয় কাণ্ডটির মাথা থেকে। আবার ১ বছর পরে ঐ শাখা-গুলির মাথা থেকে দশ পনরটি প্রশাখা গজিয়ে ওঠে। এইরূপে দশ পনর বছর পরে ঐ চারাগাছটি যতই বড় হবে ততই দেখুন সেই একটি কাণ্ড ও দুটি পাতা বিশিষ্ট চারাগাছটি বহু প্রশাখা-বিশিষ্ট বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়ে উঠবে। সেইরূপ হোমিওপ্যাথি ঔষধগুলিকে যখন শক্তিকরণ করা হয় তখন শক্তিকরণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী সেই দুইটি ক্রিয়া-বিশিষ্ট প্রকৃত স্থূল ঔষধকে তার একশত গুণ ভেষজবহের সহিত মিশিয়ে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে এক থেকে আরম্ভ করে মাত্র ছয়বার শক্তিকরণ করায় ওর মধ্যে দশ রকমের রোগ উৎপাদন ও রোগ আরোগ্য ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়, আবার ক্রমান্বয়ে ঐ ঔষধটি যখন ত্রিশবার শক্তিকরণ করা হয় তখন ঐ ঔষধের মধ্যে রোগ উৎপাদক ও রোগ আরোগ্যদায়ক আণবিক ক্রিয়াশক্তি উদ্রিক্ত হয়। আবার ক্রমান্বয়ে যখন ঐ ঔষধটি দুই শতবার শক্তি-করণ করা হয়, তখন ঐ ঔষধের মধ্যেই পঞ্চাশ রকম রোগ উৎপাদক ও রোগ আরোগ্যদায়িক আণবিক ক্রিয়াশক্তি উদ্রিক্ত হয় এবং

ঐ ক্রিয়াগুলি আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। আবার ক্রমান্বয়ে যখন ঐরূপ হাজারবার শক্তিকরণ করা হয় তখন ঐ ঔষধের মধ্যেই একশ রকম রোগ আরোগ্য ও রোগ উৎপাদক আণবিক ক্রিয়াশক্তি উদ্রিক্ত হয় এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এইরূপে সেই দুটি ক্রিয়া-বিশিষ্ট স্থূল ঔষধটি যখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটিবার শক্তিকৃত হয়, তখন তার মধ্যে উদ্রিক্ত হয় একশ বছরের প্রাচীন আমগাছের অগণ্য প্রশাখার মত অসংখ্য রকমের হিমাদ্রী সদৃশ অটল রোগ উৎপাদক ও রোগ আরোগ্যদায়ক ক্রিয়ার কল্পনাতীত অফুরন্ত আণবিক মহাশক্তির উৎস। এই মহান তত্ত্বটি হোমিওপ্যাথ ছাড়া বিশ্বের কোন চিকিৎসকই জানেন না। যারা চারাগাছ নিয়ে নাড়া চাড়া করেন তাঁরা বিশাল মহীরূহের স্বরূপ ও সন্ধান পাবেন কোথায়? তাঁরা শিশুর মতই জানেন আম গাছের একটি কাণ্ড ও দুটি পাতা।

শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় ভেষজের কল্পনাতীত পরিবর্ত্তনের ফলে তেতো, কষায়, কটু প্রভৃতি বিস্বাদ ঔষধগুলি তাদের বিস্বাদ হারিয়ে কেমন সুস্বাদু হয়েছে। অসমবিধান চিকিৎসায় শিশু-রোগীকে ঔষধ সেবন করান কত কষ্টকর। জোরপূর্ব্বক কত কৌশলে ঔষধ সেবন করাতে হয়। কিন্তু হোমিও ঔষধ খাওয়ার লোভে ছেলেরা ভান করে বলে থাকে "ডাক্তারবাবু আমার মাথা ধরেছে, পেট কামড়াচ্ছে বেশী করে ঔষধ দিন।"

শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় ঔষধগুলি তাদের একশতগুণ ভেষজবহের সহিত মিলিত হয়ে যখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটিবার শক্তিকৃত হয় তখন মনে হয় এলকোহলের মহাসমুদ্রে একবিন্দু ঔষধ দেওয়া হয়েছে। এর না আছে স্বাদ, না আছে বর্ণ, না আছে গন্ধ। তেতো ঔষধের মত এর যে আরোগ্যকারক কোন ক্রিয়া আছে

তা বিশ্বাস করা হবে কি করে? বেতারযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে মানুষ কি জানতে পেরেছিল, আমরা যে কথা বলি ঐ কথা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপিত হয়ে যায়? বেতারযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর আমরা জানতে পেরেছি আমাদের কথা কিছুদূর গিয়ে লীন হয়ে যায় না। ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর এবং ক্ষীণতম হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। এমনকি সুদূর ইংলণ্ডের কথাও আমাদের কাছে আসে। শব্দ আকর্ষণযন্ত্রেরই দ্বারা আমরা ঐ কথা শুনতে পাচ্ছি। ঐরূপ হোমিওপ্যাথি ঔষধও সে যতই উচ্চতম শক্তির হোক না কেন সে বর্ণ স্বাদ ও গন্ধহীন নয়। লক্ষ লক্ষবার শক্তিকৃত হলেও বেশী শক্তির হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরও স্বাদ বর্ণ ও গন্ধ আছেই। উহা আমরা দেখতে পাব সেইদিন যেদিন কোন বৈজ্ঞানিক আজকের এই শব্দ আকর্ষণযন্ত্রের মত বর্ণ স্বাদ ও গন্ধ আকর্ষণযন্ত্রের আবিষ্কার করবেন। সেদিন আমরা সেই যন্ত্রের দ্বারা কোটি শক্তির নাক্স ভমিকার মধ্যেও তিক্তস্বাদ কুঁচলার গন্ধ এবং টিংচার নাক্স ভমিকার উজ্জ্বল বর্ণ দেখতে পাব। শুধু নাক্স ভমিকা কেন, প্রত্যেকটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাদার টিংচারের স্বাদ বর্ণ ও গন্ধ ঐ ঔষধের কোটি শক্তির মধ্যেও দেখাতে পারব।

শক্তিকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি ভেষজ-ক্রিয়াহীন লবণ, জল, পাথর, ছাই, মাটি প্রভৃতি উপেক্ষিত পদার্থ-গুলির মধ্যেও প্রাণ আছে। মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি ও শক্তি আছে এবং অসংখ্য রকমের আরোগ্যদায়ক ক্রিয়া আছে। যে লবণ মানুষ প্রত্যহ আহার্য্য পদার্থের সহিত সেবন করেন সেই লবণকে শক্তিকরণ করায় তার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অজানা অসংখ্য রকমের রোগোৎপাদক শক্তি প্রচণ্ড গতিতে জাগ্রত হয়েছিল।

লক্ষ শক্তির লবণ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। ঐ অবহেলিত পদার্থগুলির অলৌকিক শক্তি প্রভাবে কত দুরারোগ ব্যাধিকে আরোগ্য করে মনীষিগণ কত মুমূর্ষ হতভাগ্য রোগীর প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। ঐ পদার্থগুলি আজও অন্যান্য চিকিৎসা-বিধানের নিকট অবহেলিত। তাঁরা যতদিন শক্তি-করণের অলৌকিক ক্রিয়া অবগত না হন ততদিন ঐ উপেক্ষিত পদার্থগুলির অলৌকিক শক্তি তাঁদের অজানা থাকবে। রান্না ঘরের উননের কয়লা সকলের নিকট ভেষজক্রিয়াহীন একটি অবহেলিত পদার্থ। কিন্তু ঐ কয়লা যখন শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় শক্তিকৃত হয়, তখন ওর মধ্যে লক্ষিত হয় এক অসীম প্রচণ্ড আরোগ্যদায়ক আণবিক শক্তি যা মুমূর্ষ রোগীকেও তার নিশ্চিত মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনে।

সর্পবিষ কিরূপ ভীতিপ্রদ প্রাণনাশক বিষ। এটি দেহের মধ্যে যে-কোনপ্রকারে প্রবিষ্ট হলেই মৃত্যু সুনিশ্চিত। দেখুন শক্তি-করণের কি অলৌকিক শক্তি। এরূপ মারাত্মক বস্তুটিও কয়েকবার শক্তিকৃত হলে ওর প্রাণনাশক শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং ওর অন্তর্নিহিত অসংখ্য রোগ-উৎপাদক ও রোগ-আরোগ্য আণবিকশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে, যাহা দুরারোগ্য ব্যাধিক্লিষ্ট রোগীকেও আরোগ্য প্রদানে সক্ষম হয়ে থাকে। যে সকল রোগ দুরারোগ্য বলে অন্য সকল চিকিৎসাবিধানের নিকট আজও কথিত, সেই সকল রোগীও এই সর্প বিষের দ্বারায় শক্তি-করণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ায় সহজসাধ্য হয়েছে।

হোমিওপ্যাথির প্রথম জীবনে আসল ঔষধের এক ভাগের সহিত তার নয়গুণ ভেষজবহ মিশ্রিত করে শক্তিকরণ করা হয়েছিল। আবার কয়েক বছর পরে ঔষধের একভাগে তার নিরানব্বই গুণ

ভেষজবহ মিশ্রিত করে শক্তিকরণ করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া শততমিক পদ্ধতি নামে অভিহিত। আজ সমগ্র হোমিও চিকিৎসক সমাজ এই শততমিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করেন। কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগে অবসন্ন দেহের উপর ঔষধজাত কৃত্রিম রোগের প্রাবল্যহেতু ভয়াবহ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যাহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর প্রাণহানিও ঘটে থাকে। মহামানব হ্যানিমান তাঁর তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই ভয়াবহ বৃদ্ধির হাত থেকে রোগীকে নিরাপদে মুক্তিদানের জন্য পুনরায় নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যার অমৃতময় ফলস্বরূপ আবিষ্কার হয়েছে পঞ্চাশ সহস্রতমিক প্রক্রিয়ার শক্তিকরণ। এই নব আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ায় ঔষধসিক্ত একটি ১০নং গ্লোবিউলের সহিত ১০০ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে ঐ মিশ্রণকে ১০০ বার সজোরে ঝাঁকি দিয়ে শক্তিকরণ করা হয়। একটি ঔষধকে এইরূপ প্রক্রিয়ায় কয়েকবার শক্তিকরণ করা হলে রোগীর জীবনীশক্তি যতই ক্ষীণতম হোক না কেন, রোগীদেহে ঔষধজনিত কৃত্রিম রোগ উৎপাদনের প্রাবল্য আদৌ লক্ষিত হয় না। তাই মুমূর্ষ রোগীকেও নিঃসন্দেহে পুনঃপুনঃ এই ঔষধ ব্যবহার করান হলে তার শরীর-বিধানের অসাড় ও অবসাদগ্রস্ত, স্নায়ু তন্তুনিচয়ে ক্ষিপ্রগতিতে প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়ে উঠে। এমনকি অতি দ্রুত মরণাপন্ন কলেরা, সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগেও মন্ত্রশক্তির মত দ্রুত আরোগ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

শক্তিকরণ প্রক্রিয়ার কি অসীম শক্তি। এতে প্রাণনাশক সর্পবিষও হারিয়ে ফেলে তার প্রাণনাশিকা শক্তি। আবার কুঁচিলা, ভেলা এবং মাকাল ফলও হারিয়ে ফেলে তাদের দুরপনেয় কলঙ্ক। আবার কয়লা, পাথর, ছাই, মাটির মধ্যেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত আরোগ্যদায়িনী আণবিক শক্তি। এক ফোঁটা ঔষধের সহিত

তার পঞ্চাশ হাজার গুণ ভেষজবহ মিশ্রণ করে শক্তিকরণ? কি অসীম প্রতিভা! এমন ঔষধেও কাজ হবে? এখানে আমাদের মত হীন মস্তিক মানবের কল্পনাও পরাস্ত হয়। তাই বিশ্বের মনিষীগণ তাঁকে মহামানব বলে থাকেন। মহামানবের পরীক্ষিত এই অদ্ভুত শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অলৌকিক অফুরন্ত, রোগ-নাশক ক্রিয়া মিথ্যা হবে না। সে চিরকালই গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন অনন্ত মহাকাশে প্রদীপ্তমান ভাস্করের মত চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

শক্তিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বহু স্থলে লেখা হয়েছে "হোমিওপ্যাথি ঔষধের রোগ উৎপাদন ও রোগ আরোগ্য শক্তি", এই কথাটি যেন বেশ জটিলতাপূর্ণ কথা। যেহেতু যে ঔষধ রোগ উৎপাদন করে তার আবার রোগ আরোগ্য করার শক্তি থাকবে কি করে? হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক শক্তিকৃত ঔষধের মধ্যে ঐ দুইটি শক্তিই বিদ্যমান রয়েছে। কোন সুস্থ মানুষকে কোন একটি হোমিওপ্যাথির শক্তিকৃত ঔষধ কিছুদিন যাবৎ সেবন করাইলে সেই সুস্থ মানুষটীর শরীরে এক রকম রোগ উৎপন্ন হয়, যে রকম রোগ ঐ ঔষধটি উৎপাদন করতে পারে। কোন রোগীর যাহার ঠিক ঐ রকম রোগ হয়েছে তাহাকে ঐ ঔষধটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম মাত্রায় সেবন করাইলে সেই রোগীর রোগটি আরোগ্য হয়। সুতরাং **হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগ উৎপাদন ও রোগ আরোগ্য এই দুইটি শক্তিই বিদ্যমান রয়েছে।** হোমিও ঔষধের রোগ উৎপাদন করার শক্তি না থাকলে রোগ আরোগ্য করার শক্তি থাকবে কেমন করে?

যে ঔষধের রোগ উৎপাদন করার ক্ষমতা না থাকবে তার রোগ আরোগ্য করার শক্তি থাকতে পারে না। যেমন যাঁর উপার্জ্জন করার ক্ষমতা থাকবে কেবলমাত্র তিনিই দান করার

অধিকারী হতে পারেন। যাঁর শাসন করার ক্ষমতা থাকবে কেবল মাত্র তিনিই ক্ষমা করতে পারেন। অন্যথায় উপার্জ্জন ক্ষমতা বিহীন লোকের দানের ইচ্ছা প্রকাশ এবং শাসন ক্ষমতা বিহীনের ক্ষমার বুলি আওড়ান নিতান্ত হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

রোগী দেখা ও লক্ষণ সংগ্রহ

অন্য সকল চিকিৎসা-বিধানে রোগী পরীক্ষার জন্য বহুরকম পরীক্ষা যথা—রক্ত, মল, মূত্র, গয়ের, পুঁজ পরীক্ষা, শরীরের অভ্যন্তরের ফটো উঠিয়ে দেখা ইত্যাদি বহুরকম মনোমুগ্ধকর যান্ত্রিক পরীক্ষা প্রচলিত আছে। ওগুলির সাহায্যে রোগ নির্বাচন করা হয়। কোথায় কোন যন্ত্র কি ভাবে আক্রান্ত হয়েছে তা জানা যায়। কিন্তু ওগুলির সাহায্যে রোগী আরোগ্য হয় না অথবা রোগ আক্রমণের কারণ দূরীভূত হয় না। রোগী আরোগ্যলাভ করেও পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়। একটি রোগকে ভাল করে দিলে আর একটি মারাত্মক রোগের আবির্ভাব হয়।

রোগ-প্রবণতার গতি অবিচ্ছিন্ন জল-প্রবাহের মত প্রবহমান। গঙ্গা যেমন গোমুখী ঝরণা থেকে উদ্ভূত হয়ে কত পর্ব্বত কন্দর, অধিত্যকা, উপত্যকা, নগর, জনপদ ও শত শত পল্লীর উপর দিয়ে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, রোগ-প্রবণতার গতিও তেমনি শৈশবের সূতিকাগার থেকে উৎপন্ন হয়ে, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাগুলির ভিতর দিয়ে একই গতিতে প্রবহমান। নদীর জলপ্রবাহকে অবরোধ করলে সে প্রবাহ যেমন রুদ্ধ হয় না দুই কূলের যে কোন একটিকে ভেঙ্গে আবার সে তার নূতন প্রবাহ-পথের সন্ধান করে নেয়, তেমনি রোগ-

প্রবণতার গতিকে অবরোধ করলে, সেও শরীর-বিধানের দুর্ব্বলতর যন্ত্রটিকে আক্রমণ ক'রে মুক্ত পথে রুদ্ধ আবেগের মত প্রচণ্ড হুঙ্কারে তার প্রবাহ-পথের গতি অক্ষুণ্ণ রাখে। রোগ-প্রবণতার অবিচ্ছিন্ন গতিকে অবরোধ করা যায় না। সে নদীর স্রোতের মত আবহমান কাল ধরে শত শত পুরুষের ভিতর দিয়ে অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই অবিরাম গতি মহামানব সত্যদ্রষ্টা ঋষি হ্যানিমান উপলব্ধি করেছিলেন। অসম-বিধানের সকল রকম প্রচেষ্টাই যে অকার্য্যকরী হয় তাহা পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাই এর অপ্রতিহত গতিকে সংযত করার জন্য ভেষজশক্তিকে শক্তি-করণ প্রক্রিয়ার দ্বারা আণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, সমবিধান নীতিতে প্রয়োগ করার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন।

সমবিধান চিকিৎসায় রোগ পরীক্ষা অথবা রোগীর যান্ত্রিক বিকৃতির এবং রক্ত, থুথু, মল, মূত্র প্রভৃতির পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের প্রয়োজন রোগগ্রস্ত মানুষটিকে আরোগ্য করা। রোগগ্রস্ত মানুষটির রোগের ফল, মাথার যন্ত্রণা, মুখের স্ফীতিভাব ইত্যাদিকে দূরীভূত করে দেওয়া এঁদের উদ্দেশ্য নয়। হোমিও চিকিৎসকদের উদ্দেশ্য রোগগ্রস্ত মানুষটির সমস্ত কষ্টগুলিকে চিরতরে মুক্ত করে পুনরায় পূর্ব স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে দেওয়া। রোগের নাম কি? কোন্ যন্ত্র আক্রমণ করেছে, কতখানি বর্দ্ধিত হয়েছে, এ সকল অনাবশ্যক তথ্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বা ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য নিষ্প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথদের প্রয়োজন রোগীর কাছ থেকে লক্ষণ সংগ্রহ করা। রোগীর কাছ থেকে লক্ষণ সংগ্রহ যদি সঠিক হয় তাহলে ঔষধ নির্বাচনও নির্ভুল হবে। লক্ষণ সংগ্রহে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে ওষধ নির্বাচন নিশ্চয়ই ভুল হবে। তাই লক্ষণ সংগ্রহই হোমিওপ্যাথদের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লক্ষণ

সংগ্রহের নৈপুণ্যের উপরেই আরোগ্যের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এমন কয়েকজন চিকিৎসককে দেখেছি একটি হোমিও ঔষধের নাম করলে, সেই ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি হুবহু মুখস্থ বলে যান। কিন্তু রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচনের বেলায় ভুল ঔষধ প্রয়োগ করে বসেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে রোগীর কাছ থেকে লক্ষণ সংগ্রহে অমনোযোগীতা। তাই ঔষধের সম্পূর্ণ চিত্র উত্তমরূপে স্মরণ এবং জানা থাকলেও রোগীর দেহের সংগৃহীত সঠিক লক্ষণের অভাবে, নির্ব্বাচিত ঔষধটি রোগীর সদৃশ ঔষধ হয় না। আমরা যখন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর রোগীর নিকট যাই তখন কি দেখি? আমাদের প্রথম দৃষ্টি পতিত হয় রোগীর অবস্থানের উপর। রোগীর এই অবস্থান একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। রোগী কেমন অবস্থানে আছেন। কেউ শুয়ে থাকেন, কেউ বসে থাকেন, কেউ স্থির হয়ে শুয়ে থাকেন, কেউ ছট্‌ফট্ করেন। কেউ বামপাশে শুয়ে থাকেন, কেউ ডান পাশে শুয়ে থাকেন, কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন, কেউ উবু হয়ে শুয়ে থাকেন। রোগীর যেরূপ অবস্থানটি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, ঐ অবস্থানটি সঠিক স্থায়ী অবস্থান না ক্ষণিক অস্থায়ী অবস্থান, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আপনার রোগী বামপাশ চেপে শুয়ে আছেন আপনি দেখলেন, তাকে ডানপাশ ফিরে শুতে বলুন। তাতে যদি আপত্তি করেন বা কষ্ট হয় বলেন তবেই বোঝা যাবে ঐ বামপাশের শয়নেই তাঁর আরাম হয় এবং ঐ বামপাশের শয়নটি তাঁর সঠিক অবস্থান। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। ঐ সঙ্গে অন্য পাশে শয়নে কি কষ্ট হয় তা জানতে হবে এবং লিপিবদ্ধ করতে হবে। তারপর রোগীর কি কি কষ্ট হয়, কষ্টগুলি অতি অবশ্য রোগী নিজে প্রকাশ করবেন। কারণ

তিনি জানেন এই কষ্টগুলির কথা জানালে ডাক্তারবাবু উহা আরোগ্য করে দেবেন। কষ্টগুলির কথা জানা হলে পর ঐ কষ্টগুলির বিশিষ্টতা সংগ্রহ করুন। কারণ বিশিষ্টতাই হচ্ছে ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রাণ। কষ্টগুলি কিরূপ ধরণের? সূচ ফোটান কি মোচড়ান, উহা জ্বালা কি শীতলতা, আকুঞ্চন কি আড়ষ্টতা ইত্যাদি বহু রকম হতে পারে। কষ্টগুলির গতি কিরূপ হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় অথবা ধীরে ধীরে আসে ধীরে ধীরে যায়, উপরে আরম্ভ হয়ে নীচে যায়, অথবা নীচে আরম্ভ হয়ে উপরে যায়, ডানপাশে আরম্ভ হয়ে বামপাশে যায় অথবা বামপাশে আরম্ভ হয়ে ডানপাশে যায় ইত্যাদি। ঐ কষ্টগুলির উপশম কিসে হয় এবং বৃদ্ধি কিসে হয়। কোথাও এঁটে বাঁধলে উপশম হয়, কোথাও চাপ দিয়ে ধরলে উপশম হয়, কোথাও ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয়, কোথাও স্থির থাকলে উপশম হয়। এইরূপ বিভিন্ন রকমের উপশম বৃদ্ধি কোন্ কোন্ উপায়ে হয় তাহা রোগীর নিকট থেকে এবং শুশ্রূষাকারীর নিকট থেকে উত্তমরূপে জেনে ঐ সব লিপিবদ্ধ করুন। **নতুবা "চাপ দিলে উপশম হয় কি বৃদ্ধি হয়" এরূপ প্রশ্ন রোগীকে করা উচিত নয়। ঐরূপ প্রশ্ন করায় রোগী হ্যাঁ অথবা না এইরূপ একটি কথার দ্বারা প্রশ্নের উত্তর শেষ করে দেবেন। ঐরূপ উত্তরে কষ্টগুলির বিশিষ্টতা জানা যায় না। সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না করে এমন প্রশ্ন করুন যদ্দারা রোগী বিস্তৃতভাবে তাঁর কষ্টগুলিকে বর্ণনা করতে বাধ্য হন।**

এর পর লক্ষ্য করতে হবে শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ। রোগাক্রমণ-কালে দেখা যায় কেহ শীতে জড়সড় হয়ে কাঁথা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখেন। এমন রোগীকেও পরীক্ষা করে নিতে হয় ঐ শীতের অনুভূতিটি সঠিক কিনা। যদি বলা হয় আপনি গায়ের কাঁথা-চাদর খুলে ফেলুন

বুক-পেট দেখতে হবে। তিনি যদি শীতে কাতর হন তাহলে গায়ের কাঁথা চাদর খুলতে চাইবেন না। যদিও খুলে দেওয়া হয় তাহলে শীঘ্রই আবার তিনি ঐগুলি গায়ে জড়িয়ে নিতে চাইবেন। যদি তিনি শীতে কাতর না হন তাহলে কোন আপত্তি না করে সেগুলি খুলে অনেকক্ষণ খোলা গায়ে থাকবেন। তাতে তাঁর কোন কষ্ট হবে না। তখন জানবেন তিনি শীতকাতর নন। তবে গায়ে চাদর চাপা দেওয়া তাঁর অভ্যাস। আমি কোন কোন রোগীকে বলতে শুনেছি শীত লাগে না বটে কিন্তু গায়ে কাপড় জড়িয়ে রাখতে হয়, তা না হলে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়।

গরমকাতর রোগী খোলা গায়ে থাকবেন, গায়ে চাদর রাখবেন না। যদি তার গায়ে পাতলা একখানা চাদর চাপা দেন, সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আইঠাই করবে, পাখার বাতাস চাইবে। রোগাক্রমণ অবস্থায় রোগীর ক্ষুধা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কোন কোন স্থলে বার্লি এরারুট প্রভৃতি লঘু পথ্য খেতে দিলেও রোগী অস্বস্তি বোধ করেন। এরূপ স্থলে রোগীকে অনাহারে না রেখে জলীয় পথ্য দেওয়া প্রয়োজন।

রোগীদের মধ্যে কাহারও প্রচুর পিপাসা থাকে। কেহ পিপাসা হীন হয়। আপনি জিজ্ঞাসা করেন পিপাসা কেমন? পিপাসা হয় অথবা হয় না। এরূপ কথায় পিপাসার বিশেষত্ব জানা যায় না। যদি পিপাসা থাকে তাহলে কতবার জল খায়, প্রতিবারে কতখানি জল খায়, কতক্ষণ অন্তর জল খায়, মুখগহ্বর শুষ্ক না সরস ইত্যাদি বিষয় জানতে হয়। কারণ মুখ হয়ত সরস থাকে কিন্তু জল প্রচুর পান করে। আবার কোথাও মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, কিন্তু জল খেতে চায় না। কেউ মিষ্ট জল খেতে ভালবাসে কেউ ভালবাসে না। কেউ ঠাণ্ডা জল খেতে ভালবাসে কেউ ভালবাসে না। কেউ গরম জল খেতে ভালবাসে কেউ ভালবাসে না। কাজেই যে রোগী যেমন চায়

তাই লিখতে হবে। আমি দেখেছি রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হল পিপাসা কেমন? শুশ্রূষাকারী বললেন "পিপাসা নাই, জল খেতে চায় না।" তখনই সেই রোগীকে কতকটা সময় অপেক্ষা করে দেখেছি রোগী একবারে অনেকখানি জল খেয়েছে। অথচ শুশ্রূষাকারী বলছে পিপাসা নাই। কি মারাত্মক কথা। তাই জানাচ্ছি প্রতিটি লক্ষণ সংগ্রহকালীন পরীক্ষা করে দেখে নেবেন সেই কথাটি ঠিক কি না। লক্ষণ-সংগ্রহের সামান্য অমনোযোগীতায় পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসক মহাশয় শুশ্রূষাকারীর কথা শুনে ভুল ঔষধ নির্ব্বাচন করেছিলেন। আমি নিজের চক্ষে অনেকক্ষণ অন্তর প্রচুর জলপান করা দেখে ঔষধ নির্ব্বাচন করায় রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করেছিল।

পায়খানা কেমন হয়? উত্তর আসবে পায়খানা হয় অথবা হয় না। এই কথায় মলের বিশিষ্টতা জানা যায় না। মলের রংটি কি, পরিমাণে কতখানি হয়, কত সময় অন্তর মলত্যাগ হয়, মল পাতলা কি শুক্‌নো মলত্যাগের সময় কি কষ্ট হয়, মলত্যাগের পূর্ব্বে কি কষ্ট হয়, পরে কি কষ্ট হয়, এই সকল বিষয় ভালভাবে জানতে হয় এবং মলপাত্র দেখতে হয়, মলের গন্ধ কি? আমগন্ধ, টকগন্ধ, দুর্গন্ধ, আঁসটে গন্ধ, ওতে আম কি রক্ত মেশান, কালো, সাদা, হলদে, সবুজ, লাল, কি রং এর মল, মলের এই সকল বিশিষ্টতা অনুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়। মলত্যাগের বৃদ্ধির সময় কখন? দিনে অথবা রাত্রে, তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এক সময় একটি টাইফয়েড রোগীতে সবুজ রং এর দুর্গন্ধ মল আমার প্রেসক্রিপসন বদলে দিয়েছিল। সেটা অবশ্য লক্ষণ-সমষ্টির সহায়তায়। ঐ সবুজ রংএর দুর্গন্ধ মল সমজাতীয় ঔষধগুলির মধ্যে নির্ব্বাচিত ঔষধটির পক্ষ সমর্থন করেছিল।

প্রস্রাব কেমন হয়, পরিমাণ কতখানি, কি বর্ণ, কি গন্ধ ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। কোন কোন রোগীর রোগাক্রমণকালে প্রচুর

পরিমাণে প্রস্রাব হয়, কাহারও অল্প পরিমাণে হয়। কাহারও প্রস্রাব করার সময় জ্বালা করে, যন্ত্রণা হয়, প্রস্রাব আদৌ বের হতে চায় না। অনেকক্ষণ কোঁথ দিয়ে অতি কষ্টে একটুখানি প্রস্রাব হয়। কাহারও প্রস্রাবের রং হয় লাল, কাহারও কালো, কাহারও হলদে, কাহারও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, কাহারও ঝাঁঝা গন্ধ, কাহারও বা আঁসটে গন্ধ; এইরূপ প্রস্রাবের বহুরকম বিশিষ্টতা রয়েছে। রোগী বা শুশ্রূষাকারীর কাছে জানতে হবে, প্রস্রাবের বিশিষ্টতা কি এবং তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ঘর্ম্ম বেশী হয় অথবা কম হয়, শরীরের কোন্ জায়গাতে হয়, গোটা গায়ে, মাথায়, বুকে অথবা হাতে, পায়ে। খোলা গায়ে থাকলে ঘর্ম্ম হয় কি আবৃত থাকলে ঘর্ম্ম হয়; ঘর্ম্মের গন্ধ কি, কাপড়ে মোছা হলে কাহারও লাল রঙের মত দাগ, কাহারও হলদে দাগ ইত্যাদি হতে পারে। ঘর্ম্মের এই সকল বিশিষ্টতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

মুখগহ্বর শুষ্ক কি সরস, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে অথবা ক্ষতযুক্ত, ঠোঁটগুলির স্বাভাবিক অবস্থা কি; ফাটা, হাজা, শুষ্ক, সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার মত বিবর্ণ ইত্যাদি। মুখের কি গন্ধ তা জানতে হবে। শিশুরা যখন মাই টেনে খেতে পারে না, তখন দেখা যায় তার মুখগহ্বরের উপরে এবং পাশের দিকে অথবা ঠোঁটের ভিতর ফোস্কার মত লালাভ ক্ষত দেখা যায়। কাহারও মুখগহ্বরে সাদা মাখনের টুকরার মত ছোট ছোট কুঁচি অনেক জায়গায় লেগে থাকে। সেগুলিকে পরিষ্কার করে দিলে তার নিম্নদেশে ক্ষত দৃষ্ট হয়। এই সকল বিষয় উত্তমরূপে দেখে নেওয়া ঔষধ নির্ব্বাচনে সাহায্য করে।

জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে অথবা উহার উপরিভাগ ক্ষত হয়েছে, ক্ষত হলে জিহ্বা পাপড়িশূন্য লালাভ প্লেন দেখায়।

জিহ্বার উপর বেশ সর জমে আছে কিনা, ঐ সরের রং কি? সাদা, কাল, লাল, হলদে ইত্যাদি। জিহ্বা সরস কি শুকনো, স্থির অথবা কম্পমান, হালকা কি ভারি, জিহ্বার কিনারে করাতের দাঁতের মত খাঁজ কাটাও থাকতে পারে আবার প্লেনও থাকতে পারে। উপরিভাগের কতকটা সাদা কতকটা লাল এইরূপ মানচিত্রের মতও থাকতে পারে। জিহ্বার গোড়ার দিকে থাকে একটি লাল রেখা লম্বালম্বি অগ্রভাগ পর্য্যন্তও থাকতে পারে। আবার অগ্রভাগ পরিষ্কার গোড়ার দিকটায় পুরু ময়লাও থাকতে পারে। কাহারও জিহ্বা পাতলা আবার কাহারও জিহ্বা বেশ মোটা। এই সকল বিশিষ্টতা ঔষধ নির্বাচনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মুখমণ্ডল উৎফুল্ল কি ভীতিব্যঞ্জক। স্ফীত না শুষ্ক। রক্ত সঞ্চয় প্রকৃতির অথবা মলিনাভ। মুখমণ্ডলের উভয়পার্শ্ব একই প্রকার অথবা কোন পার্থক্যসূচক। দেহের সর্বত্র সমান উত্তপ্ত, কি এক পার্শ্ব বেশী উত্তপ্ত; অন্য পার্শ্ব অপেক্ষাকৃত শীতল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শরীরের যে পার্শ্ব রোগাক্রান্ত হয় মুখমণ্ডলের সেই পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা বেশী রক্ত সঞ্চয় প্রকৃতির দৃষ্ট হয়। দেহের অভ্যন্তরে যদি কোন যন্ত্রণা হতে থাকে তাহলে কপালের চর্ম্মে কতকগুলি কোঁচপড়া দেখা যায়। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যদি কোন যন্ত্রণা হতে থাকে তাহলে ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। যদি লিভার স্ফীত অথবা অক্রিয় হয় তা হলে ডান পার্শ্বের গণ্ডস্থল অপেক্ষাকৃত রক্তিমাভা ধারণ করে। যদি ফুসফুস আক্রান্ত হয় তাহলে নাসিকার সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয়। যদি রক্তের লাল কণিকার ক্ষয় হয়, অক্সিজেনের অভাব হয়, রক্ত দূষিত হয় তা হলে নাসারন্ধ্রের ভিতর কাল রং এর ভূষা জমে। রন্ধ্রটি ঝুল মাখানর মত কাল দেখায়। রোগীর লক্ষণ সংগ্রহের সময়

নিবিষ্টচিত্তে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করতে হবে, হে সর্ব্বশক্তিমান আমায় লক্ষণ সংগ্রহের শক্তি দাও। তারপর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে রোগীর আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সংগৃহীত লক্ষণগুলির মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে কিনা, অস্বাভাবিকতার অর্থ হচ্ছে যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না এরূপ লক্ষণ। যেমন কোন প্রদাহিত স্থানে ব্যথা থাকা ও স্পর্শ করতে না দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ স্থানে যদি চাপ দিতে অথবা টিপাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ওটি অস্বাভাবিক লক্ষণ। যদি ঐ অস্বাভাবিক লক্ষণটি থাকে তবে তাহার উপর সব থেকে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করে ঔষধ নির্ব্বাচন প্রয়োজন।

তরুণ রোগে উপরোক্ত লক্ষণগুলি সংগ্রহের পর চিন্তা করুন, ঐ লক্ষণসমষ্টি দিয়ে তৈরী একটি ঔষধের চিত্র মেটিরিয়ায় লিখিত কোন্ ঔষধটির সহিত ঠিক সমান হয়। হয়ত আপনার মনে আসবে ৩।৪টি ঔষধের চিত্র। সেইগুলির মধ্যেই আপনার লিখিত লক্ষণগুলি রয়েছে। তখন আপনি রোগীর কষ্টগুলিতে উপশম ও বৃদ্ধির সহিত মিলিয়ে দেখুন। সবগুলিকে বাদ দিয়ে একটিমাত্র ঔষধ আপনার রোগীলিপি অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হবে। এতেও যদি একটি ঔষধ নির্ব্বাচিত না হয়, তাহলে শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ দেখুন। তখন মাত্র একটি ঔষধ আপনার সংগৃহীত লক্ষণগুলির সাদৃশ্য হয়ে নির্ব্বাচিত হবেই। যেমন একটি মানুষের ফটো রয়েছে, সেই লোকটি নিখোঁজ হয়ে গেল একটি মেলার মধ্যে। আপনাকে ঐ জনাকীর্ণ মেলায় ঐ ফটো দেখে সেই লোকটিকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই সেই জনতার মধ্যে ঐ ফটোর অনুরূপ লোকটিকে খুঁজে বের করার মত রোগীলিপি দেখে মেটিরিয়ার ভেতর থেকে অনুরূপ ঔষধটি খুঁজে বের করতে হবে।

এইভাবে উত্তমরূপে রোগী পর্য্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা করলে, আপনার চিকিৎসা প্রচলিত সমস্ত চিকিৎসা পন্থা অপেক্ষা দ্রুত-গতিতে টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, স্বল্পবিরাম জ্বর প্রভৃতি তরুণ রোগ-গুলিকে আরোগ্য করে দেবে। ঐরূপ প্রথায় আপনি যত সময়ে একটি রোগীর ব্যবস্থাপত্র লিখিবেন, অন্য মতের চিকিৎসক তত সময়ে ছয়টি রোগীর ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতে পারবেন এবং আপনার অপেক্ষা বেশী অর্থ উপার্জ্জন করবেন। কিন্তু আপনি মনে রাখবেন, পবিত্রমার্গের জনসেবাই হোমিওপ্যাথের উদ্দেশ্য। ফুক্কুড়ি, চালাকি, ধাপ্পাবাজী দিয়ে অর্থোপার্জ্জন হোমিওপ্যাথদের পক্ষে অশোভনীয়। উহাতে মহামানব হ্যানিমানের পবিত্র নামের অবমাননা করা হয় এবং বিশ্বনিয়ন্তার নিকট অপরাধী হতে হয়। **যতক্ষণ আপনি একটি নিশ্চিত ঔষধে উপস্থিত হতে না পারেন, ততক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে রোগী পর্য্যবেক্ষণ করুন এবং রোগীর সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার পারিশ্রমিক দাবী করুন।**

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় রোগীর কাছ থেকে লক্ষণ সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে অনুসন্ধিৎসু মন এবং তীব্র দৃষ্টি দিয়ে গভীর পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়। লক্ষণ সংগ্রহের উপরেই সমঔষধ নির্ব্বাচনের অভ্রান্ততা নির্ভর করে। রোগীর কাছ থেকে সংগৃহীত লক্ষণ-সমষ্টিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম—রোগের লক্ষণ, দ্বিতীয়—রোগীর লক্ষণ।

রোগের লক্ষণ—দেহের উত্তাপ, কাশি, রক্তসংযুক্ত গয়ের, শ্বাসকষ্ট এগুলি রোগের লক্ষণ। এগুলি দেখে রোগের নামকরণ করা হয় যক্ষ্মা। এই রকম কতকগুলি কষ্টদায়ক লক্ষণ অনুযায়ী এক একটি বিভিন্ন রকম রোগের নামকরণ হয়ে থাকে। ঐ সকল রোগের লক্ষণের সাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন হোমিওপ্যাথির নীতি নয়।

হোমিওপ্যাথির সমবিধান নীতি হচ্ছে, রোগীর লক্ষণের সাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন করা। অসমবিধান মতের চিকিৎসকগণ রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন রোগের লক্ষণ সংগ্রহ করেন, তেমনি হোমিওপ্যাথদিগকে উহার বিপরীত রোগীর চিকিৎসার জন্য রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ করতে হবে। রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ ব্যতীত সদৃশ বিধান চিকিৎসা এবং সমঔষধ নির্ব্বাচন হয় না।

রোগীর লক্ষণ কি ? রোগীর লক্ষণ বলায় এই বুঝায় যে, পীড়িত লোকটির ধাতু, প্রকৃতি, স্বভাব, সুস্থ অবস্থায় কেমন ছিল এবং বর্ত্তমান পীড়িত অবস্থায় কিরূপ আছে। লোকটি ঠাণ্ডাপ্রিয় কি গরমপ্রিয়, শান্ত স্বভাব কি রাগী স্বভাব, ঝগড়াটে, বিবাদপ্রিয়, হিংসুক, পরোপকারী, পরদুঃখকাতর, চিন্তাশীল, অনুসন্ধিৎসু ইত্যাদি। তিনি সুস্থ অবস্থায় কি খেতে ভালবাসতেন—টক না তেতো, ঝাল না নোন্‌তা, অথবা মিষ্টি ইত্যাদি। খাবার জিনিষ গরম গরম খেতে ভালবাসতেন কি ঠাণ্ডা খেতে ভালবাসতেন। তাঁর উদরাময়ের ধাত কি কোষ্ঠবদ্ধের ধাত। এইরূপ আহার, নিদ্রা, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সুস্থ অবস্থার চিরভ্যস্ত অভ্যাস ও স্বভাবগুলিকে রোগীর লক্ষণ বলা হয়। এগুলি সুস্থ অবস্থায় যেমন থাকে পীড়িত অবস্থায়ও প্রায় তেমনি থাকে। তবে অল্প কিছু পরিবর্ত্তনও হতে পারে। চির-রোগের চিকিৎসায় রোগীর লক্ষণাবলী একান্ত প্রয়োজনীয়।

রোগীর লক্ষণ—রোগীর চেহারাটি কেমন স্থূল মাঝারি অথবা শীর্ণ, চেহারাটি দেখতে কেমন। সুশ্রী না কুৎসিত, দীর্ঘ মাঝারি অথবা খর্বাকৃতি। চেহারার কোন বৈলক্ষণ আছে কিনা, বিকলাঙ্গ কিনা, যদি থাকে তাহা রোগীলিপিতে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অনেক স্থলে রোগী মনের কথা বলেন না। কোন্ রকম চিন্তা তিনি মনে

পোষণ করেন, তা প্রকাশ করতে চান না। কেহ সব সময়ই পরের ছিদ্র অন্বেষণ করেন। অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে পারেন না। কোন সুখের সংসারকে ভেঙ্গেচুরে দেওয়ার জন্য সেই সংসারের ভাইদের মধ্যে নারদের মত প্রবেশ করে যাতে তাদের প্রীতির বাঁধন ছিন্ন হয় সেই চেষ্টাই করেন। তার স্বভাব ঐ রকম। তিনি কি তাঁর মনের কথা চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করবেন? তবে রোগীর সহিত কথোপকথনকালে চিকিৎসকের জ্ঞানের নিকট রোগীর মনের কথা অনেকটা ধরা পড়ে। **শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ একটি সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ** রোগীর আপাদমস্তক ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। তিনি ঠাণ্ডা ভালবাসেন কি গরম ভালবাসেন। বাতাসের ঠাণ্ডা না জলের ঠাণ্ডা, কোন্ জাতীয় ঠাণ্ডা রোগীর প্রিয় তা জানতে হয়। তিনি যদি গরম ভালবাসেন তাহলে বাতাসের গরম, জলের গরম, আবহাওয়ার গরম, ঘরের গরম, বিছানার গরম, রৌদ্রের গরম বা আগুনের গরম কোন্ জাতীয় গরম তাঁর প্রিয় তা জানতে হয়। **গরমপ্রিয় রোগীর সবরকম গরমই যে প্রিয় হবে অথবা ঠাণ্ডাপ্রিয় রোগীর সবরকম ঠাণ্ডাই যে প্রিয় হবে এরূপ ধারণা ভুল।** কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গরমপ্রিয় রোগী যিনি আবহাওয়ার গরম ভালবাসেন, তিনি আবার প্রয়োগ করা উত্তাপ ভালবাসেন না। কোন আক্রান্ত স্থানে তিনি হয়ত ঠাণ্ডা প্রয়োগ ভালবাসেন। ঐরূপ ঠাণ্ডাপ্রিয় রোগীর যিনি আবহাওয়ার ঠাণ্ডা ভালবাসেন, তিনি হয়ত প্রয়োগ করা ঠাণ্ডা ভালবাসেন না। দেহের কোন আক্রান্ত স্থানে তিনি গরম প্রয়োগ ভালবাসেন। আবার কোন গরমকাতর রোগী যিনি আবহাওয়ার ঠাণ্ডা ভালবাসেন, জলের ঠাণ্ডা তাঁর অসহ্য। কাজেই রোগীলিপি প্রস্তুতকালে শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ সঠিকভাবে পরীক্ষাপূর্ব্বক সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ক্ষুধা কেমন হয় অথবা হয় না, খেতে পারেন কি পারেন না। গরম খাবার ভালবাসেন কি ঠাণ্ডা খাবার ভালবাসেন, টক, তিতা, ঝাল, লবণ, মিষ্টি প্রভৃতি কোন্ খাদ্য তাঁর প্রিয় কোন্‌টি অপ্রিয়। কোন্ জাতীয় খাদ্যের অস্বাভাবিক স্পৃহা আবার কোন জাতীয় খাদ্যের প্রতি অস্বাভাবিক ঘৃণা এ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কাহারও ভয়ানক ক্ষুধা পেয়েছে। খাবারের জন্য অস্থির হয়েছেন, খাবার কাছে এনে দিলে আর খেতে ইচ্ছা হয় না। কাহারও খেতে খেতে হিক্কা হয়, কেহ ক্ষুধা পেলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারে না। কেহ বা ক্ষুধা পেলেও বহুক্ষণ না খেয়ে কাটা'তে পারেন। যদি ধারণা করেন, ঠাণ্ডাপ্রিয় রোগী ঠাণ্ডা খাবার ভালবাসেন আর গরমপ্রিয় রোগী গরম খাবার ভালবাসেন, তাহলে ভুল হবে। কেহ আবহাওয়ার ঠাণ্ডা ভালবাসেন কিন্তু গরম খাবার ভালবাসেন। কেহ আবহাওয়ার গরম ভালবাসেন কিন্তু খাবার ঠাণ্ডা ভালবাসেন। কেহ মাছ মাংস খেতে ভালবাসেন, কেহ ঘৃণা করেন। কেহ ডিম খেতে ভালবাসেন, কেহ ঘৃণা করেন। কেহ দুধ খেতে ভালবাসেন, কেহ ঘৃণা করেন। এইজন্য খাদ্যের এই বিশিষ্টতাগুলি লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন।

শয়ন ও নিদ্রা—কেহ শয়ন করেন ডানপাশ চেপে। কেহ শয়ন করেন বামপাশ চেপে। কেহ শয়ন করেন চিৎ হয়ে। যাঁর যে ভাবে শয়নের অভ্যাস অথবা শয়ন করায় শান্তি হয়, তা লিপিবদ্ধ করতে হয়। ঘুম কেমন হয়, ঘুমের পর আরামবোধ করেন কি অস্বস্তিবোধ করেন। কেহ ঘুমের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেন। কেহ ঘুমাতে ঘুমাতে নানাবিধ কষ্টের সঙ্গে জেগে উঠেন, কেহ ঘুমাতে ভয় করেন। কাহারও নিদ্রিতাবস্থায় শরীরে ঝাঁকি লাগে, যেন গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যাবার মত ভয়ে আঁৎকে উঠেন।

কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হওয়া মাত্রই শরীরের মাংসপেশীগুলি বিদ্যুৎ আঘাতের মত কেঁপে ওঠে। এই সকল লক্ষণ বা কষ্টগুলি রোগাক্রান্ত মানুষটির ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা। তাঁর চিরদিনের অভ্যাস, এইগুলিকে রোগীর লক্ষণ বলা হয়। এই সকল রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ করুন। তিনি যে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, ঐ রোগের ভিত্তি কোথায়? ওর পশ্চাতে যে রোগপ্রবণতা রয়েছে, ঐ রোগ-প্রবণতা কত কালের প্রাচীন, কত পুরুষের ভেতর দিয়ে এসেছে, অথবা নিজ জীবনে অর্জ্জিত।

একটি মানুষ জীবনে যত রকম রোগে কষ্ট পাক না কেন, ঐ সমস্ত রকমের রোগের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর শরীরে একটি রোগ-প্রবণতা। যেমন একবার আমাশয় হল, ঐ আমাশয় উৎপাদন করে রোগপ্রবণতা। রোগপ্রবণতা জীবনীশক্তিকে পরাজিত করে তার সংরক্ষণ ও গঠনমূলক কাজকে ব্যর্থ করে দিয়ে জোরপূর্ব্বক অঙ্গের ক্ষয় উৎপাদন করে থাকে। তখন জীবনীশক্তি অনন্যোপায় হয়ে চীৎকার করে উঠে। আমরা যেমন বাড়ীতে হঠাৎ চোর ডাকাত এলে তাদের তাড়াতে না পেরে প্রতিবেশীদের সাহায্য প্রার্থনা করি, চীৎকার করি, তেমনি জীবনীশক্তিও চীৎকার করে ডাকে আমায় রক্ষা কর। ঐ চীৎকার কি জানেন? ঐ চীৎকারটি আমাশয়ের তীব্র যন্ত্রণা, রক্তাক্ত আমময় মল নির্গমন, আহারে অরুচি ইত্যাদি। এইগুলির সমলক্ষণে যদি শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তবেই জীবনী-শক্তিকে সাহায্য করা হবে এবং রোগ-প্রবণতাকে দমন করা হবে। অন্যথায় অসমবিধান নীতি অনুযায়ী ঔষধ বা ইঞ্জেকসান প্রযুক্ত হলে, রোগপ্রবণতাকে প্রতিহত করে দেওয়া হয় দেহের অভ্যন্তর প্রদেশের দিকে। তখন শরীর-বিধানের মধ্যে কোন রোগযন্ত্রণা থাকে না বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে জীবনীশক্তি রোগপ্রবণতার অবস্থিতি

জানানোর জন্য আহ্বান জানান। ঐ আহ্বান ভয়, অবসাদ, অশান্তি স্বাস্থ্যের ক্ষয়প্রাপ্তি। রোগপ্রবণতা পরবর্ত্তী বারে গ্রহণীরূপে প্রকাশ পায় এবং রোগীকে খুব কষ্ট দিতে থাকে। আবার আপনারা প্রচলিত প্রথানুযায়ী অসমবিধান চিকিৎসার ইঞ্জেকসান প্রভৃতি দ্বারা এই গ্রহণীকে প্রতিহত করে থাকেন। গ্রহণী তখন আরাম হয়ে যায় বটে কিন্তু রোগপ্রবণতা অসমবিধান ভেষজশক্তির সাহায্যে প্রতিহত হয়ে জীবনীশক্তির বর্হিমুখী বিতাড়ন শক্তিকে উপেক্ষা করে শরীরের গভীরতম প্রদেশে স্নায়ুতন্তুতে অবস্থান করে এবং পূর্বাপেক্ষা প্রবল ধ্বংসশালী গতিতে আবার কোন অভিযানে অবতীর্ণ হবেন তা চিন্তা করেন। এবার হয়ত রাজযক্ষ্মা রোগ আবির্ভূত হল।

এইরূপ রোগপ্রবণতা একটির পর একটি তারপর আর একটি ভিন্ন ভিন্ন রকম রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এই রোগ-প্রবণতা কতকাল ধরে কত পুরুষের মাধ্যমে বর্ত্তমান এই রোগীদেহে এসেছে তাহা লিপিবদ্ধ করে তার গভীরতা জানা প্রয়োজন। কারণ তদনুরূপ ঔষধের ও গভীরতা নির্ণয় করা হবে। পিতামাতার স্বাস্থ্য কেমন ছিল। তাঁরা কোন প্রাচীন রোগে ভুগেছিলেন কিনা অথবা তাঁর বংশের মধ্যে যে কেহ কোন জাতীয় প্রাচীন পীড়ায় পীড়িত ছিলেন তাহা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যেহেতু আপনার নির্ব্বাচিত ঔষধটিরও ঐ জাতীয় অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস প্রভৃতি দোষ উৎপাদন করার শক্তি থাকা প্রয়োজন। যেহেতু হোমিওপ্যাথি শুধু যে অসমবিধান চিকিৎসার মত রোগীর কষ্টগুলিকে উপশম করে দিয়ে তার কর্ত্তব্য শেষ করবে তা নয়। হোমিওপ্যাথি সমবিধান পন্থায় বহুকালের সুপ্রাচীন রোগ-প্রবণতাকে ধ্বংস করে দেয় তার আণবিক ভেষজশক্তির সাহায্যে। রোগপ্রবণতা তত বেশী শক্তিশালী হয়, যত বেশীবার

সে প্রতিহত হয়। রোগপ্রবণতা শরীরের ভিতর আছে বলেই, শক্তির মানুষের রক্ষী বিভাগের কর্ম্মী জীবনীশক্তি তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং আমাশয়, গ্রহণী,-যক্ষ্মা,-উন্মাদ প্রভৃতি কষ্টদায়ক ভাষার দ্বারা জানিয়ে দেয় রোগপ্রবণতার অবস্থিতি। স্বজনেরা কিন্তু সে ভাষা বুঝবে না। আমরা যেমন চোর ডাকাতের উপদ্রবে প্রতিবেশীদের সাহায্য পাই, জীবনীশক্তি কিন্তু তা পায় না। বরং তার ঐ সাহায্য প্রার্থনার ভাষাকেই রোগ মনে করে আত্মীয় স্বজনেরা অসমবিধানের তীব্র ভেষজ এবং উগ্র ইঞ্জেকসান দ্বারা তার কণ্ঠ চেপে দেন। তখন নীরব হয়ে যায় জীবনীশক্তি। শুকিয়ে যায় ডিসেন্টি্র গ্রহণীর প্রবাহ, স্তব্ধ হয়ে যায় যক্ষ্মা-উন্মাদনার প্রলাপ, রোগপ্রবণতা তখন মহোল্লাসে অসমবিধান ভেষজের প্রত্যাবর্ত্তন শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবল শক্তিশালী হয়ে মিত্রশক্তির মত নিভৃত কক্ষে আত্মগোপন করে নেয় কিছু দিনের জন্য। এইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর জীবনের পর জীবন ধরে রোগপ্রবণতা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে।

তা যাক আমাদের সেনানায়কগণ আমাদের অস্ত্রাগারে যে সব আণবিক শক্তিসম্পন্ন শত সহস্র মারণাস্ত্র সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন, আমাদের সৈনিকগণ যদি মনোযোগসহকারে স্থির লক্ষ্যে মাত্র একটিবার নিক্ষেপ করেন, তাহলে রোগপ্রবণতা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেই।

ঔষধ নির্ব্বাচন

আমরা রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীর যন্ত্রণা উপশমার্থে আহুত হয়ে রোগীর নিকট বসে দেখি, কতকগুলি কষ্ট এখানে ওখানে

সেখানে আবির্ভূত হয়ে রোগীকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। রোগী সেই কষ্টগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় আমাদের নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়। আমরা ঐ কষ্টগুলিকে একত্রিত করলে একটি ভেষজ-চিত্র দেখতে পাই। বিশ্বের অসমবিধান চিকিৎসায় ঐ কষ্টগুলিকে একত্রিত করে একটি রোগের নামকরণ করেন। যতগুলি রোগীর মধ্যে ঐ নামের রোগ বিদ্যমান থাকবে তাদের সকলেরই হবে এক ঔষধ।

আমরা হোমিওপ্যাথ, আমাদের তা হবে না। আমরা রোগীর সমস্ত কষ্টগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সাজিয়ে চোখের সামনে ধরে রাখি এবং এই রকম কষ্টগুলি কোন্ ঔষধে উৎপন্ন হয়েছিল তা মানসপটে অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানের ফলে কয়েকটি ঔষধ মানস-চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়ায়। যেন তারা সকলেই ঐ রোগীর কষ্টগুলির সমান হতে চায়। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান ভেষজগুলি সকলেই একরকম দৃষ্ট হয়, একটু বিচার করে দেখলে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হবে। এই দণ্ডায়মান ঔষধগুলির প্রত্যেকটির সহিত রোগীর কষ্টগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি করে মিলিয়ে নিতে হবে, তবেই হবে নির্ভুল ঔষধ নির্ব্বাচন। অন্যথায় ঐ দণ্ডায়মান ঔষধগুলির যে কোন একটির সহিত আংশিক মিল হয়েই প্রযুক্ত হয়ে যাবে। ঔষধটি নির্ভুল হবে না। হয়ত রোগীর একটি কষ্টের সদৃশ হওয়ার জন্য অনেক ঔষধ এসে দাঁড়াবে মানসপটে; কিন্তু তারা সকলে ঐ কষ্টটির ঠিক সমান হবে না। প্রতিযোগিতা করুন তাদের কেউ বড় কেউ মাঝারি কেউ বা হবে ছোট। এখন চিন্তা করুন আপনার রোগীর ঐ কষ্টটি বড়, মাঝারি না ছোট। কষ্টটি যেমন হবে তেমন ঔষধটিকে বেছে নিন। কষ্টটি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বড় হয় বড় ঔষধটিকে নিন। কষ্টটি মাঝারি হয় মাঝারি ঔষধটিকে নিন। এইরূপে

সমস্ত যন্ত্রণা উপশম বৃদ্ধি, আক্রমণ সময়, আক্রমণ গতি, অবস্থান শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ প্রভৃতি সমস্ত কষ্টগুলিকে সমজাতির ঔষধগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়ে কমবেশীর যাচাই করে নিন। তাহলে নিশ্চয়ই ঔষধটি নির্ভুল নির্ব্বাচন হবে।

উপরে বর্ণিত রোগীর লক্ষণসমষ্টি রোগীর চেহারা, মন, শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ, ক্ষুধা, খাদ্যের বিশিষ্টতা, পিপাসা, মল, মুত্র, ঘর্ম্ম, অবস্থান, শয়ন ও নিদ্রা উপশম বৃদ্ধি প্রভৃতির বিশিষ্টতা পুনঃপুনঃ পাঠ করলে আপনার মনে নিশ্চয়ই একটি দুইটি অথবা তিনটি ভেষজের চিত্র ঐ রোগীলিপির সদৃশ হওয়ার জন্য আপনার মানসপটে এসে দাঁড়াবে। যদি আপনার ভেষজ-চিত্রগুলি উত্তমরূপে জানা থাকে আপনি নিশ্চয়ই একটি নির্ভুল ঔষধ নির্ব্বাচনে সমর্থ হবেন।

রোগাক্রমণের উত্তেজক কারণকে প্রাধান্য দিয়ে ঔষধ নির্বাচন করায় অধিকাংশ স্থলে সুন্দর আরোগ্য সম্পন্ন হয়। যেমন গ্রীষ্মকালের গরম ভোগ, রৌদ্রের উত্তাপ, বর্ষায় ভিজা, শীতের ঠাণ্ডা, আঘাত লাগা হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি উত্তেজক কারণ অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন এবং প্রয়োগ করা হয়। এইরূপ ঔষধ প্রয়োগে যেখানে কাজ না হয় সেখানে অবশ্য স্থানীয় লক্ষণসমষ্টি অনুসারে ঔষধ নির্বাচন করা উচিত।

যে কোন উত্তেজক কারণের প্রভাবে যে কোন রকম রোগাক্রান্ত হোক না কেন শরীরে যে সকল কষ্ট ও লক্ষণরাজি প্রস্ফুটিত হয়, উহারা ত অনৈচ্ছিক নয়? জীবনীশক্তির প্রয়োজনীয় বিষয় শরীর বিধানের প্রয়োজনীয় অংশে কষ্ট বা লক্ষণরূপে প্রস্ফুটিত করাই জীবনী-শক্তির কাজ। আর ঐ সকল কষ্ট ও লক্ষণরাজিই উত্তেজক কারণের অনুকুলে শরীরবিধানের প্রয়োজনীয় সাহায্যের নিদর্শনরূপেই বিকাশ-মান। সুতরাং লক্ষণসমষ্টিই ঔষধ নির্বাচনে প্রধান সহায়ক।

সংগৃহীত লক্ষণসমষ্টির মধ্যে আপনার রোগী হয় অস্থিরভাবাপন্ন নয় ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকবেন। যদি অস্থিরভাবাপন্ন হয়, তা হলে আর্সেনিক ট্যারেণ্টুল, রাসটক্স ইত্যাদি অস্থিরভাবাপন্ন ঔষধগুলির মধ্যেই একটি ঔষধ নির্বাচিত হবে। আর যদি স্থির হয়ে শুয়ে থাকেন, তাহলে ব্রাইওনিয়া, এণ্টিমটার্ট জেলসিমিয়াম প্রভৃতি সুপ্তিভাবাপন্ন ঔষধগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে যেটি সর্বলক্ষণে রোগীর সদৃশ বিবেচিত হবে, সেইটিই প্রযুক্ত হবে।

রোগী যদি বিকারে প্রচণ্ড প্রলাপ বকে, তাহলে যে ঔষধগুলির মধ্যে প্রলাপ আছে যেমন বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, ষ্ট্যামোনিয়াম ইত্যাদি ঔষধগুলির মধ্যে সংগৃহীত লক্ষণানুসারে পার্থক্য নির্ণয় করে একটি ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করতে হবে।

রোগী যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন, তাহলে নাক্সমস্কেটা, ওপিয়াম প্লেনিয়ন প্রভৃতি ঔষধগুলির মধ্যে সংগৃহীত লক্ষণানুসারে পার্থক্য নির্ণয় করে একটি ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করতে হবে। তবে সকল স্থলেই সমজাতীয় ঔষধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবেই। **পার্থক্য নির্ণয়ই হোমিওপ্যাথির প্রাণ।**

সংগৃহীত লক্ষণসমষ্টির মধ্যে বিরল, বিচিত্র ও অসাধারণ লক্ষণ—যেমন যে রোগীর প্রচুর পিপাসা থাকে, তাহার মুখগহ্বর শুষ্ক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখগহ্বর যদি সরস হয় তাহলে এটি অসাধারণ লক্ষণ। আবার যে রোগীর মুখগহ্বর ও জিহ্বা খুব শুষ্ক থাকে, তার পিপাসা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি তার পিপাসা না থাকে, তাহলে এটি অসাধারণ লক্ষণ। এই সকল অসাধারণ লক্ষণ ঔষধ নির্বাচনের প্রধান সহায়ক। আমি একবার চক্ষুর উপর পাতার থলির ন্যায় স্ফীতি দেখে একটি হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণায় কষ্টভোগকারিণী রোগীণীকে আশাশূন্য অবস্থায় কেলিকার্ব প্রয়োগ

করে আরোগ্য করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আর একবার একটি শিশুর দ্রুতবর্দ্ধনশীল ইরিসিপেলাস নামক রোগের চরম ও অন্তিম অবস্থায় ঐ লক্ষণ দৃষ্টে কেলিকার্ব্ব প্রয়োগে আরোগ্য করেছিলাম।

সংগৃহীত লক্ষণসমষ্টি যে ঔষধের মধ্যে রহিয়াছে এরূপ ঔষধ হয়ত ৪।৫টি মনে হইল। তখন রোগীর কষ্টগুলির বৃদ্ধি কিসে হয় বা কখন হয়, ঐ বৃদ্ধির অনুসন্ধান করুন। তখন ঐ ঔষধগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই একটি ঔষধ রোগীর সদৃশ হয়ে নির্বাচিত হবে। আবার স্মরণীয় ঔষধগুলির মধ্যে দেখা যায় একটি লক্ষণ দুই তিনটি ঔষধের মধ্যেই রহিয়াছে। তখন ঐ দুই তিনটি ঔষধের মধ্যে লক্ষণটির কমবেশীর বিচার করুন। তখন দেখা যাইবে ঐ কষ্টটি কোন্ ঔষধের মধ্যে খুব বেশী কোন্ ঔষধের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। আবার কোন্‌টির মধ্যে তদপেক্ষাও কম। আপনার রোগীর মধ্যে ঐ কষ্টটি খুব বেশী বা মাঝারি অথবা তদপেক্ষা কম, যেমন ধরণের কষ্ট হইবে সেইরূপ ঔষধটি নির্বাচন করুন। সংগৃহীত লক্ষণসমষ্টির ঠিক অনুরূপ ঔষধের চিত্রটিও হওয়া প্রয়োজন। যেমন একটি মানুষ এবং তার ফটো, এই দুইয়ের মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য থাকে, সংগৃহীত লক্ষণসমষ্টি বা রোগীর চিত্র এবং ঔষধ চিত্রের মধ্যে ঠিক ঐরূপ সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। **যতক্ষণ ঐরূপ সামঞ্জস্য না হয় ততক্ষণ অনুসন্ধান করুন সমলক্ষণসম্পন্ন ঔষধগুলির মধ্যে। তবেই হবে হোমিওপ্যাথির আরোগ্য অত্যন্ত মধুময়। অন্যথায় ব্যর্থতাই হবে চরম দুর্ভাগ্যের পরিণতি।**

প্রাচীন পীড়ার ঔষধ নির্বাচন একটু স্বতন্ত্রধরণের। এখানে রোগীর কষ্ট যাহাই হোক না কেন, শুধু ঐ কষ্টগুলির সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন হয় না। এখানে চাই রোগীর ধাত, স্বভাব চরিত্র, মনের অবস্থা, ঠাণ্ডা গরমের অভিলাষ, ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা,

পিপাসা, মল-মূত্র, ঘর্ম্ম, শয়ন ও নিদ্রা, রোগীর চিরভ্যস্ত অভ্যাস যে ঔষধের মধ্যে দৃষ্ট হইবে সেই ঔষধটি ঐ রোগীকে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ সকল ধাতু ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা অনুযায়ী নির্বাচিত ঔষধটির মধ্যে রোগীর কষ্টদায়ক লক্ষণ সকল থাকিবেই। ধাতু ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা অনুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচনের সময় যদি ৪।৫টি ঔষধ লক্ষণগুলির সমান দৃষ্ট হয় তাহলে ঠাণ্ডা গরমের অভিলাষ তুলনা করুন। তখন মনোনীত ঔষধগুলির মধ্যে দেখা যাইবে কতকগুলি ঠাণ্ডা ভালবাসে, অন্যগুলি গরম ভালবাসে। আপনার রোগী যদি ঠাণ্ডা ভালবাসে তাহলে ঠাণ্ডাপ্রিয় ঔষধগুলির মধ্যেই আপনার রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচিত হবে এবং গরমপ্রিয় ঔষধগুলি বাদ যাইবে। এইরূপে মনোনীত ঔষধগুলির মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ঔষধ বাদ গেল। এখন ঠাণ্ডাপ্রিয় ঔষধগুলির সংখ্যাও যদি ৪।৫টি হয় তাহলে তুলনা করুন রোগীর উপশম ও বৃদ্ধি। রোগীর রোগ বৃদ্ধি যে কারণে অথবা দিন রাত্রির যে সময় হয় ঐ কারণ বা ঐ সময় এই চারটি ঔষধের কোন্‌টিতে রহিয়াছে। তখন দেখবেন মাত্র একটি ঔষধের মধ্যেই ঐ বৃদ্ধির কারণ বা সময় রহিয়াছে। সুতরাং এই ঔষধটিই হইল রোগীর অভ্রান্ত ঔষধ। এখন অনুসন্ধান করে দেখুন, রোগীর প্রত্যেকটি কষ্ট বা রোগ এই ঔষধের মধ্যে থাকতে বাধ্য। একটি রোগীদেহে যত রকমের মিশ্র জটিল রোগ থাক না কেন উপরোক্ত প্রথায় নির্ব্বাচিত একটি ঔষধে ঐ সকল জটিল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ঔষধের গভীরতার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ঔষধ নির্ব্বাচন করায় বিফলমনোরথ হতে হয়। যেমন কোন বাত রোগী সঞ্চালনে উপশমবোধ করেন, স্থির থাকলে যন্ত্রণা বেশী হয়। ইতিহাসে জানা গেল রোগী উত্তরাধিকারসূত্রে বাত রোগ প্রাপ্ত হয়েছেন। এরূপ স্থলে সঞ্চালনে উপশম স্থির থাকলে বৃদ্ধি দৃষ্টে রাসটক্স প্রয়োগ করিলে

উহাতে উপকার স্থায়ী হবে না। কারণ উক্ত বাত রোগটি সাইকোসিস দোষজাত গভীর মূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। রাসটক্স সমলক্ষণ সম্পন্ন হলেও ওর গভীরতা খুব অল্প। যেমন কোন মাঠে দুই হাত গভীর জল রয়েছে। ঐ মাঠের উপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে যেতে হলে চার হাত লম্বা বাঁশ হলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু নৌকা চালিয়ে যেতে যেতে যদি গভীর মাঠে পড়ে যায় যেখানের জল পাঁচ হাত গভীর সেখানে নৌকা-চালক অকৃতকার্য্য হন। জলের গভীরতা অনুযায়ী বাঁশও লম্বা হওয়া প্রয়োজন। তেমনি গভীর মূল থেকে উৎপন্ন রোগের জন্য গভীরক্রিয়া ঔষধ প্রয়োজন হয়ে থাকে। এরূপক্ষেত্রে রাসটক্সের পরিবর্ত্তে লক্ষণানুযায়ী ম্যাগনোসিয়া কার্ব্ব, কেলি আইওড প্রভৃতি গভীরক্রিয় ঔষধ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ঔষধ প্রয়োগ

পূর্ব্ব বর্ণিত প্রথায় ঔষধ নির্ব্বাচন হলে পর নির্ব্বাচিত ঔষধটি তরুণ পীড়ায় ৩০শ শক্তির ঔষধসিক্ত গ্লোবিউলস তিন চারটি দু আউন্স জলে দ্রব করে রোগীর অপেক্ষাকৃত উপশম অবস্থায় ১০ মিনিট থেকে অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর এক চামচ মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। রোগীর রোগ-যন্ত্রণার বর্দ্ধিত অবস্থায় কখনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। ঐ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে, একেই ত রোগী রোগ-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়েছেন, তার উপর ঔষধজাত কৃত্রিম রোগটির বৃদ্ধি যদি ঐ সময় আরম্ভ হয় তাহলে ঐ উভয় প্রকার বৃদ্ধি একসঙ্গে রোগীর অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করবে। এমন কি অনেক সময় প্রাণহানিও হতে দেখেছি। তাই মনীষি-গণ উপদেশ দিয়াছেন রোগের অপেক্ষাকৃত উপশম অবস্থায় ঔষধ

প্রয়োগ করা। দশ মিনিট থেকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করায় যখনই রোগী-দেহে একটু উপশম লক্ষিত হবে, এমন কি দুএক মাত্রা ঔষধ সেবনের পরেও যদি উপশম লক্ষিত হয় তবে **তখনই ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করা প্রয়োজন। কারণ রোগ-যন্ত্রণায় উপশম আরম্ভ হবার পরেও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে রোগীর আরোগ্যলাভ করতে অনেক দেরী হয়।** কারণ ঔষধজনিত কৃত্রিম রোগটি শরীরে দীর্ঘ সময় স্থায়ী হবে। যদি অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কৃত্রিম রোগটির অবসান না হলেত আপনি রোগীকে সুস্থ দেখতে পারেন না? কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হলে ঔষধজাত কৃত্রিম রোগটি অযথা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় এবং ঐ কৃত্রিম রোগটিকে দূরীভূত করে দেওয়ার জন্য জীবনীশক্তিকে অকারণ বহু সময় পরিশ্রম করতে হয়। **সেইজন্য হোমিওপ্যাথির শক্তিকৃত ঔষধ খুব স্বল্প মাত্রার দ্বারায় রোগীর আরোগ্য সম্পাদন করা উচিত। এতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে রোগমুক্ত হতে দেখা যায়।**

সুনির্ব্বাচিত হোমিও ঔষধ কতবার প্রযুক্ত হলে রোগীর শরীর-বিধানে একটি কৃত্রিম রোগ উৎপাদনে সমর্থ হবে তা জানা যায় না। মনীষিগণও এসম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দেন না। তবে তরুণ রোগে ৩০শ শক্তির টিংচার এক বিন্দু কয়েক মাত্রা জলে মিশ্রিত করে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর-বিধানে কৃত্রিম রোগ উৎপাদনের একটি ঝঙ্কার সৃষ্টি না করে ততক্ষণ প্রযুক্ত হবে। আর ঔষধসিক্ত গ্লোবিউলস হলে চার ছয়টি গ্লোবিউলস কয়েক মাত্রা জলে দ্রব করে রোগের তীব্রতা অনুযায়ী দশ মিনিট থেকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু উপশম লক্ষিত হলেই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ঐ যে দশ মিনিট অন্তর অন্তর চার পাঁচবার ঔষধ সেবন করান হল ওকে পাঁচ মাত্রা বলা হবে না। ঐ

পাঁচবারের ঔষধ সেবনকে একমাত্রা বলা হয়। এর কারণ শরীর বিধানে যতবার ঔষধ প্রযুক্ত হওয়ার পর উপশম লক্ষিত হবে, অথবা একটি কৃত্রিম রোগ উৎপাদনের সাড়া পাওয়া যাবে, ততবারের প্রযুক্ত ঔষধ এক মাত্রা। সে ৩০শ শক্তির ঔষধ হোক বা হাজার শক্তির ঔষধ হোক।

যেমন বিড়ি অথবা সিগারেটের ধূম পানের জন্য আমরা পেট্রোল ম্যাচ ব্যবহার করি। ঐ ম্যাচ কখন একবার ফায়ারেই জ্বলে উঠে, কখন তিন চারবার ফায়ারের পর জ্বলে। তাহলে এমন কথা বলা যায় না যে চারবার ফায়ারের পর পেট্রোল ম্যাচ জ্বলে। পেট্রোল ম্যাচ জ্বলে একবার ফায়ারেই। তবে যেখানে চার পাঁচবার ফায়ারের পর জ্বলে সেই সব ফায়ারগুলির মধ্যে একটি ফায়ারই কার্য্যকরী হয়। ঐরূপ হোমিওপ্যাথি ঔষধ যতবার প্রযুক্ত হোক না কেন তাহাকে এক মাত্রাই ধরা হয়।

তরুণ রোগের বর্দ্ধিত এবং জটিল অবস্থায় স্নায়ুমণ্ডলী রোগ-যন্ত্রণার প্রভাবে যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থা পাপ্ত হয়, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে হতাশ না হয়ে আমাদিগকে সুচিন্তিত অভ্রান্ত একটি ঔষধ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ঔষধটির উচ্চ শক্তির একটি মাত্রা পরিশ্রুত জলের সহিত মিশ্রিত করে অবসাদ-গ্রস্থ রোগীর মুখ গহ্বরে প্রয়োগ করে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময়।

আমি বহুবার দেখেছি অনেক হোমিও চিকিৎসককে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হোমিও চিকিৎসককে সমবিধান হোমিও ঔষধের সঙ্গে অসমবিধানের পেনেসিলিন ইঞ্জেকসান এবং এন্টিফ্লেমিন মালিশ ব্যবহার করতে, অথবা এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল সেবন করতে। এইরূপ মিশ্র চিকিৎসার ফল যে কিরূপ সাংঘাতিক পরিণতির সূচনা করে তা মনে হলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সভ্যজগতে মানুষের দেহের উপর এ কি নির্ম্মম অনাচার। যে হেতু বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত রকম চিকিৎসা-পদ্ধতির নীতি হচ্ছে বিপরীত বিধান। তার গতি হচ্ছে

অন্তর্মুখী। তাদের ঔষধসমূহ ভেষজশক্তিসম্পন্ন, বেদনানাশক, নিদ্রাকারক ইত্যাদি ক্রিয়া-সম্পন্ন। আর আমাদের হোমিওপ্যাথির নীতি হচ্ছে সমবিধান। এর আরোগ্য-গতি হচ্ছে বহির্মুখী। আর এর ঔষধ সমূহ ভেষজক্রিয়াহীন আণবিকশক্তিসম্পন্ন মহাশক্তির উৎস। সুতরাং সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন ঔষধের এক সঙ্গে ব্যবহার কিরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অন্য সমস্ত চিকিৎসা-বিধানের ঔষধসমূহ ভেষজক্রিয়াসম্পন্ন। উহারা ব্যথিত অঙ্গের বেদনা দূর করে। স্ফীত স্থানের স্ফীতি কমিয়ে দেয়, রোগীর এক একটি কষ্ট এক একটি ঔষধ অপসারণ করে দেয়, যদি উপযুক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত হয়। মাত্রার তারতম্য অনুসারে তাদের ক্রিয়ার ও ন্যূন্যাধিক লক্ষিত হয়। দুই তিন রকমের বিপরীত বিধানের ঔষধ এক সঙ্গে প্রযুক্ত হলেও কোন ক্ষতিকারক হবে না। যে হেতু তাহাদের নীতি একই বিপরীত বিধান। পেনিসিলিন ও মকরধ্বজ একসঙ্গে প্রযুক্ত হলে ক্ষতিকারক হয় না।

বন্ধুগণ! এবার সমবিধানের কথা বলছি। একটু মনোনিবেশ করে দেখুন। হোমিওপ্যাথি সমবিধান রোগীর কষ্টের সমানে বা সাদৃশ্যে সম ঔষধ প্রযুক্ত হয়। হোমিওপ্যাথির সমস্ত ঔষধ শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় ভেষজক্রিয়াহীন হয়েছে। ওপিয়াম তার মাদকতা ও বেদনানাশক শক্তি হারিয়েছে। নাক্সভমিকা তার তিক্ততা ও পর্য্যায়শীলতা হারিয়েছে। কোব্রা তার প্রাণনাশক শক্তি হারিয়েছে। ঐ ওপিয়াম, নাক্সভমিকা, ও কোব্রা যখন স্থূল ছিল তখন ওরা ঐ সকল ভেষজক্রিয়ার অধিকারী ছিল। যখন অমরা ঐ সকল ঔষধকে শততমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিক প্রক্রিয়ায় শক্তিকৃত করে আমাদের নিজস্ব সম্পদ করে নিয়েছি তখন ওদের আর সে ভেষজক্রিয়া নাই। তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্তে এখন ওদের মধ্যে উদ্ভাবিত

হয়েছে এক সমষ্টিগত রোগ উৎপাদক আণবিক শক্তিপুঞ্জ। হোমিও ঔষধের প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে এমনকি প্রতি বিন্দুর অণু পরমাণুতেও রয়েছে পুঞ্জীভূত আকারে সমষ্টিগত রোগ উৎপাদক শক্তি। হোমিও ঔষধের এক বিন্দুর সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র একটি অণু পরমাণু সমলক্ষণে রোগী-দেহে প্রযুক্ত হলে সেখানে উত্থিত হয় প্রলয়ের মহাকল্লোল, বিশ্ব সন্ত্রাসী ঝঞ্ঝা, মহারুদ্রের ঘূর্ণায়মান আস্ফালন সদৃশ কৃত্রিম রোগের উৎপাদন। এই কৃত্রিম রোগটি দানব-হুঙ্কারে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাকৃতিক রোগকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দেয়। তারপর প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত কিছুক্ষণ পরে বিলীন হয়ে যায়, বিস্তারিত কোন অতল গর্ভে। আর তার সন্ধান মেলে না।

অতএব হোমিওপ্যাথির প্রতিটি ঔষধ ভেষজক্রিয়াবিহীন রোগ উৎপাদক আণবিক শক্তিপুঞ্জ। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ যেমন মহাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে তেমনি হোমিও ঔষধের একটি কণিকা সমলক্ষণে প্রযুক্ত হলে রোগরাজ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। সুতরাং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অণুর সহিত অসমবিধানের ভেষজক্রিয়াসম্পন্ন ঔষধ একসঙ্গে অথবা পর্য্যায়ক্রমে প্রযুক্ত হলে কি হবে? তখন অবসন্ন জীবনী-শক্তির উপর উত্থিত হবে ধ্বংসকারী এক বিরাট এন্টিসাইক্লোন। বন্ধুগণ! আমি এই অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম, হোমিওপ্যাথির যে কোন শক্তির ঔষধের সহিত কখনও কোন অসমবিধানের ঔষধ, ইঞ্জেকসান বা প্রলেপ একসঙ্গে প্রয়োগ করবেন না। মনীষিগণ তার স্বরে এই কথা বার বার ঘোষণা করে গিয়েছেন।

সোরা সাইকোসিস সিফিলিস

মহামানব হ্যানিম্যান এবং তাঁরই পশ্চাৎগামী মনীষিগণ সদৃশ বিধান মতে সমলক্ষণে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করেও বহু ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন। ঐ অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর আবিষ্কার করেছেন মানব-শরীরে সোরা প্রভৃতি কয়েক প্রকার দোষদুষ্ট অবস্থা সুনির্ব্বাচিত সমলক্ষণসম্পন্ন ঔষধের কৃত্রিম রোগ উৎপাদক শক্তিকে ব্যর্থ করে দেয়। তাই রোগী-দেহের প্রাকৃতিক রোগটির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে তাকে অপসারিত করতে সমবিধানের আরোগ্য নীতি ব্যর্থ হয়ে যায়। সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস ও টিউবারকুলোসিস ইহারা শরীরের এক একটি অবস্থা। প্রত্যেক মানবদেহেই এগুলি বর্ত্তমান আছেই। কোন শরীরে সোরা সাইকোসিসের সংমিশ্রণ, কোথাও সোরা সিফিলিসের সংমিশ্রণ আবার কোথাও সোরা টিউবারকুলোসিসের সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের ফলে দেখা যায় কোন দেহ সোরা প্রাধান্য, কোন দেহ সিফিলিস প্রাধান্য, কোন দেহ টিউবারকুলোসিস প্রাধান্য। এই প্রাধান্যতার ফলেই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু সৃষ্ট হয়। যেমন কোন শরীর বর্ষার জলীয় হাওয়ায় পীড়িত হয়। আবার কোন শরীর ওতে ভার বোধ করে।

এই যে বিভিন্ন প্রকৃতির শরীর দৃষ্ট হয় এদের মন স্বভাব চরিত্র সবই বিভিন্ন। কেহ খুব শান্ত, নম্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী; কেহ রাগী, উদ্ধত, ঝগড়াটে, হিংসুক, প্রতারক ইত্যাদি। প্রত্যেকের চেহারাও বিভিন্ন রকমের দৃষ্ট হয়। কোন দেহ শীর্ণ, কোন দেহ

মাঝারি, কোন দেহ স্থূল। কোন শরীর সুশ্রী, কোন শরীর কুৎসিত। কেহ বুদ্ধিমান, কেহ বকাটে, কেহ চিন্তাশীল। চিত্রকর যেমন লাল, নীল, পীত এই তিনটি মৌলিক রঙকে মিশ্রণ করে বহু রকম মিশ্র রঙএর সৃষ্টি করেছেন এবং তাই দিয়ে নানা রকম মনোমুগ্ধকর সুদৃশ্য ছবি অঙ্কন করে থাকেন, তেমনি মানুষের দেহ, মন, স্বভাব, চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতির বিভিন্নতা ও ন্যূনাধিক্য সৃষ্ট হয় সোরা সাইকোসিস প্রভৃতির মিশ্রণেরই প্রভাবে।

পীড়িত দেহের লক্ষণ সাদৃশ্যে শক্তিকৃত ঔষধ প্রযুক্ত হলে ঐ ঔষধটির উৎপাদিত কৃত্রিম রোগশক্তি তীব্রগতিতে সমস্ত দেহে ব্যাপৃত হয়। ঐ সঙ্গে প্রাকৃতিক রোগটি সত্বর আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন স্থলে এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এর কারণ সোরাদি হইতে উদ্ভূত এক বিকৃত অবস্থা সুনির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এইজন্যই তখন লক্ষণ সাদৃশ্যে সালফার, সোরিণাম প্রভৃতি গভীরক্রিয় এন্টিসোরিক ঔষধ ২।১ মাত্রা প্রযুক্ত হলেই সোরাদির বিকৃত অবস্থাকে সংযত করে দেয়। ফলে পূর্ব প্রযুক্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধ তার ক্রিয়া বিকাশে পুনরায় নিযুক্ত হয়ে থাকে। ইহা আপনারা নিয়তই প্রত্যক্ষ করে আসছেন। ঐরূপ সাইকোটিক, সিফিলিটিক টিউবারকুলার অবস্থাগুলিও পীড়িত শরীরে অনুরূপ এক বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে। যার ফলে সুনির্ব্বাচিত সমলক্ষণ সম্পন্ন ঔষধের ক্রিয়া বিকাশ ব্যর্থতায় পর্য্যবসতি হয়। এরূপ স্থলেও দেখেছি লক্ষণানুসারে গভীরক্রিয় এন্টিসাইকোটিক, এন্টিসিফিলিটিক ও এন্টিটিউবারকুলার ঔষধ দু'এক মাত্রা প্রয়োগ করে কল্পনাতীত সুফল দৃষ্ট হয়ে থাকে। সোরা সাইকোটিক প্রভৃতি অবস্থাগুলি মানব দেহের বিকৃত অবস্থা উৎপাদন করে অনিষ্ট সাধন করতে চায় এবং আরোগ্য পথের বাধা

সৃষ্টি করে থাকে। যে জন্য আমারা মনে করি সোরা সাইকোসিস প্রভৃতি দোষগুলি যদি না থাকত তাহলে জীবন যাত্রা কত মধুময় হত।

কিন্তু হায়! নির্দ্দোষ দেহ হয় না। যেমন পুতুল তৈরী করতে হলে কাদার প্রয়োজন হয়। ঐ কাদা শুষ্ক হলে পর ওর উপর সুদৃশ্য রঙ দিয়ে চিত্রিত করে সুন্দর পুতুল তৈরী হয়, তখন তার মধ্যে কাদামাটি আছে ধারণা হয় না। কিন্তু কাদামাটি না হলে যেমন পুতুল তৈরী হয় না তেমন সোরাদি না থাকলে স্রষ্টার সৃষ্টি যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভগবান মানব-গোষ্ঠির অকল্যাণের জন্য কোন কিছুর সৃষ্টি করেন না; তাঁর সৃষ্ট সকল পদার্থই মানব কল্যাণ তরেই সৃষ্ট। এমন কি সাক্ষাৎ-মৃত্যু বিষধর সর্পও। আমরা কুসঙ্গে প্রভাবান্বিত হয়ে সংযম ও সৎশিক্ষাকে উপেক্ষা করেছি, নিয়ম নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছি এবং স্রষ্টার সৃষ্ট বহুগুণী সুগভীর ক্রিয়াশীল পবিত্র জিনিষগুলির কল্যাণের দিকটাকে উপেক্ষা করে তার খারাপ দিকটাকেই গ্রহণ করেছি। যার ফলে সর্প বিষ, পারদ, সোরা সিফিলিস আমাদের নিকট ভীতিদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা নিজের দোষ না ধরে বলে থাকি সোরাদি যতই অনর্থের মূল। সোরার সংমিশ্রণ না হলে মানব দেহই গঠন হতে পারে না। মনীষিগণ বর্ণনা করেছেন সোরা মনকণ্ডু বা কুমনন। আচ্ছা, সৃষ্টির প্রারম্ভে স্রষ্টা যদি সোরার অর্থাৎ যাহাকে আমরা কুমনন বলে বর্ণনা করি সেই কুমননের সৃষ্টি না করতেন, তাহলে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হত কি? বসন্ত সমাগমে বৃক্ষলতা কুসুমিত হয়ে উঠে। কোকিল কোকিলা পত্রকুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে সুমধুর সঙ্গীতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে দেয়। মধুপানোন্মত্ত, অলিকুলের গুঞ্জরণ বিশুষ্ক বনভূমির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে। তাই বলে স্রষ্টার সৃষ্টি বসন্তের সমাগম কি অকল্যাণকর হবে? সোরা স্রষ্টার সৃষ্ট পবিত্র জিনিষ, এরই প্রভাবে যৌবনের

উন্মেষে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌন-ক্ষুধার উদ্রেক হয় ; পবিত্র প্রীতির আকর্ষণে পরস্পরের নিভৃত সম্মিলন সৃষ্টির সাহায্য করে। দুগ্ধ মানবের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য, তাই বলে অতিরিক্ত দুগ্ধপান শরীরের উপকারী না হয়ে বিষবৎ অপকারীই হয়। তেমনি সোরা স্রষ্টার সৃষ্ট পবিত্র জিনিষ হলেও তার স্বভাব-সৃষ্ট ইচ্ছাগুলির অপব্যবহারের অথবা অতিব্যবহারের ফলে মানুষ নানা প্রকার দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। ঐ অপব্যবহারের কুফলগুলিই পীড়িত দেহের আরোগ্য সম্পাদনের বিরুদ্ধাচরণ করে রোগীকে জটিল হতে জটিলতর অবস্থার সম্মুখীন করে দেয়। সোরা নামক শরীরের যে পবিত্র অবস্থা তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট সম্ভব হয় না। ঐরূপ সাইকোটিক সিফিলিটিক অথবা টিউবারকুলার অবস্থা ইহারা মানবের কল্যাণ তরেই সৃষ্ট। তাই যখনই সুনির্ব্বাচিত ঔষধ তার কর্ত্তব্য সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হয় তখন এণ্টিসোরিক এণ্টি সাইকোটিক প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

সোরা, সাইকোটিক, সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার এই অবস্থা চতুষ্টয় আমাদের নিকট ভীষণ ভীতিপ্রদ দোষ বলে বর্ণিত। কিন্তু এগুলির পেছনে যে মহান গুণরাশি লুকিয়ে আছে যেগুলি না থাকলে মানব সভ্যতার অগ্রগতি যে ব্যাহত হয়ে যেত, সে সেই আদিম প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগ থেকে লৌহযুগ থেকে বৈদ্যুতিকযুগ থেকে আজকের এই আণবিকযুগ পর্য্যন্ত এগিয়ে আসত না, সেই আদিম প্রস্তরযুগেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত। সোরা, সাইকোটিক প্রভৃতি দোষগুলির স্বভাব-সৃষ্ট ইচ্ছা বৃত্তিগুলির অপব্যবহারের অথবা অতিব্যবহারের কুফলগুলির দ্বারায় যেমন অনিষ্ট সাধিত হয়, তেমনি সমাজের মহোপকারও সাধিত হয়ে থাকে। অনিষ্টের তুলনায় উপকারিতা বহুগুণ বেশী। সোরার কোন অস্তিত্ব আমরা জানি না, যদি কোন শরীরে চর্ম্মরোগ ও কণ্ডুয়ণ উদ্ভূত হয় তাই দেখে বলে থাকি

"এই দেহে সোরা দোষ বর্ত্তমান রয়েছে।" যখন কোন চর্ম্মরোগ বা কণ্ডুয়ণ না থাকে তখন জানা যায় না যে ঐ দেহে সোরা দোষ অন্তর্নিহিত রয়েছে।

কোন জমিতে যখন ধানের বীজগুলি মাটির অভ্যন্তরে বপন অবস্থায় থাকে তখন বিশ্বের কোন দর্শক বলতে পারেন না এই জমিতে কোন শস্য বীজ বপন অবস্থায় আছে কিনা? যতই তিনি রক্ত, থুথু, মলমূত্র পরীক্ষা করুন না কেন তিনি মানব শরীরে সোরা সাইকোসিসের অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারেন না। কিন্তু বীজগুলি অঙ্কুরোপযোগী উপাদান জলবায়ু উত্তাপ প্রাপ্ত হয়ে অঙ্কুরিত হলে তবেই দর্শক বলতে পারেন, জমিতে কোন্ জাতীয় বীজ বপন রয়েছে। বর্দ্ধিত চারাগুলি নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে তবে বলতে পারেন এগুলি ধানের চারা অথবা গমের চারা। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে অভিজ্ঞ কৃষক জমি দেখেই বলতে পারেন ওতে কোন্ জাতীয় বীজ বপন অবস্থায় রয়েছে এবং সেই বীজের প্রতিষেধক সমনীতিতে আণবিক শক্তিসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগ করে বীজগুলির অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তারপর তাতে অঙ্কুরোপযোগী জলবায়ু উত্তাপ যতই প্রয়োগ করুন না কেন আর তারা অঙ্কুরিত হবে না কোন যুগেও। এমনও ক্ষেত্র দেখা যায় সেখানে সোরা প্রভৃতি বীজ অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন। সেখানে জানতে হয় উত্তেজক কারণের অভাবে রোগাক্রমণ প্রবণতা সৃষ্টিই হয় না।

সোরার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞাত, কিন্তু সোরা কর্ত্তৃক উদ্ভূত কুফলগুলির সহিত আমরা সুপরিচিত। কারণ আমাদের পথ প্রদর্শক মনীষিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। সোরা দোষের প্রতিবন্ধকতায় সালফার কার্য্যকরী হয় কেন? সালফার কার্য্যকরী হয় এই যে, সোরিক অবস্থার সহিত সালফারের সৌসাদৃশ্য

রয়েছে বলে। সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য না হলে কোন ঔষধই কার্য্যকরী হয় না। কাজেই সালফার যখন সোরা দোষের প্রতিবন্ধকতায় কার্য্যকরী হয়, তখন সে সমবিধান নীতি অনুযায়ী নিশ্চয়ই সোরিক অবস্থার সহিত সর্ব্বাংশে সমান। সোরিক অবস্থার সহিত যদি সালফার সর্ব্বাংশে সমান হয়, আবার সোরিক অবস্থার সহিত যখন সোরাও সর্ব্বাংশে সমান, তখন গণিতের সূত্র অনুযায়ী সোরাও সালফারের সহিত সর্ব্বাংশে সমান। আমরা সোরার সহিত পরিচিত না থাকলেও সালফারের সহিত নিশ্চয়ই সুপরিচিত। সুতরাং শক্তিকৃত সালফার ঔষধটির মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি, শীত ও গ্রীষ্মের অভিলাষ খাদ্যের বিশিষ্টতা ইত্যাদির সমালোচনা করলে আমরা সোরার মন, বিবেক, ইচ্ছা, অনুভূতি ইত্যাদির সন্ধান পাইব। ঐরূপ প্রধান প্রধান এন্টিসোরিক এন্টিসাইকোটিক, এন্টিসিফিলিটিক ও টিউবারকুলার ঔষধগুলিকে সমালোচনা করলে আমরা মানব দেহে অবস্থিত ঐ সকল অবস্থাগুলির দোষ এবং গুণের সন্ধান পাইব।

সোরা অনুসন্ধিৎসু। সে আজগুবি বিষয় ও কাল্পনিক চিন্তা মনে মনে সমালোচনা করে। বৃষ্টি কি করে হয়, বাতাস কেন বয়, সূর্য্য কেন এত জ্যোতির্ম্ময়, সাগর কেন অনন্ত বিশাল, গিরি কেন শিলাময় গগণস্পর্শী, আগ্নেয়গিরি কেন অগ্নি উদ্গীরণ করে, প্রলয় জলোচ্ছাস কেন হয়। সে জানতে চায়, অতলস্পর্শী সমুদ্রের তলদেশে কি আছে। দেখতে চায়, অভ্রভেদী তুহিনাচ্ছন্ন গিরি শিখর কেমন। কে ঐ সকল সৃষ্টি করিল। এইরূপ নানা অদ্ভুত কল্পনা এবং জ্ঞানের বহির্ভূত অজানা বিষয়গুলির সমালোচনা করে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। তাকে কার্য্যকরী করতে চায়, বাস্তবরূপ দিতে চায়, মানব কল্যাণে লাগাতে চায়। সোরার এই অনুসন্ধিৎসা মানব-সভ্যতাকে সেই আদিমযুগ থেকে টেনে আজকের এই আণবিক যুগে এনে

পৌঁচেছে। সোরারই প্রতিভার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান, রসায়ণ, ভূতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যা, সোরারই প্রভাবে আবিষ্কার হয়েছে কয়লার খনি, তৈল খনি, সোনার খনি, রূপার খনি। সোরাই সৃষ্টি করেছে রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন, রকেট। এত সব করেও সে ক্ষান্ত হয়নি। আবার পৃথিবী থেকে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে এপাড়া ওপাড়ার মত সংযোগ স্থাপন করতে চায়, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। সোরার এই যে চিন্তাধারা যেগুলিকে আমরা কাল্পনিক বলে বর্ণনা করি ঐ কল্পনাগুলি অবাস্তব বা অস্তিত্বহীন নয়। ঐগুলি বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। ছায়া যেমন অস্তিত্বহীন পদার্থ বলে বর্ণিত কিন্তু উহার পেছনে রয়েছে একটি বাস্তব পদার্থ। বাস্তব পদার্থ আছে বলেই ছায়ার সৃষ্টি হয়। যেমন আকাশে যখন পাখী উড়ে যায়, তখন ভূপৃষ্ঠে আমরা উহার ছায়া দেখতে পাই। ঐ অস্তিত্বহীন ছায়া দেখেই জানতে পারি উহার পশ্চাতে রয়েছে একটি বাস্তব পদার্থ—উড্ডীয়মান পাখী। তেমনি উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকের মনে যখনই কোন কল্পনার উদ্ভব হয়, তখনই সেই ছায়ার মত জানতে হবে, বিশ্বের কোন অজানা দেশে এই কল্পনারই বাস্তবতা বিদ্যমান রয়েছে। বাস্তবতা বিদ্যমান না থাকলে কল্পনার উদ্ভব হতে পারে না। আজকে আমরা যেটিকে কল্পনা বলে মনে করি, কিছুদিন পরে দেখুন আবিষ্কারক উদ্ভাবনী প্রতিভা তার সেই ভিত্তিহীন স্বপ্নময়ী কল্পনাকেই বাস্তবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়ে আমাদের সম্মুখে এনে বিরাজমান করিয়াছে। সুতরাং কল্পনাগুলি অবাস্তব নয়। কোন কল্পনাকে ভিত্তিহীন মনে করা উচিত নয়।

সাইকোসিস উন্নত জীবন যাপন করতে চায়, বিলাসিতার চরম উৎকর্ষ সে চায়। ঘরবাড়ী আসবাবপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের চায়। জগতের পুরানো চালচলনের আসবাব পত্র, ঘরবাড়ী

পোষাক পরিচ্ছদকে সে অভিনব উন্নততর রূপ দিতে চায়, যার ফলে মানুষ সভ্য হতে শিখেছে। নগ্ন অবস্থা থেকে গাছের বাকল পরিধান, পরে পশুর চামড়া ব্যবহার, তারপর কার্পাস তুলা থেকে কাপড় তৈরী করা, আরও পরে রেশম ও পশম দ্বারা তৈরী উন্নত ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে শিখেছে। শীতের হিম, গ্রীষ্মের গরম, বর্ষার ঠাণ্ডা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঝড়-বৃষ্টি ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় থেকে বাঁচবার জন্য সাইকোসিস করেছিল সর্ব্বপ্রথমে পত্রকুটীর, তারপর মাটি দিয়ে তৈরী ঘর, তারপর পাকাবাড়ী তারপর আবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুরম্য অট্টালিকা। এই যে জীবনযাত্রার উন্নতর অভিযান ঐগুলি সাইকোসিসের অবদান। যানবাহনগুলি আদিম যুগে গরু ঘোড়া মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর দ্বারা চালিত হত। এখন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়ে ট্যাক্সি, বাস, প্রভৃতি উন্নতধরণের যান-বাহনের প্রয়োজনীয়তা সাইকোসিস উপলব্ধি করেছিল এবং তারই প্রয়োজন হয়েছিল সাইকোসিসের প্রচেষ্টায় পত্রকুটীর সমাকীর্ণ পল্লী—আজকের এই আলোকমালা সজ্জিত সৌধ সমাকীর্ণ সুরম্য সহরে পরিণত হয়েছে।

সিফিলিস প্রাধান্যতা মানুষকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে, সে আত্ম-প্রতিষ্ঠা চায়, সে চায়। সকলেই তাকে জ্ঞানে, গুণে, শক্তিতে, সম্পদে সকল বিষয়েই বড় বলে স্বীকার করুক। যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে রাষ্ট্র বিধান, সমাজ, সভাপতিত্ব ধনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্র।

টিউবারকুলোসিস ঃ—টিউবারকুলার ধাতু অর্থে যক্ষারোগ নয়। যে সকল লোক টিউবারকুলার ধাতুগ্রস্থ তাহাদের ক্ষয় পীড়ার প্রবণতা থাকে। ঐ প্রবণতাকে পীড়া বলা যায় না। প্রবণতার অর্থ পীড়া হবার প্রবৃত্তি বা সম্ভাবনা। টিউবারকুলার ধাতুগ্রস্থ দেহে

কোন উত্তেজক কারণ প্রাপ্ত হলেই ক্ষয় পীড়ার সূত্রপাত হয়। তখন অবশ্য ক্ষয় রোগ বলা যেতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব্ব মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত যতক্ষণ কোন ক্ষয়পীড়া হয় নাই, কেবল ক্ষয়পীড়ার প্রবণতা বা সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহাকে টিউবারকুলার ধাতু বলা হয়। টিউবারকুলার ধাতুগ্রস্থ মানুষকে নিম্নলিখিত লক্ষণ সাহায্যে চেনা যায়।

তাহার যে জিনিষে পীড়া বৃদ্ধি হয়, সে সেই জিনিষই খেতে বেশী লোভ করে। তার ঘন ঘন সর্দ্দি হয়। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দ্দি হয়। সামান্য ঠাণ্ডা ভোগ করলেই গ্লাণ্ড ফোলে। তার শরীরের স্বাভাবিক তাপ কম। সে খায় দায় বেশ ভাল পুষ্টিকর খাদ্য, অথচ মোটা হয় না। ক্রমশঃ রোগা হতে থাকে। পাছে কোন অসুখ হয়, এই ভয়ে তিনি ভীত হন। তাঁর মতের বিরুক্তি হলে সহজেই রেগে যান। এই ধাতু সৃষ্টি হবার পশ্চাতে অর্থাৎ পিতা পিতামহের শরীরে সোরা এবং সিফিলিসের উৎকৃষ্ট মিশ্রন থাকা চাই।

টিউবারকুলার প্রাধান্যতা মানবকে জ্ঞান স্মৃতি বুদ্ধি ও প্রতিভা প্রভৃতি মানসিক উপাদানগুলির উৎকর্ষতা সাধন করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী অথবা প্রথম স্থান অধিকার করায়। অতি অল্প বয়সেই শিশুকে ভয়ানক মেধাবী ও বুদ্ধিমান করে তোলে। এমন কি নয় দশ বৎসর শিশুকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবকের থেকেও মেধাবী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান দেখায়। তার স্মৃতি-শক্তি এতই প্রখর যে, অন্যান্য শিশু ক্লাসের যে পড়া দশবার পড়েও আয়ত্ব করতে পারে না, এই শিশু সেই পড়া মাত্র একবার পড়েই আয়ত্ব করে ফেলে, পরিণত বয়সের অন্য সাধারণ মানুষ যা সহজে বুঝতে পারে না এমন দুর্ব্বোধ্য বিষয় জটিল হিসাবপত্র, গণিত, বিজ্ঞান,

প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য বিদ্যা তিনি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তিনি কথা খুব কম বলেন। বেশী কথা বলেন না। অল্প কথাতেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলেন না। তাই অন্যান্য ছাত্র মনে করেন উনি ক্লাসের প্রথম স্থানীয় হন বলে বড় অহঙ্কারী, কারও সঙ্গে মিশেন না, আপনার গর্ব্বেই থাকেন। তা কিন্তু ঠিক নয়। তিনি যে গর্ব্বের অভিমানে অন্যের সঙ্গে মিশেন না, তা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রই ঐ রকম। তাঁর চরিত্র খুব স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। সেখানে কুটিলতার লেশ মাত্র থাকে না। তিনি পরদুঃখে কাতর হন। সামান্য অনুরোধে তাঁর হৃদয় গলে যায়।

ক্যান্সার

অন্য সকল চিকিৎসা বিধানে যেমন একটি রোগের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট ঔষধ পূর্ব্ব থেকেই নির্ব্বাচিত হয়ে আছে। রোগ নির্ব্বাচন হয়ে গেলেই নির্দ্দিষ্ট ঔষধটি নিঃসঙ্কোচে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। হোমিও-প্যাথিতে ঐরূপ কোন ঔষধ কোন রোগের জন্য নির্ব্বাচিত নেই অথবা নির্ব্বাচিত হতে পারে না। হোমিওপ্যাথিতে প্রত্যেক রোগীর জন্য একটি ঔষধ রোগীর সমলক্ষণে নির্ব্বাচন করতে হয়। একই রোগে আক্রান্ত দশটি রোগীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দশটি ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়। রোগীর সমলক্ষণে নির্ব্বাচিত ঔষধটি ঐ লোকটির যত রকমের রোগ—যক্ষ্মা, ক্যান্সার, হার্টডিজিজ অথবা যে কোন অনাগত রোগ এখনও যার কোন নামকরণ হয়নি এমন রোগেও ঐ ঔষধটি প্রযুক্ত হইবে এবং ঐ সকল রোগ আরোগ্য হইবে।

ক্যান্সার রোগটি শরীরের একরকম দুষিত প্রকৃতির কঠিনতা

ও স্ফীতি। উহা ধীরে ধীরে আরম্ভ হয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রথম প্রথম উহাতে রোগীর কোন উল্লেখযোগ্য কষ্ট হয় না। শরীরের কোন গ্রন্থি, শিরা, উপাস্থি অথবা তন্তুতে ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র কঠিনতা সৃষ্টি হয়। তারপর সেটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিছুদিন পরে উহাতে প্রদাহ জ্বালা ও যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। প্রদাহ আরম্ভ হয় বটে কিন্তু ঐ প্রদাহে পুঁজ হইবার কোন প্রবণতা দৃষ্ট হয় না। এইরূপে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া যায়। পরে ঐ কঠিনতা প্রাপ্ত স্ফীতিতে পচন এবং রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া রোগীর জীবনের অবসান ঘটে।

ঐ যে কঠিনতাপ্রাপ্ত স্ফীতি উহার একমাত্র কারণ মনিষীগণ নির্ণয় করেছেন উর্দ্ধতন পুরুষদের দেহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দোষপ্রবণতা সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস ও টিউবারকুলার দোষ এবং ঐসকল দোষের সহিত সূতিকাগার থেকে আরম্ভ করে সারা জীবনব্যাপী প্রচলিত চাপা দেওয়া আরামদায়ক উপশমকারী বিপরীত-পন্থী চিকিৎসা বিধানের তীব্র ভেষজ শক্তির সুসম্মিলন ঐ কঠিনতা-প্রাপ্ত স্ফীতির উদ্ভব করেছে। সূতিকাগার থেকে সারা জীবন-ভোর প্রতিটি রোগের বেলায় শক্তির মানুষের সাহায্য প্রার্থনার ভাষাকে ব্যাহত করেছে। এন্টিবায়োটিক ভেষজের শক্তিশালী ক্রিয়ায় তার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। এবার ঐ কঠিনতাপ্রাপ্ত স্ফীতিতে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার ভাষা, শক্তির মানুষের আর সে পূর্ব্বের মত সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর নেই, আছে খুব ক্ষীণ কণ্ঠ সামান্য একটু জ্বালা ও সামান্য একটু যন্ত্রণা। এখানেও চিকিৎসা বিধানের প্রয়াস এই অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটুকুকেও তীব্র রঞ্জন রশ্মির দ্বারা প্রতিহত করে দেবে।

এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটুকুকে আর প্রতিহত না করে এখনও

যদি জনসমাজ সমবিধানের শরণাপন্ন হয়, তবে সমবিধান নীতি অনুসারে আরোগ্যের আশা করা যেতে পারে। প্রশ্ন আসতে পারে সূতিকাগারে সদ্যপ্রসূত শিশুর শরীরে যখন টিউমার অথবা ক্যান্সার উৎপন্ন হয়, তখন তার শরীরে বিপরীত চিকিৎসা বিধানের আরামদায়ক আরোগ্যে কুফল প্রতিফলিত হয় কি করে? উঃ শুধু যে রোগীর স্বীয় জীবনের অর্জ্জিত প্রতিহত করে দেওয়া আরামদায়ক আরোগ্যের কুফল মূর্ত্ত হয়ে উঠে তা নয়, বহু শতাব্দী ধরে উর্দ্ধতন বহু পুরুষদের শরীরের সঞ্চিত রোগপ্রবণতা একত্রে পুঞ্জীভুত হয়ে শিশুর শরীরে উত্তরাধিকার সূত্রে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। আরও প্রশ্ন আসতে পারে, ঐ শিশুটির পিতামাতার শরীরের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল। রক্তে কোন দোষ পাওয়া যায় নাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। তাহলে শিশুটি ক্যান্সার রোগগ্রস্থ হল কি করে? তার উত্তর—পুঞ্জীভুত রোগপ্রবণতা কোন স্থূল পদার্থ নয়। সে শক্তির মানুষের মত অদৃশ্য শক্তিপুঞ্জ। সে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি শরীরের কোন স্থূল পদার্থের সহিত মিশে থাকে না। কিন্তু শরীরের মধ্যেই রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির মধ্যেই ব্যাপৃত হয়ে আছে। সে বৈজ্ঞানিকের যান্ত্রিক চক্ষুর অদৃশ্য। রক্ত মাংস পরীক্ষায় সে অদৃশ্য শক্তিপুঞ্জ ধরা যাবে না। বৈজ্ঞানিকের যান্ত্রিক চক্ষুতে দেখা গেল না বলে কি রোগ-প্রবণতার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হবে? তা হবে না, ঐ যে অনন্ত মহাকাশে কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ তারকার, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ষড় ঋতুর এবং দিন রাত্রি মাস বছর শতাব্দী যুগ যুগান্তের ভ্রাম্যমান গতির সুশৃঙ্খল সমাবেশ যে মহাশক্তির চালনাধীন সে শক্তিমান দৃষ্টির গোচরীভূত নয় বলে কি তাঁর অবস্থিতি অস্বীকৃত হবে?

ক্যান্সার রোগাক্রমণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, শরীর বিধানের দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা উৎপাদনের কারণ খাদ্যাভাব নয়, শরীর বিধানের পরিচালক মন দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হলেই সমস্ত শরীর বিধানও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। যেমন রাষ্ট্রনায়ক যদি কিছুক্ষণ অনুপস্থিতি অথবা অমনযোগী থাকেন, তাহলে অধীনস্থ কর্ম্মিগণ স্ব স্ব কর্ম্মে অমনযোগিতা প্রদর্শন করেন, স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেন। সেই অবস্থায় জনসাধারণ ও সুশাসনের শৈথিল্য বশতঃ পরস্পর যে যাহার, স্বার্থসিদ্ধির ও প্রতিহিংসার সুযোগ গ্রহণ করে। ফলে দেশে দেখা দেয় চুরি ডাকাতি দুর্ভিক্ষ মহামারি ও অরাজকতা। তেমনি শরীর বিধানের সূক্ষ্ম স্বত্বা শক্তির মানুষের প্রধান মন্ত্রী মন দুর্ব্বল হলেই শরীরের নানা স্থানে, চর্ম্মে, পেরিয়ষ্টিয়ে, শিরায়, তন্তুর্তে, গ্রন্থীতে পোষণ ক্রিয়ার অপ্রাচুর্য্য হেতু স্ফীতি, কঠিনতা, অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়।

মন দুর্ব্বল হয় কেন? মন দুর্ব্বল হয় শোক দুঃখ, হতাশা অতীত জীবনের অপকর্ম্মের অথবা ভুলের অনুশোচনা ও নৈরাশ্যের প্রাবল্য হেতু দীর্ঘদিন বিনিদ্র-যামিনী যাপন, চিন্তামগ্ন থাকা, স্নানাহারের অনিয়মিততা হেতু মন দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়ে থাকে। মন অবসন্ন হলেই তার অধীনস্থ কর্ম্মী বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হয়, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে। ফলে শরীরের সমস্ত যন্ত্রই অল্পবিস্তর নিষ্ক্রিয় হয়। এই যান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণের (ভিটামিনের) প্রাচুর্য্যতা সত্ত্বেও পোষণক্রিয়ার স্বল্পতা হেতু মাংসপেশী হয় শীর্ণ গ্রন্থীমণ্ডল হয় স্ফীত, স্নায়ুমণ্ডল হয় অবসন্ন, শরীর বিধান হয় দুর্ব্বল। শরীর বিধানের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, উত্তরাধিকার সূত্রে আগত লুক্কায়িত রোগপ্রবণতা শরীর বিধানের প্রতিরক্ষা বিভাগের ঔদাসীন্যবশতঃ বিনা বাধয় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়

এবং উপরোক্ত শীর্ণতা স্ফীততা অবসন্নতা এবং দুর্ব্বলতার সহিত সম্মিলিত হয়ে সে সৃষ্টি করে এক অনারোগ্য কঠিনতা যাহা কর্কট অথবা ক্যান্সার নামে কথিত হয়।

ক্যান্সার রোগাক্রমণের তৃতীয় কারণ হচ্ছে অসম নীতিতে প্রযুক্ত অসংস্কৃত তীব্র ভেষজের ক্রিয়ার কুফল ক্যান্সার রোগের সূচনা করে। মহামানব হ্যানিমান এবং পরবর্ত্তী মনিষীগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রোগ দেহ যন্ত্রে আবির্ভূত হওয়ার। বহু পূর্ব্বেই শক্তির মানুষকে আক্রমণ করে থাকে এবং সেখানে শক্তির মানুষের রক্ষী বিভাগের সহিত তার ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই অলক্ষ্য সংগ্রামে যদি রক্ষী বিভাগের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হন, তবেই লক্ষিত হয় দেহ যন্ত্রে রোগের বিকাশ, নতুবা নয়। সুতরাং আমরা দেহের উপর যে রোগের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করি উহারা আসলে রোগ নয়, উহারা রোগের পরিণতি, রোগের পোষাক পরিচ্ছদ, রোগের বহিরাবরণ। অসম নীতিতে এবং অস্ত্রোপচারের দ্বারায় রোগের এই বহিরাবরণকে জোর-পূর্ব্বক অপসারিত করে দিয়ে চিকিৎসকগণ রোগ আরোগ্যের গর্ব্ব অনুভব করেন। কিন্তু হায়! রোগ কোথায়? আর অপসারণ করা হল কাহাকে?

মহামানব রীতিমত বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন সমবিধান পন্থা ভিন্ন অন্য কোন বিধানে রোগ আরোগ্যের বিধান নেই। আর আণবিক শক্তিসম্পন্ন ভেষজ ক্রিয়াহীন রোগ উৎপাদক ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভেষজ ক্রিয়াসম্পন্ন ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না। জনসমাজ যে প্রতিনিয়ত দেখে এসেছেন নিত্য নূতন নূতন ঔষধ প্রয়োগে কত নূতন নূতন রোগের তিরোভাব হয়ে যাচ্ছে, সে কি তবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে? তা

হবে কেন? তিরোভাব হয়ে যাচ্ছে রোগের পরিণতির বা রোগের বহিরাবরণের—রোগের নয়। অসমবিধান নীতিতে অসংস্কৃত ভেষজ-ক্রিয়াসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগে রোগের পরিণতি অপসৃত হয় মাত্র কিছু দিনের জন্য, তাও অস্থায়ীভাবে। রোগ অথবা রোগপ্রবণতাকে স্থায়ীভাবে চিরতরে আরোগ্য করতে হলে, চাই আণবিক শক্তি-সম্পন্ন রোগ উৎপাদক ঔষধ এবং তাহাকে সমবিধান নীতিতে প্রয়োগ করা। ইহা ভিন্ন রোগ আরোগ্যের দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

ঐরূপ নিত্য নূতন আবিষ্কৃত ভেষজ ক্রিয়াসম্পন্ন ঔষধের দ্বারায় রোগের পরিণতিকে বার বার দেহ যন্ত্র থেকে অপসৃত করার কুফল এবং অসংস্কৃত ধাতুজ ও খনিজ ভেষজের দূরপনেয় শক্তিশালী ক্রিয়া উভয়ে একত্রে রোগ প্রবণতার সহিত সম্মিলিত হয়ে শরীর বিধানে সৃষ্টি করে এক অনারোগ্য স্ফীতি ও কঠিনতা। অদূর ভবিষ্যতে উহারা আরো যে কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার সৃষ্টি করবে তার ইয়ত্তা নেই।

উদ্ভিদ জগৎ থেকে সংগৃহীত ঔষধের ভেষজ ক্রিয়া দেহ যন্ত্র থেকে সহজেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ধাতুজ ও খনিজ জগতের অসংস্কৃত ঔষধের ভেষজ ক্রিয়া দেহ যন্ত্রে দীর্ঘ বছর অবস্থান করে থাকে। আবার স্বর্ণ, গন্ধক ও পারদ প্রভৃতি খনিজ জগৎ থেকে সংগৃহীত ঔষধের ভেষজ ক্রিয়া শুধু যে রোগী দেহে জীবন ভোর অবস্থান করে তা নয়, রোগী দেহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র পৌত্রদের শরীরেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সকল দীর্ঘক্রিয় অসংস্কৃত ঔষধের ভেষজ ক্রিয়া আপাতমধুর প্রহেলিকার মোহে প্রতিনিয়ত মানব দৃষ্টির অন্তরালে কিরূপ যে অকল্যাণ সাধন করিতেছে তাহা চিন্তা করলে হৃৎকম্প হয়।

আমাদের সমবিধান ভৈষজ্য ভাণ্ডারে তবে কি ঐ সকল দীর্ঘ-

ক্রিয় ভেষজ শক্তিসম্পন্ন খনিজ ঔষধ সংগৃহীত হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। বরং উহা অপেক্ষা সদ্য প্রাণসংহারী প্রাণীরাজ্যোদ্ভূত বহুবিধ বিষও সংগৃহীত হয়েছে। তাহলেও আমরা ঐ সকল ভয়াবহ জিনিষকে আমাদের শক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সংস্কার করে ভেষজ ক্রিয়াহীন রোগ উৎপাদক আণবিক শক্তিসম্পন্ন করে নিয়েছি এবং তাহাকে আপাতমধুর প্রহেলিকার মত অযথা প্রয়োগ না করে অভ্রান্ত সমলক্ষণে উপযুক্ত সন্ধানে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি। তাহার ফল হয় অত্যন্ত মধুর। তখন সে শুধু যে দৃশ্যমান রোগটিকে আরোগ্য করে তা নয়, রোগীর শরীরে দীর্ঘকালের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রোগ-প্রবণতাকেও চিরতরে ধ্বংস করে দেয়।

ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থায় যখন শরীর বিধান অবসন্ন হয় এবং মন শোক-দুঃখ হতাশা অনুশোচনা ও নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে তখন শরীরে কর্কট উৎপন্ন হয়। আমাদের ভৈষজ্য ভাণ্ডারের যে সকল ভেষজ ঐরূপ অবস্থার অনুরূপ অবস্থা উৎপাদনে সক্ষম হয় এবং আরোগ্য প্রদান করে থাকে, সেই প্রয়োজনীয় ভেষজগুলির সংক্ষিপ্ত চিত্র সন্নিবেশিত করিতেছি।

ক্যান্সারে প্রয়োজনীয় ভেষজ চিত্র

এসাফিটিডা
Asafoetida

গরমকাতর { এন্টিসিফিলিটিক ও এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—যাহারা হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ভুগে, শরীর হইতে প্রায়ই রক্তপাত হয়, সিফিলিস প্রাধান্যতা বশতঃ শরীরে প্রায়ই ক্ষত সৃষ্ট হয় এবং ক্ষতের উপর অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা বিদ্যমান থাকে, নানা স্থানের অস্থিও পেরিয়ষ্টিমের ব্যাথা হয়, ফোলে, যন্ত্রণা হয়, সেই সব ক্ষেত্রে এসাফিটিডা উপযোগী হয়।

উপশম—ঠাণ্ডায়, মুক্ত বায়ুতে, ধীরসঞ্চালনে, মলত্যাগে, ক্ষততে ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মকালে, রৌদ্রে, বামদিকে, বিশ্রামে, গরম প্রয়োগে, স্পর্শ করিলে, গরমে, আবদ্ধ গৃহে, গাড়ীতে চড়িলে, গিলনকালে, আহারের পর, নিঃশ্বাস ফেলিতে, সহবাসের পরও রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষিত না হওয়ার জন্য বিশেষ কোন মানসিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই, তবে ইহার প্রয়োগ প্রদর্শক কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণাবলীর সাহায্যে ইহাকে যে কোন নামের পীড়ায় প্রয়োগ করা হয়, যে সকল লোকের মুখমণ্ডল ফোলা, ফাঁপা ও আরক্তিম দেখায়, মেজাজ অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও অস্থির ভাবাপন্ন ক্রোধী এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ, মুক্ত বায়ুতে প্রবৃত্তি, আবদ্ধ ঘরে থাকতে চায় না কষ্ট হয়, উত্তাপে কষ্ট হয়—এইগুলি মানসিক লক্ষণের স্থলে উল্লিখিত হতে পারে। রোগী স্নায়বিক যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে, মূর্চ্ছা যায়, ঠাণ্ডায় বাহির হইলে কিংবা

উত্তেজিত হইলে মুখমণ্ডল লালাভ হয়, সামান্য কারণে মূর্চ্ছা যায়, আবদ্ধ ঘরে, রাগ হইতে, যে কোন উৎপীড়ন হইতে মূর্চ্ছা যায়। ইহার মন অস্থির ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—যে সকল লোকের মুখমণ্ডল স্ফীত বেগুনী বর্ণ, ফুলা ফাঁপা ও শোথ গ্রস্থ দেখায়, সৈরিক রক্তপূর্ণ ঘোর লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ দেখায় উহা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় উপদ্রব ও সৈরিক রক্তাবরোধ নির্দ্দেশ করে মোটা থলথলে চেহারার লোক।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ঠাণ্ডা ভালবাসে, ঠাণ্ডা জলে স্নান এবং ঠাণ্ডা বাতাসে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। উত্তাপ আদৌ চায় না বরং উত্তাপে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। রৌদ্রে যেতে পারে না, গরম দিন ও মেঘলা দিন তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—সে বেলা এগারটার সময় ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত হয়, সালফারের মত। উদরের বায়ু পূর্ণতা ও স্ফীতি, ঊর্দ্ধ পথে বায়ু নিঃস্বরণ হয়, ঢেকুর হয়, ঊর্দ্ধপথে বায়ু নিঃস্বরণ সহ পেটে মোচড়ান যন্ত্রণা হয়।

মল—প্রচুর জলের মত পাতলা অথবা আঠার মত গাঢ় কিন্তু ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে।

মুত্র—মুত্র ত্যাগকালে ও পরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। ইহার মুত্র ভীষণ দুর্গন্ধ করে।

ঘর্ম্ম—সর্ব্ব শরীরেই প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—অন্ত্রের সাধারণতঃ নিম্নাভিমুখী গতি থাকে, যদ্বারা বায়ু অথবা মল মলদ্বারে পৌছায়, কিন্তু এমাক্রিটিডায় ঐ গতি

বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধমুখী গতির সৃষ্টি করে। উদর বায়ু নিম্ন পথে নিস্থত না হয়ে সশব্দে হেউ হেউ শব্দে মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়। উদরে বায়ু সঞ্চয় হইয়া পেট ফাঁপ হয়, মোচড়ান ব্যাথা হয়, মলত্যাগ হয় না, ঢেঁকুর উঠে, উদ্গার উঠে। রসুনের ন্যায় পচা গন্ধ অথবা সুগন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে। নিম্নদিকে বায়ু ত্যাগ হয় না। ইহার রোগী ভয়ানক অসহিষ্ণু। সামান্য কারণে অথবা অজীর্ণ বশতঃ উদরে বায়ু সঞ্চয় হইলে মূর্চ্ছা যায়। ভীষণ স্পর্শসহিষ্ণুতা ছোট একটি ক্ষতেও কাপড়ের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য হয় না। যে কোন কারণে ক্ষত হইলে অথবা কেটে গেলে ঐ ক্ষত এতই স্পর্শসহিষ্ণু থাকে যে, রোগীকে স্পর্শ না করে যদি তার বিছানাটি স্পর্শ করা হয়, তাহলেও রোগী চীৎকার করে উঠে। এর সমস্ত স্রাবই দুর্গন্ধ, রসুনের গন্ধ এবং পচা গন্ধ, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, বাতকর্ম্ম, ক্ষতের স্রাব সবই দুর্গন্ধযুক্ত। উদরে শূন্যতা বোধ, বেলা এগারটায় ভীষণ ক্ষুধা অনুভব করে। ইহাতে সিফিলিস দোষ থাকার জন্য ক্ষত উৎপাদন করা এর প্রকৃতি। ক্ষত সকল স্থানেই হতে পারে, তবে তাহাতে স্পর্শসহিষ্ণুতা ও দুর্গন্ধ থাকবেই। ক্ষতগুলি গভীর কালো অথবা বেগুনে বর্ণ ধারণ করে। ইহার প্রদাহ ও ক্ষতে ঠাণ্ডা প্রয়োগ ভালবাসে, গরম অসহ্য হয়। (হিপার ও ল্যাকেসিসের ক্ষতে গরম প্রয়োগ ভালবাসে)।

ক্যান্সার—এসাফিটিডার উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি এবং প্রয়োগ প্রদর্শক বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ইহা প্রযুক্ত হইবে, অন্যথায় কিছুই হইবে না। অস্থিবেষ্টের স্ফীতি ও প্রদাহ, উহাতে সুঁচিবিদ্ধবৎ যন্ত্রনা স্পর্শকাতরতা ও জ্বালা থাকে। ক্ষত এবং নালী ক্ষত বেগুনী বর্ণ ধারণ করে, উহাতে গভীর গর্ত্ত হয়। এই ঔষধে গ্রন্থীগুলি স্ফীত

ও কঠিন হয়। অস্থিবেষ্ট প্রদাহিত হয়, অস্থি পচন হয়, ক্ষতগুলি কালো অথবা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। পুরাতন ভাল হওয়া ক্ষতের দাগ বেগুনী হয়ে যায় এবং উহাতে পুঁজরস হইবার সম্ভাবনা হয়। উহাতে তীব্র যন্ত্রণা হয় এবং কাল বর্ণ ধারণ করে। আরোগ্য হওয়া ক্ষতের চারিদিকে পুনরায় ক্ষত হয়। অস্থির এবং উপাস্থির ক্ষতে ভীষণ দুর্গন্ধ জলবৎ অথবা রক্তময় স্রাব নিঃসৃত হয়। উহাতে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা করে। ইহার ক্ষত গভীর হয় এবং উহার চারিদিকের কতকটা স্থান স্ফীত থাকে। ঐ স্থানটিতে অলস প্রকৃতির স্ফীতি ও কঠিনতা বিদ্যমান থাকে। কিনারগুলি নীলাভ থাকে। এইরূপ ক্ষতকে ক্যান্সার নামে অভিহিত করা হয়। এসাফিটিডা এইরূপ ক্যান্সার ক্ষত উৎপাদন করে। যদি কোন ক্ষেত্রে এসাফিটিডার বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকে তাহলে এইরূপ ক্যান্সার ক্ষত এসাফিটিডা আরোগ্য করে থাকে। নতুবা **এসাফিটিডার বৈশিষ্টের অবিদ্যমানতায় ইহা কিছুই করিতে পারে না। ঐ নীতি শুধু এসাফিটিডা নয় সকল ঔষধ সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য।** মাথার হাড়ে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু সুঁচিবিদ্ধকর যন্ত্রণা এবং ছোট ছোট পিণ্ডবৎ শক্ত স্ফীতি বিদ্যমান থাকে। চক্ষুর কর্ণিয়ায় ক্ষত হয় ঐ ক্ষতও উন্মুক্ত বাতাসে উপস্থিত হয়। চক্ষু হইতেও দুর্গন্ধ রক্তাক্ত রসানী নির্গত হয়। ইহার সকল স্থানের ক্ষতেই সুঁচিবিদ্ধকর অসহনীয় যন্ত্রণা, ভীষণ জ্বালা, ভীষণ দুর্গন্ধ ও স্পর্শসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকে। আমি একবার একটি অসহনীয় যন্ত্রণাযুক্ত উরুদেশের ক্যান্সার রোগী দেখেছিলাম। রোগী যে বিছানায় শায়িত ছিল, আমি সেই বিছানার এক প্রান্তে চাপ দেওয়া মাত্রই রোগী চীৎকার করিয়া উঠিল। এরূপ স্পর্শকাতরতা ইতিপূর্ব্বে আর্ণিকা ভিন্ন অন্য কোন ঔষধে দেখি নাই। তাহার

লক্ষণসমষ্টি এসাফিটিডার সমলক্ষণ ছিল। এসাফিটিডা প্রয়োগে তিনি সেই রাত্রেই যন্ত্রণামুক্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করেন। **ক্ষত প্রদেশে ইহার মত স্পর্শসহিষ্ণুতা অন্য** কোন ঔষধে আছে বলে আমার জানা নেই।

অরম মিউরিয়েটিকাম
Aurum Muriaticum

গরমকাতর — এন্টি সোরিক, এন্টি সিফিলিটিক, এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—ইহা একটি গভীরক্রিয় ঔষধ। যাঁহারা নানা রকম জটিল রোগ ভোগ করিয়া অত্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছেন, অথবা যাহাদিগকে সিফিলিস দোষে জর্জ্জরিত অবস্থায় মার্কারী ও আইওডাইড দ্বারা চিকিৎসা করান হয়েছে এবং তারই কুফল যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সকল ভগ্নস্বাস্থ্য শরীরে অরম মিউর উপযোগী হয়।

উপশম—ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে, ঠাণ্ডা ভিজা আবহাওয়ায় উপশম হয়। গানবাজনায় কর্ণ লক্ষণের উপশম হয়। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম হলেও খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগী পরিশ্রম করতে অসমর্থ হয়। ফাঁকের বাতাসে ও রাস্তায় ধীরে ধীরে বেড়িয়ে উপশম পায়।

বৃদ্ধি—গরমে, গরম ঘরে, রাত্রিকালে, গরম বিছানায় বিশ্রামকালে বৃদ্ধি হয়। এর কতকগুলি কষ্ট বিশ্রামকালে উপস্থিত হয়, আবার কতকগুলি কষ্ট ভ্রমণকালে উপস্থিত হয়। আবদ্ধ গৃহে শ্বাসরোধ হয়। পরিশ্রমে ও দ্রুত ভ্রমণে কতকগুলি লক্ষণের বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—অরম মেটালিকামের মানসিক লক্ষণগুলি

যেরূপ, ইহারও মানসিক লক্ষণগুলি সেইরূপ। ইহা মন এবং শরীরের উপর গভীরভাবে কার্য্য করে। তা হলেও এটি গরমে কষ্ট অনুভব করে। আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা হয় এবং বেঁচে থাকতে অনিচ্ছা করে। ক্রন্দন করে, বিষণ্ণ হয়, কাজ করিতে অনিচ্ছা ও কুঁড়েমী করে। হঠাৎ হৃৎস্পন্দনের সহিত অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, অবিরত খিট্ খিট্ করিতে থাকে। কিছুতেই তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না। রোগী তাহার রোগের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া হৃৎপিণ্ডকে প্রবলভাবে স্পন্দিত করে। প্রবল হৃৎস্পন্দন হয়। মনে মনে তাহার রোগের বিষয় ভাবে এবং ভয়, বিরক্তি ও সংযমের পর তাহার কষ্টগুলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—অত্যন্ত রুগ্ন হয়। অল্পবয়স্ক লোককে বৃদ্ধের মত দেখায়, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। সৈরিক রক্তাবরোধ হেতু মিথ্যা রক্ত পূর্ণতার মত লালাভ দেখায়।

শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ—অরম মেটালিয়াম যেমন গ্রীষ্মাভিলাষী অরম মিউর তেমন নয়। ইহা শৈত্যাভিলাষী। রোগী ঠাণ্ডা বাতাস চায়। মুক্ত ঠাণ্ডা বাতাসে ধীর সঞ্চালনে আরাম বোধ করে। গরম ঘরে পোষাক পরিধান করিলে হাঁপিয়ে উঠে। দ্রুত হাঁটিলে এবং সিঁড়িতে উঠিলে শ্বাসরোধ হয়। আবদ্ধ ঘরে শ্বাসরোধ হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ক্ষুধা থাকে কিন্তু পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা বশতঃ দেরীতে হজম হয়, আহারের পর উদর স্ফীত ও চড়চড় করে, বমনেচ্ছা হয়, পচাগন্ধ উদ্গার উঠে। সবুজ রং-এর তরল পদার্থ বমন করে। পাকস্থলীতে তীব্র যন্ত্রণা ও খাল ধরিতে থাকে।

পিপাসা—এই ঔষধে প্রবল পিপাসা বিদ্যমান থাকে।

মল—মল হয় তরল সাদা এবং পিত্তহীন। যকৃৎ রোগের সহিত উদরাময়। মলত্যাগকালে রক্ত নিঃসৃত হয়। মলদ্বারের চারিদিকে দূষিত রস নির্গত হয়। উহা হাজাকারক, মলদ্বারের চারিদিকে ডুমুরের মত আঁচিল উৎপন্ন হতে থাকে।

মূত্র—দিবারাত্রি মূত্রত্যাগ করে, রাত্রিতে বেশী মূত্রত্যাগ করে। মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। মূত্র ঘোলা ও উহাতে লাল তলানী পড়ে। মূত্রে অণ্ডলাল মিশ্রিত থাকে।

ঘর্ম্ম—অঙ্গপ্রত্যঙ্গই শীতল থাকে, উহাতে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—হৃৎস্পন্দনের জন্য রোগী নিদ্রা যেতে পারে না। রাত্রে জাগরিত থাকে। উত্তেজনা হইতে অনিদ্রা, নিদ্রাকর্ষণ হইলেই রোগী চমকে জেগে উঠে। ভীষণ স্বপ্ন দেখে, কষ্টদায়ক দুঃখের স্বপ্ন দেখে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের সর্ব্বত্র শিরার পূর্ণতা ও জালাকর যন্ত্রণা থাকে। শব্দ শ্রবণে আতঙ্ক হয়। অন্য কেহ হঠাৎ কথা বলিলে হৃৎস্পন্দন হয়। একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণে তীব্র যন্ত্রণা হয়। হৃৎপিণ্ডে আকর্ষণ ও কর্ত্তনকর যন্ত্রণা হয়। হৃৎপ্রদেশে ভীষণ চাপ বোধ হয়। রাত্রিকালে পদবেদনা, পায়ের পাতায় জালা, দ্রুত হাঁটিলে শ্বাসরোধ হয়। হাঁটিবার সময় পদাঙ্গুলে কর্ত্তন করার মত যন্ত্রণা হয়। শব্দ শ্রবণে আতঙ্ক হয়। যে সকল রোগী প্রচ্ছন্ন উপদংশে ভোগে এবং পুরাতন বাত রোগে কষ্ট পায় ঐ সকল বাতের যন্ত্রণা স্থান পরিবর্ত্তন করে। তারপর রোগীর হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। হৃৎযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার সহিত শরীরে নানা গ্রন্থি, অস্থি, পেরিয়ষ্টিম প্রভৃতিতে ক্ষত, স্ফীতি ও কঠিনতা উৎপাদন করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি ও লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে অরম মিউর ব্যবহৃত হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে। অন্যথায় কিছুই হইবে না। গ্রন্থিগুলির এবং অঙ্গাদির প্রদাহ এবং কঠিনতা প্রাপ্তি। ইহা ক্যান্সার আক্রান্ত গ্রন্থিতে অত্যন্ত উপকারী হয়েছে। অস্থি এবং উপাস্থির প্রদাহ হয়। অস্থির বৃদ্ধি ও পচন। রাত্রি-কালে ছিদ্র করার মত যন্ত্রণার সহিত অস্থিক্ষয়। ইহার যন্ত্রণা ছিন্ন করার মত, আকর্ষণ করার মত, চাপনের মত, সূঁচ বিঁধনের মত। ডুমুর সদৃশ আঁচিল এবং ক্ষত একত্রে বর্ত্তমান থাকে। অস্থিবেষ্টের অত্যন্ত ক্ষততা। মাথার খুলির অস্থি বৃদ্ধি এবং উহাতে ছিন্নকর যন্ত্রণা থাকে। ইহার স্রাব পাতলাও থাকে আবার পুঁজের মত ঘনও হয় কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং রক্তাক্ত থাকে। নাকের হাড়ের পচন। নাসাপক্ষের চারিদিকে গভীর ফাটা এবং নাসা-রন্ধ্রের মধ্যে কঠিন মামড়ি জন্মে। নাকের প্রান্তদেশ চেরা থাকে। ইহা নিম্ন চোয়ালের অস্থিক্ষয়, গলার অস্থির অতিবৃদ্ধি, ঠোঁটের স্ফীতি জ্বালা কঠিনতা এবং ক্যান্সার জাতীয় ক্ষত উৎপাদন ও আরোগ্য করে। চোয়াল-নিম্নস্থ গ্রন্থির যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি এবং জিহ্বার ক্যান্সারে ইহা উপযোগী হয়। জিহ্বার কঠিনতা, প্রদাহ এবং জিহ্বার উপর আঁচিল-সদৃশ উপমাংস উৎপন্ন হয়। জিহ্বা শুষ্ক লালাভ এবং উপরিভাগ হাজা প্রাপ্ত হয়। প্রচুর লালা স্রাব হয়। গলায় শুষ্কতা বেদনা এবং ক্ষত, আলজিহ্বায় ক্ষত এবং প্রদাহ, মলদ্বারের চারিদিকে আঁচিল, মলদ্বার হইতে রস নির্গত এবং উহাতে জ্বালা, মলদ্বারে নালী ঘা ও ক্ষত হইতে রক্তপাত হয়। লিঙ্গমুণ্ডের চর্ম্মে ও অণ্ডকোষে ক্যান্সার—বাম কুঁচকীতে বাঘীক্ষত। জরায়ুর বৃদ্ধি ও কঠিনতা, জরায়ু-গ্রীবায়

ও ডিম্বকোষে প্রদাহ, স্ফীতি, জ্বালা এবং চুলকানিবিশিষ্ট ক্যান্সারে ইহা উপযোগী হয়। পদাঙ্গুলিতে জ্বালা আরক্ততা এবং স্ফীতি বিদ্যমান থাকে।

অরম মেটালিকাম
Aurum Metallicum

শীতকাতর { এন্টি সোরিক, এন্টি সিফিলিটিক, এন্টি সাইকোটিক }

উপযোগিতা—এই ঔষধটির মানসিক লক্ষণগুলি এরূপ বিস্তৃত যে শরীরের সাধারণ কষ্ট ও তন্তুগুলি মনের সহিত খুবই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যাহারা উপদংশ বিষে জর্জরিত হইয়া উহার কষ্টগুলিকে পারদ দ্বারা অপসারিত করিবার প্রয়াসে, স্থূল পারদ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন, তাহার কুফলে শরীরে যে সকল অনারোগ্য রোগের অথবা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষেত্রে অরম মেট উপযোগী হয় এবং সুফল প্রদান করে।

উপশম—প্রাতঃকালে, গরমে, গ্রীষ্মের দিনে, উপশম হয়। চোখের যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জলে উপশম হয়। ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার পর অনেক কষ্টের উপশম হয়। সঙ্গীতে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে সূর্য্য অস্ত হইতে উদয়কাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বৃদ্ধি হয়। শীতকালে, ঠাণ্ডায় সন্ধ্যাবেলা, গরমে হাঁপানির বৃদ্ধি, গোলমালেও বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী বাঁচিতে অনিচ্ছা করে, মরিতে আকাঙ্ক্ষা করে। আত্মহত্যা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। তার জীবনের প্রতি ভালবাসা থাকে না, তাহার মনের ভীষণ অবসাদ ও

অবসন্নতা আসে। আনন্দের একান্ত অভাব, সকল সময় আত্ম-নিন্দা, আত্ম-তিরস্কার ও আত্ম-সমালোচনা করে। তিনি যাহা করেন কিছুই ঠিকমত হয় না। কোন কার্য্যেই তিনি কৃতকার্য্য হন না। সর্ব্বদাই নৈরাশ্য। তিনি কল্পনা করেন যে, তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবেন না, কারণ সমস্তই অন্যায়ভাবে করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পথে সর্ব্বদাই বিঘ্ন দেখেন। তিনি চিন্তা করেন যে, তিনি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, বন্ধুবান্ধবকে অবহেলা করিয়াছেন, অন্যায় করিয়াছেন, মহাপাপ করিয়াছেন। তিনি মুক্তির অনুপযুক্ত, এইরূপ চিন্তারাশি সকল সময়েই তাঁহার মনকে আন্দোলিত করে। শেষে নিজের উপর বিরক্ত হয়। মনে করেন, তিনি ইহজগতের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তারপর তিনি মরিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। কেমন করিয়া মরিব—তাহারই উপায় সর্ব্বক্ষণ অন্বেষণ করেন। তিনি সকল জিনিসের খারাপ দিকটাই দেখেন। অনবরত কুসংবাদের আশঙ্কা করেন। তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখায়। তিনি কখন কৃতকার্য্য হন না। যে কাজেই হাত দেন, তাহাই খারাপভাবে চলে, তাঁহার কারবার অন্ধকার দেখায় পরিবারবর্গ তাঁহাকে উত্যক্ত করে, বন্ধুগণ তাঁহাকে বিরক্ত করে এবং তিনি সহজেই রাগান্বিত হন। সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে সহজেই উত্তেজিত হন। সামান্য বিষয়ে তিনি ঝঞ্ঝাটে পড়িলে উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সর্ব্বদাই বিরক্ত বোধ করেন।

আবার বিবন্নতা ও অবসন্নতার অত্যন্ত প্রগাঢ় অবস্থায় কোন কোন স্থলে রোগী চুপচাপ বসে থাকে। কিছুই বলে না। বিরক্ত করলে ক্রুদ্ধ এবং অত্যাচারী হয়, ঝগড়াটে হয়। এরূপ স্থলেও অরম উপযোগী হয়। দুঃখ, নিরাশ প্রেম, ভয়, ক্রোধ, প্রতিবাদ এবং সংযম হইতে রোগাক্রান্ত হয়। যন্ত্রণায় হতাশ হয়

এবং মরিতে চায়। জানালার মধ্য দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া মরিতে চায়। অথবা নির্জ্জন গৃহে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া মরিতে চায়। সময়ে সময়ে তাহার দেহে ভীষণ উত্তাপের অনুভূতি সৃষ্ট হয়। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চয়ের অবস্থা দৃষ্ট হয়। উত্তাপের উত্তেজনা আবেশে আবেশে উপস্থিত হয়। তৎসহ অস্থিরতা। শরীরের সর্ব্বত্র যেন কিছু ভয়ানক ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ অনুভূতি, তারপর এই রক্ত সঞ্চয় অবস্থা কিছুদিন স্থগিত থাকে। তারপর পুনরায় ঐরূপ হইতে থাকে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—মোটাসোটা রক্ত-প্রধান দোহারা চেহারার মানুষ, তাহার চুলগুলি কাল ও পাতলা, কিছুদিন পরে মাথায় টাক পড়ে। সর্ব্বদা নৈরাশ্য, ক্রীড়া, কৌতুকে বিমুখ, তাহাদের শরীরে ক্ষতপ্রবণতা প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ—উন্মুক্ত বাতাসের ইচ্ছা অথচ অনাবৃত হতে অপ্রবৃত্তি। খোলা বাতাস চায়, ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার পর অনেক কষ্টের লাঘব হয়। কিন্তু যখন আভ্যন্তরীক উত্তেজনা এবং শারীরিক রক্তোচ্ছ্বাস হেতু কষ্ট পায় তখন গায়ের কাপড় খুলে ফেলে। দরজা জানলা খোলা চায়, ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য বাহিরে যেতে চায়। গায়ে কাপড় জড়িয়ে খোলা বাতাস লাগাতে চায়। (পালসেটিলার মত) ইহা ঠাণ্ডায় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়। মাথার উপর দিয়া যেন ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি হয়। যখন কোন হাওয়াই থাকে না, তখনও কোথা হইতে হাওয়া আসিতেছে দেখিবার জন্য চারিদিকে তাকায়। মাথায়

রক্তের প্রধাবনে যদিও মাথা গরম বোধ করে, তবুও মাথাকে জড়িয়ে রাখতে হয়। স্নান করলে অনেক কষ্টের উপশম হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—কাহারও অপরিমিত ক্ষুধা দৃষ্ট হয় আবার কাহারও খেতে ইচ্ছা হয় না। আহারের পর বমনেচ্ছা এবং বমন হয়।

পিপাসা—রোগীর প্রচুর পিপাসা বিদ্যমান থাকে।

মল—কোষ্ঠকাঠিন্য, মল গাঁট গাঁট, ভয়ানক কোঁথ দিয়ে মল-ত্যাগ করিতে হয়।

মূত্র—মূত্র ঘোলাটে, প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। মূত্রত্যাগের শেষের দিকে মূত্রস্বল্পতা এবং অণ্ডলালময় মূত্র নির্গত হয়।

ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম প্রায়ই হয় না, যদি হয় উহা ভীষণ দুর্গন্ধ করে, রোগীর সর্ব্ব শরীর দুর্গন্ধ করে।

শয়ন ও নিদ্রা—রাত্রিতে শয়ন অবস্থায় গায়ের পেশীমণ্ডলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, তাই শয়ন করিতে পারে না, বিছানা হইতে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। অস্থিমণ্ডলেও কন্-কনি যন্ত্রণা হয়, রোগী ঘুমাতে পারে না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধির সহিত চক্ষু নির্গমন হয়। মস্তকে টাক পড়ে, গণ্ডমালার সহিত চক্ষু নির্গমন হয়। শরীরের শিরাগুলি প্রদাহিত, স্ফীত এবং পুরু হয়, উহাতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহা কর্ণমূল গ্রন্থি, কুঁচকি গ্রন্থি এবং উদরের রসবাহী গ্রন্থিগুলিকে আক্রমণ করে। শরীরের সর্বত্র শিরাগুলির স্পন্দন হয়। হস্তপদাদি ফুলিয়া উঠে, উহাতে চাপ দিলে গর্ত্ত হইয়া যায়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—সন্ধিগুলির স্ফীতি ও বেদনা, উপাস্থির পুরুতা ও কাঠিন্য, শরীরের যে-কোন অংশের বৃহৎ অস্থির অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলির ক্ষততা, উপাস্থিগুলিতে রাত্রিকালে ভীষণ ছিন্নকর

যন্ত্রণা হয়, অস্থিগুলিও রাত্রিকালে কন্‌কন্ করে, যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে এইরূপ যন্ত্রণা হয়। শরীরের সর্ব্বত্র রক্তবহা শিরাগুলির স্পন্দন হয়। হস্তপদাদির শিরার রক্তপূর্ণতা ও স্ফীতি দৃষ্ট হয়। শরীরে যেন কৃত্রিম রক্ত সঞ্চয়ের অবস্থা দৃষ্ট হয়। দ্রুত হাঁটিলে কিংবা উপর তলায় উঠিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়। হাড়ের বিদ্ধকর বেদনা ও যন্ত্রণায় রোগী রাত্রে শয্যার বাহির হয় এবং ধীরে ধীরে হাঁটিতে বাধ্য হয়। মস্তকে সূঁচ বিদ্ধকর, জালাকর, ছিন্নকর, দপদপানি যন্ত্রণা থাকে। অলস প্রকৃতির রক্তসঞ্চালন জন্য মুখমণ্ডলের বেগুনী বর্ণ চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। হৃদ্‌রোগের সহিত উহা বিদ্যমান থাকে। চক্ষুর নিম্নভাগ ফোলা দেখায়। ইহার বাতের যন্ত্রণা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে চলিয়া বেড়ায় এবং শেষে হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে।

ক্যান্সার—অরম মেটার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে তবেই ইহা নিম্ন-লিখিত ক্যান্সার রোগে উপযোগী হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে। অন্যথায় কেবল ক্যান্সার রোগের জন্য বিনা লক্ষণ-সাদৃশ্যে প্রয়োগ করিলে কিছুই হইবে না। সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সম্বন্ধে এই একই নীতি চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। শরীরের সকল সন্ধি, গ্রন্থি অস্থি, উপাস্থি, স্ফীত প্রদাহিত ও কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। উপাস্থি-গুলির পুরুতা প্রাপ্তি এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়। কাটার মত, ছিঁড়িয়া ফেলার মত, চাঁছার মত, কন্‌কন্ করার মত যন্ত্রণা রাত্রিকালে ভীষণ হইয়া উঠে। স্তনগ্রন্থি, অণ্ড ও ডিম্বকোষ কঠিন হয়, স্ফীত হয় এবং দূষিত হয়। ইহা অণ্ডের পুরাতন বৃদ্ধি এবং স্তনগ্রন্থির টিউমার উৎপাদন ও আরোগ্য করে। ইহা অস্থির পচন ক্ষত এবং বিকৃতি উৎপাদন করে। কণ্ঠনালীর উপাস্থি গ্রন্থির বৃদ্ধি ও কাঠিন্য উৎপাদন ও আরোগ্য করে। কর্ণ-নালীর দুর্গন্ধি পুঁজ, স্রাব এবং

কর্ণাস্থির পচন আরোগ্য করে। নাসিকার অস্থিপচন এবং দুর্গন্ধ সাদা স্রাব নির্গত হয়। নাক চেপ্টা হইয়া যায়, নাকের হাড় গলিয়া ঝরিয়া নির্গত হয়। ইহা নাসিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার ও দুর্গন্ধ নিশ্বাস আরোগ্য করে। তালুতে এবং গলায় উপদংশ ক্ষত সৃষ্টি হয়। কঠিন তালুতে ছিদ্র করার মত বেদনা হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের ও যকৃতের বৃদ্ধি, প্রদাহ ও কঠিনতা উৎপাদন এবং আরোগ্য করেছে। ইহাতে শরীরের সকল গ্রন্থিই অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়। অণ্ডকোষের বৃদ্ধি এবং ক্ষত, মলদ্বারের চারিদিকে উপমাংস উৎপত্তি, জরায়ুতে টিউমার, ক্যান্সার, শিথিলতা, জরায়ুর বহির্নির্গমন কঠিনতা প্রাপ্তি এবং ক্ষত উৎপাদনও আরোগ্য করে।

আর্জেণ্টম মেটালিকাম
Argentum met

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক }

উপযোগিতা—ইহা গভীরক্রিয় সোরা দোষ এবং মাসক দোষ নাশক ঔষধ। ইহা শিরা, শিরাকোষ এবং শিরাপথের রোগ, উপাস্থির রোগ, স্নায়ুপ্রণালীর রোগ, স্নায়ুতন্তুতে বিদীর্ণকর ছিন্নকর যন্ত্রণা উৎপাদন করে। যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভগ্ন স্বাস্থ্যের রোগীর ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

উপশম—খোলা বাতাসে, রাত্রে শয়নে, সঞ্চালনে, ভ্রমণে, গরমে, উত্তাপে, চাপ দিলে, জড়াইলে, আঁটিয়া বাঁধিলে, আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—ইহার বৃদ্ধি হয় স্পর্শ করিলে, দুপুর সময়। সামান্য মানসিক চেষ্টায় শিরোঘূর্ণন হয়। নিদ্রার পর ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে এবং ঝটিকাময়

আবহাওয়ায় ও নিদ্রার মধ্যে বৃদ্ধি হয়। অনেক লক্ষণ বিশ্রামকালে বৃদ্ধি হয়। অপরাহ্ণেও অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার মনসিক অবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে। ঠিক বোকা নয় কিন্তু বোকার মত। কথা বলার সময়, কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার সময় এবং বিচার-বিবেচনা করার সময় ঠিক লক্ষ্যে যেতে পারে না, ভুলে যায় তার উদ্দেশ্য। অসংলগ্ন কথা বলে, আবোল তাবোল বলে, রোগী যে তাহার উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলে, তাহা বুঝিতে পারে না। তাই সমাজে বাহির হইতে অথবা কথাবার্ত্তা বলিতে অত্যন্ত ভয় পায়। কথাবার্ত্তা বলিতে বাধ্য হইলে ভয়ে তাহার শরীরে শিহরণ হয়। সর্ব্ব শরীর ঝাঁকি মারিয়া উঠে। রোগী মনে করে যে এ বিষয়ের সে সম্পূর্ণ অযোগ্য। মনের অবস্থা গোলমাল করিলে যেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ। হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাসে যেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ। ভয়ে, ভয়প্রদর্শনে এবং রাগে, মনের সহিষ্ণুতা নাশ হইলে যেরূপ হয়, মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হয়। কারণ, রোগী তাহার চতুর্দ্দিকের ব্যাপারে উত্যক্ত হয়। তাহার যন্ত্রণার চোটে সে ভুল বকে, রাগে উন্মত্ত হয়। মানসিক উত্তেজনায় এবং ক্রোধে এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় যে, সে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত যা-তা বকে। কখন কখন তাহার কথাবার্ত্তায় অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অমনোযোগী চিন্তাধারা লক্ষিত হয়। সর্ব্বক্ষণই তাহাকে উন্মত্ত দেখায়, সে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের আলোচনা করে, পরমুহূর্ত্তে হঠাৎ তাহার মন অত্যন্ত কর্ম্মঠ হয়। সে যাহা বলিতেছিল সে সমস্তই ভুলিয়া যায়, লোক-সমাজে কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি, কারণ সে মনে করে যে সে অযোগ্য। তাহার মন ক্লান্ত হয়, সে কি বলিতেছে তাহা ভুলে যায়। সে কথার সূত্র হারিয়ে ফেলে এবং কথা বলিতে ভয় পায়। কথা বলিতে হইলে তাহার উপসর্গ সকল বৃদ্ধি হয়। সে যদি উত্তর দিতে বাধ্য হয়, তবে তাহার

মাথা ঘুরে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত স্নায়বিক অনুভূতি এবং কামান ও বিদ্যুৎ আঘাতের মত আঘাত অনুভব করে। ঐ আঘাত হঠাৎ উপস্থিত হয়। আবার নিদ্রার উপক্রমেও ঐরূপ বিদ্যুৎ আঘাত বোধ হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—দীর্ঘাকৃতি, রুগ্ন চেহারা, কোপন স্বভাব, যাহারা রৌদ্রে উন্মুক্ত থাকিয়া অতি শ্রান্ত অবসন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছে সেইরূপ লোক। ইহার রোগী সর্ব্বদা ভগ্নস্বাস্থ্য, রুগ্ন, বিবর্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট ও শ্রান্ত দেখায়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী অত্যন্ত শীতকাতর ; তাই গরমে থাকাই পছন্দ করে। আক্রান্ত স্থানে তাপ দিলে আরাম বোধ করে। ঠাণ্ডায় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, আবার গরম ঘরে মাথা ঘুরে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, কিছুতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, পূর্ণ আহারের পরেও ক্ষুধা অনুভব করে।

মল—পুনঃ পুনঃ মলপ্রবৃত্তি হয়, অল্প অল্প নরম মলত্যাগ করে। মল দুর্গন্ধ, শুষ্ক মলও দুর্গন্ধযুক্ত, হয় উদরাময় না হয় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রায়ই লাগিয়া থাকে।

মূত্র—পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে ঘোলাটে মূত্র ত্যাগ করে, রাত্রিতে প্রচুর প্রস্রাব করে, শর্করাযুক্ত বহুমূত্র হয়, অণ্ডকোষ লাল হয়, সমস্ত মূত্রপথের প্রদাহ হয়, নিদ্রিত অবস্থায় মূত্র ত্যাগ করে।

ঘর্ম্ম—রাত্রিকালে শয়ন অবস্থায় নৈশঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা যাইবার সময় শরীরে বিদ্যুৎ আঘাতের মত আঘাত অনুভব করে। ঐ আঘাত সমস্ত শরীরকে উৎক্ষিপ্ত করে,

নিদ্রার উপক্রমে ঐরূপ উৎক্ষেপ হয়। সমস্ত রাত্রিই মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আঘাত উদ্ভূত হয়। নিম্নাঙ্গগুলি মোচড়ায়, তারপর সে বিছানার বাহিরে যায় এবং বেড়াইতে থাকে। বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহার উৎক্ষেপের ও মোচড়ানির যন্ত্রণা দূর করিতে থাকে, কাজেই ক্লান্তি-নাশিনী নিদ্রা তাহার ভাগ্যে ঘটে না। সে চিৎ হইয়া শুইতে পারে না, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বুক ধড়ফড় করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—মস্তকে, কর্ণে এবং শরীরের যেখানে সেখানে চুলকানি ও জালা হয়। পায়ের আঙ্গুলে ও কর্ণে চুলকানি ও জালা হয়, যতক্ষণ রক্তপাত না হয় ততক্ষণ চুলকায়। নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় গলায় ক্ষত ও হাজা বোধ হয়, উহা কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাশিবার সময় ডানদিকের কণ্ঠে বামদিক অপেক্ষা অধিক হাজা বোধ হয়, উদরে থেঁৎলানর মত ক্ষত অনুভূত হয় এবং উদরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হয়। সমুদয় উদরে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতবোধ, জরায়ুর বন্ধনীগুলি শিথিল করিয়া, জরায়ুর বহির্গমন উৎপাদন করে। আর্জেণ্ট মেটা জরায়ু বহির্গমন আরোগ্য করে, ইহা অতিরজ আরোগ্য করে, ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত প্রদরেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধগুলির অন্যতম। গায়ক ও বক্তাদের স্বরনাশ হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—ইহা শিরাপথের এবং স্নায়ুগুলীর নানারকম ভীষণ যন্ত্রণায় পূর্ণ। রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা রোগীর শরীরে ছিন্নকর বিদীর্ণকর যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। ইহা স্নায়ুপথে প্রধানতঃ নিম্ন অঙ্গাদিতে বিদীর্ণকর, ছেদনকর যন্ত্রণায় পূর্ণ থাকে। ঐ সকল যন্ত্রণা বিশ্রামকালে ভীষণ হয়। ভ্রমণে উপশম হয়, ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় এবং ঝটিকাময় আবহাওয়ায় আরও ভীষণ হইয়া উঠে। উপাস্থিতে ও স্নায়ুপথে এমন গুরুতর যন্ত্রণা হয় যে রোগী স্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে চলিতে বাধ্য করে। ভ্রমণে ও সঞ্চালনে অনেকটা

ভাল থাকে, তাহার শরীরে উত্তাপের অভাব হয়, সে গরমে থাকতে চায়। দ্রুতগতিতে রোগা হয়, স্নায়বিক হয় এবং অত্যনুভূতিপ্রবণতা চরমে যায়। একপার্শ্বিক শিরোবেদনা হয়, বুকের মধ্যস্থলে হেজে যাওয়ার অনুভূতি হয়। কণ্ঠস্বর দুর্বল, বক্ষঃস্থল দুর্বল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টদায়ক হয়। হৃৎপিণ্ডের উপদ্রবে বুকের কম্পন হয়; সমুদয় দেহের ও হাত পায়ের কম্পন হয়, সাধারণ কম্পনের সহিত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হয়। রাত্রিতে হৃৎস্পন্দন শিরোবেদনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা ও শক্তিনাশ, নিদ্রিত হওয়ার মত অঙ্গাদির অসাড়তা ও শক্তিনাশ এই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ।

ক্যান্সার—ইহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলি বিদ্যমান থাকলে তবেই ইহা নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে উপযোগী হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে, অন্যথায় শুধু ক্যান্সারে বিনা লক্ষণ-সাদৃশ্যে প্রয়োগ করিলে কিছুই হইবে না। ইহা দেহের সমস্ত উপাস্থি আক্রমণ করে, উপাস্থিগুলির অতিবৃদ্ধি হয়, সন্ধির উপাস্থিময় অংশে এবং কানের ও নাকের উপাস্থিময় অংশের পুরুতা, দূষিততা, বৃদ্ধি ও কঠিনতা উৎপাদন করিয়া টিউমারে পরিণত করে। প্রদাহিত উপাস্থি অংশ দূষিত হয়, উহাতে শক্ত শক্ত ঢেলা উৎপন্ন হয়, উপাস্থিময় পেশীর অতিবৃদ্ধি হয়, সেইজন্য সন্ধির চারিদিকের উপাস্থিগুলি পুরু হয়। উপাস্থি পুরু হইয়া ক্যান্সর, চর্ম্মের দূষিত প্রকৃতির ক্যান্সর,বক্ষঃস্থলের ক্যান্সার এবং জরায়ুর ক্যান্সার, ইহা উৎপাদন ও আরোগ্য করে। ইহা দেহের সর্ব্বত্রই ক্ষত উৎপাদন করে, কিন্তু সেই সকল ক্ষত উপাস্থি পেশীতে আরম্ভ হয় এবং কোষের পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উহাতে প্রচুর রস নির্গত হয়, এই ঔষধটি ক্ষতের তলদেশকে দূষিত এবং কঠিন করে। ইহা উভয় অণ্ডই আক্রমণ করে

তবে প্রধানতঃ ডান অণ্ডেই ইহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়, বাম ডিম্বকোষ এবং ডান অণ্ডকোষ আক্রমণ করে। ইহা সকল প্রকার টিউমার, ডিম্বকোষের বৃদ্ধি এবং তন্তুর দূষিততা আরোগ্য করিয়াছে। ইহাতে চক্ষুর পাতার দূষিততা পুরু ও কঠিন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দূষিত এবং কঠিন হয়, অক্ষিপুট প্রদাহিত, পুরু ও দূষিত হয়। কর্ণের উপাস্থি পুরু হয় এবং উহাতে পিণ্ড উৎপত্তি হয়, নাকের উপাস্থি দূষিত হয় ও পুরু কঠিন হয়। ইহা নাকের ভিতরের হাড়ের পুরুতা, নাসাপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুরুতা এবং মাংস উৎপত্তি করে, উহাতে দূষিততা পুরুতা এবং কঠিনতা উৎপাদন করে, তারপর স্ফীতস্থানে রস বাহির হয়।

শরীরের সর্ব্বত্র উপাস্থি পচনের ঔষধগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহা অণ্ডের বৃদ্ধি ও কঠিনতা উৎপাদন করিয়া উহাকে দূষিত করে। ইহাতে ক্যান্সারের মত প্রদাহ, হুলবিদ্ধকর যন্ত্রণা, অত্যন্ত কঠিনতা, তীব্র জ্বালা, স্ফীতি এবং দূষিততা বিদ্যমান থাকে। স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ দূষিত ও কঠিন হয়। বাম ডিম্বকোষে অত্যন্ত বৃহৎ ও শক্ত টিউমার উৎপন্ন হয়। বস্তিগহ্বর-প্রণালী অতি পূর্ণ এবং ভারী হয়। তন্তুগুলি দূষিত এবং কঠিন হয়। জরায়ুগ্রীবা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, উহার চারিদিক গভীর ক্ষতে বেষ্টিত হয় এবং কঠিন হয়। জরায়ুর ক্যান্সার রোগে জরায়ুতে জ্বালাকর ও হুলবিদ্ধকর যন্ত্রণা, প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত হলদে, সবুজ অথবা রক্তময় স্রাব উৎপন্ন করে। জরায়ুর ক্ষত, পূঁজ রস এবং অসহ্য দুর্গন্ধ রক্তাক্ত জলস্রাবকে ইহা আরোগ্য করে। কণ্ঠনালী ও ফুসফুসে ক্ষত, কণ্ঠনালীর হাজাবোধ ও ক্ষততা। ইহা সকল স্থানের ক্যান্সার, টিউমার এবং উপমাংস বৃদ্ধি উৎপাদন আরোগ্য করে।

এলুম্যান
Alumen

শীতকাতর { এন্টি সোরিক, এন্টি সিফিলিটিক, এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—ইহা একটি গভীরক্রিয় ঔষধ, ইহা শরীর-বিধানের সমস্ত অংশে এক বিশেষ প্রকার পক্ষাঘাত এবং পক্ষাঘাত-সদৃশ দুর্বলতা উৎপাদন করে। এই দুর্বলতাবশতঃ শরীর-বিধানের ক্রিয়া মন্থর হয়ে যায়, শরীরের সমস্ত যন্ত্রই দুর্বল এবং ধীরগতিবিশিষ্ট হয়। যান্ত্রিক ক্রিয়া নিয়মিতভাবে হয় না, সুতরাং শরীর গঠনোপযোগী দৈহিক উপাদানের উৎপাদন স্বল্পতর হয়। এই হেতু ইহা নানা অঙ্গের নানা স্থানের কঠিনতা, ক্ষত, যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি গভীর মূল রোগসমূহের উৎপাদনোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

মানসিক লক্ষণ—ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষিত না হওয়ায় ইহার মানসিক লক্ষণ সকল প্রস্ফুটিত হয় নাই। মানসিক লক্ষণের স্থলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চারিদিকে দড়ি দিয়া বাঁধা ও সঙ্কোচ করার অনুভূতি উপলব্ধি করে। (এলুমিনা) শরীরের ভিতর দিয়া রক্ত স্রোত যেন দ্রুতবেগে চলাচল করিতেছে, এইরূপ অনুভূতি তাহাকে রাত্রে জাগরিত রাখে। মহামান্য ডাঃ কেন্ট বলেছেন "এলিউমিনার মানসিক লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকলে শারীরিক লক্ষণ-সাদৃশ্যে এলুম্যান প্রয়োগ করা হয়।"

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—যে সকল লোক অতিরিক্ত দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হয়। শিশুরা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শরীর দুর্বল এবং শীর্ণ হইতে থাকে।

শীত গ্রীষ্মের অভিলায—মেরুদণ্ডে ও পৃষ্ঠে শীতলতার অনুভূতি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোগীর কষ্ট হয়। ঠাণ্ডায় কষ্ট বেশী হয়। ঠাণ্ডা অসহ্য, পিঠের উপর দিয়ে যেন ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে যাচ্ছে এইরূপ মনে করে।

পিপাসা—বরফের মত ঠাণ্ডা জলপানের প্রবল আগ্রহ থাকে। প্রচুর শীতল জল পান করে।

মল—অন্ত্রপ্রণালী তাহাদের আধেয় নির্গত করার শক্তি হারায়। কয়েকদিন যাবৎ মলত্যাগের ইচ্ছাই হয় না। অন্ত্রে মল ভর্তি হয়ে যায়, পরে একদিন অত্যন্ত কষ্ট ও কোঁথ দেওয়ার পর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অতি কষ্টে শক্ত গোলার মত মল অনেক পরিমাণে নির্গত হয়। মলত্যাগের পর মনে হয় সরলান্ত্র মলে পূর্ণ রহিয়াছে। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে যন্ত্রণা হয়। মলের সহিত রক্ত নির্গমন হয় নরম মল নির্গমনের পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় ও টন্ টন্ করে। মলদ্বারের বিদীর্ণতা মলদ্বার হইতে পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত রস বাহির হয়। ইহাতে নাক্সের মত নিষ্ফল মল প্রভৃতি এবং নাইট্রিক এসিডের মত মলত্যাগের পর যন্ত্রণা দেখা যায়।

মূত্র—শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ মূত্রাশয় ও তাহার আধেয় নির্গমনের শক্তি হারায়। ফলে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বেগ দেওয়ার পর অতি কষ্টে মূত্রত্যাগ হয়। সম্পূর্ণ মূত্র নির্গত হয় না, রোগী মনে করে অনেকখানি মূত্র ভিতরে থেকে গেল, মূত্রনালীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত ঢেলা সৃষ্ট হয়। মূত্রনালীর অবরোধ হয়। মূত্র বন্ধ হইয়া যায়।

শয়ন ও নিদ্রা—ডানদিকে শয়ন করিলে বুক ধড়ফড়ানী হয়। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে মাথা ঘোরে। শরীরের ভিতর রক্ত বেগে চলাচল করিতেছে এই অনুভূতির সহিত রাত্রে জাগরিত থাকে।

নিদ্রার সময় অনেক উপসর্গ ও কষ্ট বৃদ্ধি হয়। রোগী বামপাশ চেপে শয়ন করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—মস্তক শিখরে আগুনের মত জালা হয়। ঐ জ্বালায় বরফের মত ঠাণ্ডা ভিজা কাপড় ঢেকে রাখলে কতকটা আরাম বোধ করে। আবার কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ঐ ঠাণ্ডা কাপড় গরম হলেই উহা বদলে দিয়ে আবার ঠাণ্ডা কাপড় ঢাকা দিতে হয়। মাথার চারিদিকে অসহনীয় যন্ত্রণা হয়। হাঁটার সময় পায়ের তলা চাপে বেদনা হয়। সমস্ত অঙ্গে থেৎলান বেদনা। স্ত্রীলোকদের সহবাস অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এমন কি অসহনীয় হয়। নিম্নাঙ্গগুলিতে রাত্রিকালে বেদনা, অবসাদ ও অসাড়তা জন্মে। চাপা দেওয়া থাকলেও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা এবং অসাড় হয়ে যায়। চক্ষুর প্রদাহ, কানে পূঁজ, মুখে ক্ষত ও দুর্গন্ধ লালাস্রাব হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—এলুমিনার মত ইহাও শরীরের সকল পেশীর এক বিশেষ প্রকার পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা এবং ক্রিয়ার মন্থরতা উৎপাদন করে। তাই হাত-পা হয় দুর্বল, অন্ত্র-প্রণালী ও মূত্র-প্রণালী তাহাদের মলমূত্র নিষ্কাশনে অক্ষম হয়। তাই ইহার কার্য্য অত্যন্ত ধীর ও অত্যন্ত মন্থর হয়। ইহা শরীর-বিধানের নিয়মিত ক্রিয়ার এরূপ ব্যতিক্রম অথবা বিকৃতি ঘটায় যে, যার ফলে পোষণ-যন্ত্রে খুব স্বল্প পরিমাণ দৈহিক উপাদান প্রস্তুত হয়, ফলে শরীর-বিধানের উপাস্থিময় অংশে এবং পেশীগুলে উৎপন্ন হয় প্রদাহ। কঠিনতা, ক্ষত, ক্যান্সার এবং যক্ষ্মা। ইহার রোগীর প্রায়ই সর্দ্দি হয়, ঐ সর্দ্দি আলজিভে বসে, আলজিব গ্রন্থীকে স্ফীত ও কঠিন করে। মস্তকের উপরিভাগে আগুনের মত জ্বালা ও যন্ত্রণা হয়। উহার উপর বরফের মত ঠাণ্ডা ভিজা কাপড় চেপে রাখে। মস্তকে গুরুতর বেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে বুক ধড়ফড়ানী হয়। ইহার

পুরাতন স্রাব ক্ষতবিহীন এবং যন্ত্রণাবিহীন হয়, কিন্তু তরুণ স্রাব ক্ষতকারী। প্রমেহ স্রাবে যোনিতে ক্ষত হয়, ইহার শিরা আক্রমণ প্রবণতা অত্যন্ত অধিক, শিরাগুলি স্ফীত ও প্রদাহিত হয়। ঐ স্থান হইতে রক্তপাত হয়। অন্ত্র-প্রণালী তাহার কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হয়, সেইজন্য পেটে বায়ু জমে, খিল ধরে, শূল বেদনা হয়। হস্তাঙ্গুলির দুর্বলতা বশতঃ ধৃষ্টদ্রব্য হাত থেকে সহজে পড়ে যায়, (এপিস) সমস্ত অঙ্গেই পিঁপড়া হাঁটার মত সুড়সুড়ি অনুভূত হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ইহা ব্যবহৃত হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে অন্যথায় ইহা অথবা কোন হোমিওপ্যাথি ঔষধ কোন রোগে কিছুই করিতে পারে না।

শরীরের যেখানে প্রদাহ থাকে সেইখানেই কঠিনতা সৃষ্টি করে। যে সকল ঔষধের কঠিনতা উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে তাহারা ক্যান্সার রোগে উপযোগী হয়। এলুম্যানের ক্ষত উৎপাদন সাধারণ ব্যাপার। ইহাতে প্রায়ই ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঐ ক্ষতের তলদেশে কঠিনতা থাকে। চর্ম্মের উপর যেখানে রক্ত সঞ্চালন ধীর হইতে থাকে সেইখানে খুব পুরু মামড়ি সৃষ্ট হয়। ঐ মামড়ির নিম্নদেশ দূষিততা প্রাপ্ত হয় এবং আরোগ্যপ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। উহার তলদেশের উপাস্থিময় অংশে ছোট ছোট আঁশ দৃষ্ট হয়। শরীর বিধানের দুর্বলতা হেতু দৈহিক উপাদানের অল্পতায় গঠন-মূলক কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না, ফলে কর্কট বা ক্যান্সার রোগ উৎপন্ন হয়। এই ঔষধ জরায়ু গ্রীবায় এবং স্তন-গ্রন্থীতে কঠিনতা উৎপাদন করে। গ্রন্থীগুলি ধীরে ধীরে প্রদাহিত হয়, উহাতে রক্ত সঞ্চয় হয় এবং উহা বুলেটের মত কঠিন হয়। দেহের নানা গ্রন্থীতে কঠিনতা সৃষ্ট হয়। আলজিভ প্রায়ই স্ফীত ও কঠিন

হয়। টনসিল স্ফীত ও কঠিন হয়। সর্দ্দি হইলেই উহা টনসিল গ্রন্থীদ্বয়কে কঠিন করে রোগীর সর্দ্দি প্রায়ই হয়। সরলান্ত্রে ক্ষত, অর্শে ক্ষত এবং মূত্রনালীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত ঢেলা থাকে। বামদিকের নাসারন্ধ্রে ক্ষত হয়। নাকে ক্যান্সার, জিহ্বায় ক্যান্সার ইহা শরীরের সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীতি, কঠিনতা এবং দূষিততা উৎপাদন করে। জরায়ুতে কঠিনতা ক্ষত ও ক্যান্সার হয়।

এলুমিনা
Alumina

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—এলুমিনা অত্যন্ত গভীরক্রিয় এবং বহু রোগ আরোগ্যকারী ঔষধ। ইহা শরীর-বিধানের প্রত্যেক অংশে এমন সকল অসংখ্য রকমের রোগ উৎপাদন করে যে, যাহা বর্ণনা করা অসম্ভব হয়। ইহা এলুম্যানের মত সমস্ত দেহের দুর্বলতা ও পক্ষাঘাত সদৃশ অবস্থা উৎপাদন করে। শিরা ও পেশীগুলি দুর্বল হয়। গলা-নলীর দুর্বলতা হেতু গিলিতে কষ্ট হয়। হাত-পাগুলি নাড়িতে অথবা তুলিতে কষ্ট হয়। স্নায়ুমণ্ডল, পেশীমণ্ডল, সরলান্ত্র, মূত্রাশয়, এমন কি সমস্ত শরীর-বিধানের অর্দ্ধ পক্ষাঘাত ও অকর্মণ্য অবস্থা উপস্থিত করে। স্নায়ুমণ্ডলীর পরিচালকশক্তি এমনই বিকৃত হয় যে হস্তপদাদিতে কাঁটা ফোটাইলেও সহসা অনুভব করিতে পারে না। এইরূপ শীর্ণতাপ্রাপ্ত দুর্বল লোকেরাই এলুমিনার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—রোগের উপশম হয় গ্রীষ্মকালে। গরম পানীয় পান, আহার করিবার সময় এবং বর্ষাকালে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—শীতকালের শুষ্ক শীতল বাতাসে, শীতকালের ঠাণ্ডায়, উপবেশনে, গোলআলু খাইলে, মাংসের ঝোল আহারে, একদিন পর একদিন অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, প্রাতঃকালে জেগে উঠবার সময়, শয়ন অবস্থায় গলাধকরণ, বিছানার গরমে, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়। প্রাতঃকালে জাগরণের পর বিষণ্ণ হয় ও ক্রন্দন করে।

মানসিক লক্ষণ—এলুমিনা মানবের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন গোলমাল করে যে, রোগী কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হতে পারে না। সে বিচলিত হয়, উপলব্ধি করিতে অক্ষম হয়। যে সকল ব্যাপার সে প্রকৃত বলিয়া জানে তাহা অপ্রকৃত বলিয়া মনে করে। যখন সে কিছু বলিতে থাকে, সে অনুভব করে যে, অপর কেহ উহা বলিয়াছে। যখন সে কোন জিনিষ দেখে, যেন অপর কেহ উহা দেখিয়াছে মনে করে। তাহার মনের বিশৃঙ্খল কল্পনা ও চিন্তার গোলমাল হয়। সে যে কে, তাহাও ঠিক জানে না, তাহার বোধ হয় যেন সে সেই নয়। সে মনের হতবুদ্ধি অবস্থায় থাকে, সে লিখিতে ও কথা বলিতে ভুল করে। ভুল কথা প্রয়োগ করে। তাহার অপর এক অবস্থা কিছুই দ্রুত হয় না সময় ধীরে ধীরে কাটে। প্রত্যেক কাজই দেরীতে হয়। তাহার অত্যন্ত উত্তেজনা আছে। যখন সে কোন ধারাল অস্ত্র কিম্বা রক্তপাত দেখে তখন তাহার উত্তেজনা আসে, তখন সে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে ও মূৰ্চ্ছিত হয়।

এলুমিনার রোগী অত্যন্ত দুঃখিত থাকে। দুঃখ হেতু কোঁথাইতে, গোঙাইতে, বিরক্ত হইতে ও খিট খিট করিতে থাকে। চাঞ্চল্য-যুক্ত হয় ও স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে চায়। প্রাতঃকালে জাগরণের পর বিষণ্ণ হয় ও ক্রন্দন করে। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। কখন কখন তাহার মনোভাব

সামান্য উন্নত, শান্ত এবং স্থির অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। আবার পরক্ষণে তাহার মন ভয়ে পূর্ণ হয়ে উঠে। সে তখন অতি কষ্টে তাহার নাম মনে করিতে পারে। কোন অনিষ্ট ঘটিবার উপক্রমে সে ভীত হয়, উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা। প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার পর সে হতবুদ্ধি হয়, বাড়িতে আছে কি কোথায় আছে তাহা দেখে। কিছুক্ষণ দেখার ও চিন্তা করার পর স্থির সিদ্ধান্ত করে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—দুর্ব্বল পুরাতন রোগগ্রস্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য রোগী যাহারা বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ এইরূপ চেহারার লোক।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—তাহার দেহে স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব হয়। গাত্র শীতল থাকে বটে তথাপি রোগী খোলা বাতাসে থাকতে চায়। **ভালরূপ পোষাক পরিয়া শরীরকে গরম করিয়া খোলা বাতাসে থাকিতে চায়।** সে শীতে খুব অস্বস্তি অনুভব করে ও কষ্ট পায়, গরম ঘরে থাকতে চায়। শীতকালের শীতে তাহার রোগগুলি বৃদ্ধি হয়। সে **ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে ভালবাসে।**

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—তাহার ক্ষুধা ভয়ানক বেশী, গলনলী শুষ্ক থাকে বলিয়া গলাধকরণকালে কষ্ট হয়। তাই আহারের পূর্ব্বে সে এক ঢোক জল গিলিয়া গলনলীকে ভিজাইয়া সরস করে নেয়, তারপর খাদ্য গিলিতে পারে। নতুবা গলাতে হুলবিদ্ধকর যন্ত্রণা ও ছোট কাঠিতে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করে। সে মাটি, চক্‌খড়ি, শ্লেট, পেন্সিল, কয়লা প্রভৃতি অখাদ্য এবং অপাচ্য দ্রব্য

খেতে চায়। **ঠাণ্ডা খাদ্য খেতে পারে না,** গোলআলু খেতে পারে না, খেলে অসুখ করে। সে গরম খাদ্য খেতে ভালবাসে।

পিপাসা—রোগী গরম পানীয় পান করিতে ভালবাসে। ঠাণ্ডা পানীয় পান করিতে পারে না, তাহলে শীত করে।

মল—ইহার মল শক্ত ও নরম দুই রকমেরই হয়। কিন্তু নির্গমনকালে শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ তরল এবং নরম মলও বিনা কোঁথে সহজে নির্গত হয় না, কঠিন মল ত দূরের কথা। মল-ত্যাগের সময় সম্মুখ দিকে মাথা ঝুঁকিয়া, কোন গাছপালা ধরিয়া উদরের পেশীর দ্বারা খুব জোরে কোঁথ দিয়া, এমন কি প্রসব যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া, অতি কষ্টে এতটুকু মলত্যাগ করে। অত কষ্ট করিয়া সে যে মলত্যাগ করিল, তাহাতে কিন্তু শান্তি পায় না, তাহার মনে হয় অনেক মল ভিতরে রহিয়া গেল। এলুমিনার রোগী কোষ্ঠবদ্ধে ভয়ানক ভুগে, তাহার কোঁথটি যেন মলের কাছ পর্য্যন্ত যায় না।

মূত্র—সমস্ত যন্ত্রের দুর্ব্বলতার মত মূত্রযন্ত্রও দুর্ব্বল হয়। মূত্র ধীরে ধীরে ক্ষীণ ধারায় নির্গত হয়। মূত্রধারা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চাপিয়া রাখিতে অক্ষমতার সহিত অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে, ভীষণ বেগ দেয়, বেগ দেওয়ার পর অত্যন্ত ক্ষীণ ধারায় মূত্র বাহির হইতে থাকে। ইহার রোগী তাড়াতাড়ি মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না। মূত্র ধীরে ধীরে বাহির হয় এবং বেগহীনভাবে গড়াইয়া পড়ে। সময় সময় মূত্র অবরোধ হয়ে যায়। মূত্র নির্গমন জ্বালা ও হাজাকারক।

ঘর্ম্ম—ইহার শরীরে কচিৎ ঘর্ম্ম হয়, ঘামিতে অক্ষমতা, ইহার গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক,ঘর্ম্ম শূন্য ও ফাটা।

শয়ন ও নিদ্রা—ইহার রোগী গরম বিছানায় ও গরম ঘরে

শয়ন করিতে চায়। বিছানার গরমে শরীর গরম হয়ে উঠলে গায়ে সুড়সুড়ি ও চুলকানী আরম্ভ হয়। তখন চুলকাইয়া গাত্র চর্ম্ম ছিঁড়ে ফেলে, যতক্ষণ রক্তপাত না হয় ততক্ষণ চুলকানীর নিবৃত্তি হয় না। চুলকানীর জন্য ইহার রোগী ঘুমাতে পারে না। রোগী বিছানায় ডান পাশ চেপে শুইতে পারে না তাহাতে অস্বস্তি বোধ করে। বাম পাশ চেপে শয়ন করিতে ভালবাসে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ইহার রোগী হস্তপদাদির দুর্ব্বলতা ও ভারিত্ব অনুভব করে। ইহার পদতল অত্যন্ত নরম, ফোলে ও ব্যথা করে, পায়ের তলার অসাড়তা, চলিতে আরম্ভ করিলে পায়ের যন্ত্রণা হয়। মেরুদণ্ড রজ্জুর প্রদাহ হয়, শিরোঘূর্ণন হয়, সে কম্পিত হয় টলমল করে, জিনিষগুলিকে ঘুরিতে দেখে। তাহার জননেন্দ্রিয় শীর্ণ হয়, ধ্বজভঙ্গ হয়, স্বপ্নদোষ হয়, মেরুদণ্ডে জ্বালা এবং পৃষ্ঠে সূঁচবিদ্ধকর যন্ত্রণা হয়। মেরুদণ্ড রজ্জুর প্রদাহে যেন একটি উত্তপ্ত লৌহ মেরুদণ্ডের মধ্যে জোর পূর্ব্বক প্রবেশ করান হচ্ছে মনে করে, তাহার সন্ধিগুলিতে চাড় লাগার মত কষ্ট বোধ হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যন্ত্রণা, গেঁটেবাত, পক্ষাঘাত এবং শরীরের যেখানে সেখানে কম্পন হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—যে শিরাগুলি মেরুদণ্ড হইতে বাহির হয়, ঐ সকল শিরাসংযুক্ত পেশীগুলি দুর্ব্বল হয়, ফলে সমুদয় দেহে দুর্ব্বলতা, গিলন কষ্ট এবং হাত দুটি তুলতে বা নাড়তে কষ্ট হয়। সে অন্ধকারে অথবা চক্ষু মুদ্রিত করে চলতে পারে না। শরীর বিধানের পক্ষাঘাতের মত দুর্ব্বলতা শরীর যন্ত্রের অকর্মণ্যতা। স্নায়বিক এবং পেশীশক্তির অলসতা বশতঃ প্রত্যেক কার্য্যই ধীর হইতে থাকে। স্নায়ুর পরিচালকশক্তি ধীর হইতে থাকে সেইজন্য গায়ে কাঁটা ফুটাইলেও সে দেরিতে উহা অনুভব করিতে পারে,

কারণ তাহার বোধশক্তি অসাড় হয়, তাই মূত্র দেরিতে এবং ক্ষীণধারায় নির্গত হয়। মল নির্গত হতে চায় না। দেহের বর্হিস্থ চর্ম্মের এবং অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও ফাটা সৃষ্ট হয়। শরীরের উত্তেজনাশক্তির অভাব হয়। প্রাতঃকালে হতবুদ্ধি অবস্থায় জেগে উঠে, তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অত্যধিক আড়ষ্ট থাকে, তাহার কর্ম্মপ্রবণতাকে জোরপূর্ব্বক কাজে লাগাতে হয়। তার দেহযন্ত্র ও হস্তপদাদি সহজে কাজ করতে পারে না। বসিলে সহজে উঠিতে পারে না। যতবার তাহার ঠাণ্ডা লাগে ততবার সর্দ্দি এবং মাথার যন্ত্রণা হয়। শয়নে শিরোবেদনা বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় প্রবণতা যথেষ্ট আছে, সর্ব্বদা গয়ের তুলে, নাক ঝাড়ে, চক্ষু হইতে স্রাব নির্গত হয়। গলার মধ্যে আলজিভ, কোমল তালু এবং গলনলীর মধ্যে দানাময় স্ফীতি, রক্ত সঞ্চয় ও প্রদাহ হয়। শয্যার উত্তাপে গাত্রচর্ম্ম ভীষণ চুলকায়, চুলকাইয়া চুলকাইয়া রক্তপাত না করিলে চুলকানী থামে না। সর্ব্ব শরীরের ও মাথার লোমগুলি খসে পড়ে। মুখের উপর এবং অনাবৃত অঙ্গে মাকড়সার জাল লাগার অনুভূতিতে সে সর্ব্বদাই হাত দিয়ে ঐ স্থান রগড়ায়। চর্ম্মে সুড়সুড়ানি ও পিঁপড়া হাঁটার অনুভূতি। স্ত্রীলোকদের বস্তিদেশস্থ যন্ত্রাদি ভারি বোধ হয় এবং নিম্নদিক ঝুলিয়া পড়িয়া বাহির হইবার অনুভূতি আসে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, উপশম বৃদ্ধি এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে, তবেই এলুমিনা নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে। অন্যথায় রোগের ভিত্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ব্যর্থতাই হইবে পুরস্কার। চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরুতা ও কঠিনতা প্রাপ্তি,

চর্ম্ম পুরু ও কঠিন হয়, উহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয়, ক্ষতের নিম্নে কঠিনতা থাকে, শুষ্কতা এবং জ্বালা থাকে। এলুমিনায় ভয়ানক চুলকানী থাকে। চুলকাইয়া চুলকাইয়া রক্তপাত হয়, চটি পড়ে এবং ক্ষত সৃষ্ট হয়। যে কোন স্থানের স্ফীতিও কঠিনতা অলস প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহা সহজে আরোগ্য হতে চায় না। চক্ষুর পাতা দানাতে পূর্ণ হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পুরু হয়। সময় সময় ঐ পুরুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুর পাতাকে উল্টাইয়া দেয়। নাকের অগ্রভাগে ফাটা সৃষ্ট হয়। যেখানে সেখানে কঠিনতা, ঐ কঠিনতার জন্য চর্ম্মের উপর গুটিকা ও ক্যান্সার জন্মে। গলগহ্বরে ক্ষত এবং উহাতে দুর্গন্ধ পুঁজ সঞ্চয় হয়। রোগীর সকল স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তপাত হয়। ইহা জরায়ু মুখের চারিদিকে ক্ষত, গাত্রচর্ম্মের স্থানে স্থানে ও হাতের চেটোতে পুরু, রুক্ষ ও ফাটা উৎপাদন করে, উহা গো-সাপের চামড়ার মত খসখসে দেখায়।

আর্সেনিক এল্বা
Arsenicum Alb

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—আর্সেনিক আমাদের ভৈষজ্যভাণ্ডারে সর্ব্বরোগ উৎপাদক একটি সাংঘাতিক মারণাস্ত্র। ইহা উপযোগী হয় সেইখানে যেখানে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত ভীষণতা উপস্থিত হয়।। ভীষণ মারাত্মক প্রকৃতির রোগে, অবসাদ মৃত্যু ভয়, নৈরাশ্য, অস্থিরতা. উদাসীনতা ও অস্বচ্ছন্দতা সহ রোগ উৎপন্ন হয়। যাহারা ক্ষণ-রাগী, কোপন স্বভাব এবং সামান্য কারণে বিরক্ত হয়, তাহাদের জন্য ইহা উপযোগী হয়।

উপশম—উপশম হয় সঞ্চালনে। এই সমস্ত রোগে সকল প্রকার কষ্ট, জালা ও যন্ত্রণা উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। কেবলমাত্র মাথার যন্ত্রণা শীতলতায় ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয়। রোগী সর্ব্বদাই আবরণে আরাম বোধ করে।

বৃদ্ধি—রোগের আক্রমণ ও বৃদ্ধি হয় বেলা ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি ১২টা থেকে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত শীতল পানীয়ে এবং ঠাণ্ডা খাদ্যে বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডায় ও ঠাণ্ডা ভিজা হাওয়ায় বৃদ্ধি হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধি হয়, একদিন অন্তর তিনদিন অন্তর, চারদিন অন্তর, সাতদিন অন্তর, চৌদ্দদিন অন্তর, একমাস বা এক বৎসর অন্তর বৃদ্ধি হয়, অথবা পুনরাক্রমণ হয় যে কোন রোগ।

মানসিক লক্ষণ—আর্সেনিকের মন অত্যন্ত বিমর্ষ, সে জীবন অনিচ্ছা করে, বাঁচতে চায় না মরিতে ইচ্ছা করে। শুধু তাই নয়, আবার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিতে পূর্ণ। তাহার উৎকণ্ঠা অস্থিরতাতে পরিবর্ত্তিত হয়, সে সর্ব্বদাই অস্থির হয় এবং নড়ে। সামর্থ্য থাকলে এ বিছানা থেকে সে বিছানা, সে বিছানা ছেড়ে পুনরায় অন্য বিছানায় যায়। এপাশ থেকে ওপাশে যায় ওপাশ থেকে সে পাশে যায়, সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল ছটফট করে। তারপর অবসন্ন হলে পর আর ছটফট করতে পারে না। তখন কেবল হাত পা নেড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করে। তার বুদ্ধি বৃত্তির এবং ইচ্ছাশক্তির গোলমাল হয়ে যায়। তরুণ রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় সে মনে করে, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে। তাহার রোগ দুরারোগ্য, এইজন্য উৎকন্ঠিত জীবন যাপন করে। সে আত্মীয় স্বজনকে কাছে চায় এবং তাহার শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। তাহার চিন্তা মৃত্যুর এবং রোগ দুরারোগ্যের। এই চিন্তারাশি

তাহার মনে উদয় হয়। এই দুঃখজনক হতাশার চিন্তা, তাহাকে দিনরাত উত্যক্ত করে। তারপর প্রলাপ দেখা যায়। প্রলাপে সে ইন্দুর ও ছারপোকা দেখে। শয্যা বস্ত্র খুঁটে, ঘ্যান ঘ্যান করে। দাঁত কড়মড় করে। উচ্চরবে কোঁথায়, গোঙায় এবং ক্রন্দন করে। যন্ত্রণায় চীৎকার করে। ভয়ে বিছানা ত্যাগ করিয়া ঘরের কোনে লুকায়। সে মনে করে পাপ করিয়াছে। তাহার কোন আশা নেই, তাহার অদৃষ্টে যমের শাস্তি হবেই। পরিশেষে নিস্তব্ধতা অবলম্বন করে। কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি হয়। মানসিক অবস্থার ভয় একটি প্রবল লক্ষণ, একা থাকিতে ভয়, নির্জ্জনতার ভয়, সর্ব্বদা একজন সঙ্গী চায়। অন্ধকারের ভয়। যেমনি সন্ধ্যা হয় এবং অন্ধকার আসে, তেমনি অনেক উপসর্গ উপস্থিত হয়। সে পরিচিত লোকদের সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ সে কল্পনা করে যে পূর্ব্বে তাহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে। রাত্রে তাহার এক উৎকণ্ঠা পূর্ণ ভয় হঠাৎ আসিয়া পড়ে। তাহার মরিবার অথবা দমবন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই ভয়ে সে লাকাইয়া বিছানার বাহির হয় এবং হাঁপানি, শ্বাস কষ্ট মানসিক উৎকণ্ঠা ও শীতলতায় আক্রান্ত হয়। ঠাণ্ডা ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। মধ্যরাত্রির পর মানসিক অবসন্নতা, বিমর্ষতা, বিষাদ, নৈরাশ্য ও হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠে। তাহার উৎকণ্ঠা ও ভয় হয়। সে মনে করে কাহাকেও খুন করিয়াছে, পুলিস তাহার পিছনে ধাওয়া করিতেছে তাহাকে বন্দী করিবে। কি এক ভীষণ ব্যাপার হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা করে, তখন ভয়ানক অস্থির হয়। ভয়ের পরিণাম স্বরূপ আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি আসে। মনের এইরূপ অবস্থা উন্মাদ রোগে দেখা যায়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—পাতলা ছিপছিপে, গ্রীষ্মাভিলাষী এবং উৎকট রুচি-সম্পন্ন বিলাসপ্রিয়, যিনি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, পোষাক পরিচ্ছদ খুবই পরিস্কার, বিছানাপত্র ধপধপে সাদা, জামা জুতা ছাতা ছড়ি সবই উন্নত ধরণের, ঘরবাড়ী উঠান বাগান সবই পরিষ্কার চাই, এতটুকুও ময়লা যেন না থাকে। ঘরের আসবাব-পত্র চেয়ার, বেঞ্চ, ছবি ক্যালেণ্ডার, আয়না চিরুণী, সমস্তই যেন সুশৃঙ্খলার সহিত সাজান থাকে। রোগাক্রমণকালে তার মুখমণ্ডল হয় বিবর্ণ, সোমবর্ণ, চর্ম্মকুঞ্চিত দেখায়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী শীতকাতর সে অত্যন্ত শীতবোধ করে, শীতে খুব কষ্ট পায়, শরীরকে গরম রাখতে আবৃত হতে চায়, গরম ঘরে থাকতে ভালবাসে, অর্সেনিকের পুরাতন রোগীরা সর্ব্বদাই শীতার্ত থাকে। শীতে কাঁপিতে থাকে, মোটেই গরম হতে পারে না, আর্সেনিকে ঠাণ্ডা ও গরমের দুই রকম অবস্থা আছে। যখন রোগী বাত স্নায়ুশূল প্রভৃতি শারীরিক রোগে ভুগে, তখন সে শীতার্ত থাকে আর যখন মস্তিষ্কের যন্ত্রণা অথবা শিরোশূল হয়, তখন কিন্তু ঠাণ্ডা ভালবাসে, ঠাণ্ডা পেতে চায়। মোট কথা শরীরের বাতে বা স্নায়ু-শূলে শীতকাতর হয় এবং মাথার যন্ত্রণায় শিরোশূলে শৈত্যাভিলাষী হয়, ঠাণ্ডা চায়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—আর্সেনিকে ক্ষুধা থাকলেও খাদ্য-দ্রব্যের দৃশ্য ও গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না? বমনেচ্ছা ও বমন হয়। শীতল খাদ্য খেতে পারে না, শীতল খাদ্য আহারের পর পেটে পাথরের মত চাপ দেয়। আহারের পর বমন হয় এবং উদর জ্বালা করে। আর্সেনিক গরম খাদ্য অথবা পানীয় খেতে ভালবাসে।

পিপাসা—ইহার সর্ব্বদাই অশান্ত পিপাসা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু জলপান করতে পারে না। পিপাসায় সামান্য পরিমাণ শুধু মুখ ভিজানোর মত মাত্র এক চামচ জল মুহুর্মুহু দিতে হয়। কারণ পিপাসা অশান্ত, মুখে জল দিয়া চামচটি রাখতে না রাখতেই তখনই আবার জল চায়। কিন্তু এক চামচের বেশী জল খেতে পারে না। কখন বা প্রচুর জলের তৃষ্ণা থাকে, প্রচুর জল পান করিয়াও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। রোগী গরম জল পান করিতে চায়। জ্বরের শীত অবস্থায় গরম জল পান করে, ঠাণ্ডা জল পান করিতে পারে না, রোগের পুরাতন অবস্থায় আর্সেনিক তৃষ্ণাহীন হয়। তখন অবিরত হিক্কা, বমনেচ্ছা এবং বমন হয়। পিপাসা না থাকলেও মুখ কিন্তু শুষ্ক থাকে।

মল—ইহার মল রক্তময় জলের মত, অথবা কুলের নালের মত কটা অথবা কাল রংঙের, ভয়ানক দুর্গন্ধ করে। মাংস পচার মত ভীষণ দুর্গন্ধ, মলদ্বারে ভয়ানক বেগ এবং জ্বালা, যেন সেথায় জলন্ত অঙ্গার রহিয়াছে। সমগ্র অন্ত্রপথে ঐরূপ জ্বালা থাকে, কখন কখন মল তরল এবং কালির মত কাল থাকে, অবসন্ন প্রকৃতির রোগে অনিচ্ছায় মল নিঃস্বরণ হতেও দেখা যায়।

মূত্র—সর্ব্বদাই মূত্র বেগ থাকে। রক্তাক্ত মূত্র, অথবা চাপ চাপ রক্ত মিশ্রিত মূত্র, উহাতেও পচা গন্ধ থাকে। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা হয়, মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হয়।

ঘর্ম্ম—রোগীর গাত্র ঠাণ্ডা ঘর্ম্মে সিক্ত থাকে, ইহার ঘর্ম্মও দুর্গন্ধ করে।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী এক বিছানায় স্থির হয়ে শয়ন করে থাকতে পারে না। অনবরত এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করে। আবার এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় যেতে চায়, আবার কিছুক্ষন পরে সে

বিছানা থেকে আর একটি বিছানায় যেতে চায়। এইরূপে সে তাহার অস্থিরতা প্রকাশ করে। শ্বাসকষ্টের সময় রাত্রি বারটার পর তখন বিছানা থেকে উঠে সম্মুখদিক ঝুঁকে বসে। অথবা উঠে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—পুরাতন অবস্থায় মুখ হাত পা ফোলে। চোখের নিম্ন পাতা ফোলে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে সর্দ্দি লাগে হাঁচি হয়। আর্সেনিকের রোগী মাথার চুলের গোড়ায় বেদনার জন্য চিরুণী দিতে পারে না। সর্ব্ব শরীরে শূঁচবিদ্ধবৎ ব্যথা হয়।

ইহার রোগাক্রমণ গতি অত্যন্ত দ্রুত। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর আক্রমণ করে। পর্য্যায়ক্রমে কিছুদিন স্নায়ুগুলি যন্ত্রণায় ভুগার পর উহা ভাল হইয়া আবার কিছুদিন বাত বেদনায় ভুগে, পুনরায় ঐ বাত ভাল হইয়া স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ভুগে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে বাত ও স্নায়ু শূলের আক্রমণ হয়। রোগীর যে কোন রোগ শরীরের বাম পার্শ্বই অধিক আক্রমণ করে।

গাত্রচর্ম্ম চুলকানীর সহিত জ্বালা করে। কুটকুট করে চুলকাতে হয়। যে পর্য্যন্ত ছিঁড়ে না যায় সে পর্য্যন্ত চুলকায়। তারপর জ্বালা করে ও চুলকানী থেমে যায়। জ্বালা একটু কম পড়লেই পুনরায় চুলকানী আরম্ভ হয়। এইরূপ জ্বালা ও চুলকানীর পর্য্যায় ক্রমাগত সারা রাত্রি চলিতে থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, জ্বালা, অবসন্নতা, মৃত্যুভয়, দুর্গন্ধতা, পর্য্যায়ক্রমতা, অশান্ত পিপাসায় জল পান করতে না পারা। এইগুলি আর্সেনিকের বিশিষ্ট লক্ষণ। রোগীর সকল অঙ্গে জ্বালা, সমস্ত যন্ত্রে জ্বালা, ঐ জ্বালা উত্তাপে গরম প্রয়োগে ও আবরণে ভাল থাকে। কিন্তু মাথার জ্বালার উপশম হয় ঠাণ্ডায় ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে। ইহার সকল স্রাবই ক্ষতকারী। স্রাব প্রবাহিত স্থানকে

হাজিয়ে দেয় ও জ্বালা করে। ইহার সমস্ত স্রাবই দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধ করে। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রদর, ঋতু সবই পচা গন্ধ করে। রক্তবমন, পেটের ফাঁপ, অন্ত্রের প্রদাহ, সকলই উত্তাপে উপশম হয়। অবরুদ্ধ স্রাবের কুফলে, রক্ত বিষাক্ততায় এবং নিরক্ততায় ক্ষতপ্রবণতায় প্রযুক্ত ঔষধগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। বুক অত্যন্ত কসা বোধ ও বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। বুকে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার রহিয়াছে এইরূপ জ্বালার অনুভূতি থাকে। মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। ঠাণ্ডা তরল পদার্থ পান করা মাত্রই বমি হয়ে যায়। গরম পানীয় উপশমদায়ক হলেও, পান করার কিছুক্ষণ পরে বমি হয়ে উঠে যায়। মলমূত্র অনিচ্ছায় নির্গত হয়, পেট ঢাকের মত স্ফীত হয় এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকে। রোগী যখন কোন ভীষণ রোগাক্রমণের প্রথম অবস্থায় শয্যাশায়ী হতে যায়, তখন ভীষণ প্রকৃতির কম্প ও শীত হয়। শরীরের মধ্যে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা ঢেউ-বেগ শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিতেছে অনুভব করে।

আর্সেনিক অত্যন্ত ক্ষতপ্রবণ, ইহার ক্ষতগুলিতে আগুনের মত জ্বালা থাকে এবং আরোগ্যের কোন প্রবৃত্তি থাকে না, ইহা ফেরমের মত রক্তহীনতাও উৎপাদন করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে, তবেই আর্সেনিক নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে, অন্যথায় কিছুই হইবে না।

ক্যান্সার হইতে কাল দুর্গন্ধ রক্তস্রাব হয়, স্তনগ্রন্থীতে এবং জরায়ুতে ক্যান্সার হয়। স্ত্রীলোকের জরায়ুতে এবং স্তনগ্রন্থীতে যে ক্যান্সার হয়, আর্সেনিক উহা আরোগ্য করে। জ্বালা এবং

হুলবিদ্ধ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ চলিয়া যায় ভগওষ্ঠ অত্যন্ত ফোলে ও ব্যথা করে উহাতে আগুনের মত জ্বালা, হুলবিদ্ধকর যন্ত্রণা, চিড়চিড়িনী এবং কঠিনতা বিদ্যমান থাকে। যে সকল ক্ষত চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ করে, কোনরূপ আরোগ্যের প্রবণতা দৃষ্ট হয় না, উহাতে জ্বালা চিড়চিড়িনী এবং হুলবিদ্ধকর যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে, সেখানে আর্সেনিক আরোগ্য সম্পন্ন করে। আর্সেনিকের আক্রমণ প্রবণতার প্রাধান্য শরীরের বামদিকেই অধিক দৃষ্ট হয়। আর্সেনিকের সকল নিস্রাব ক্ষতকারী, ক্ষতে জ্বালা থাকে, ক্ষত হইতে নিসৃত তরল রক্তময় রস স্রাব, ক্ষতের চারিদিকের স্থানকে হাজিয়ে দেয় এবং উহা পচা মাংসের মত গন্ধ করে। দেহের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্রে ক্ষত সৃষ্ট হয়। আহত স্থানে হঠাৎ ক্ষত সৃষ্ট হয়। ক্ষতে প্রদাহ, জ্বালা, দূষিততা এবং দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকে। ফুসফুসে পচা ক্ষত সৃষ্ট হয়। উহাতে কাল দুর্গন্ধ রক্তাক্ত গয়ের তুলে। ইহার ক্ষত অত্যন্ত দ্রুত বর্দ্ধনশীল, চক্ষুর কর্ণিয়ায় ক্ষত, উহা ঠাণ্ডা জলে ধুইলে এবং শুষ্ক উত্তাপে ভাল থাকে। আর্সেনিকের ক্ষত উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল ইহার ক্ষত অত্যন্ত বিস্তারশীল চারিদিক খাইয়া যাইতে থাকে। কুঁচকী স্থানের বাঘীর ক্ষত ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। উহা আরোগ্য হয় না, লাল প্রদাহিত স্পর্শকাতর এবং আগুনের মত জ্বালা করে। জননযন্ত্রের ক্ষতে প্রদাহ জ্বালা চিড়চিড়িনী এবং হুলবিদ্ধকর যন্ত্রণা থাকে। আর্সেনিকের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে ইহা সকল প্রকার ক্ষত, ক্যান্সার, গ্যাংগ্রীণ, সাইনাস ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে।

আর্স আইওড
Arsenicum Iodatum

শীতকাতর { এন্টি সোরিক, এন্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—আর্স আইওড গভীর কার্য্যকারী ধাতু দোষ সংশোধক ঔষধ। ইহার রোগীর অল্পতেই ঠাণ্ডা লাগে, প্রায়ই সর্দ্দির কাশি হয়, সর্দ্দির ছাড় হয় না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রবণা হন। শরীরের যে কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে রক্তস্রাব হয়। গ্রন্থীতে, ক্ষততে এবং চর্ম্মে কঠিনতা থাকে। যাহারা সিফিলিস দোষের সকল রকম উপদ্রবে ভুগে তাহারাই ইহার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—আহারের পর উপশম হয়। রোগী শীতকাতর হলেও খোলা বাতাসে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, মধ্যরাত্রির পর রোগ উপস্থিত হয়। স্নান করিলে বৃদ্ধি হয়। আবদ্ধ গৃহে অস্বস্তি বোধ করে, ঠাণ্ডা বাতাস এবং ঠাণ্ডা ভিজা হাওয়ায় বৃদ্ধি হয়। সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধার্ত হইলে অসুস্থতা অনুভব করে। শয্যায় শয়নে এবং ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। সঞ্চালনে বৃদ্ধি হলেও রোগী সঞ্চালন ইচ্ছা করে। চাপ দিলে বৃদ্ধি হয়। আবার দ্রুত সঞ্চালনেও বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—শারীরিক উৎকণ্ঠা, মূর্চ্ছাপ্রবণা স্ত্রীলোকদের গায়ে পোকা হাঁটার মত সুড়সুড়ী অনুভূত হয়। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার অনুভূতি ও শরীর ভারি বোধ করেন। শরীরের ভিতরে ও বাহিরে প্রদাহ ও জ্বালা হয়। সকল প্রকার রোগের সময় ক্রোধ এবং উত্তেজনা লক্ষিত হয়। প্রশ্নের উত্তর দিতে অপ্রবৃত্তি, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং ভয়। রাত্রে প্রলাপ এবং খেয়াল দেখে। মৃত ব্যক্তিকে দেখার ভ্রম, রোগী বিমর্ষ, নৈরাশ্য ও অসন্তুষ্ট হয়।

মানসিক পরিশ্রমে অসমর্থ হয়। স্পষ্ট মানসিক দুর্ব্বলতা, উন্মত্ততা, দুর্দ্দশা, লোকের ভয়, সে সচরাচর ভীরু থাকে। অস্থির ও তৎপর হয়। তাহার বন্ধুদের বিষয়ে এবং কোন সুখের বিষয়ে এবং তাহার চারিদিকের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। কোন কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, তাহাকে উন্মত্ততার দিকে যেতে মনে হয়। তিনি দুটি মতের মধ্যে মীমাংসা করিতে অক্ষম হন। কাহাকেও হত্যা করিবার ঝোঁক হঠাৎ উপস্থিত হয়। সে কখন কখন বহুভাষী হয়। আনন্দপূর্ণ এবং মনোভাবের পরিবর্তনশীলতা দৃষ্ট হয়। মনের অবসন্ন অবস্থা, তিনি গোলমালে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার নীরবে বসে থাকার ঝোঁক হয়। কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি। যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা, ভ্রমণশীল চিন্তা ও মনের হতবুদ্ধিতা লক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত ক্রন্দন করেন। ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন হয়। মাথা ভার বোধ করেন।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—রোগী ক্রমশঃই শীর্ণ হইতে থাকে। আইওডিনের মত শরীরে শীর্ণতার সমঅনুপাতে গ্রন্থিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—বেশী ঠাণ্ডা নয় এরূপ খোলা বাতাস আকাঙ্ক্ষা করে, জানালা খোলা চায়। কতকগুলি রোগী আর্সের মত ঠাণ্ডায় কাতর হয়, আবার অন্য কতকগুলি রোগী আইওডিনের মত উত্তাপে ও গরমে কাতর হয়। এই ঔষধটি উত্তাপে ও ঠাণ্ডায় এই দুইয়েতেই অস্বস্তিবোধ করে। আর্স আইওডের রোগীকে সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা লাগে এবং সর্দি হয়, কিন্তু তবুও সে নির্ম্মল বায়ু সর্ব্বদাই চায়। সে সর্ব্বদাই অত্যন্ত গরম অনুভব করে। গরমে, গরম বাতাসে, গরম বিছানায়, গরম ঘরে, গরম কাপড় গায়ে জড়াইলে

অস্বস্তি বোধ করে। ভিজা ঠাণ্ডা হাওয়াতেও সে অস্বস্তি বোধ করে। স্নান করিলে গা হাত ভার হয়, সর্দ্দি লাগে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী ভয়ানক ক্ষুধার্ত হয়, খেতে না পেলে খুব রেগে যায়, ক্ষুধা লাগলে তাহার রোগ অথবা কষ্টগুলি বেশী হয়। আইওডিনের মত ইহার ভীষণ ক্ষুধা হয়। কখন কখন আবার অক্ষুধা এবং খাদ্যে অপ্রবৃত্তিও দেখা যায়। উত্তেজক পানীয় ইচ্ছা করে।

পিপাসা—সন্ধ্যাবেলা অতিরিক্ত তৃষ্ণা হয়। আহারের সময়েও তৃষ্ণা হয়। ইহাতে অনিবার্য্য তৃষ্ণা আছে।

মল—মলত্যাগের সময় উদরে কর্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, কষ্টদায়ক কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় হয়। প্রাতঃকালে এবং আহারের পর উদরাময় হয়। রক্তামাশায় কুন্থন এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃস্বরণ হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা হয়। কখন কখন আবার নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি দেখা যায়।

মূত্র—মূত্র রোধ অথবা সর্ব্বদাই মূত্রপ্রবৃত্তি। ফোঁটা ফোঁটা মূত্র অনিচ্ছায় গড়িয়ে পড়ে, ইহার মূত্র অণ্ডলাল মিশ্রিত এবং ঘন লাল রঙের হয়। মূত্র হয় প্রচুর, না হয় অল্প অল্প, তবে উহাতে দুর্গন্ধ থাকে। রাত্রিতে অধিক প্রস্রাব হয়।

ঘর্ম্ম—প্রাতঃকালে এবং রাত্রে ঘর্ম্ম হয়, কপালে ঘর্ম্ম হয়, প্রচুর নৈশঘর্ম্ম, বিনা কারণে ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—ইহার নিদ্রা খুব অস্থির, সন্ধ্যাবেলায় রোগী নিদ্রালু হয়, মধ্যরাত্রির পর নিদ্রাহীনতা। কখন কখন খুব প্রত্যুষে জেগে উঠে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—নিদ্রিত অবস্থার ন্যায় হাত পা অসাড় হয়ে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যথিত এবং অসাড় হয়। হস্তপদাদিতে

পক্ষাঘাতের মত বেদনা, চিমটি কাটার মত সূঁচিবিদ্ধবৎ ও কেটে ফেলার মত অথবা ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা হয়। গায়ের ক্ষততা চাপ দিলে বৃদ্ধি হয়। আইওডিনের মত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক স্পন্দন হয়। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা, উহাতে জ্বালা হয়। জিহ্বা বর্দ্ধিত বোধ হয়। মুখের স্বাদ বিকৃত, তিক্ত, লবণাক্ত এবং ঈষৎ মিষ্ট হয়। মুখ দুর্গন্ধ করে। মুখ হইতে লালা স্রাব হয়। লিঙ্গোদ্রেক অসম্পূর্ণ হয় এবং উত্তেজনা শক্তির অভাব দৃষ্ট হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—রোগীর সর্ব্বাঙ্গে পোকা হাঁটার মত সুড়সুড়ী বোধ হয়। সমস্ত শরীরটি ভারি বোধ করে। প্রতিশ্যায়িক স্রাব ঘন হলদে অথবা হলদেটে সবুজ এবং মধুর মত। হাড়ে ও গ্রন্থীতে বেদনা। শরীরে থেৎলানর ন্যায় বেদনার অনুভূতি। দেহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে জ্বালা। নাসিকার অবরুদ্ধতা ও শুষ্কতা। গ্রন্থীর স্ফীতি, ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ শুকিয়ে যায়। মুখ দুর্গন্ধ ও পচাগন্ধ করে। মুখে লালা স্রাব হয়। পেট ফাঁপে ও গড় গড় করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পায়ের পাতার ভারিত্ব বোধ এবং অসাড়তা, হাত, পা, পায়ের পাতার শোথ এবং স্ফীতি। চর্ম্মের অনুভূতিহীনতা **শরীরের ডান দিকেই** রোগাক্রমণের প্রাধান্যতা দৃষ্ট হয়। শরীরের নানা স্থানে হৃৎস্পন্দনের তালে তালে দপ দপ করে স্পন্দন হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে তবেই আর্স আইওড নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ক্যান্সার রোগে ইহা অত্যন্ত উপযোগী হয়। নাসিকার ক্যান্সার, চর্ম্মের ক্যান্সার, গ্রন্থিগুলি স্ফীত এবং কঠিন হয়। গ্রন্থীতে, ক্ষতে এবং চর্ম্মরোগে কঠিনতা স্পষ্ট হয়। গ্রন্থীতে, অস্থিতে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে,

অন্তরে এবং বাহিরে প্রদাহ বেদনা ও জ্বালা হয়। বেদনার প্রকৃতি সূঁচিবিদ্ধবৎ ও ছিন্নকর। নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থী স্ফীত হয়। অণ্ডে কঠিনতা এবং স্ফীতি সৃষ্ট হয়। বাঘির সহিত কোমল এবং কঠিন ক্ষত থাকে। লিঙ্গ ও চর্ম্মের চুলকানী, জরায়ুর ক্যান্সারে ভীষণ দুর্গন্ধ এবং ভয়ানক জ্বালা থাকে। ইহা ডিম্বকোষের বৃদ্ধি কঠিনতা ও প্রদাহ উৎপাদন করে। ডিম্বকোষে টিউমার উৎপাদন করে। বগলের গ্রন্থীতে স্ফীতি, টিউমার, হাজা, বিসর্প, সুড়সুড়ী চুলকানী, কঠিনতা, জ্বালা এবং হুল-বিঁধন যন্ত্রণাসহ ক্যান্সার ক্ষত উৎপাদন ও আরোগ্য করে। ইহাতে আর্সেনিকের ন্যায় ভীষণ জ্বালা আছে। মুখের ভিতর ক্ষত, কণ্ঠনালীতে ও শ্বাসনালীতে হাজা, জ্বালা ও ক্ষতভা সবই আছে।

বিউফো রানা
Bufo Rana

গরম কাতর { এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক ও টিউবারকুলার }

উপযোগিতা—যাহাদের মনের গোলমাল এবং স্মৃতি ও মেধা শক্তির স্ফূরণ হয় না, যাঁহারা ক্রমে ক্রমে মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বল হয়ে যায়, যাঁহারা বালক স্বভাববিশিষ্ট ও অকাল বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং বংশগত রোগ, অপস্মার, উন্মাদ, যক্ষ্মা ক্যান্সার প্রভৃতি গভীর মূল রোগপ্রবণতার মূলোৎপাটন করতে বিউফো উপযোগী হয়ে থাকে। ইহা অত্যন্ত সুগভীরক্রিয় ঔষধ।

উপশম—স্নান করিলে, শীতল বাতাসে, গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখলে উপশম অনুভব করে।

বৃদ্ধি—গরম ঘরে, আগুনের উত্তাপে, নিদ্রাভঙ্গের পর, গানবাজনা শ্রবণে, সামান্য শব্দে, উজ্জ্বল জিনিষ দেখায় সকল কষ্ট বেশী হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্মৃতি শক্তির নাশ, মেধা শক্তির হ্রাস, মনের বিশৃঙ্খলা, বালকের মত বোকা বুদ্ধি। ভাল মন্দ, সভ্যতা, ভদ্রতা, সামাজিকতা সে বুঝিতে অক্ষম হয়। তাহার বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হয় না। কথা বলিতে বলিতে হাসে। সে পূর্ণ বয়স্ক সময়েও শিশুর মত বেকুব থাকে। সে বোকার মত সামঞ্জস্যহীন কথা বলে। শিশুর মত ঘ্যান ঘ্যান করে, শিশুর মত আদর পেতে চায়। ঘরের ভিতর পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করে। কখন বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। একস্থানে স্থির হয়ে বেশী সময় থাকতে পারে না। সে একা থাকতে ভয় করে। অথচ নির্জনতা আকাঙ্ক্ষা করে। সামান্য বিষয়েই হাসে অথবা কাঁদে। কথা কহিতে ইতস্ততঃ করে। সে তোৎলা কথা কয়। তাহার অসংলগ্ন কথা বা অর্থহীন কথা কেহ বুঝিতে না পারিলে সে রাগিয়া যায়। সে ভয়ানক রাগী। ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকের জিনিষ-পত্র কামড়ায়, সহজে কাঁদে ও চীৎকার করে। আবার কোন সামান্য কথায় সে খিল খিল করিয়া হাসে, নির্ব্বোধের মত কথা বলে। যে সকল ব্যাপার হাস্যোদ্দীপক নয়, তাহাতেও সে হাসে। সে সহজেই হাসে ও সহজেই কাঁদে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ভয়ানক শৈত্যাভিলাষী, ঠাণ্ডা বাতাসে এবং ঠাণ্ডা জলে স্নান তার বড়ই প্রিয়। তিনি দিনে দুই তিন বার স্নান করেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করেন, স্নানের পর আরাম বোধ করে। ঠাণ্ডা বাতাসে শয়ন অথবা ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। গরম তাহার ভয়ানক অসহ্য। গরম ঘরে অথবা আগুনের নিকট থাকতে পারে না, তাহলে তার শিরোবেদনা এবং মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চয় হয়। মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠে, গরম অসহ্য হলেও পা দুটি গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে আরাম বোধ করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—তাহার মাংস খাইবার প্রবল ইচ্ছা, অল্প অল্প করিয়া তাহাকে অনেকবার খেতে হয়।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা, অনেকখানি করিয়া ঠাণ্ডা জল খায়, অনেকবার জলপান করে, একটি রোগীকে বলতে শুনেছি "আমি সারাদিনে এক বালতি কলের জল খাই।"

মূত্র—অনিচ্ছায় মূত্র নির্গত হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—উদরের মধ্যে ভয় এবং উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হয়। হস্তমৈথুনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে নির্জন স্থান অন্বেষণ করে, গান-বাজনা তাহার অসহ্য, সঙ্গীত তাহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। সর্ব্বদা জননেন্দ্রিয়ে অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে হাত রাখার অভ্যাস তাহার বরাবর থাকে। শরীরের প্রদাহিত স্থানে, অথবা অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রে, ভয়ানক জ্বালা, সামান্য শব্দ তাহার কষ্টদায়ক হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই বিউকো নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে। বিউকো ঔষধটি মানসিক লক্ষণের সাদৃশ্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, অন্যথায় নহে।

কর্ণমূল গ্রন্থীর স্ফীতি, শিরার বিস্তৃতি ও স্ফীতি। ঐ স্ফীতি রক্তস্রাবপ্রবণ হয় এবং টিউমারে পরিণত হয়। কুচকী গ্রন্থীর প্রদাহ, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা, জরায়ু ও ডিম্বকোষে জ্বালা। ডিম্বকোষে জ্বালাকর উত্তাপ এবং সূঁচিবিঁধন যন্ত্রণা হয়। জরায়ুতে বিস্তার-শীল জ্বালা যন্ত্রণা সহ ক্ষত ও কর্কট উৎপন্ন হয়। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষতের সহিত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে এবং জরায়ুর কর্কট রোগে সূঁচিবিদ্ধকর ও বিদীর্ণকর অথবা ছিন্নকর যন্ত্রণার সহিত রক্তাক্ত দুর্গন্ধ প্রদর বিদ্যমান থাকে। জরায়ুর স্রাব এতই দুর্গন্ধ থাকে যে মনে হয় যেন ভিতরের মাংস পচিয়া গিয়াছে। তথা হইতে

পাতলা পূঁজ স্রাব হয়। ঐ স্রাব জলের মত পাতলা অথবা হলদে রঙের হয়। স্ফীত ও বিস্তৃত জরায়ুর উপর ফোস্কা দেখা যায়। স্তনের ক্যান্সারে স্ফীত স্থানটির চারিদিকে জ্বালাকর যন্ত্রণা হয়, এবং বড় বড় হলদে রঙের ফোস্কা সৃষ্ট হইতে থাকে। স্তন দুগ্ধের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, শরীরের সর্বত্র; কণ্ঠনালী, ফুসফুস, জরায়ু প্রভৃতি অভ্যন্তর যন্ত্রে ভীষণ জ্বালা ও প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে। বুকে শীতলতার অনুভূতির সহিত, ফুসফুসে আগুনের মত জ্বালা বিদ্যমান থাকে। ঐ জ্বালা কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফুসফুসে পচা ক্ষত সৃষ্ট হয়। হাতের আঙ্গুলে পুনঃপুনঃ ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং বার বার আঙ্গুলহাড়া হইতে থাকে।

ব্যারাইটা কার্ব্ব
Baryta Carb

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—এই ঔষধটি শরীরের বর্দ্ধনের খর্ব্বতা জন্মায়, শুধু যে বর্দ্ধনের খর্ব্বতা জন্মায় তা নয়, দেহ মন এবং দেহের অভ্যন্তর যন্ত্রাদিরও খর্ব্বতা উৎপাদন করে। উদর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। শরীরের উপর ক্ষত সৃষ্ট হয় এবং ক্ষতের দেওয়ালগুলি কঠিনতর হইতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ জড়ত্বের দিকে যায়, শিশুরা খেলাধূলা করতে চায় না। ঘরের কোণে বসে থাকে, ঘ্যান ঘ্যান করে। ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি ধাতু দোষ সংশোধক গভীরক্রিয় ঔষধ, ইহা বংশগত ক্ষয় দোষের মূলোৎপাটন করে এবং পুনঃপুনঃ চাপা দেওয়া চিকিৎসার কুফলে যে সকল দুরারোগ্য রোগের আবির্ভাব হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যে অবস্থাকে দুরারোগ্য বলে বর্ণনা করেন, সেইরূপ অবস্থায় ইহা উপযোগী হয়।

উপশম—ইহার কষ্টগুলি সঞ্চালনে ও মুক্ত বাতাসে ভাল থাকে, শয়নে উপশম হয়। শিরোবেদনা নির্ম্মল বায়ুতে ও মুক্ত বাতাসে ভাল থাকে। কাশি উপুড় হইয়া শয়ন করিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হয় ঠাণ্ডায়, দাঁড়াইলে, বসিয়া থাকিলে, গরম আব-হাওয়ায় রোগ উপস্থিত হয়। বামপার্শ্বে শয়নে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—যাহাদের ব্যারাইটা প্রয়োজন হয়, তাহারা বিলম্বে জীবিকা অর্জ্জনের কাজে উপযোগী হয়। লেখাপড়া শিক্ষা করা, কথা বলা, কাজকর্ম্ম করা প্রভৃতি সমস্তই বিলম্বে শিক্ষা করে। মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়। সবল সুন্দর ভাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও বিলম্বে হাঁটিতে শিক্ষা করে। তাহারা চৌকস হয় না, চালাক হয় না। অপরিচিত লোক দেখিলে শিশুরা আসবাবপত্রের পেছনে লুকায়। লেখাপড়া শিখিতে পারে না, মুখস্থ করিতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীগণ শিশুর মত পুতুল নিয়ে খেলা করে এবং বোকার মত কথা বলে। ইতস্ততঃ মাথা নাড়ে, মস্তিষ্কে চাপ বোধ করে গলায় গোঁজ থাকার অনুভূতি থাকে। শিশুরা অন্যান্য ছেলেদের মত খেলাধূলা করে না, চুপচাপ ঘরে বসে থাকে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—ইহার চেহারা শুষ্ক শীর্ণ বৃদ্ধের মত দেখায়, বয়স অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধ দেখায় অর্থাৎ ইহা অকাল বার্দ্ধক্য আনয়ন করে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী শীতার্ত্ত থাকে, ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্টবোধ করে, ঠাণ্ডা লাগিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি হয়। ইহার রোগী উত্তাপ এবং ঠাণ্ডার অতিরিক্ততায় বিচলিত হয়, অতিরিক্ততা সহ্য করতে পারে না। গরম আবহওয়ায়ও তাহার রোগ উপস্থিত হয়।

মাথায় রক্ত উত্থিত হয়। সন্ন্যাস রোগের সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয়। উত্তাপে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়। নির্মল এবং মুক্ত বাতাসে সে আরাম বোধ করে।

মল—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, মল কঠিন এবং গাঁট গাঁট হয়, অত্যন্ত কষ্টে নির্গত হয়। তাহাও প্রচুর অথবা উপযুক্তভাবে হয় না। সরলান্ত্রের ক্রিয়ার অভাব বশতঃ মলমূত্র ত্যাগ কালে অর্শ বাহির হয়।

মূত্র—মূত্রাশয়ের মুখস্থিত গ্রন্থি বর্দ্ধিত হয়।

ঘর্ম্ম—পায়ের পাতায় দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। পদঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া পীড়া হয়। পায়ের পাতার তলাতে ক্ষততা অনুভূত হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—ইহার রোগী ডান পার্শ্বে শয়ন করে, বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, তাহাতে হৃৎস্পন্দন হয়। উপুড় হইয়া শয়ন করিলে কাশির উপশম হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—শরীরের অকালবার্দ্ধক্য, সকল স্থানের গ্রন্থি বর্দ্ধিত, প্রদাহিত ও কঠিন হয়। মস্তকে যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া হয়। মস্তক ইতস্ততঃ অনিচ্ছায় এপাশ ওপাশ নড়ে। কেশ পতন হইয়া মাথায় টাক পড়ে। অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন কুয়াসার মধ্য দিয়া দেখিতেছে। চক্ষুতে ছানি জন্মায়। কর্ণে নানারূপ খড় খড় শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়। বৃদ্ধ লোকদের বুকে মোটা ঘড় ঘড় শব্দ এবং শ্লেষ্মা সঞ্চয় হয়। জননেন্দ্রিয় শিথিল এবং ধ্বজভঙ্গ হয়। সঙ্গম প্রবৃত্তি কমিয়া যায়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গেঁটে বাতের যন্ত্রণা হয়, হাঁটুতে হঠাৎ তীব্র বেদনা হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—রোগীর দেহের বর্দ্ধন আংশিক অথবা সম্পূর্ণ স্থগিত হয়ে যায়। ইহা শুধু যে শরীরের বৃদ্ধিতে খর্ব্বতা উৎপাদন করে তা নয়, মনের বৃদ্ধিতেও খর্ব্বতা উৎপাদন করে, দেহের শীর্ণতা প্রাপ্তি

ঘটায় এবং ক্রমশঃ শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। কিন্তু গ্রন্থীমণ্ডলের ও উদরের বৃদ্ধি ঘটায়, কখন কখন শরীরের একটি মাত্র যন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। একপার্শ্বের অথবা আংশিক ভাবে শরীরের বর্দ্ধন হয়। গ্রন্থীর বৃদ্ধি এবং কঠিনতা সৃষ্ট হয়। দেহের শীর্ণতা প্রাপ্তি ও উদর বর্দ্ধিত হয়। মনের খর্ব্বতার সহিত সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত, রক্ত সঞ্চয় এবং প্রদাহিত হয়। আলজিভ গ্রন্থি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন কোন শিশুর হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কোন রোগ হইবার পর দেহের বৃদ্ধি থামিয়া যায়, উদর বৃহৎ এবং শরীর শীর্ণ হইতে থাকে, তখন ব্যারাইটার প্রয়োজন হয়, অল্প বয়সেই অকাল বার্দ্ধক্য এসে পড়ে। তাহাকে শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও সে বুঝিতে পারে না। অশিক্ষিত থাকিয়া যায়, শিক্ষা ও বর্দ্ধন থামিয়া যায়, বুদ্ধি জড়ত্ব-প্রাপ্ত হয়, বিবেকের অভাব হয়। নবাগত ব্যক্তির নিকট ভীত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা শিশুর মত খেলা করে ও শিশুদের সঙ্গে মিলে মিশে ও বালক-সুলভ চপলতা প্রকাশ করে থাকে।

ক্যান্সার ঃ উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ, উপশম বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে, তবেই ইহা নিম্ন-লিখিত ক্যান্সার রোগে উপযোগী হইবে, অন্যথায় নহে। শরীরের সর্বত্র গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত ও কঠিন হয়, ঘাড়ের গ্রন্থী, কুঁচকী গ্রন্থী, উদরের রসবাহী গ্রন্থী, সমস্তই আক্রান্ত হয়। ঘাড়ের উপর গ্রন্থীলমালা সৃষ্ট হয়, টন্‌সিল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া শীতার্ত্ত হইলে, রোগীর ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। বর্দ্ধিত গ্রন্থিগুলিতে উন্মুক্ত বাতাস লাগিলে উহা স্ফীত ও বর্দ্ধিত হয় প্রদাহিত হয় এবং উহাতে রক্ত সঞ্চয় হয়। গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হয়, ক্ষতের তলদেশেও কঠিন হয়। উন্মুক্ত ক্ষতের ধারগুলি কঠিন হয়। ব্যারাইটা কার্ব্ব মেদময় টিউমার এবং পুঁজকোষ পূর্ণ

টিউমার উৎপাদন করে। ইহা ক্যান্সার ক্ষত উৎপাদন এবং আরোগ্য করে। চর্ম্মের গুটিকা এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জুবিত টিউমার উৎপাদন এবং আরোগ্য করে। চক্ষুর পাতা দানাময় হয়, চক্ষুর চারিদিকের ঝিল্লী ও তন্তু পুরু হয়। কর্নিকায় ক্ষত হয়। কর্ণের চারিদিকের গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতার সহিত প্রদাহ হয়। সর্ব্ব প্রথম স্ফীতও হয়, অবশেষে ঐ স্ফীতি কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হইয়া থাকে। কর্ণ রোগের সহিত ঘাড়ের চারিদিকের অপরাপর গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হয়। ঘাড়ের রসবাহী গ্রন্থিগুলিতে গাঁট উৎপন্ন হয়। চোয়াল নিম্নবর্তী গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত এবং কঠিন হয়, আলজিভ বর্দ্ধিত ও কঠিন হয়। এই সকল গ্রন্থী ঠাণ্ডায় এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে হঠাৎ প্রদাহিত ও বর্দ্ধিত হয়। ব্যারাইটা কার্ব্ব বর্দ্ধিত গ্রন্থী আরোগ্য করিবার আশ্চর্য্য ঔষধ। আলজিভের তরুণ প্রদাহে বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণা ঠাণ্ডা লাগিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলে ইহা আরোগ্য করে। আরক্ত জ্বরের পর কর্ণমূল গ্রন্থি ও চোয়াল নিম্নবর্তী গ্রন্থী বৃদ্ধি ও কঠিন হয়। জিহ্বার কঠিনতা, কণ্ঠদেশে এবং আলজিহ্বার কোষময় অন্তর প্রদাহ হয়। গলদেশ দানাপূর্ণ থাকে, সেইজন্য গলনলী প্রত্যেকবার ঠাণ্ডা লাগায় প্রদাহিত ও স্ফীত হয়। আলজিভ দুইটি বড় জুটি সুপারীর মত দেখায়। তখন কণ্ঠস্বর স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। তখন সে ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়। কথা বলিতেও কষ্ট হয়। গলায় জ্বালা হয়। গলার অবরোধ হয়, খাদ্য গিলিতে আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। মধ্যান্ত্র স্ফীত এবং কঠিন হয়। উদর বৃহৎ হয়। প্রষ্টেট গ্রন্থি বর্দ্ধিত হয়। ঘাড়ের পেছনের গ্রন্থি স্ফীত হয়, পিঠের উপর টিউমার উৎপন্ন হয়। ইহা দেহের উপর সর্ব্বত্রেই আঁচিল উৎপন্ন করে। পায়ের পাতার উপর ক্ষত উৎপন্ন হয়।

ব্যারাইটা মিউর
Baryta Muriaticum

গরমকাতর { একটি সোরিক ও একটি টিউবারকুলার

উপযোগিতা—ইহা গভীরভাবে কার্য্যকরী ধাতুদোষ সংশোধক ঔষধগুলির অন্যতম। মানসিক দুর্ব্বলতায়, উন্মত্ততায় এবং কামোন্মাদনায় ইহা উপযোগী হয়।

উপশম—কতকগুলি লক্ষণ সঞ্চালনে উপশম হয়। শয়নে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গুটাইয়া রাখিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, দুপুরের সময়, বৈকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে এবং মধ্যরাত্রির পর রোগগুলি আরম্ভ হয়। রোগীর কষ্টগুলি ঠাণ্ডা লাগিলে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি হয়। ভিজা আবহাওয়ায় এবং বসন্তকালে বৃদ্ধি হয়। ঋতুর পূর্ব্বে এবং ঋতুর সময়ও বৃদ্ধি হয়। উঠিয়া দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয়। বসিয়া থাকিলে, নিদ্রিতাবস্থায় এবং নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগীর শরীর ও মনের উৎকণ্ঠা, অত্যন্ত অবসন্নতা এবং সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা। শিশুরা ধীরে ধীরে শিক্ষা করে এবং বুঝিতে পারে। তাহারা খেলা করিতে ইচ্ছা করে না। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। মন নিরানন্দ। সে মনে করে মরিতে যাইতেছে। নির্ব্বোধের মত ব্যবহার করে। জড়বুদ্ধি, মূঢ়তা, ঔদাসীন্য, উন্মত্ততা, প্রবল কামোত্তেজনা এবং অদৃঢ় সংকল্প। সে নীরবে বসিয়া থাকে, হতবুদ্ধির মত উত্তর দেয়। সহজে চমকে উঠে। কথা কহিতে অনিচ্ছুক কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় কথা কয়। সে মূর্চ্ছিত এবং অচেতন হয়। হাঁটবার সময় শিরোঘূর্ণন হয়।

সে তাহার চারিদিকের বস্তুগুলিকে ঘুরিতে দেখে এবং সহজেই রেগে উঠে।

ব্যাক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—ব্যারাইটা কার্ব্বের অনুরূপ।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ইহার রোগী খোলা বাতাস চায় অথচ খোলা বাতাসে তাহার কষ্টগুলি বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং ঠাণ্ডা লাগলে তার কষ্টগুলি বেশী হয়। সে সালফারের মত স্নান করতে ভয় করে। ভিজা ভিজা আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না। ভিজা আবহাওয়ায় তার কষ্টগুলি বেশী হয়। ঠাণ্ডা লাগলে তার চোয়াল গ্রন্থী, টন্‌সিল গ্রন্থী, কর্ণমূল গ্রন্থী, প্রদাহিত ও স্ফীত হয়। রোগী গরমে কষ্ট বোধ করে, খোলা বাতাসে থাকতে চায়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগীর ক্ষুধা হয় লোভীর মত প্রচুর, নতুবা ক্ষুধার অভাব দৃষ্ট হয়। তখন খাদ্যে অনিচ্ছা করে। শুষ্ক রুটি খেতে ইচ্ছা করে। আহারের পর পাকস্থলীতে শূন্যতা অনুভূত হয়। পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়। খাদ্য হজম করিতে পারে না। আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা বমনেচ্ছা ও বমন হয়, উকি উঠে, পিত্ত-রক্ত-শ্লেষ্মা ও জল বমন হয়।

পিপাসা—শীতের সময় জিহ্বা শুষ্ক থাকে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা হয়। পানীয় ভালবাসে ও প্রচুর জল পান করে।

মল—ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধ, কষ্টদায়ক মলত্যাগ করে। মল কঠিন এবং আম জড়িত থাকে। মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই থাকে না। উদরাময় যন্ত্রণা রক্তময় আমমিশ্রিত আমাশা অথবা আঁঠাল

মলত্যাগ করে। মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা হয়। মলদ্বারে চুলকানী ও ভিজা থাকে। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃস্বরণ হয়। অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব হয়। মলদ্বার চুলকায় রক্তামাশা ও অর্শ প্রায়ই থাকে। মলের সহিত কৃমি নির্গত হয়।

মূত্র—মূত্রস্থলীর প্রদাহ ও মূত্র অবরোধ হয়। সর্ব্বদাই ভীষণ নিষ্ফল মূত্রপ্রবৃত্তি। মূত্রত্যাগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। মূত্রনালী হইতে লালা মেহ স্রাব হয়। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে যন্ত্রণা এবং সাদা তলানী পতিত হয়। মূত্র প্রচুর এবং অত্যন্ত পচাগন্ধ জলের মত অথবা হলদে রঙের হয়।

ঘর্ম্ম—পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম। অবরুদ্ধ পদঘর্ম্ম।

শয়ন ও নিদ্রা—অস্থির নিদ্রা। অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিদ্রালুতা। মধ্যরাত্রের পূর্ব্বে নিদ্রাহীন হয়। রাত্রে সর্ব্বদাই জাগিয়া উঠে।

প্রতিশ্যায়—ঠাণ্ডা লাগিয়া কণ্ঠনলীর ও শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায় হয়। উহাতে প্রদাহ সুড়সুড়ী এবং স্বর ভঙ্গ হয়। কর্কশ কাশি হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—শরীরে আক্ষেপের সহিত বৈদ্যুতিক আঘাতের মত আঘাত হয়। শরীরের স্থানে স্থানে কম্পন চড়চড়ানী মোচড়ানী বেদনা এবং দুর্ব্বলতা জন্মে। অতিকষ্টে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িতে পারে। মাথার মধ্যে একপ্রকার সঞ্চালনের অনুভূতি থাকে। থেঁৎলানবৎ বেদনা ও আঘাতবৎ বেদনা থাকে। নিম্নাঙ্গ, হাঁটু ও পায়ের পাতায় স্ফীতি। অতি সত্বর ও প্রচুর যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শ্বাস কষ্ট, হৃৎস্পন্দন, দুর্ব্বলতা, শরীর বিধানের অবসন্নতা বশতঃ শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। গ্রন্থীমণ্ডলের কঠিনতা, প্রদাহ, স্ফীতি, শিরার অতিবৃদ্ধি, শরীরের উপর সর্ব্বত্র পোকা হাঁটার

মত সুড়সুড়ী অনুভূত হয়। পেশীমণ্ডলে নিম্নাভিমুখী ছিন্নকর যন্ত্রণা হয়। একপার্শ্বিক অথবা শুধু বাম পার্শ্বিক পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। দেহের অভ্যন্তরে থেৎলানর মত, কর্ত্তনের মত ও খনন করার মত যন্ত্রণা হয়। যে কোন রোগে বাম পার্শ্ব আক্রমণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উদর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্পন্দন হয়। মুখে দুর্গন্ধ, পচাগন্ধ ও লালা স্রাব হয়। গলদেশে ক্ষত এবং সুড়সুড়ীর দীর্ঘতা প্রাপ্তি ঘটে। দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা বশতঃ সর্ব্ব শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভারিত্ব অনুভূত হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, উপশম, বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ব্যারাইটা মিউর নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। শিরার বৃদ্ধি, প্রদাহে ক্ষতে চুলকানী, ক্ষত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তস্রাব হয়। যন্ত্রণাপূর্ণ গ্রন্থীর প্রদাহ স্ফীতি ও কঠিনতা প্রদাহিত স্থানে জ্বালা, কর্ত্তনকর ও খননকর যন্ত্রণা হয়। কিন্তু যন্ত্রণা হীনতারই প্রাধান্য থাকে। যন্ত্রণা থাকা একটি ব্যতিক্রম। গ্রন্থীতে এবং শিরায় সূঁচিবিদ্ধকর যন্ত্রণা হয়। রোগীকে শুয়ে থাকতে হয়। বসে থাকলে বা দাঁড়াইলে কষ্ট হয়। সর্ব্ব শরীরেরই দুর্ব্বলতা বশতঃ অতি কষ্টের সহিত দেহ নাড়িতে পারে। গ্রন্থীর রোগে ইহা কোনায়ামের অনুপূরক, কোনায়াম অপেক্ষা আরও গভীরক্রিয়। কানে পূঁজের সহিত চোয়াল নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থীর অত্যন্ত কঠিন প্রদাহ ও স্ফীতি উৎপন্ন হয়। দন্ত মাড়ীতে রক্ত-স্রাব প্রদাহ এবং ক্ষত থাকে। আরক্ত জ্বরের পর ডান কর্ণমূল গ্রন্থী ঘাড়ের এবং চোয়ালের নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থীর প্রদাহ, কঠিনতা ও বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা সহ মুখ হইতে পচাগন্ধ

নির্গত হয়। দুর্গন্ধ লালা স্রাব হয়। কথা বলা কষ্টকর হয়। দন্তমাড়ী ও তালু বর্দ্ধিত হয়। গলা ও আলজিভের প্রদাহ, আলজিভ বর্দ্ধিত এবং দীর্ঘ হয়। ঠাণ্ডা লাগায় আলজিভ বর্দ্ধিত হয়। খাদ্য গিলবার সময় গলায় জালা এবং গিলন কষ্ট হয়। গলার শিরা বর্দ্ধিত হয়। গ্রীবা গ্রন্থীর বৃদ্ধি ও কঠিনতা প্রাপ্তি যকৃৎ কুঁচকী গ্রন্থী স্ফীত হয়।

ব্রোমিয়াম
Bromium

গরমকাতর { এন্টি সোরিক ও টিউবারকুলার }

উপযোগিতা—ব্রোমিয়ামের রোগী খুব কম দেখা যায়। সেইজন্য এই ঔষধটি অনাবশ্যকবিধায় অবহেলিত। কিন্তু যেখানে ব্রোমিয়ামের লক্ষণ বেশী বিদ্যমান থাকে সেখানে অন্য কোন ঔষধ ইহার স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালের গরম দিনে খুব গরম বোধ ভোগ করায় এবং বর্ষাকালে ও বসন্তকালে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ব্রোমিয়াম উপযোগী হয়ে থাকে।

উপশম—সঞ্চালনে, ভ্রমণকালে, আহারের পর, অশ্বারোহণে, এমোনিয়ার বাষ্প গ্রহণে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যার সময় হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, গরমে ও গরম ঘরে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার মানসিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তবে রোগী মনে করে ফুসফুসে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী বায়ু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। এইজন্য গভীর শ্বাস লওয়ার প্রয়োজন হয়। রোগীর শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম

করিতে খুব একটা ইচ্ছা হয় না, তবে শারীরিক পরিশ্রম করিতে একেবারে অনিচ্ছা ও অক্ষম হয়। কারণ সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইতে থাকে। তাহার প্রত্যেক কাজে অনিচ্ছা, গৃহ কর্ম্মে কোন যত্ন বা ইচ্ছা থাকে না। সে অত্যন্ত উদাসীন ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত থাকে। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ, দুঃখিত ও নিরুৎসাহ। প্রত্যেক রোগের সহিত উৎকণ্ঠা, গরম হইলে রোগী ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—পাতলা ফিকে নীল চক্ষু, কটা রঙের চুল, পাতলা ভ্রু, সুন্দর কোমল ত্বক। যাহাদের গ্রন্থী স্ফীতিপ্রবণ এবং দূষিততা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ধাতের লোকের মুখমণ্ডল হয় রুগ্ন পাণ্ডটে বর্ণ এবং বৃদ্ধের মত চেহারা দৃষ্ট হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী গরম অথবা গরম হাওয়া সহ্য করিতে পারে না। সে গরম হইলেই পীড়িত হয়। গায়ে কোনরূপ আবরণ সহ্য করিতে পারে না আবার পীড়িত হইলে সে ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহ তাহাকে শীতে কাতর করে ফেলে। গ্রীষ্মকালের প্রথম গরম আবহাওয়ায় তাহার শরীর পীড়িত হয় (ল্যাকেসিসের মত) বর্ষাকালের ভিজা ঠাণ্ডা হাওয়ায়ও পীড়িত হয় তাহলেও সে শীতল বাতাস ভালবাসে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী গরম খাদ্য খেতে পারে না। গরম খাদ্য বা পানীয় পান করিলে তাহার পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয়। সে ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয় খেতে ভালবাসে। টক বা অম্লাক্ত খাদ্য খেতে অনিচ্ছা করে। উদরের পীড়ায় আহারের পর মলত্যাগ

করতে হয়। আহারের পর মলত্যাগ করিতে হয়। আহারের পর হয় উদরাময় না হয় বমন হইবেই।

পিপাসা—পিপাসা হয় কিন্তু গরম পানীয়ে অনিচ্ছা করে। পাকস্থলীতে বা গলার ক্ষত থাকিলে গরম পানীয়ে তাহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

মল—আহারের পরেই উদরাময় হয়। মলের সহিত ঝিল্লী নির্গত হয়। কাল গাদের মত মল, মলত্যাগের সহিত যন্ত্রণাদায়ক বলি নির্গত হয়। মলত্যাগ কালে ও মলত্যাগের পর অর্শবলি নির্গমন হয়। বলির স্ফীতির জন্য মলত্যাগ যন্ত্রণাপূর্ণ হয়। উদরাময়ে কাল বর্ণের মলত্যাগ করে।

ঘর্ম্ম—অত্যন্ত ঘর্ম্মের সহিত শ্বাস কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সর্দ্দিতে হাঁচি হয়, নাসারন্ধ্র অত্যন্ত জ্বালা করে ও নাসিকায় ক্ষত হয়। গ্রীষ্মকালে ভীষণ সর্দ্দি হয়, সর্দ্দিতে নাসারন্ধ্রের চারিদিকে হেজে যায় ও ক্ষত উৎপন্ন হয়। শরীরের অন্য কোন অঙ্গ অপেক্ষা কণ্ঠনলীই অধিক আক্রান্ত হয়। কণ্ঠনলীতে হাজা ও ক্ষততা, স্বরনাশ ও স্বরভঙ্গ হয়। কণ্ঠনলীর সুড়সুড়ি অবিরাম কাশাইতে থাকে, কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাস করাত চেরার মত ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করিতে থাকে। ব্রোমিয়াম শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের এবং শ্বাসপথের প্রতিশ্যায়িক পীড়ায় প্রয়োজনীয় ঔষধগুলির অন্যতম, ঋতুকালের পূর্ব্বে এবং ঋতুর সময়ে ডিম্বকোষ প্রদেশের স্ফীতি ও যন্ত্রণা হয়। যোনি দিয়া উচ্চ শব্দে বায়ু নির্গত হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—গ্রীষ্মকালের গরম ভোগজনিত পীড়ায় ইহা অত্যন্ত উপযোগী। শীতকালের শুষ্ক শীতল বাতাসে পীড়িত হইলে যেমন 'একোন' প্রয়োজন হয়, তেমনি গ্রীষ্মকালের গরম ভোগজনিত পীড়ায় 'ব্রোমিনের' প্রয়োজন হয়। গরম ভোগজনিত ক্রুপ কাশি

স্বরভঙ্গ ও স্বরনাশ হয়। সকল রোগের সহিত হৃৎস্পন্দন হয়। শরীরের বাম পার্শ্বেই রোগাক্রমণের প্রাধান্যতা লক্ষিত হয়। রাত্রিকালে নিঃশ্বাসের অভাবে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে। কণ্ঠনলীতে সাঁই সাঁই ঘড় ঘড় শব্দের সহিত শ্বাস কষ্টের জন্য খাবি খাইতে থাকে। নাসাপক্ষের সঞ্চালন হয়। রোগী ভীষণ দুর্বল অবসন্ন ও শীর্ণ হয়। হস্তপদাদি কম্পিত হয়, তাহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং সাদা পাংশুটে স্রাব নির্গত হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি এবং প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণাবলির বিদ্যমানতায় ইহা ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় কিছুই হইবে না। ব্রোমিয়ামে গ্রন্থিগুলি স্ফীত ও কঠিন হয়। ঐ কঠিনতা দীর্ঘ সময় থাকিয়া যায়। গ্রীবাগ্রন্থী, জিহ্বার নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থী, চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থী অতিবৃদ্ধি ও কঠিন হয়। প্রদাহের অবস্থা অত্যন্ত ধীর হয়। যে সকল অঙ্গ প্রদাহি হয়, উহা স্ফীত, স্ফীত এবং কঠিন হয়। অত্যন্ত কঠিনতা যুক্ত বর্দ্ধিত শিরায়, গ্রন্থীর গুটিকায়, তন্তুর গুটিকায় ইহা উপকারী হইয়াছে। ঘাড়ের গ্রন্থী কর্ণ-মূল গ্রন্থী চোয়াল নিম্নবর্ত্তি গ্রন্থী কণ্ঠদেশের উপাস্থি গ্রন্থীর অত্যন্ত বৃদ্ধি ও কঠিনতা ঠিক যেন গণ্ডমালা গ্রাই গ্রন্থীর অনুরূপ অবস্থা উৎপাদন করে। গ্রীষ্মকালের উত্তাপে ব্রোমিন রোগী পীড়িত হয়। ক্যান্সার এবং গুটিকা রোগ ইহা আরোগ্যদায়ক ঔষধগুলির অন্যতম। কর্ণের উপদ্রবের সহিত গ্রন্থীর স্ফীতি, কর্ণমূল গ্রন্থী বর্দ্ধিত ও কঠিন হয়। কখন কখন কর্ণে পূঁজোৎপত্তি সহ বাম কর্ণমূল গ্রন্থীর স্ফীতি ও কঠিনতা উৎপাদন করে। অণ্ডকোষ এবং ডিম্বকোষ সমস্তই আক্রান্ত হয়। চোয়াল নিম্নের এবং গলার গ্রন্থিগুলি পাথরের মত কঠিন হয়। গিলন কষ্ট উৎপন্ন হয়। গলনলীর সংকোচন হয়। বাম অণ্ডকোষের স্ফীতি ও কঠিনতা, বাম অঙ্গের গলার বামদিকের গ্রন্থী

এবং বাম ডিম্বকোষের স্ফীতি ও কঠিনতা। অবিরাম মৃদু যন্ত্রণা কতকগুলি ঔষধ শরীরের বামদিকে আক্রমণ করে আর কতকগুলি ঔষধ শরীরের ডানদিকে আক্রমণ করে। ব্রোমিয়াম ল্যাকেসিসের মত ডানদিক অপেক্ষা বামদিকই অধিক আক্রমণ করে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কণ্ঠনলীতেই ইহা অধিক রোগ উৎপাদন করে। কণ্ঠনলীতে প্রদাহ, হাজা, ক্ষততা স্ফীতি কঠিনতা স্বরভঙ্গ ও গিলন কষ্ট উৎপাদন করে। কণ্ঠনলী অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয় এবং অবিরত ক্ষতবৎ বেদনা থাকে। রোগী স্বরহীনতায় ও কণ্ঠনলী হাজা অবস্থায় অবিরত কাশিতে ও কণ্ঠনলী চাছিতে থাকে কিন্তু শান্তি পায় না। ক্রুপ কাশি চলিতে থাকিলে ব্রোমিয়াম উহা আরোগ্য করে। স্ফীতি কঠিনতা ক্ষত এবং উহাতে দুষিততা প্রাপ্তি ইহার খুব সাধারণ লক্ষণ ক্রুপ কাশিতে এবং ডিপথিরিয়ায় শ্বাসকষ্ট হয়, শ্বাস রোধ হয়, শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে। নিঃশ্বাসের জন্য রোগী খাবি খাইতে থাকে। ইহা গলার বামপার্শ্বে অত্যন্ত ভীষণ এবং দুষিত প্রকৃতির ডিপথিরিয়া উৎপন্ন করে। গলার ঝিল্লী জন্মায়, শ্বাস রোধ করে। গলনলী বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত অবসন্নতার সহিত মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। শরীর বিধানে স্ফীতি কঠিনতা প্রদাহ ক্ষত এবং উহাতে দূষিততা উৎপাদন করা ইহার খুব সাধারণ লক্ষণ।

কষ্টিকাম
Causticam

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক।

উপযোগিতা—দীর্ঘকাল স্থায়ী শোক, দুঃখ, রাত্রি জাগরণ, নিদ্রাহীনতা, ভয়, আনন্দ, ক্রোধ, বিরক্তি, আকস্মিক চিত্তবিকার এবং উদ্ভেদ অথবা চর্ম্মরোগ স্থূল ভেষজ সাহায্যে বিলুপ্তি হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় এবং যে শিশুরা বিলম্বে হাঁটিতে শিখে, হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায়। বহুদিনের পুরাতন আঘাতিত স্থান পুনরায় টাটিয়ে উঠে। কঠিন রোগ ভোগের পর পক্ষাঘাত হয়। বায়ু পথ ও মূত্র পথের পীড়া জন্মে, নানাস্থানে আঁচিল জন্মে, ঠাণ্ডা লাগান বা শীতের দিনে নদী হ্রদ প্রভৃতির অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান করায় অথবা শীতকালের ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ গায়ে লেগে যে সকল পীড়া জন্মে তাহাতে কষ্টিকাম উপযোগী হয়ে থাকে।

উপশম—গরমে, গরম বিছানায়, শীতল জল পান করিলে, শয্যার উষ্ণতায়, প্রয়োগ করা উত্তাপে অধিকাংশ কষ্টের উপশম হয়। ঠাণ্ডা জলে ধোয়ায় পক্ষাঘাত ও মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা ভাল থাকে। হস্তাঙ্গুলীর যন্ত্রণা উত্তাপে উপস্থিত হয়। বর্ষায় বর্ষাকালে এবং উষ্ণ বায়ুতে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, শীতকালে, অমাবস্যায়, নিদ্রাভঙ্গে, স্নান করিলে, খোলা বাতাসে, বৃষ্টিতে ভিজিলে, ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়। দেহের ডানদিকে রোগাক্রমণ হয়। রোগীর যন্ত্রণা উত্তাপে কিছু উপশম হলেও শুষ্ক ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি হয়। গরম ভিজা আবহাওয়ায়ও বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জলে স্নান করায় বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী দুর্ব্বল, বিমর্ষ, নৈরাশ্যপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ ভীতিদায়ক অবস্থায় থাকে। তাহার মনে সর্ব্বদাই নিরাশা যেন

তাহার কোন কিছু ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার স্নায়ু প্রণালী শব্দে, স্পর্শে, উত্তেজনায় চমকে উঠে। নিদ্রায় চমকে উঠে। পেশীর সংকোচন ও উৎক্ষেপ হয়। মনের উন্মত্ততা, সে চিন্তা করিতে অক্ষম হয়। সে তাহার পেশা ও ব্যবসায় চালাতে পারে না। সে মনের ক্ষীণতর অবস্থায় যায়। ভয়সূচক কল্পনা ও উৎকণ্ঠায় অভিভূত হয়। তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই ভয় হয়। মৃত্যুভয়ে, সর্ব্বদাই কোন ভীতিদায়ক ঘটনার পূর্ব্ব দৃষ্টি করে। বহুদিন স্থায়ী শোক ও দুঃখ হইতে এবং ব্যবসায় বিরক্তি হইতে ক্লান্ত হয়। সামান্য কারণেই শিশুরা কেঁদে উঠে। হাঁটা শিখিতে বিলম্ব হয়। হাঁটতে হাঁটতে শিশুরা সহজেই পড়ে যায়। সর্ব্বদাই নড়িতে ইচ্ছা করে কিন্তু নড়নে শান্তি পায় না। শোক দুঃখ এবং ক্রোধ হইতে পীড়িত হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—পুরাতন বাত ভোগকারী এবং যাহারা ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়েছে, যাহাদের কাল চুল সুদৃঢ় দেহতন্তু, মলিন মুখাকৃতি, বায়ুপথের ও মূত্র-পথের পীড়ায় যাহারা ভুগে, তাহারাই ইহার উপযোগী ক্ষেত্র।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী উত্তাপ বা ঠাণ্ডার অতিরিক্ততা সহ্য করিতে পারে না, শুষ্ক আবহাওয়ার সময় যন্ত্রণা ও কামড়ানী বেশী হয়। ভিজা আবহাওয়ায় আরাম বোধ করে, অতিরিক্ত গরম আবরণ সহ্য করিতে পারে না। উষ্ণতায় তাহার শান্তি জন্মে না, গরম পোষাকেও আবৃত হতে পারে না, স্নান করিলে কষ্টগুলির বৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী ভয়ানক ক্ষুধার্ত হয়ে খেতে বসে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য দেখে তার ক্ষুধা লোপ হয়ে যায়। খাদ্যের চিন্তার

দৃশ্যে ও গন্ধে ক্ষুধা লোপ হয়ে যায়। মদ্য, শুষ্ক মাংস, ঝাল মসলা দেওয়া খাবার ইচ্ছা করে, মিষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্যে অপ্রবৃত্তি, মিষ্ট খাদ্যে অরুচি, লবণাক্ত ও ঝাল খাদ্য খেতে ভালবাসে ও ঠাণ্ডা খাদ্য ভালবাসে।

পিপাসা—আহারের পর তৃষ্ণা, জলে অপ্রবৃত্তির সহিত তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে, শীতল জল পানে অনেক কষ্ট দূর হয়।

মল—সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত, কঠিন মলও অনিচ্ছায় অসাড়ে নির্গত হয়। কোষ্টবদ্ধসহ নিস্ফল মলপ্রবৃত্তি, শক্ত মল অতিকষ্টে এবং অতি পরিশ্রমে নির্গত হয়। মলদ্বারে চুলকানী ও জ্বালা, দাঁড়াইয়া মলত্যাগে সুবিধা হয়, নিস্ফল মলপ্রবৃত্তি।

মূত্র—মূত্রনলীর পক্ষাঘাত বশতঃ মূত্রনির্গমন রোধ, আবার অনিচ্ছায় ও অজানায় মূত্র নির্গত হয়। কাশির সময় অথবা হাঁচির সময় অসাড়ে মূত্র বেরিয়ে পড়ে, বিছানায় মূত্র ত্যাগ করে। ঠাণ্ডা লাগায় মূত্ররোধ হয়, দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ ভাল হয়।

ঘর্ম্ম—রোগী কাশিতে কাশিতে ঘর্ম্মাবৃত হন।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা অত্যন্ত অস্থির। শয়নে শান্তি জন্মে না, রাত্রিতে কোন অবস্থাতেই শান্তি পায় না। নিদ্রাহীনতা সহ রাত্রি-জাগরণ করেন। সামান্য নিদ্রাকর্ষণ হলেই বিভিষিকা পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পায় এবং চমকে উঠে। বিছানায় চিৎ হইয়া শয়ন করিতে ভালবাসে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—চর্ম্ম রোগ লোপ করার পর নানাবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়। অগ্নিদগ্ধের ক্ষতচিহ্ন পুনরায় টাটিয়ে উঠে। শরীরের প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়, শরীরের একপার্শ্ব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। শরীরের সকল স্থানেই আঁচিল উৎপন্ন হয়, বক্ষঃস্থলে ক্ষততা ও স্পর্শদ্বেষ থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—বুকের ক্ষততা আঁট বোধ এবং চাপাবোধ। যেন বুকের উপর বোঝা রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। পেশীর সঙ্কোচন ও

কম্পন হয়। মস্তকে, গলায়, শ্বাসপথে, সরলান্ত্রে, মলদ্বারে, মূত্রমার্গে প্রসবদ্বার ও জরায়ুতে ক্ষততা বোধ, স্পর্শাদ্বেষ ও পক্ষাঘাত, শরীরের অত্যন্ত অবসন্নতা, পেশীমণ্ডলের সঙ্কোচন ও উৎক্ষেপ। ভয় ও আনন্দে আকস্মিক চিত্তবিকার, পেশী শক্তির ক্রমিক দৌর্বল্যপ্রাপ্তি। শরীরের নানা যন্ত্রে টাটানী, ক্ষততা ও জ্বালা। শরীরের নানাস্থানে বাত বেদনায় মাংশপেশীগুলিকে খেঁচে টেনে বাঁকিয়ে জড় করে দেয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলিকে বিকৃত করে দেয়। ক্যান্সার উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ উপশম বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকিলে তবেই কষ্টিকাম নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় কিছুই হইবে না। কষ্টিকামে আঁচিল জন্মাইবার প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষিত হয়, মুখের উপর নাকের ডগায় আঙ্গুলের উপর হাতের উপর আঁচিল জন্মে, শরীরের নানাস্থানে কঠিন শুষ্ক শিং-এর মত আঁচিল বাহির হয়। দাঁতের মাড়ীতে ক্যান্সার হয়, মাড়ীগুলি দাঁত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মাড়ীতে রক্তপাত ও ক্ষত হয়। মাড়ীতে পুনঃপুনঃ ফোঁড়া উঠে, মলদ্বারের অর্শগুলি চুলকায় এবং আগুনের মত জ্বালা করে, দূষিততা ও কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া ক্যান্সারে পরিণত হয়—.

কার্ব্বো এনিমেলিস
(Carbo Animalis)

শীতকাতর { এণ্টিসোরিক ও টিউবারকুলার }

উপযোগিতা—যে সকল রোগ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় এবং পুরাতনত্ব প্রাপ্ত হয়, দূষিততা প্রাপ্ত হয়, সেই স্থলেই ইহার উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। ইহা শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা উপশিরাগুলিকে দূষিত করে। যখনই কোন একটি যন্ত্রে প্রদাহ হইয়া রক্ত সঞ্চয় হয়, অমনি উহা কঠিন ও বেগুনী বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ঐরূপ থাকিয়া

যায়, আরোগ্য হইবার কোন প্রবণতা দৃষ্ট হয় না। ক্ষীণ আরোগ্য শক্তি, প্রতিক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয়।

বৃদ্ধি—গোঁফদাড়ি কামাইবার পর বৃদ্ধি, শরীরের কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হইলে, সামান্য স্পর্শ করিলে, মধ্য রাত্রির পর সমস্ত লক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—হৃৎস্পন্দন, উৎকণ্ঠা, নাড়ীর বিশৃঙ্খলার সহিত রক্তাধারগুলিতে স্পন্দন হয়। শরীর বিধানের গোলমাল। একপ্রকার উত্তাপের বেগে প্রধাবন, যেন সমস্ত শরীর বাষ্পোপূর্ণ হইয়াছে। বুক ও মাথার মধ্যে যেন ভয়ানক ভূমিকম্প হওয়ার মত ভীতিদায়ক অনুভূতি। উত্তাপের আবেশ, শরীরের যেখানে সেখানে স্পন্দন, রক্তস্রাব। মনে বিষণ্ণ ও বিমর্ষভাব, কথা বলিতে অনিচ্ছা একাকী থাকিতে ইচ্ছা।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—রক্তহীন বা ভগ্ন স্বাস্থ্য ধাতুর লোক, শৈরীক রক্তপ্রধান ও গণ্ডমালা ধাতু যুক্ত লোক।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—শুধু শীতল বাতাস ও শীতকালের বাতাস অসহ্য, খোলা বাতাস অথবা সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না। শীতের ভয়ে সর্ব্বদাই কাতর, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল সময়েই গায়ে আবরণ রাখে। মাথা ঠাণ্ডা বোধ করেন।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—উদর সর্ব্বদাই খালি খালি বোধ করেন। কোন কিছু আহার করিলেও ঐ খালি খালি ভাব উপশম হয় না। সামান্য মাত্র আহার করিলেই উদরে যন্ত্রণা হয়। উদরে শীতলতা অনুভব হয়। পেটের উপর হাত দিয়া জোরে ঘর্ষণ করিলে বা চাপিয়া ধরিলে যন্ত্রণার কতকটা উপশম হয়।

মল—সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে জ্বালা করে, মলত্যাগের সময় রক্তপাত হয়।

মূত্র—মূত্রত্যাগ করিবার সময় জ্বালা করে, রাত্রে পুনঃপুনঃ মূত্র ত্যাগ করিতে হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন এবং ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জাগিয়া উঠিতে বাধ্য হন, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না, পূর্ব্বাহ্ণে নিদ্রালু হন এবং নিদ্রা যান।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ভীষণ শিরঃপীড়ায় মাথা যেন উড়াইয়া লইয়া যাইবে এইরূপ অনুভূতি। রাত্রিতে মাথা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। শিরার মধ্যে রক্তাধিক্য, শরীরের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ছোট ছোট ভারি জিনিষ উঠাইতে শরীর মচকে যায়, হাটিবার সময় পায়ের গোড়ালি ঘুরে যায়, সামান্য পরিশ্রমে সন্ধিগুলি মচকে যায়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—যেখানে সেখানে তন্তুগুলি গোলাকার ঢেলার মত উঁচু হইয়া উঠিয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। শরীর বিধান সমতা হারানোর ফলে, দৈহিক উপাদানের অনিয়মিত বিভাগ বশতঃ নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয়, ক্ষীণ রক্তসঞ্চালন হয়, শারীরিক সাধারণ উত্তাপের হ্রাস হয়, ঋতুকালে অতিরিক্ত স্রাব হয়, উহা অনেকদিন ধরিয়া চলিতে থাকে তাহাতে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে। শরীরের রক্ত হঠাৎ ঊর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত হয়। সেই সময় রোগী ভয়ানক গরম ও অস্বস্তি অনুভব করে। শিরো বেদনার সময় মনে করে যেন তাহার মাথায় ঘূর্ণিবায়ু প্রবেশ করিয়াছে মাথা উড়াইয়া লইয়া যাইবে। ক্ষত স্থানে সূঁচ ফোটান যাতনা এবং আগুনে পোড়ার মত জ্বালা বিদ্যমান থাকে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, উপশম বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে নিম্নলিখিত ক্যান্সার

রোগে ইহা উপযোগী হইবে, অন্যথায় নহে। ইহার ক্যান্সার রোগ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে, ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় এবং দূষিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলিকে দূষিত করে। রোগীর যেমনই কোন একটি যন্ত্র প্রদাহিত হইয়া রক্তপূর্ণ হয়, তাহা দূষিত ও কঠিন হইয়া বেগুনী বর্ণ ধারণ করে, এবং ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া যায়, পূঁজ হইয়া আরোগ্য হইবার কোন প্রবণতা লক্ষিত হয় না। কোন গ্রন্থী প্রদাহিত হইলে উহার নিকটস্থ শিরাগুলি দুর্ব্বল ও দূষিত হয়। গ্রন্থীটি ক্ষততা যুক্ত হয় এবং উহার চারিদিকের তন্তুগুলি কঠিন হয়, উপরিস্থ চর্ম্ম বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। গলার ও বগলের গ্রন্থিগুলি কঠিনতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রদাহিত অঙ্গের শিরাগুলিকে দূষিত করে, পূঁজ হইবার কোন প্রবণতা থাকে না। প্রদাহিত অঙ্গে প্রবল জ্বালা ও কঠিনতা। গলার গ্রন্থিগুলি বাগী ও কুঁচকীগ্রন্থী স্তনগ্রন্থী কঠিন হয় ও জ্বালা করে। স্তনে ডিম্বের মত একটি বেগুনী ঢেলা সৃষ্ট হয়, এবং উহা কঠিন থাকিয়া যায়। স্ত্রীলোকদের জরায়ু গ্রীবা ও যোনী প্রদাহিত হয় এবং জলন্ত কয়লার মত জ্বালা করে। নানা অঙ্গের তন্তুর এবং গ্রন্থীর ক্ষত উৎপাদন করে। ক্ষতগুলি কঠিন হয়, উহা হইতে রস নির্গত হয়, উহার চতুর্দিকস্থ স্থানগুলি জ্বালা করে। যে সকল ক্ষতের ফুটার চারিদিকের দেওয়ালগুলি কঠিন থাকে, জ্বালা করে এবং অম্লাত্মক রস নির্গত হয়, তাহাতে কার্ব্বো এনিমেলিস প্রয়োজন হয়। ইহা পুরাতন দুর্দ্দম্য ক্যান্সার রোগের ক্ষত জ্বালা করে, দূষিত ও কঠিন হয়। কাল তন্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকে। অম্লাত্মক দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়। সূঁচ ফোটান যন্ত্রণা, ভীষণ জ্বালা এবং প্রচুর রক্তপাত হয়।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস
Carbo Vegetabilis

গরমকাতর { সুগভীর / এণ্টিসোরিক

উপযোগিতা—রক্তের বিষ দুষ্ট অবস্থায় ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। পূর্বের কোন রোগাক্রমণের পর থেকে লোকটির স্বাস্থ্য ভাল নয় অথবা লোকটিকে এত বেশী রকমের চিকিৎসা করান হয়েছে যে, তার লক্ষণের কোন সামঞ্জস্য নাই। যাহাকে বহু রকম ঔষধ খাওয়ান হয়েছে সেইরূপ অবস্থায় ইহা প্রতিক্রিয়া স্থাপন করে থাকে। যাহার দাঁতের মাড়ী থেকে সহজেই রক্ত পড়ে স্পর্শ করিলে অথবা চুষলে রক্ত পড়ে। পেটে ঢেলা ঢেলা বায়ু জমে। দুর্গন্ধ উদ্গার উঠে। সর্ব্বদাই ঢেঁকুর তুলতে থাকে। সামান্য অম্লবোধ হতে হতে পাকস্থলীতে ক্যান্সার পর্য্যন্ত হয়ে থাকে সেই সকল রোগীদের পক্ষে ইহা উপযোগী।

উপশম—উপশম হয় পাখার বাতাসে, ঢেঁকুর তুলিলে সকল রকম কষ্টই উপশম হয়।

বৃদ্ধি—ভিজা গরমে, আবদ্ধ গৃহে, ভিজা ঠাণ্ডা হাওয়ায়, সন্ধ্যায় এবং যে কোন স্রাব বন্ধ হইলে বৃদ্ধি হয়। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ভোজনে উচ্চ শব্দে পাঠ করায় বা গান করায় বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রাত্রে ভয় পায়, একলা থাকিতে পারে না, অন্ধকারে একা যেতে পারে না। মনের অবস্থা এবং কার্য্যগুলি ধীর হয়। চিন্তাশক্তি ধীর মন্থর নির্ব্বোধ এবং অলস হয়। তিনি জোর করেও কর্ম্মকুশল হতে বা কিছু করিবার সঙ্কল্প করতে পারেন না। কেবল শুয়ে থেকে ঝিমাতে চায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ভারী এবং বর্দ্ধিত বোধ হয়। নিদ্রায় উৎকণ্ঠা পূর্ণ ও ভীতিপ্রদ

স্বপ্ন দেখে, ভূত দেখে, অন্ধকারে থাকিতে পারে না উৎকণ্ঠিত হয়। দম আটকে যাবার মত হয়। ইহাতে ঔদাসীন্য খুব সুস্পষ্ট। যে অবস্থায় যে মনোভাব উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত তাহা বুঝতে বা অনুভব করতে পারে না। আনন্দ বা নিরানন্দ তার কিছুই অনুভূত হয় না। সে তার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে ভালবাসে কিনা তাও জানে না, তাহার শত্রুদিগকে ঘৃণা করে কিনা তাও জানে না। হতবুদ্ধি ও নির্ব্বোধ হয়। তাহার মনের আর একপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। রাত্রে উৎকণ্ঠা ও ভূতের ভয় হয়। চক্ষু বুজাইলেই উৎকণ্ঠা, শয়ন করিলেই উৎকণ্ঠা, সে সহজেই ভয় পায়। নিদ্রা হইতে চমকে উঠে আক্ষেপ হয়। বালক বালিকারা ধীরে ও মন্থর গতিতে শিক্ষা করে। রাত্রে ভয় পায় অন্ধকারে যেতে পারে না।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—শরীর বিধানের সমস্তই মন্থরতা প্রাপ্ত হয়। হাত পা গুলি ফোলা ফোলা, দেহ বর্দ্ধিত ও পূর্ণ বোধ হয়। মস্তক রক্তে পূর্ণ হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিস্তেজ, শিরাগুলি অলস শিথিলতা ও বর্দ্ধিত হয়। চর্ম্ম কৃষ্ণাভ—এইরূপ চেহারা দৃষ্ট হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—কার্ব্বভেজ রোগী বেশী ঠাণ্ডা অথবা বেশী গরম কোনটাই বেশী সহ্য করিতে পারে না। তাহলেও ইহা গরমকাতর ঔষধ। স্নান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে উত্তাপে কষ্ট পায়, আবার শীতে শীতার্ত্ত হয়। প্রত্যেক বায়ু প্রবাহে শীতল হয়। আবার গরম ঘরে ঘর্ম্মাক্ত হয়। এইরূপে ঠাণ্ডা ও গরম দুইয়েতেই কষ্ট পায়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—কফি, অম্ল, মিষ্ট ও নোনতা জিনিষ খেতে ইচ্ছা করে। দুগ্ধ পানে উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়। অতিরিক্ত মসলা দেওয়া বেশী পরিমাণ খাদ্য খেয়ে পাকস্থলীর গোলমাল আনে। যে খাদ্যে তার অসুখ করে সেই খাদ্যই তিনি খেতে পছন্দ করেন এবং খেয়ে অসুস্থ হন।

পিপাসা—সাধারণতঃ পিপাসাহীন, জ্বরের শীত অবস্থায় প্রচুর শীতল জল পানের পিপাসা বিদ্যমান থাকে কিন্তু অন্য অবস্থায় পিপাসাহীন থাকে।

মল—পচাগন্ধ পাতলা এবং রক্ত মেশান। মলদ্বারের চারিদিকে জ্বালা হাজা ও চুলকানি থাকে।

ঘর্ম্ম—মস্তকে ও কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হয়। হাত পায়ে অবসন্নকর ঘর্ম্ম হইতে থাকে, ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ থাকে।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা উৎকণ্ঠাপূর্ণ এবং ভীতিদায়ক রোগী ঘুমাতে পারে না। ঘুমাইলে উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণা, উৎক্ষেপ, কামড়ানি ও ভয় হয়। ভীতিদায়ক স্বপ্ন দেখে। ঠাণ্ডা ঘর্ম্মে আবৃত হয়। ভয় ও উৎকণ্ঠায় জেগে উঠে। রোগী নিদ্রা যেতে চায় না ভয় করে। ঘুমের পর অতৃপ্ত হয়, ঘুম থেকে চমকে উঠে আক্ষেপ হয়। রোগী যে পাশ চেপে শয়ন করে সেই পাশ অসাড় হয়ে যায়। শ্বাসকষ্টের জন্য শয়ন করতে পারে না বসে থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তপাত হয়। শিথিল দন্তমাড়ী হইতে রক্তপাত হয়। হজমশক্তি দুর্ব্বল হয়। সামান্য পরিমাণ আহারও সহ্য হয় না, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয় হয়। ভীষণ পেট ফাঁপে। রোগের চরম অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম, শীতল প্রশ্বাস, কণ্ঠস্বর লোপ হয়। হাত পা এবং জিহ্বা শীতল হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—হিমাঙ্গ শরীরের রক্ত সঞ্চালন ধীর হয়ে যায়। সর্ব্বদেহ ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ ধারণ করে। কপালে ও হাতে পায়ে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হয়। বাতাসের প্রবল আকাজ্ক্ষা হয়। অন্তর্দ্দাহ ও জালা বাহিরের গাত্র হিমশীতল হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রোগের জের অথবা অবশেষ বিদ্যমানতায়, কুইনাইন অপব্যবহারে, দীর্ঘকাল পূর্ব্বের উপঘাতের মন্দ ফলে, সবিরাম জরের অবরোধহেতু। টাইফয়েড জরের অনারোগ্যতায়, পচা মৎস্য ও নষ্ট মাংস সেবনের মন্দ ফলে, রৌদ্র ভোগ করার কুফলে, শরীরের রস, রক্ত প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় তরল উপাদানের অপচয়জনিত অসুস্থতায় এবং জীবনীশক্তির অবসন্নতায় কার্ব্বোভেজ ব্যবহৃত হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ উপশম বৃদ্ধি ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই কার্ব্বোভেজ নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। দেহের শিরাগুলি বর্দ্ধিত হয় এবং ফোলা ফোলা দেখায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিস্তেজ হয়। ইহাতে ভয়ানক জালা আছে। শিরার জালা প্রদাহিত অঙ্গে জালা, ও চুলকানি আভ্যন্তরিক জালা কিন্তু বাহিরের অঙ্গে শীতলতা অনুভূত হয়। এই শীতল অবস্থায়ও রোগী বাতাস চায়। প্রদাহিত স্থানের উপরিভাগ হইতে রক্তক্ষরণ হয়। ক্ষত হইতে অম্লাত্মক অথবা ক্ষতকারী রস নির্গত হয় এবং কাল রক্তপাতও হয়। ঐ রক্তপাত অলস প্রকৃতির হয়, বেগবতী নয়। যেন চুয়াইয়া চুয়াইয়া পড়িতে থাকে। ক্ষত আরোগ্য হতে চায় না। তন্তুগুলি অসাড় থাকে, কোন প্রকার সামান্য প্রদাহ বা রক্তসঞ্চয়ে সহজেই পচা ক্ষত সৃষ্টি হয়। প্রদাহিত স্থানটি কাল বা বেগুনী বর্ণ প্রাপ্ত হয়। অস্ত্র চিকিৎসার পর অথবা আঘাত লাগার পর রক্ত বিষাক্ত হওয়ায় চর্ম্মের বিচিত্র বেগুনী

আভা ধারণ করিলে এবং আরোগ্য হইবার কোন প্রবণতা না থাকিলে কার্ব্বোভেজ ফলপ্রদ হয়। ইহাতে পাকস্থলীর ক্যান্সার সৃষ্ট হয়। ক্যান্সারের লক্ষণাবলী অপেক্ষা ক্যান্সারাক্রান্ত রোগী চরিত্রই অনুশীলনীয়।

কার্ব্বোনিয়ম সালফ
Carbcneum Sulphuratum

শীতগ্রীষ্ম উভয়কাতর { সুগভীর এন্টি সোরিক ও এন্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—যে সকল লোক বহুদিন ধরে সুরাসার ও উত্তেজক পানীয় পান করায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ করেছে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দুর্ব্বল এবং শ্বাসরোধ হয়। প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বিশেষতঃ গরমের পর ভিজা আবহাওয়ায় পীড়িত হয়। ঠাণ্ডা এবং গরম এই দুয়েতেই যিনি কষ্ট অনুভব করেন। ঠাণ্ডায় যাঁর সর্দ্দি লাগে যাহাদের জীবনী শক্তিরক্ষক উত্তাপের অভাব। বাত এবং গ্রন্থীর কঠিনতায় ভুগেন, শরীরের রক্ত সঞ্চালন ধীর হয় তাহারাই এই ঔষধের উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—খোলা বাতাসে ভাল থাকে যদি উহা খুব শীতল না হয়, গরম খাদ্যে ও গরম পানীয়ে, বায়ু ত্যাগের বা বাত কর্ম্মের পর, বিশ্রামে ঢেঁকুর উঠিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়। স্নান করায় বৃদ্ধি, প্রাতঃ ভোজনের পূর্ব্বে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, নড়ায় ও চলায় বৃদ্ধি, ঋতুর সময় বৃদ্ধি, চাপ দিলে বৃদ্ধি ও চলিলে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—খোলা বাতাসের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু বায়ু প্রবাহে কষ্ট অনুভব করে। শরীরের অভ্যন্তরের পূর্ণতাবোধ সাধারণতঃ

শিরায় অত্যন্ত পূর্ণতাবোধ অবিরত শুয়ে থাকবার ইচ্ছা, চলতে ভয় করেন। উৎকণ্ঠা অন্যমনস্কতা। এই রোগীকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে হাতের কাছে যে সকল জিনিষ পায় তা ভেঙ্গে দেয়। ভয়ের সহিত উৎকণ্ঠা, কাহারও সহিত মিশিতে অনিচ্ছা। পুস্তক পাঠকালীন মনসংযোগ করিতে পারে না। বিস্মৃতিপরায়ণ। তিনি কোন জিনিষ লইয়া যাহা করিতে যাইতেছিলেন, তাহা ভুলে যান। তিনি সহজেই ভয় পান। তাড়াতাড়ি বোধ, অদৃঢ় সংকল্প ঔদাসীন্য, মনের মন্থরতা শারীরিক ও মানসিক জড়তা, ক্ষীণ স্মরণশক্তি। ঠিক কথা খুঁজে পায় না। লিখিবার সময় কথা ভুল স্থানে বসান। তার মনের ভাব সর্ব্বদাই বদলাতে থাকে, তিনি সহজেই দোষ গ্রহণ করেন। ঘুমের মধ্যে হাঁসির সহিত পর্য্যায়ক্রমে কান্না। হাঁটিবার সময় সম্মুখদিকে পড়ে যাবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং গরমকালের ভিজা আবহাওয়ায় সে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সহজেই সর্দ্দি লাগে। উত্তাপ বা ঠাণ্ডা দুয়েতেই অসুস্থ হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা বাতাসে উন্মুক্ত থাকিলে ঠাণ্ডা লেগে যায়। এবং সর্দ্দি হয়। গ্রীষ্মকালের উত্তাপে রোগাক্রমণ হয়। আবার শীতের ঠাণ্ডায়ও রোগাক্রমণ হয়। খোলা বাতাস পাওয়ার ও জানালা খুলে রাখার আকাঙ্ক্ষা, খোলা বাতাস ভালবাসে যদি উহা বেশী ঠাণ্ডা না হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ঠাণ্ডা খাদ্য, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, ও দুগ্ধ সহ্য হয় না। গরম খাদ্য ও পানীয় আরামদায়ক। খাদ্যে অপ্রবৃত্তির

সহিত লোভীর মত ক্ষুধা থাকে। দুগ্ধপানে ঢেঁকুর হয়। আহারের পর বমনেচ্ছা হয় এবং উদ্গার উঠে।

পিপাসা—অনিবার্য্য তৃষ্ণার সহিত মুখগহ্বরের শুষ্কতা। শীতের সময় তৃষ্ণা উত্তাপের সময়ও তৃষ্ণা প্রচুর জল পান করে।

মল—মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করে। মলদ্বারে চিমটি কাটার মত যন্ত্রণা, সূঁচিবিঁধন যন্ত্রণা কোষ্ঠবদ্ধে ভেড়ার মলের মত গুটলে মল, উহাতে উদরাময়ও আছে।

মূত্র—মূত্র ত্যাগকালে মূত্রস্থলীর গ্রীবায় ও মলদ্বারে সূঁচ ফুটার ন্যায় যন্ত্রণা। মূত্র ত্যাগকালে মল প্রবৃত্তি; মূত্রে তলানি পড়ে। মূত্র রোধ হয়, ক্ষীণ মূত্র প্রবাহ ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগ হয়। মূত্রনালী হইতে রক্তপাত হয়। লালা মেহ স্রাব হয়। পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব হয়। ধ্বজভঙ্গ হয় ও জননযন্ত্র সঙ্কুচিত হয়।

ঘর্ম্ম—রাত্রিকালে প্রচুর ঘাম হয়। ঘুমের সময় দুর্গন্ধ ও টকগন্ধ ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—কোন কাজের সময় অথবা পুস্তক পাঠের সময় নিদ্রালুতা, মধ্যরাত্রির পর নিদ্রা হীনতা, নিদ্রার পর তৃপ্তি পায় না। জাগরণ কষ্টদায়ক হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—মাথায় বৈদ্যুতিক আঘাতের মত আঘাত হয়। গলায় একটি ঢেলা থাকার অনুভূতি থাকে। আহারের পর পেট ফোলে। উদরে ভারবোধ ও গড়গড়ানি হয়। শরীরের উপর সর্ব্বত্র পোকা হাঁটার অনুভূতি বিদ্যমান থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—হিমাঙ্গ অবস্থায় ইহা কার্ব্বোভেজের মত উপকারী। শরীর যন্ত্রে রক্তের অবরোধ হয়। অঙ্গাদিতে সঙ্কোচন এবং ফিতা দিয়ে বাঁধা থাকার মত অনুভূতি। রক্তাধারের বিস্তৃতি ও শিরার স্ফীতি। হস্ত পদের শোথ, চর্ম্মের ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অনুভূতি

লোপ। শরীরের সকল অঙ্গে নানা প্রকার যন্ত্রণা ক্ষততা ও থেৎলানবত যন্ত্রণা হয়। অন্তরে ও বাহিরে জ্বালা যন্ত্রণা সূঁচ ফোটানর মত, কাটার মত, তীর বিঁধার মত, ছিঁড়ে ফেলার মত, যন্ত্রণা হয়। নাড়ী অত্যন্ত ধীর—প্রতি মিনিটে ৫২ বার স্পন্দন হয়। প্রলাপে কামড়ায়, রাত্রে আজগুবি প্রলাপ দেখে, প্রলাপে তেড়ে উঠে, ঝাঁকি মেরে উঠে। কামড়াতে চেষ্টা করে। অলীক খেয়াল দেখে অত্যন্ত উত্তেজনা পরবশ, রাত্রে অত্যন্ত অস্থির হয়। কপালে শীতল ঘাম এবং দেহের শীতলতা, জিহ্বা শীতল ফাটা, সাদা স্তরে ঢাকা এবং শুষ্ক। কথা কষ্টে নির্গত হয়। তোৎলা কথা বলে। মুখের স্বাদ তেতো ন্যাকারজনক নোনতা টক মিষ্ট, মুখের মধ্যে ক্ষত ও প্রচুর লালা পতন, গিলিতে যাইলে গলায় সূঁচবিঁধনের ন্যায় অথবা যেন একটি কাঁটা আটকিয়ে আছে এইরূপ অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। গলায় জ্বালা পাকস্থলীগহ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গলায় হাজা বোধ ও ক্ষততা থাকে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ উপশম বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে তবেই কার্ব্বোনিয়াম সালফ নিম্নলিখিত ক্যান্সার লক্ষণে উপযোগী হইবে অন্যথায় নহে। ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় ঔষধ, চর্ম্মের পুরাতন গুটিকারোগও আরোগ্য করে। মুখমণ্ডল স্ফীত, গ্রন্থী, কর্ণমূল গ্রন্থী ও চোয়াল নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থীর ফাঁপের ন্যায় স্ফীতি, গিলন কষ্ট, গলা ও আলজিভের স্ফীতি। গলার বাহিরের গ্রন্থীর কঠিনতা ও স্ফীতি। গলার ক্ষত, ঘাড়ের গ্রন্থীগুলি স্ফীত হয়। কণ্ঠদেশের উপাস্থি গ্রন্থীর বৃদ্ধি, ডিম্বকোষের ক্ষয়। জরায়ুর ক্যান্সারে জ্বালা যন্ত্রণা ক্ষততা এবং চুলকানী বিদ্যমান থাকে। জরায়ুর মধ্যে পুঁজ কোষ বিশিষ্ট আব সৃষ্ট হয়। স্তনের কর্কট

রোগে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্তন কঠিন হয়, স্ফীত হয়, প্রদাহ হয়, চুলকায় এবং জ্বালা করে। চর্ম্মের স্থানে স্থানে কঠিনতা-প্রাপ্তি ঘটে। ক্যান্সার রোগের ক্ষত হইতে কালবর্ণের রক্তপাত হয়। উহা জ্বালা করে এবং রক্তময় প্রচুর দুর্গন্ধ রস স্রাব হয়। অথবা হলদে রঙের দুর্গন্ধ পুঁজও নির্গত হয়। ইহার ক্ষত অলস প্রকৃতির শক্ত যন্ত্রণাপূর্ণ হয় এবং ক্ষতের ধারগুলি অসমান হয়। ইহার ক্ষত ছত্রকের মত অথবা স্পঞ্জের মত হয়। কিন্তু হুল ফোটান ও সূঁচ ফোটান যন্ত্রণা থাকেই।

ক্যাডমিয়াম সালফ
Cadmium Sulph

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক }

ক্যাডমিয়াম সালফ ঔষধটি আংশিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, সেইজন্য ইহার মানসিক লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হয় নাই। মানসিক লক্ষণের মধ্যে কোন কাজ করিতে ভয়, শারীরিক বা মানসিক সকল কাজ করিতে অনিচ্ছা, উৎকণ্ঠা ও অবসন্নতা আর্সেনিকের মত। পাকস্থলী উত্তেজিত হয়ে কাল রঙের পদার্থ বমন এবং যা কিছু খায় সঙ্গেই সঙ্গেই বমি হয়। রোগী সম্পূর্ণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকে।

শিরোঘূর্ণন, বিছানার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। রক্তবমন হয়, কাল রঙের বমন হয়। ইহা মুখের এক পার্শ্ব এবং এক চক্ষু আক্রমণ করে। সচরাচর মুখমণ্ডলের এক পার্শ্ব আক্রমণ করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে অসাড়তা এবং মোহজ্বর, আহ্নিকজ্বর ও পীতজ্বরের মত দন্ত শর্করা। কালজিহ্বা, রক্তপাত যুক্ত জিহ্বা ও শুষ্কমুখ উৎপাদন করে। ইহা জিহ্বার মন্থরতা, কষ্টদায়ক গলাধকরণ,

গলনালীর সঙ্কোচন এবং ভীষণ তৃষ্ণা উৎপাদন করে। তৃষ্ণায় ঠাণ্ডা জল পান করিতে ইচ্ছা করে।

সমস্ত শরীর বিধানের মধ্যে পাকস্থলীতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল লক্ষণ উৎপাদন করে। কিছুই হজম হয় না। ভক্ষিত তরল পদার্থও বমন হয়। সমস্ত অন্ননলী জ্বালা করে। বমনেচ্ছা-বিশিষ্ট হয়। ইপিকাক, এন্টিমটার্ট ও আর্সেনিকের মত ভীষণ বমনেচ্ছা উৎপাদন করে। ঠোঁট দুইটি খাদ্য স্পর্শ করিলেই বমনেচ্ছা হয়। খাদ্যের ইচ্ছাই হয় না। দীর্ঘদিন অনাহারে থাকিয়া মরিবার উপক্রম হয় তবুও খাবার ইচ্ছা হয় না। দুরারোগ্য কঠিন রোগ ভোগের পর আরোগ্যের গতি ধীর হইয়া গেলে রোগী কিছুই খেতে না পারলে এবং স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে চাইলে এবং পাকস্থলীর উপদ্রবসমূহ যথা অক্ষুধা, বমনেচ্ছা, বমন জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকলে এই ঔষধটি রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রদান করে থাকে।

পাকস্থলীর ক্যান্সারে রোগী একদম কিছু খেতে পারে না এমন কি জলটুকুও না। বমি হয়, কফিচুর্ণের ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত বমন, পাকস্থলীতে ভীষণ জ্বালা, কেটে ফেলার মত যন্ত্রণা উপদাহ, সামান্য একটু তরল পদার্থ পানেও জ্বালার বৃদ্ধি হয়। জ্বালা এবং বমনের ভয়ে রোগী কিছুই খায় না এবং খেতেও ইচ্ছা করে না।

ক্যান্সার—যে কোন কঠিন রোগ ভোগের পর আরোগ্যের গতি অত্যন্ত ধীর হইলে, এবং ঐ সময় রোগী কিছুই খেতে না পারলে, যা কিছু খায় সবই বমি হয়ে উঠে গেলে ইহা উপযোগী হয়। না খাওয়ার জন্য রোগী মারা যায়। পাকস্থলীর ক্যান্সার পাকস্থলীতে জ্বালা বমনেচ্ছা কেটে ফেলার মত যন্ত্রণা হয়, পাকস্থলী হইতে গলা পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ননলীব্যাপী জ্বালা হয়, উদরে বঁড়শী বিঁধনের মত জ্বালা

ও যন্ত্রণা হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশ পুরু হয়, গণ্ডমালাজনিত চক্ষুক্ষতে চর্ম্মের গভীর স্থানে সড়সড়ানী ও পিঁপড়া হাঁটার মত অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। উপরোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে ক্যাডমিয়াম সালফ, অন্যান্য বেদনানাশক ঔষধ অপেক্ষা সত্বর যন্ত্রণার উপশম দিয়ে থাকে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb)

উপকারে { সুগভীর এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক ও টিউবারকুলার }

উপযোগিতা—ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদের শরীরের দোষপ্রবণতা উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র-দৌহিত্রদের শরীরে এসে যে সকল দুরারোগ্য রোগ উৎপাদন করে থাকে, সেই সকল রোগের মূলোৎপাটন করতে যে সকল ঔষধ প্রয়োজন হয়, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব তাহাদের অন্যতম।

উপশম—শুক্‌নো আবহাওয়ায়, ব্যাথিতপার্শ্বে শয়নে, বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। অন্ধকারে শিরোবেদনার উপশম হয়।

বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হয় সামান্য পরিশ্রম করিলে, যে কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগিলে, জলে ভিজিলে, স্নানে, সেঁৎসেঁতে বাতাসে, ঠাণ্ডা বাতাসে পূর্ণিমায়, উন্মুক্ত বাতাসে, ঝড়ের আগমনে, আবহাওয়া গরম হইতে ঠাণ্ডায় পরিবর্ত্তিত হইলে, দিবালোকে, উপর তলায় উঠিলে, পাহাড়ে উঠিলে বৃদ্ধি হয়। শিরোবেদনা হাঁটায় ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়, গরম খাদ্য সেবনে বৃদ্ধি, নড়িতে আরম্ভ করিলে সকল গ্রন্থীতে আড়ষ্টতা বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—দীর্ঘক্ষণস্থায়ী মানসিক কার্য্যে অক্ষমতা, মানসিক কার্য্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ হয়। মানসিক কার্য্য হইতে শ্রান্ত হয় ও ঘামিতে থাকে এবং ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত ও বিচলিত হয়। মনের অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, উদ্বিগ্ন, বিরক্তি ও চঞ্চলতা হইতে অবসন্ন হয়, নিজেকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অক্ষমতা।

দীর্ঘকাল স্থায়ী উদ্বেগ হইতে অথবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা হইতে এবং উত্তেজনা হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ইহা অত্যন্ত উপযোগী হয়। রোগী মনে করে সে উন্মত্ততার দিকে যাইতেছে। দিনরাত্রি ঐ চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং রাত্রি জাগরণ করে, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় আলোচনা করে, চিন্তা করে, উহা ত্যাগ করিতে পারে না। সে হিসাব নিকাশ করিতে পারে না, কোন গভীর চিন্তা করিতে পারে না, চিন্তা করিবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, সে কোন প্রকার যুক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমাগত বসিয়া থাকে। সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া আঙ্গুল দিয়া কাঁঠি ভাঙ্গে এবং তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকে, সে কোন চিন্তা করিতে পারে না, ছোট ছোট যোগ বিয়োগ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। সে চক্ষু মুদ্রিত করিলেই স্বপ্ন দেখে, ভূত দেখে, ভয়ে অভিভূত হইয়া জাগিয়া উঠিতে বাধ্য হয়, সে আপন মনে কথা কয়। যে সকল পরিচিত বন্ধু কাছে নাই, তাহারা কাছে আছে মনে করিয়া তাহাদের সহিত কথা কয়, সে লোকের সঙ্গে থাকিলে ঐরূপ একা একা কথোপকথন করিতে পারে না, তিনি দেখেন যে তাঁহার চারিদিকে অনেকগুলি কুকুর জড় হইয়াছে, তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে এবং তিনি দৌড়াইতে দৌড়াইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন এবং নামিতেছেন আর বিকট চীৎকার করিতেছেন। তাঁহাকে বিকট চীৎকার করিতেই হয়, তিনি অগ্নিকাণ্ড হত্যা করার এবং ইঁদুরের উপদ্রব দেখেন। থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করেন। তিনি কথা কহিতে অস্বীকার করেন। চুপ করে বসে থাকেন কিন্তু একা থাকিলে আপন মনে কথা বলেন। কখন কখন নিজের পেশায় অপ্রবৃত্তি হয়। তিনি কার্য্য ত্যাগ করেন। যে ব্যবসায়ে খাটিয়া খাটিয়া খুব উন্নতি করিয়াছেন. সেই উন্নত ব্যবসায় হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে বসেন। তখন কুঁড়ে হইয়া যান। এক

সময়ে তিনি যেরূপ অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, বর্ত্তমান তিনি তাঁর বিপরীত কুঁড়ে হইয়া যান। তখন তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি বিরাগ হন এবং জীবনে শ্রান্ত, নিরাশা ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ হইয়া উঠেন। তিনি ভয়ে পূর্ণ থাকেন। ভয়ানক কিছু ব্যাপার ঘটিবে ভাবিয়া ভীত হন তিনি ভয় করেন যে তিনি কারণ দেখাইবার শক্তি হারিয়েছেন, মৃত্যুর ভয়, ক্ষয় রোগের ভয়, একা থাকার ভয়, বিপদের ভয়, তিনি তাঁর চারিদিক ভয়ে পূর্ণ দেখেন। সামান্য একটু শব্দে চমকে উঠেন। ভয়ে তিনি ঘুমাতে পারেন না, চমকে উঠেন। অস্থির নিদ্রা, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, হৃদস্পন্দন, নৈরাশ্য, খিটখিটে, উত্তেজিত, বিরক্ত ও ভয়ে অনেক রোগ হয়। সময় সময় মনে করেন যেন তাঁর মাথায় একটি গোঁজ পোঁতা আছে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—মোটা থলথলে চেহারা, তার হাড় থাকে অসম্পূর্ণ ও থলথলে শক্ত হয় না। উহাতে উপাস্থিময় পদার্থই বেশী পরিমাণে থাকে, উহারা অল্প চাপেই বেঁকে যায় এবং ক্রমশঃ শীর্ণ হতে থাকে। মাংসপেশী মোটা হতে থাকে, পেট বড় হতে থাকে, দেহ বিবর্ণ ও নিরক্ত হয়। ইহাতে শীর্ণ অবস্থাও আছে। পেশীগুলি শীর্ণ হয়, ঘাড়ের চারিদিক সরু হইতে থাকে। উদরে চর্ব্বি জমিয়া মোটা হইতে থাকে, শরীরস্থ গ্রন্থিগুলি বড় হয়। দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি হয় না। অথচ মাংস বৃদ্ধি হতে থাকে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ত ঠাণ্ডা বাতাস অসহ, উহাতে কষ্ট হয়। উন্মুক্ত বাতাস অসহ্য। তাহার শরীর প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকে এবং সে দেহ শীতল অনুভব করে। সর্ব্বশরীর

পোষাকে ঢাকিয়া রাখে, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়ের সময় তার মাথা গরম হয়ে উঠে। ঠাণ্ডা ভিজা আবহাওয়ায় সন্ধির বাতরোগ হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—পাকস্থলীতে খাদ্য হজম হয় না, টক হয়ে যায়। টক বমন হয়, দুগ্ধ সহ্য হয় না, পাকস্থলী পূর্ণ থাকে। ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। অন্য সকল জিনিব অপেক্ষা ডিম খেতে বেশী ভালবাসে। মাছ মাংস অপেক্ষাও ডিম ভালবাসেন, গরম খাদ্যে অপ্রবৃত্তি, উদর বায়ুতে পূর্ণ থাকে, খাদ্য গিলিবার সময় গলায় খোঁচাবিঁধন অনুভব হয়। অন্ননলী সঙ্কুচিত বোধ হয়। শীতল খাদ্য খেতে ভালবাসে।

পিপাসা—পিপাসা বেশ হয়, ঠাণ্ডাজল পান করে আরাম পায়, গরম পানীয় পান করতে পারে না।

মল—টকগন্ধ জলের মত উদরাময় হয়, প্রত্যেকবার ঠাণ্ডা-লাগিয়া উদরাময় হয়, উদরাময় যেন নিবারণ করা যায় না। পেটে ভুটভাট শব্দ করে, ভয়ানক ক্রিমি জন্মায় ও ক্রিমি মলের সহিত নির্গত হয়। পচা ডিমের মত ভয়ানক দুর্গন্ধ মল নির্গত হয়। ইহাতে দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতাও আছে। কোষ্ঠবদ্ধে মল হয় সাদা খড়ির মত অথবা ফিকে রঙের কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়।

মূত্র—মূত্র দুর্গন্ধ ও টকগন্ধ করে। রাত্রে পুনঃপুনঃ মূত্র ত্যাগ হয়। মূত্র ত্যাগকালে মূত্র পথে জ্বালা করে। ছেলেদের মূত্র কখন কখন দুধের মত সাদা হয়। প্রস্রাব সাদা না হলেও প্রস্রাব শুকিয়ে গেলে সেইস্থানে সাদা খড়ি মত রং ফুটে থাকে।

ঘর্ম্ম—তাহার সকল অঙ্গেই ঘাম হয়। মাথায় কপালে মুখে ঘাড়ের পেছনে বুকের উপর এবং পায়ের পাতায়। কিন্তু মাথার চুলের ভেতর নিদ্রিতাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপাদন করা ইহার স্বভাব ও বিশিষ্ট লক্ষণ।

শয়ন ও নিদ্রা—ইহার রোগী রাত্রে ঘুমাতে পারে না অধিক রাত্রে নিদ্রা যায়, তবে রাত্রির বেশীর ভাগ সময় জাগরিত থাকে এবং বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। শিশুরা ঘুমের মধ্যে ঢোক গিলে দাঁত কড়মড় করে। চক্‌চক্ করে কি যেন খায়। দিবাভাগে নিদ্রালুতা ও ক্লান্তিবোধ। রাত্রিতে অনিদ্রা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এই ঔষধে শরীরের সকল স্থানের গ্রন্থী এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বড় বড় ঢেলার ন্যায় শক্ত প্রদাহিত ও ক্ষতবৎ অবস্থা উৎপাদন করে। ক্ষতের চারিদিকে এবং তলার কঠিনতায় ইহা উপযোগী। ইহা গুটিকা উৎপত্তি এবং গ্রন্থীর কঠিনতা উৎপাদন করে। উরুদেশে এবং উদরের গভীর স্থানের ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চয় হইলে ঐ পুঁজ শোষণ করে। ক্যালকেরিয়া নাকে কানে যোনিতে এবং মূত্র স্থলীতে যেখানে সেখানে বহুপদ, উপমাংস ও আঁচিল উৎপন্ন আরোগ্য করে। অস্থিরোগে হাড়ের অনিয়মিত বৃদ্ধি হয়। অস্থির ক্ষয় হয়। পা ২টি দুর্ব্বল হয়। বিলম্বে হাঁটিতে পারে। হৃৎপিণ্ডের উপদ্রবের জন্য রক্ত সঞ্চালন ধীর হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় ও মাথায় রক্ত সঞ্চয় হয়। উচ্চ-স্থানে উঠিতে যাইলে শিরোঘূর্ণন হয়। সকল স্থানের তন্তুর শিথিলতা। পেশীর শিরার ও মলদ্বারের শিথিলতা উৎপাদন করে। উহাতে জ্বালা হয়, চিড়চিড় করে। কোমরে আঘাত প্রাপ্তির মত বেদনা হয়, আসন থেকে উঠিতে পারে না।

বিশিষ্ট লক্ষণ—নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানে রোগাক্রমণ। মস্তিকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। মস্তক শিখরে জ্বালা, পায়ের পাতা গরম হইলে জ্বালা করে। তখন পা দুটি শয্যার বাহিরে রাখতে হয়। ব্রহ্ম-তালু বহুদিন পর্য্যন্ত খোলা থাকে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এবং জলে পা ভিজানোয় পীড়িত হয়। মাছ মাংস অপেক্ষা ডিম

খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। অধিকাংশ সময় উদর বায়ুতে স্ফাত থাকে, এবং ছোট ছোট ঢেলা দৃশ্য হয়। মধ্যান্ত্রে গুটিকা জন্মে। মধ্যান্ত্রের ক্ষয় হয়। জননযন্ত্রের শিথিলতা বোধ এবং জরায়ু নিম্নদিকে আকৃষ্ট হয়। যেন জোর করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায়। দ্রুত আগমনশীল প্রচুর স্রাব বিশিষ্ট ঋতু প্রবাহ, সন্তানকে স্তন্যদানকালের মধ্যেও ঋতুর উদয় হয়। উপর তলায় উঠিতে এবং বায়ুর বিপরীত দিকে হাঁটিতে শ্বাসরোধ হয়। কোমরে আঁটিয়া কাপড় পরিতে পারে না, তাহাতে অস্বস্তি বোধ হয়। বিলম্বে দাঁত উঠে এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত চেহারা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে তবেই ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। এই ঔষধে গ্রন্থীমণ্ডল গ্রীবাগ্রন্থী শরীরের সমস্ত গ্রন্থীই আক্রান্ত হয়। উদরের শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিগুলিতে এক একটি ঢেলা সৃষ্ট হয়। ঐ সকল ঢেলা শক্ত প্রদাহিত এবং ক্ষতবৎ ব্যাথা করে। গ্রন্থীর কঠিনতায় এবং ক্ষতের চারিদিক কঠিন হয়। দূষিত ক্ষতের কঠিনতা প্রাপ্তি ও বৃদ্ধি ইহা নিবারণ করে। ক্যান্সার রোগে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধগুলির অন্যতম। গ্রন্থীরোগে ইহা গ্রন্থীর চারিদিকে দূষিততা ও কঠিনতা সৃষ্টি করে। উহাতে অত্যন্ত জ্বালা সূচিবিদ্ধ যন্ত্রণা থাকিলে ইহা উপযোগী। বর্দ্ধিত গ্রন্থীর চারিদিকের তন্তু আক্রমণ করিলে এবং আদিস্থানের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া সাংঘাতিক অবস্থা দেখাইলে ক্যালকেরিয়া উপযোগী হয়।

কর্কটরোগে জ্বালা এবং সূচিবিদ্ধ যন্ত্রণা হয়, ক্যালকেরিয়ার গ্রন্থী স্ফীতি ও কাঠিন্য উৎপাদন করার অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা মেদযুক্ত অথবা পুঁজ কোষ যুক্ত আব উৎপাদন ও আরোগ্য করে,

কর্ণমূল গ্রন্থীর যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি, জিহ্বার নিম্নস্থ গ্রন্থীর এবং চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থীর যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি উৎপাদন করে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই টন্‌সিল গ্রন্থী স্ফীত হয়, আলজিভ স্ফীত হয় ও কঠিন হইয়া থাকে উহাতে তালির আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত লাল ও উঁচু হইয়া বিস্তার হইতে থাকে। গিলিতে যাইলে গলগহ্বর শুষ্ক ও যন্ত্রণাপূর্ণ অনুভূত হয়, ইহাতে আঁচিল ও বহুপদ জান্ময়, ঠিক যেন সরু ডাঁটায় ফুল জন্মায় সেইরূপ যোনিতে বহুপদ জন্মায়। ইহা গল-গ্রন্থীর স্ফীতি ও কাঠিন্য উৎপাদন ও আরোগ্য করে।

ক্যালকেরিয়া আর্স
Calcarea Ars

শীতকাতর — সুগভীর এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—যাহাদের শরীর অসুস্থ এবং অম্বলের পীড়ায় ভুগে, ম্যালেরিয়া স্থানে বাস করে, যাহাদের প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাহাদের পীড়ায় উপযোগী।

উপশম—খুব ঠাণ্ডা, বরফ সদৃশ ঠাণ্ডা পানীয় পানের ইচ্ছা। ঠাণ্ডা পানীয় পানে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় রাত্রিতে, ঠাণ্ডায়, উন্মুক্ত বাতাসে, সিড়িতে উঠিলে ও সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—এই ঔষধটি দুইটি সুপরীক্ষিত গভীরক্রিয় ঔষধের রসায়নিক সম্মিলনে প্রস্তুত। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী আক্রমণ-কারী অনেক পুরাতন রোগে উপযোগী। রোগীর অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা। কম্পনযুক্ত পক্ষাঘাতের মত দুর্ব্বলতা। শরীর এরূপ হালকা বোধ হয় যে, যেন শরীর শূন্যে ভাসিয়া যাইতেছে অনুভব করে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যেন শীতল বায়ু

স্রোত রহিয়াছে মনে করে। শরীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা রাগ এবং বিরক্তি হইতে রোগ জন্মায়, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয়, দোষগুণ বিচার করিবার ঝোঁক হয়। সর্ব্বদাই সঙ্গী চায়, মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে না। মৃতব্যক্তি ভূত প্রেত ও নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখে। আরোগ্য ও মুক্তির সম্বন্ধে নিরাশ, অসন্তুষ্ট, উত্তেজনাশীল। মৃত্যুর নির্জনতার ও উন্মাদনার ভয় হয়। আনন্দের বিষয়ে উদাসীন, অদৃঢ় সংকল্প। ক্রোধী ও শোক পরায়ণ হয়। জীবনে অনিচ্ছা। স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা, সহজেই দোষ গ্রহণ করে। সহজেই চমকে উঠে। ভীরুতা, রাত্রে ক্রন্দন করে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের অনুরূপ।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ঠাণ্ডায় রোগীর অত্যন্ত অসুবিধা হয়। মুক্ত বাতাসে অপ্রবৃত্তি। কোন প্রকার ঠাণ্ডা সে সহ্য করিতে পারে না। সামান্য ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না। ইহা ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা আরও বেশী শীতকাতর।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—সকল প্রকার খাদ্যেই প্রবৃত্তির নাশ। আহারের পর উদ্গার ও বমন, দুগ্ধ সহ্য হয় না, রোগীও দুগ্ধ খেতে চায় না। ঠাণ্ডা খাদ্য সেবনের পর পাকস্থলী সহজেই বিকৃত হয়। আহারের পর পাকস্থলীতে বোঝা থাকার মত ভারি বোধ করে। পাকস্থলী ও পেটের ফাঁপ হয়, ইহা পাকস্থলীর আলসার আরোগ্য করে।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা হয়, কেবলমাত্র ঠাণ্ডা জলের পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। গরম জল পান করিতে পারে না। ঠাণ্ডা জল পান করার পর পাকস্থলীতে বেদনা হয়।

মূত্র—মূত্রপিণ্ডে ভীষণ টাটানি ও ভয়ানক স্পর্শসহিষ্ণুতা থাকে। সকল রকমের পীড়ায় মূত্র অণ্ডলাল মিশ্রিত এবং খুব অল্প পরিমাণে হয় ও জ্বালা করে। রেতঃ রজ্জুতে বেদনা পুনঃপুনঃ মূত্র ত্যাগ করে।

ঘর্ম্ম—রাত্রির শেষভাগে ঘাম হয়। শরীরের ঊর্দ্ধ অংশে ঘাম হয়। মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—ভীষণ স্বপ্নে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। রোগী রাত্রির শেষভাগে জাগ্রত থাকে এবং প্রচুর ঘামিতে থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—গলায় জল উঠে, পাকস্থলীর অম্লত্ব, পাকস্থলীতে উৎকণ্ঠা ও জ্বালা সূঁচিবিদ্ধকর ও চিবানোর মত যন্ত্রণা হয়। পাকস্থলীতে আলসার হয়। হাজাকারক ও দুর্গন্ধ রক্তময় প্রদর স্রাব হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—কণ্ঠনালী হইতে পশ্চাৎদিকে সূতা দিয়ে বেঁধে টানার মত আকর্ষণ, পাকস্থলীর শুষ্কতা, রাত্রে বিছানায় শ্বাসরোধ এবং হৃদস্পন্দন, বুকে জ্বালাকর উত্তাপ, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা ও রক্তের অত্যধিক চলাচল অনুভূত হয়। রক্ত শিরায়, মস্তকে ও পিঠে দপ-দপানি রোগীকে বিছানা হইতে উঠিয়ে দেয়। হৃৎস্পন্দনের সহিত হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা ও হৃৎশূল হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত মানসিক লক্ষণ উপশম বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ক্যালকেরিয়া আর্স নিম্নলিখিত ক্যান্সার লক্ষণে ব্যবহৃত হইবে ও সুফল প্রদান করিবে। জরায়ুর ক্যান্সার রোগে জরায়ুর মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা ও জ্বালা হয়। ঐ স্থান হইতে অম্লাত্মক বা ক্ষতকারী দুর্গন্ধ রক্তময় স্রাব হয়। দুর্গন্ধ রক্তমিশ্রিত প্রদর স্রাব হয়। ঋতুকালের আগমনে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। জরায়ুতে ও যোনিতে জ্বালাকর

যন্ত্রণা হয়। ক্যালকেরিয়া এবং আর্সেনিকের মিশ্র লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর
Calcarea Fluor.

শীতকাতর — সুগভীর এণ্টি সোরিক, এণ্টি সাইকোটিক, এণ্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—এই ঔষধটি ক্যালকেরিয়া এবং ফ্লোরিক এসিড এই দুটি ভীষণ গভীরক্রিয় ঔষধের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়েছে। যেখানে ক্যালকেরিয়ার রোগী চরিত্র এবং ফ্লোরিক এসিডের রোগ লক্ষণ অথবা ফ্লোরিক এসিডের রোগী চরিত্র এবং ক্যালকেরিয়ার রোগ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে সেইস্থানেই এই ঔষধটি প্রয়োজন হয়। দুটি ঔষধের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হলেও এই মিশ্র ঔষধটি সুস্থ মানুষের দেহে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই পরীক্ষায় সুস্থদেহে যে সকল রোগ এবং রোগী চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাহার সমলক্ষণে আমরা রোগী ক্ষেত্রে এই মিশ্র ঔষধটি প্রয়োগ করতে পারি। ইহা দৃষ্টে কেহ যেন মনে করবেন না যে হোমিওপ্যাথিতে একসঙ্গে দুটি ঔষধ প্রয়োগের নীতি আছে। যে স্থলে নীতি আছে সে স্থলে মিশ্র ঔষধটিকে একটি ঔষধ করে সুপরীক্ষিত করা হয়েছে সুস্থ মানুষের দেহের উপর। তারপর সমলক্ষণে রোগী দেহে প্রযুক্ত হয়। সমস্ত মিশ্র ঔষধগুলির প্রয়োগের বেলায় এই নীতিই প্রযোজ্য হয়। ইহা দুটি ঔষধ একসঙ্গে প্রয়োগ নয়।

উপশম—উপশম হয় উত্তাপে, উষ্ণবাহ্য প্রয়োগে, উষ্ণ পানীয় পানে, সঞ্চালনে এবং হাটিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা বাতাসে, খোলা বাতাসে, আবহাওয়ার

পরিবর্ত্তনে, ভিজা আবহাওয়ায়, বিশ্রামকালে বৃদ্ধি হয়। ব্যাথা রাত্রে বৃদ্ধি হয়। যকৃতের ব্যাথা ব্যাথিত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিষণ্ন, সর্ব্বদাই মানসিক অবসাদ, তিনি মনে করেন যেন তাঁহার অর্থ নষ্ট হইয়া ভয়ানক ক্ষতি হইবে। তিনি ভয়ানক কৃপণ হন। ইহা ছাড়া অন্য কোন মানসিক লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয় নাই। তবে ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে ইহার আরও অনেক মানসিক লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইবার আশা করা যায়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা বাতাসে এবং মুক্ত বাতাসে অসুস্থ হয় এমন কি বৃদ্ধি হয়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং ভিজা আবহাওয়ার অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়। উত্তাপে এবং উত্তাপ প্রয়োগে সকল কষ্টের শান্তি হয়। উত্তপ্ত শুষ্কদিনে আরাম বোধ করে।

পিপাসা—পিপাসায় গরম পানীয় পান করিতে ভালবাসে। শীতল পানীয় অসহ্য হয়।

মল—মধ্যে মধ্যে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হয়। মলদ্বার চুলকায়। মলদ্বারে অর্শ হয় উহাতে যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ রক্তপাত হয় মলদ্বার ফেটে যায়।

মূত্র—জলের মত প্রচুর মূত্র ত্যাগ হয়। উহা ভয়ানক তীব্র গন্ধ করে। মূত্র ত্যাগকালে ভীষণ জ্বালা হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা অতৃপ্তিকর হয়। স্বপ্ন দেখে শয্যায় লাফিয়ে উঠে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—অস্বাভাবিক অস্থিবর্দ্ধন মস্তকের হাড়ে ক্ষত হয়। ক্ষতের কিনারগুলি জোড় লাগে না। ফুলিয়া শক্ত হইয়া থাকিয়া যায়। অস্থি ক্ষত হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ব্যবহার্য্য। পাকস্থলীতে ভয়ানক হিক্কা হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ক্যালকেরিয়া ফ্লোর নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। ইহা গ্রন্থী, তন্তু, কোষ এবং হাড়ের কঠিনতা এবং দূষিততা আরোগ্য করে। পেশী বন্ধনীর মধ্যে ঢেলা সৃষ্ট হয়। অণ্ডকোষের স্থানে স্থানে গাঁট গাঁট গুটিগুলি শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। অনিয়মিত অস্থি বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধের স্ফীতস্থান পাথরের মত শক্ত হয়। পাথরের মত শক্ত ও কঠিন গ্রন্থী। অস্থি বেষ্টের দূষিততা এবং অস্থি বেষ্টে ছোট ছোট পিণ্ড উৎপন্ন হয়। হাঁটুর পেছনে গর্ত্তের মত স্থানে তন্তুযুক্ত আব সৃষ্টি হয়। ইহা কঠিনতা এবং আব আরোগ্য করে। শিশুদের মাথার খুলির হাড়ের উপর যে আব উৎপন্ন হয়, উহা আরোগ্য করে। নাসারন্ধ্র হইতে গলা পর্য্যন্ত সমস্ত পথের মাংস উৎপত্তি ইহা আরোগ্য করে। গলক্ষত এবং গলার অভ্যন্তরের দানাময় স্থান গরম পানীয় পানে ভাল থাকে, ঠাণ্ডা পানীয় পানে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। আলজিভ বৃহৎ ও কঠিন হয়। অণ্ড কঠিন হয়। জরায়ুতে আব সৃষ্ট হয়। স্তনদেশে ছোট ছোট শক্ত ঢেলা উৎপন্ন হয়। ইহা কঠিনতা প্রাপ্ত গ্রীবাগ্রন্থী ও অস্থিবৃদ্ধি আরোগ্য করে।

ক্যালকেরিয়া আইওড
Calcarea Iod

শীত গ্রীষ্ম উভয় কাতর { সুগভীর
এন্টি সোরিক
এন্টি সাইকোটিক
ও টিউবারকুলার }

উপযোগিতা—এই ঔষধটি ক্যালকেরিয়া এবং আইওডিন এই দুটি শক্তিশালী গভীরক্রিয় ঔষধের রাসায়নিক সম্মিলনে প্রস্তুত বলিয়া ইহার কার্য্য অত্যন্ত সুগভীর ক্যালকেরিয়া এবং আইওডিনের মিশ্র লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

চেহারা—ইহার চেহারা হয় ক্যালকেরিয়া, না হয় আইওডিনের অনুরূপ।

মানসিক লক্ষণ—রোগী সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—সর্ব্বদাই বাহিরের বাতাসে বেড়াইবার ইচ্ছা, ঠাণ্ডা বাতাস পাইবার ইচ্ছা করে কিন্তু সহ্য হয় না, গরমে থাকা পছন্দ করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল অনেক বার খায়, সর্ব্বদাই খাই খাই করে ও খায় কিন্তু শরীর পুষ্ট হয় না। ক্রমশঃই শীর্ণ হইতে থাকে। ঠাণ্ডা খাদ্য ইচ্ছা করে। খাদ্যদ্রব্য যত ঠাণ্ডা হয় তত ভাল। বরফের মত ঠাণ্ডা হলে আরও ভাল মনে করে।

ঘর্ম্ম—ইহার শরীরে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম স্রাব হয়। রাত্রিতে শয়ন অবস্থায় ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের ডান পার্শ্বেই অধিক আক্রান্ত হয়। রোগীর প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দ্দি হয়। গলগ্রন্থী ফোলে ও ব্যাথা হয়। স্থির হয়ে একস্থানে থাকা রোগীর পক্ষে অসম্ভব হয়। ইহা আইওডিনের মত সঞ্চালন প্রয়াসী। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে

বুকের ডান পাশ ব্যাথা করে। ইহার প্রুভিং উত্তমরূপে না হওয়ায় মানসিক লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হয় নাই। না হলেও ক্যালকেরিয়া এবং আইওডিন এই দুইটি ঔষধই সুপরীক্ষিত। মণীষিগণ বলেছেন, ক্যালকেরিয়া আইওড প্রয়োগ-কালীন ক্যালকেরিয়া এবং আইওডিনের ধারণা মনে রেখে ঔষধ নির্ব্বাচন করতে হয়।

ক্যান্সার—শরীরের যে কোন স্থানের ক্যান্সার এবং সমস্ত গ্রন্থীতে ইহার ক্রিয়া লক্ষিত হয়। গলমধ্যস্থ গ্রন্থী এবং আলজিভ ও টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হয়, ব্যাথা হয় এবং কঠিন হইয়া থাকিয়া যায়।

ক্যালকেরিয়া সালফ
Calcarea Sulf

গরমকাতর { এন্টি সোরিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—এই ঔষধটি মহামান্য ডাঃ সুসলারের বায়োকেমিক ঔষধের অন্তর্গত। ইহা ক্যালকেরিয়া ও সালফার এই দুইটি শক্তিশালী সুপরিক্ষীত গভীরক্রিয় ঔষধের রাসায়নিক সম্মেলনে প্রস্তুত। ইহা পূর্ব্বপুরুষদের দেহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দোষপ্রবণতা থেকে যে সকল দুরারোগ্য রোগের উদ্ভব হয়, সেই সকল রোগে ক্যালকেরিয়া সালফ উপযোগী হয়ে থাকে।

উপশম—ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা প্রয়োগে, খোলা বাতাসে উপশম হয়। শিরোবেদনা শয়নে ও চাপ দিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হয় গরমে, গরম প্রয়োগে, পরিশ্রমে, দ্রুত হাঁটলে, ঘুমের পর জাগিয়া উঠিলে, বিছানার গরমে, গরম পোষাক পরিধান

করিলে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, প্রাতঃকালে, পাঠ করার পর, মাথা নাড়িলে, দাঁড়াইলে, হেঁট হইলে, সূর্য্যোতাপে, গা ধৌত করিলে শিরো বেদনা বৃদ্ধি হয়।

ব্যতিক্রম—শীতল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডা বাতাসে ও বায়ুপ্রবাহে সহজেই ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দ্দি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অন্যমনস্ক থাকে, সহজেই রাগিয়া উঠে। প্রশ্নের উত্তর দিতে অপ্রবৃত্তি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় ও উৎকণ্ঠা। তাহার হৃৎপিণ্ড এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা। পরিবর্ত্তনশীল ও খামখেয়ালী মনোভাব। তাহার অনেক রকম ছোট খাট ভ্রম, খেয়াল ও কল্পনা থাকে। রাত্রে ঘুমাতে চেষ্টা করলে সে ভীতিদায়ক মূর্ত্তি ও স্বপ্ন দেখে। সকল সময়ে সে অসন্তুষ্ট থাকে। তাহার অত্যন্ত ভয়, মৃত্যু ভয়, পাগল হইবার ভয়, দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইবার ভয়। সে তাহার মতের অসমর্থকদের প্রতি ঘৃণা করে। সর্ব্বদাই ব্যস্তভাব ও অধির-অস্থির এবং দুর্বল মনের অবসন্নতা থাকে। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে। সে অদৃঢ় সংকল্প হয়, তাহার গুণ এবং প্রতিভা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করা হয় না বলিয়া সে দুঃখ করে। তাহার জীবনে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষপূর্ণতা। তাহার শরীর ও মনের স্মৃতি-শক্তির দুর্বলতা। কথা বলিতে ভুল করে, ভুল কথা প্রয়োগ করে। সে সহজেই কথার দোষ গ্রহণ করে ও অপমান বোধ করে। ঝগড়াটে, কাহারও কথা কওয়া চায় না। সহজেই চমকে উঠে। হতবুদ্ধিতা, সন্দেহপূর্ণতা, ব্যস্তভাবে চিন্তা করিতে নিযুক্ত থাকিলে তাহার চিন্তারাশি অদৃশ্য হয়। সে ভীরু, লজ্জাপূর্ণ ও ভয়পূর্ণ। কথা-বার্ত্তায় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়। মানসিক বা শারিরীক কর্ত্তব্য ভাব, অনিচ্ছা ও আলস্য।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—হয় ক্যালকেরিয়ার মত থলথলে, না হয় সালফারের মত রুগ্ন।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী খোলা বাতাস পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রবাহিত বায়ুতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। রোগীর দেহ যদিও শীতল থাকে, কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় তাহার গায়ের আবরণ খুলে দেওয়ার আবশ্যকতা হয়। যেমন ক্রুপ কাশিতে ও শিরোবেদনায় সে অতিরিক্ত উত্তাপ অনুভব করে। কিন্তু শরীরের যন্ত্রণায় রোগী সাধারণত উত্তাপে উপশম পায়। রোগী ঠাণ্ডা ও উত্তাপে দুইয়েতেই অসুস্থ থাকে। ভিজা আবহাওয়ায়ও অসুস্থ থাকে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—কাকের মত এর ভয়ানক ক্ষুধা থাকে, ঘন ঘন খেতে চায়, অথবা একেবারে ক্ষুধার অভাব দৃষ্ট হয়। কফি মাংস এবং দুগ্ধে অপ্রবৃত্তি। ঠাণ্ডা পানীয়, অম্ল নোনতা ও মিষ্টি খেতে ভালবাসে, আহারের পর উদর স্ফীত হয়ে উঠে। রোগী ঠাণ্ডা খাবার খেতে ভালবাসে।

পিপাসা—রোগীর অত্যন্ত পিপাসা হয়। ঠাণ্ডা পানীয় পান করিতে ভালবাসে, গরম পানীয় পছন্দ করে না।

মল—প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যকালীন উদরাময়। যন্ত্রণাহীন উদরাময় অনিচ্ছায় মল নির্গমন হয়। ইহাতে দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও কষ্টদায়ক মলত্যাগ হয়। মলত্যাগকালে, মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে ভীষণ জ্বালাকর যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগে কোঁথ দিতে হয়, নিষ্ফল মল প্রবৃত্তি, মল রক্তময় শুষ্ক কঠিন ও গাঁট গাঁট। অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত নরম সাদা অথবা হলদে পুঁজের মত। মলদ্বারের চারিদিকে ভিজা জ্বালা ও চুলকানী থাকে।

মূত্র—হলদে পুঁজ মিশ্রিত প্রমেহ স্রাব। মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা ও যন্ত্রণা হয়।

ঘর্ম্ম—হাত ও পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়। পায়ের পাতার ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ ও টক গন্ধ থাকে।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা অস্থির এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ। ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করে। নানা চিন্তার কারণ নিদ্রাহীনতা। সন্ধ্যাবেলা নিদ্রালু হয়। রাত্রি তিনটার পর নিদ্রাহীনতা।

প্রতিশ্যায়—ইহা দুরারোগ্য প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। স্রাবের প্রকৃতি হাজাকারক রক্তময় দুর্গন্ধ ও পুঁজের মত। ঘন হলদেটে অথবা হলদেটে সবুজ, নাসারন্ধ্রের প্রান্তে মামড়ি সৃষ্টি করে। নাক থেকে বদগন্ধ বের হয় ও নাক অবরোধ হয়। নাকের হাড়ের ক্ষয় হয়। ঘ্রাণশক্তি লোপ হয়ে যায়। নাসিকা স্ফীত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—হাতের আঙ্গুলগুলিতে ঝিনঝিনি ধরে। হাত পায়ের অসাড়তা, ফোলা, বাত বেদনা ইত্যাদি বহুরকম কষ্টদায়ক যন্ত্রণা দৃষ্ট হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—রোগাক্রমণ ব্যাপারে ইহা একপার্শ্বিক রোগ উৎপাদন করে এবং আরোগ্য করে। নিম্নাঙ্গই অধিক আক্রমণ করে। জিহ্বা হলদে স্তরে আবৃত থাকে। গলরোধ হয়। গলার আরক্ততা ও স্ফীতি। গলায় একটি গোঁজ থাকার অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। খাদ্য গিলিতে গেলে অথবা শূন্য ঢোঁক গিলিতে গেলে কষ্ট হয়। গলায় চাপনবৎ বেদনা ও সূঁচিবিঁধনবৎ বেদনা হয়। আহারের পর ঢেকুর উঠে। ঢেকুর তিক্ত, টক ও দুর্গন্ধ। মুখ দিয়ে জল ওঠে। সন্ধ্যায় ও রাত্রে শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাসরোধ হয়। গলা সাঁই সাঁই করে। হৃৎস্পন্দন হয়। উপরে উঠা কষ্টকর হয়। হাত পায়ের পাতা জ্বালা করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ইহা নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। এই ঔষধটির ফোড়া হইবার প্রবণতা অত্যন্ত অধিক। ইহার রোগীর পুনঃপুনঃ ফোড়া হয়। সর্ব্ব শরীরের হাড়ে দিবারাত্রি বেদনা থাকে। শরীরের যে কোন সন্ধি ও গ্রন্থী স্ফীত হয়, বর্দ্ধিত হয় এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। চোয়াল নিম্নের গ্রন্থীর স্ফীতি। জরায়ুতে তন্তুময় টিউমার উৎপন্ন হয়। ফুসফুস কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। বুকে জ্বালা ও যন্ত্রণা হয়। অনারোগ্য ক্ষত নালীঘা, দুর্গন্ধ অসাড় ক্ষত এবং কঠিনতা প্রাপ্ত ক্ষত ইহা আরোগ্য করে। ফোডা হইতে ক্রমাগত হলদে পুঁজ স্রাব হইতে থাকে। উহা আরোগ্য হইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয় না। ক্ষতের উপর দূষিত উৎপত্তির জন্য ইহা খুব চমৎকার ঔষধ। ইহা অস্থিরোগে এবং অস্থির পচনে অত্যন্ত উপকারী। ক্ষত হইতে বহুদিন ধরিয়া রক্তমিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয়, উহা আরোগ্য হইতে চায় না। ডান কর্ণমূল গ্রন্থীর বৃদ্ধি ও ক্ষততা কর্ণের পশ্চাতে স্ফীতি। চর্ম্মের অসুস্থতা, জ্বালা, চুলকানী ও অনেক প্রকার উদ্ভেদ ইহা উৎপাদন ও আরোগ্য করে।

ক্রোটেলাস হরিডাস
Crotalus Horridus

গরম কাতর — গভীর ক্রিয়, এণ্টি সোরিক, এণ্টি সিফিলিটিক, এণ্টি টিউবারকুলার

উপযোগিতা—রক্ত বিষাক্ত হইয়া যে সকল সাংঘাতিক পীড়া হয়, যথা গলনলীর পচন ক্ষত, দুষ্ট ব্রণ, গলিত ক্ষত, ডিপথিরিয়া, পীতজ্বর, হলিমঘ ইত্যাদি পীড়ার অন্তিম অবস্থায় জীবনীশক্তি

যখন অবসন্ন, নাড়ী বিলুপ্ত, রক্তময় ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং ক্যান্সার রোগে প্রচুর রক্ত স্রাব হইয়া দ্রুতগতিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, সেই শেষ মুহূর্ত্তেও ইহা উপযোগী হয় এবং সুফল প্রদান করে।

উপশম—প্রাতঃকালে, রাত্রিতে, আবদ্ধ গৃহে রোগ লক্ষণের উপশম হয়।

বৃদ্ধি—শীতকাল চলিয়া যাওয়ার পর গরম দিন আরম্ভ হইলে বসন্তকালে এবং নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধি হয়। স্থির থাকিলে নিদ্রার পর সামান্য স্পর্শে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—মৃদু প্রকৃতির প্রলাপ, বিড়বিড়ানী ও আপন মনে কথা কয়। অতিভাষিতা, মদ্যপায়ী মাতালের মত জড়াইয়া জড়াইয়া অস্পষ্টরূপে থামিয়া থামিয়া কথা বলে। তাহার চিন্তা ক্রমাগত মৃত্যুর আলোচনা করে। ভয়ের সহিত বিমর্ষতা, ঠাণ্ডা ঘামের সহিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ এবং বিবর্ণ হয়ে যায়। তাহাকে সামান্য মাত্র বিরক্ত করিলে সে প্রচণ্ড হয়ে উঠে। তাহার মনের গোলমাল ও মাথা টলমলানীতে পূর্ণ। পাকস্থলীতে এক টুকরা বরফ থাকার অনুভূতি। সান্নিপাতিক অবস্থায় মৃদু প্রলাপ বকে। বিষন্নতা ও উৎকণ্ঠা, খুনের, মৃত্যুর, মৃতলোকের, শবদেহের ও শ্মশানে থাকার স্বপ্ন দেখে। সে যতক্ষণ জাগ্রত থাকে ক্লান্ত এবং নির্ব্বোধ থাকে। সে লিখিতে ভুল করে।

চেহারা—ইহার রোগী নিরক্ত, মোম বর্ণাকৃতি, সবজেটে, হলদে দেখায়। শরীরে ব্রণ ফুসকুড়ী বাহির হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গরম হইলে রোগী বিচলিত হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী ডানপাশে অথবা চিৎ হয়ে শয়ন করতে

পারে না। করিলে কাল রঙের অথবা পিত্ত বমন করে। সে ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে। জাগ্রত অবস্থার সহিত পর্য্যায়ক্রমে নিদ্রা যাওয়া।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—বালিকারা বহুদিন ঋতুবতী হয় না, ঋতু বন্ধ থাকে। চর্মের বিচিত্র আকৃতি দৃষ্ট হয়। নীল অথবা মার্ব্বেলের মত সাদাবর্ণে বেষ্টিত হয়। আন্ত্রিক জর অবস্থায় কোন স্ত্রী লোকের ঋতু হইলে এবং ঐ ঋতুস্রাব প্রচুর কাল এবং তরল হইলে, তৎসহ হতবুদ্ধির ন্যায় মুখের ভাব এবং ঘোর নিদ্রাবস্থা যেন তাহাকে মদ খাওয়ান হইয়াছে। তৎসহ পেশীর কম্পন থাকিলে ক্রোটেলাস তাহার জীবনরক্ষা করিবে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—দ্রুত বর্দ্ধনশীল অচৈতন্যতা, দেহের নিঃসৃত স্রাব পচাগন্ধ করে। শরীর হলদে, নীল অথবা কাল বর্ণ ধারণ করে। চক্ষু হলদে হয়ে যায় এবং উহা হইতে কাল রক্ত ক্ষরণ হয়। অঙ্গাদির কম্পন, জিহ্বার কম্পন, জীবনীশক্তির অবসন্নতা, শয্যায় গড়াইতে থাকে, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও মূর্চ্ছা হয়। ঢেউয়ের ন্যায় শিরোবেদনা পৃষ্ঠ দিয়া উঠিয়া মস্তকে যায়। শরীরের সকল দ্বার হইতে এমন কি চক্ষু ও কর্ণ হইতেও রক্ত স্রাব হয়। রাত্রিকালে দাঁত কড়মড় করিতে করিতে জাগিয়া উঠে। গলায় ও মুখে জ্বালা হয়। মধ্যে মধ্যে রক্তমিশ্রিত পিত্তবমন হয়, শরীর হইতে পচাগন্ধ বাহির হয়। উদর ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে এবং ব্যাথা ও ক্ষত হয়। গলাতে চাপ অসহ্য হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ক্রোটেলাস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। পাকস্থলীর ক্যান্সার, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা, উদরের মধ্যে যেন এক টুকরা বরফ রহিয়াছে

এইরূপ শীতলতার অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। পাকস্থলীর উপদাহ, পেটে কোন খাদ্য বা পানীয় থাকে না। পিত্ত বা রক্ত বমি হয়। পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে পাকস্থলীতে ক্ষত। অত্যধিক দুর্গন্ধ রক্তস্রাবসহ জরায়ুর কর্কট, অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাবসহ জরায়ু ও ডিম্বকোষের প্রদাহ হয়। ইহা হস্তে ও পদে গলিত ক্ষত উৎপাদন করে। উহা কুষ্ঠ রোগের অনুরূপ দেখায়। ঘাড়ে ও পৃষ্ঠে বিস্ফোটক উৎপাদন করে। উহা প্রথমে একটি ছোট ফুসকুড়ীর মত আরম্ভ হইয়া পরে ঐ ফুসকুড়ীর চারিদিকে আরও অনেক গুলি ফুসকুড়ীর দ্বারা বেষ্টিত হয়। আবার উহার চারিধারে আরও কতকগুলি ফুসকুড়ীর সৃষ্টি হয়। এইরূপে ব্রণটি ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করিয়া একটি বোলতা টিপির মত দেখায়। ঐ সকল বিস্ফোটকের জন্য আর্সেনিক, এনথ্রাসিন, ল্যাকেসিস, সিকেলী এবং ক্রোটেলাস প্রয়োজন হয়ে থাকে।

কেলিবাইক্রম
Kalibichrom

শীতকাতর { এণ্টি সোরিক, এণ্টি সাইকোটিক, এণ্টি সিফিলিটিক }

উপযোগিতা—যাহাদের প্রায়ই সর্দ্দি হয়, আমাশা হয়, যাহারা শীতকাতর হন, শরীরের নানাস্থানে ক্ষত জাতীয় পীড়া হয় এবং ঐ সকল ক্ষত সহজে সেরে উঠে না। যাহারা পাকস্থলী, অন্ত্র ও গলদেশের পীড়ায় ভূগেন, তাহারই কেলিবাইক্রমের উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—উত্তাপে, শয্যার উত্তাপে, গরম আবহাওয়ায়, উষ্ণ পানীয় পানে, চাপে, আহারে ও শয়নে কাশির উপশম। বিশ্রামে

উপশম। গরমে ও বিছানার গরমে উপশম হলেও গ্রীষ্মকালে এবং উত্তপ্ত আবহাওয়ায় অনেক রোগ জন্মায়।

বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হয় প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্মকালে, জামা খুলিলে, ঠাণ্ডায়, শীতকালে, ঠাণ্ডা ভিজা আবহাওয়ায়, সঞ্চালনে, মধ্যরাত্রির পর রাত্রি ৩টায় হাঁটিলে, আহারের পর, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি। উরুর পিছনের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা গরম আবহাওয়ায় বৃদ্ধি হয়, উহা শয্যার উত্তাপে এবং সঞ্চালনে ভাল থাকে। পা সঙ্কুচিত করিলে ভাল থাকে। গ্রীষ্মকালে উদরাময় ও আমাশা দুইই হয়।

মানসিক লক্ষণ—কেলিবাইক্রমের মত বহুরোগ আরোগ্যকারী ঔষধের কোন মানসিক লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয় নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ইহা উচ্চক্রমে পরীক্ষিত হয় নাই। উচ্চক্রমে পরীক্ষিত হইলে ইহা হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য ভাণ্ডারের একটি অমূল্য সম্পদ হইত। ইহার মানসিক লক্ষণ না থাকিলেও ইহার প্রয়োগ প্রদর্শক অগণ্য লক্ষণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে—যদ্দ্বারা ইহাকে সহজে প্রয়োগ করা যায়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—ইহার চেহারা একটু মোটা, নাক বসা, রোগী অলস প্রকৃতির হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগীর কষ্ট হয়। সে গায়ে কাপড় জড়িয়ে গরমভাবে এবং আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকতে চায়। বিছানার গরমে শরীর গরম হইলে সে অনেকটা শান্তি বোধ করে। শীতল ভিজা বাতাসে এবং শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাসে অসুবিধা এবং অস্বস্তি বেশী হয়। শীতল বাতাসে তাহার

কষ্ট বেশী হয়। ঘাড়ের পেছনে এবং পৃষ্ঠদেশে শীত বোধ করে। সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত থাকতে চায়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—মাংসে অপ্রবৃত্তি, মদ খাওয়ায় ভয়ানক ইচ্ছা। আহারের পরেই পেট ভার হয় এবং বমনেচ্ছা উপস্থিত হয়। বমন করে, পেটের মধ্যে জ্বালাকর যন্ত্রণা হয়। আহার করিতে করিতেই পেট ভার হয়ে উঠে।

পিপাসা—সাধারণতঃ পিপাসাহীন পিপাসায় গরম পানীয় পান করিতে ভালবাসে।

মল—প্রাতঃকালীন উদরাময় হয়। জলের মত উদরাময়। কটা বা কাল জলের মত মল। মলত্যাগে অধিক বেগ দিতে হয়। ইহার মল কাদার মত পিত্তহীন। রক্ত আমাশার মত রক্তময় মল। বাত লোপ হওয়ার পর উদরাময় ও আমাশা হয়। আমাশাতে কোঁথানি হয়, ইহার কোঁথানি মার্কারীর মত। গাঁট গাঁট মল এবং কোষ্ঠবদ্ধতা বিগুমান থাকে। মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা, মলদ্বারে গুঁজি থাকার অনুভূতি বিগুমান থাকে। মল আঁঠাল দড়ির মত লম্বা।

মূত্র—রক্তময় মূত্র, মূত্র পিণ্ডে তীর বিঁধার মত যন্ত্রণা ও টাটানী থাকে। কখন কখন মূত্রনাশও হয়। মূত্রে দড়ির মত লম্বা শ্লেষ্মা থাকে ও জ্বালা করে।

ঘর্ম্ম—ক্ষয়রোগে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিকালে প্রচুর নিশা ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—স্থির হয়ে শুইতে পারে না। বিছানায় ছটফট করে। অত্যন্ত অস্থির নিদ্রা, নিদ্রায় চমকে উঠে ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ইহার জিহ্বা মসৃন চকচকে ও কাটা কাটা।

জিহ্বার গোড়ায় সাদা এবং হলদে স্তরে আবৃত হয়। জিহ্বার নীচের কণ্টকগুলি উন্নত দেখায়। মুখের ক্ষতত্তা ও শুকতা মুখের মধ্যে দড়ির মত লালা জমে। পাকস্থলীর হজম শক্তি থাকে না। আহারের একটু পরেই বমন হয়। বমির স্বাদ টক ও তিক্ত। পায়ের গোড়ালীতে ব্যাথা ও ক্ষতত্তা, পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারে উপশম হয়। শীতের দিনে এবং বর্ষাকালে ও গরমের দিনে কণ্ঠদেশে শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার সময় সাঁই সাঁই শব্দ করে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের সকল স্থান হইতে এবং সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে আঁঠাল দড়ির মত লম্বা আকারে টানা হয়ে বাহির হয়—এরূপ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। বাতের যন্ত্রণা এক সন্ধি থেকে আর এক সন্ধিতে ঘুরে বেড়ায়। শরীরের সর্ব্বত্র অস্থিগুলিতে থেৎলানবৎ বেদনা থাকে। পর্য্যায়ক্রমে সর্দ্দি ও বাতের যন্ত্রণা হয়। ইহার যে কোন স্থানের ক্ষতগুলি আকর অথবা তুরপুন দিয়ে ছাঁদা করার মত গভীর গোলাকার এবং লালবর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহার যে কোন স্থানের যন্ত্রণা খুব গুরুতর সূঁচফোটান প্রকৃতির, ভ্রমণ-শীল এবং এতটুকু ক্ষুদ্রস্থানে নিবদ্ধ থাকে, উহা হুল ফোটানর মত ও কনকনানির মত হয়। সর্ব্বত্রে জ্বালা, উদরে ফাঁপ এবং সূঁচফোটার মত ও কাটিতে থাকার মত যন্ত্রণা, মধ্য রাত্রির পর শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি হয়, ঢোক গিলিবার সময় একটি তীরবিদ্ধ যন্ত্রণা, কণ্ঠদেশ হইতে কর্ণের দিকে বেগে ধাবিত হয়। ইহার যন্ত্রণা হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ নিবৃত্তি হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত রোগী চরিত্র উপশম বৃদ্ধি এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে, এই ঔষধটি ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। সমস্ত ক্ষতগুলিই দূষিততা প্রাপ্ত হয়। নাসারন্ধ্রের মধ্যে বহুপদ সৃষ্টি হয়। নাসিকার চর্ম্মে কর্কট রোগ

উৎপন্ন হয়। চর্ম্মের উপর অনেকটা স্থান ব্যাপী ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। কর্ণমূল গ্রন্থী স্ফীত হয়। আলজিভ স্ফীত হয়, তালুমূল গ্রন্থী স্ফীত হয়। সমুদয় গ্রীবাদেশ স্ফীত হয়। গলনলী স্ফীত হয়। ঐ সকল স্ফীত স্থানে প্রদাহ তীরবিদ্ধ করার ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা এবং সাংঘাতিক জ্বালা লক্ষিত হয়। গলদেশের শিরা বৰ্দ্ধিত হয়। গলনলী শুষ্ক এবং স্ফীত হয় জ্বালা করে। পাকস্থলীতে ক্ষত এবং কর্কট রোগ উৎপত্তি হয়। বমন হয়, আহার করিলে কতকটা উপশম হয়। গলার নুড়নুড়ী সোথের ন্যায় স্ফীত হয়। ডিপথিরিয়ায় ইহা অত্যন্ত উপযোগী একটি ঔষধ। আঁঠা আঁঠা স্রাব গলায় আটকান থাকে। গলায় গভীর ক্ষত তালুমূল গ্রন্থীর উপর ক্ষত। ক্ষত এত বিস্তৃত হয় যে সমস্ত কোমল তালু নষ্ট হইয়া যায়। তালুমূল গ্রন্থী দুইটি স্ফীত এবং লাল হয়। সমস্ত গ্রীবাদেশ স্ফীত হয়ে উঠে। মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ব্যাথায় জিহ্বা বাহির করিতে পারে না।

আইওডিয়াম
Iodium

গরমকাতর — সুগভীর এন্টিসোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—যে সকল শিশু শৈশবে কাশি এবং ঘুংড়ি কাশিতে কষ্ট পায়, টনসিল ফোলে, যুবকদের বার বার নিউমোনিয়া হয়, প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দ্দি হয়। বয়স্ক অবস্থায় রাজযক্ষ্মা ও গ্রহণী পীড়ার সূত্রপাত হয়, নয় ত ক্যান্সার পীড়ায় আক্রান্ত হয়। প্রত্যেক স্থলেই অসমবিধান চিকিৎসার দ্বারা দেহের রোগ প্রবণতাটি ক্রমে

ক্রমে শক্তিশালী হয়ে শৈশবের ঘুংড়ি কাশি বয়স্ক অবস্থায় রাজযক্ষা নয় ত ক্যান্সার পীড়ায় রূপান্তরিত হয়। শৈশব অবস্থায় অথবা যুবক অবস্থায় যদি সমবিধান আরোগ্য নীতি অনুযায়ী ঘুংড়ি কাশি এবং নিউমোনিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করা হইত, তাহলে পরিণত বয়সে রাজযক্ষা বা ক্যান্সার পীড়ার সুত্রপাত হতে পারত না। নিউমোনিয়া অথবা প্লুরিশির তরুণ আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার পর ঐ রোগের কিঞ্চিৎ জের বক্ষযন্ত্রে প্রায়ই থেকে যায়। কোন কারণে শরীরে ঠাণ্ডা লাগলে বক্ষযন্ত্র পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। আইওডিন ঔষধটির গতি অত্যন্ত ধীর এবং ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত সুগভীর। রোগীর সমলক্ষণে সুনির্ব্বাচিত হলে রোগী নিশ্চিত আরোগ্য লাভ করেন। তাছাড়া যে রোগপ্রবণতা বংশগত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র-পৌত্রদের শরীরে ক্রমাগত হয়—এরূপ রোগ-প্রবণতাকেও চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তি আইওডিয়ামের আছে।

উপশম—যে কোন রোগে উপশম পায় ঘুরে বেড়ালে এবং কোন কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকলে, আহার কালে এবং আহারের পর সমস্ত কষ্টের উপশম হয়। খোলা শীতল বাতাসে নিদ্রায়, ঠাণ্ডায়, স্নানে এবং ধীর সঞ্চালনে উপশম হয়।

বৃদ্ধি হয়—বিশ্রামে রাত্রিতে বসিয়া থাকিলে, গরমে, গরম ঘরে, উত্তাপে, রৌদ্রে, আদ্র গরমকালে, মস্তকে কাপড় জড়াইলে, উপবাসে সমস্ত কষ্ট বেশী হয়। চা পান করায়, অশ্বারোহণে এবং দ্রুত ভ্রমণে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—আইওডিনের রোগী মনে করে তার দেহের ভেতর কোন ভীতিদায়ক রোগ উৎপন্ন হতে চলেছে। সেইজন্য সে ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হয়। তার মনের ভেতর সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠা,

ঐ উৎকণ্ঠাকে প্রশমনের জন্য তাকে ধীর পদবিক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে হয়। অথবা কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। যদি সে স্থির হয়ে থাকার চেষ্টা করে, তার উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় এবং উত্তেজনা উপস্থিত হয়। দ্রব্যাদি ছিঁড়িবার, আত্মহত্যা করার, খুন করার এবং অত্যাচার করার ঝোঁক উপস্থিত হয়। সে তাড়াতাড়ি যে কোন কাজ করতে চায়। তার হত্যা করার ঝোঁক আসে। তিনি বিস্মৃতি-পরায়ণ হন, ছোটখাট ব্যাপারগুলি স্মরণ রাখতে পারে না। তিনি যে কথা বলতে যাচ্ছিলেন বা যে কাজ করতে যাচ্ছিলেন তা ভুলে যান। বাজারে কোন জিনিষ পত্র কিনে কোন দোকানে পুটলি ছেড়ে চলে যান। তাঁর ঝোঁক এবং উৎকণ্ঠাকে দূর করবার জন্য তাকে কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয় অথবা ব্যস্ত থাকতেই হয়। তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ এবং বিমর্ষ থাকেন। কোন কাজ করলে তাড়াতাড়ি করতে চান।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—কাল রঙের শীর্ণতাপ্রাপ্ত লোক। তার চুল কাল, চোখ কাল, চেহারা পূর্ব্বে বেশ মোটাসোটা ছিল ; কিন্তু বর্ত্তমান শীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। প্রচুর আহার সত্ত্বেও শীর্ণতাপ্রাপ্তি এবং দুর্বলতা শরীরের শীর্ণতাপ্রাপ্তির সমনুপাতে গ্রন্থীগুলিও দেহযন্ত্র কিডনী লিভার এবং হার্ট বর্দ্ধিত হতে থাকে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী উত্তাপ হইতে সর্ব্বদাই কষ্ট পায়, তার শরীরে জ্বর নয় কিন্তু জ্বরের মত একপ্রকার উত্তাপ বা সন্তাপের অনুভূতি ভোগ করে। সে পুনঃপুনঃ ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে চায়। ঠাণ্ডা শীতল জলে গামছা ভিজিয়ে সেই ভিজা গামছা দিয়ে গা মুছিতে চায়। সে তার শরীর ও মুখমণ্ডল

ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিয়ে শীতল করতে চায়। গরম ঘরে তার শ্বাসরোধ হয় এবং কাশে। তিনি উত্তাপকে খুব ভয় করেন। গরমে তার শরীরে সহজেই ঘাম হয় এবং ঘামে অবসন্ন হয়ে পড়েন।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্ত থাকে। নিয়মিত ভাবে দিনে চারিবার আহার করেও তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। সে অনেকবার খায়, তবুও ক্ষুধার্ত্ত অনুভব করে। আহারের পর অথবা আহারের সময় সে সকল প্রকার রোগ যন্ত্রণার উপশম পায়। ক্ষুধার জন্য ভয়ানক কষ্ট পায়। তার মুহুর্মুহু খাওয়া প্রয়োজন হয়, তবে সমস্ত খাদ্য ও পানীয় ঠাণ্ডা হওয়া চাই। রোগ যাহাই হোক না কেন, রোগী যদি বেশীক্ষণ আহার না করে, তাহলে তার সমস্ত কষ্টগুলি বৃদ্ধি পায়। উপবাস করায় আইওডিনের যে কোন রোগ বা যে কোন কষ্ট বৃদ্ধি পায়।

পিপাসা—ইহার প্রচুর পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। গরম পানীয় পান করতে পারে না। তাতে কষ্ট হয়। শীতল পানীয় রোগীর বড়ই প্রীতিপ্রদ।

মল—অতিরিক্ত আহারের জন্য সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হজম হয় না। ভুক্ত খাদ্য নিয়মিত রস রক্তাদিতে পরিণত হয় না। উদরাময় উপস্থিত হয়। মল হয় কঠিন ঢেলা ঢেলা সাদা অথবা বর্ণহীন মাটির মত রঙের। মলে পিত্ত থাকে না। রোগী অধিকাংশ সময় কোষ্ঠবদ্ধ অপেক্ষা উদরাময়ের অধীন থাকে। তার বহুদিনের পুরাতন প্রাতঃকালীন উদরাময় প্রায়ই থাকে। মল নানারকম রঙের হয়।

মূত্র—অসাড়ে মূত্রত্যাগ হয়। বৃদ্ধদের অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

ঘর্ম্ম—সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘাম হয়। শয়ন অবস্থায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় প্রচুর ঘাম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—ডানপার্শ্বে শয়ন করিতে ভালবাসে কিন্তু নিদ্রার মধ্যে ক্রমিক পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করতে হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—রোগীর আঘ্রাণ শক্তি লোপ হয়ে যায়। নাসারন্ধ্রের ঝিল্লী পুরু হয়ে যায়। সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি লাগে, নাক বন্ধ হয়ে যায়। যতবার ঠাণ্ডা লাগে ততবারই সর্দ্দি হয়। সে প্রায়ই সর্দ্দিপ্রবণতার অধীন থাকে। তাহার শরীর ও মস্তকে দপদপানি ও স্পন্দন হতে থাকে। ঐ দপদপানি হস্তাঙ্গুলি থেকে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাকস্থলীগহ্বরে, বাহুতে, পৃষ্ঠে, রগে, হাড়ে দপদপানি ও সাংঘাতিক স্পন্দন অনুভূত হয়। হাত পায়ের পাতা শোথের মত ফোলে, মুখমণ্ডল শোথগ্রস্থ হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের সমস্ত গ্রন্থী বা সমস্ত যন্ত্রের অতিবৃদ্ধি হয়। শরীর হইতে নির্গত সমস্ত স্রাব ক্ষতকারী। স্ত্রীলোকদের স্তনগ্রন্থী শীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। স্তন দুটি শুকিয়ে যেন চুপসে যায়। সর্ব্বদাই শৈত্যাভিলাষ, অনবরত রাক্ষুসে ক্ষুধা বিদ্যমান থাকে। ক্রমিক শীর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। মনের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা। বক্ষদেশের অভ্যন্তরে গলগ্রন্থীর নিম্নে কুটকুটানি সহ শুকনো কাশি রোগীকে কাশিতে বাধ্য করে। রোগী একভাবে অবস্থিত থাকতে পারে না। আর্সের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ইহার ক্রিয়া গ্রন্থীমণ্ডলীর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। আভ্যন্তরীক সমস্ত যন্ত্রকে এবং পেরিয়ষ্টিমকে বর্দ্ধিত করে। ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত ধীর। রোগের বৃদ্ধি চলিতেছে কি সমভাব বিদ্যমান আছে, তা বোঝা যায় না।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে আইওডিন ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। এই

ঔষধটির আগাগোড়া অতিবৃদ্ধি আছে। যকৃৎ, ডিম্বকোষ, অণ্ডকোষ, লসীকা গ্রন্থী, গ্রীবা গ্রন্থী এমন কি স্তন গ্রন্থী ছাড়া অন্যান্য সকল গ্রন্থীরই বৃদ্ধি হয়। যখন অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থী বর্দ্ধিত ও ঢেলা বিশিষ্ট হয়, উহারা অত্যন্ত কঠিন হয়, তখন স্তনগ্রন্থীদ্বয় ক্ষয় হইতে থাকে। গ্রন্থীর এইরূপ বৃদ্ধি উদরের লসীকা গ্রন্থী এবং মধ্যান্ত্রেও লক্ষিত হয়। আইওডিনের অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, শরীর যখন শীর্ণ হইতে থাকে গ্রন্থিগুলি তখন বর্দ্ধিত হয়। শরীরের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীর্ণতাপ্রাপ্তির সমনুপাতে গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত হয়। কক্ষদেশ, কুঁচকী ও উদরের গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত এবং কঠিন হয়। উদর কক্ষস্ত মেরুদণ্ড সংলগ্ন গ্রন্থিগুলি কতকগুলি গাঁটের মত অনুভূত হইতে থাকে। কণ্ঠদেশের উপাস্থি গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি হয়। চক্ষু কর্ণিকায় ক্ষত এবং চক্ষুর পাতার ছোট ছোট গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি হয়। নাসিকার ঝিল্লী পুরু হয়। নাসারন্ধ্র সংকোচ হইয়া যায়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়। নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সর্ব্বদাই ক্ষত থাকে। জিহ্বার এবং মুখের মধ্যে তালির ন্যায় উপক্ষত দৃষ্ট হয়। সমুদয় মুখগহ্বর তালির ন্যায় উপক্ষতে বোঝাই থাকে। গলায় এবং গলনলীর সর্ব্বত্রে নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্ব্বত্রে ক্ষত। উহা হইতে আঁঠা আঁঠা নিস্রাব নির্গত হয়। তালুমূল গ্রন্থী দুইটি অত্যন্ত বর্দ্ধিত এবং কঠিন হয়। অন্ত্র সংরক্ষক মেরুদণ্ড সংলগ্ন ঝিল্লীতে গাঁট গাঁট কঠিনতা সৃষ্টি হয়। অণ্ডকোষ দুইটি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও কঠিন হয়। ইহা জরায়ু ও ডিম্বকোষের বৃদ্ধি ও কঠিনতা উৎপাদন করে। ডিম্বকোষে টিউমার জরায়ুগ্রীবায় স্ফীতি ও কঠিনতা সহ জরায়ুর ক্ষতকারী প্রদর স্রাব উৎপাদন করে। ঐ স্রাব উরুদেশকে হাজিয়ে দেয়। ইহার সকল স্রাবই ক্ষতকারী সর্দ্দি স্রাব ঠোঁট হাজিয়ে দেয়।

ক্রিয়োজোট
Kreosote

শীতকাতর { এন্টি সোরিক / এন্টি সাইকোটিক / এন্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—ক্রিয়োজোট একটি সুগভীরক্রিয়, বহুরোগ আরোগ্যকারী দীর্ঘক্রিয় ঔষধ। যেখানে শরীরে সামান্য খোঁচা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়, আর শরীরের যে কোন স্রাব—যেমন মুখের লালা, চোক্ষের জল, মল মূত্র ও ক্ষতকারী এবং যে কোন প্রদাহিত স্থান ব্যাথা, টনটন ও কট্‌কট্ করে, সেই সকল রোগীর যে কোন রোগে ক্রিয়োজোট উপযোগী হয়।

উপশম—গরমে, গরমের দিনে, গরম খাদ্য ও পানীয় সেবনে, সঞ্চালনে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—খোলা বাতাসে, শীতল বাতাসে, শীতকালে, ঠাণ্ডায় বিশ্রামে, শয়ন অবস্থায়। ঋতুস্রাবকালে, ঠাণ্ডা খাদ্য আহারে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার মন ভীষণ উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু। কোন জিনিষই তাহাকে শান্তি দিতে পারে না। সে নানারকম জিনিষ পেতে ইচ্ছা করে। যে জিনিষ চায় এবং যখন উহা পায় তখন আর উহা লয় না। ইহা একপ্রকার উত্তেজনার অবস্থা এবং সন্তোষের অভাব। আপনি দেখিবেন যে কোন শিশু মাতার কোলে বসিয়া একটি খেলনা চাহিলেই তাহাকে ঐ খেলনা দেওয়া হইলে সে উহা কাহারও দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে এবং আর একটি জিনিষ চাহিবে। কিন্তু কোনটিতেই সন্তুষ্ট হইবে না। অথচ সর্ব্বদাই কোন একটি নূতন জিনিষ চাহিবে যাহা সহজে পাওয়া যাইবে না। বহুকষ্টে উহা সংগ্রহ করিয়া দিলে উহাও ছুড়িয়া

ফেলিয়া দিবে—ঠিক ক্যামোমিলামের মত। আর একটি নূতন জিনিষ চাহিবে। ক্রিয়োজোট রোগীর মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, নৈরাশ্য, ব্যাকুল ও ক্রোধান্বিত থাকে। তাহার স্মরণশক্তি হয় দুর্ব্বল, সামান্য উত্তেজনায় হৃৎকম্প হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—রোগীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হলদেটে লাল বর্ণের দাগ থাকে। কুঞ্চিত মুখাকৃতি বর্দ্ধনশীল শির্ণতা। অঙ্গপ্রতঙ্গ শীর্ণ, বয়সের অনুপাতে অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল লম্বা চেহারা।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী অত্যন্ত শীতকাতর, খোলা বাতাস সহ্য করিতে পারে না। গায়ে সামান্য খোলা বাতাস লাগিলে শীত করে, তাই সে দরজা বা জানালার সোজা বসিতে পারে না। ঘরের কোণের দিকে বাতাস আড়াল জায়গায় বসে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে পারে না। শীতকালে এবং আবহাওয়া শীতল হইলে সে অতিষ্ঠ হয়। শীতে ভীষণ কাতর হয়। গরমে আরাম বোধ করে, সর্ব্বদাই গরম চায়। শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—সে ঠাণ্ডা খাদ্য খেতে পারে না, ঠাণ্ডা খাদ্য খেলে পাকস্থলীর কষ্ট বেশী হয়। আহারের পর একরকম জালা ও উদরের পূর্ণতার অনুভূতি আসে, তখন বমনেচ্ছা ও বমন হয়। গরম খাদ্য খেলে পাকস্থলীর জালার উপশম হয়; পাকস্থলীর সমস্ত কষ্ট উপশম হয় এবং হজমের সাহায্য করে।

পিপাসা—পিপাসায় গরম পানীয় পছন্দ করে।

মল—গ্রীষ্মকালে উদরাময় হয়। শিশুরা গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে কষ্ট পায়। ইহার মল হাজাকারক। তাই মলদ্বারের চারিদিকে চর্ম্মের খাঁজে খাঁজে ক্ষত দৃষ্ট হয়। মল দুর্গন্ধ এবং রক্তমিশ্রিত থাকে।

মূত্র—মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা হলেই মূত্র ধারণ করে থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি মূত্রত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নতুবা মূত্র বাহির হইয়া পড়ে (এলোতে যেমন মল বাহির হয়)। নিদ্রাবস্থায় বিছানায় মূত্রত্যাগ করে, অসাড়ে মূত্রত্যাগ হয়। মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা করে, দুর্গন্ধ করে, অণ্ডলাল এবং চিনি সংযুক্ত বহুমূত্র।

ঘর্ম্ম—ইহার ঘর্ম হয় না।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা কিন্তু নিদ্রা হয় না, পুনঃপুনঃ হাই উঠে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—দাঁতের মাড়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। মুখ থেকে পচাগন্ধ বাহির হয়। দাঁতে পোকা লাগে, কাল হয়ে যায়। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হয়। ঋতুকালে স্ত্রীলোকদের দাঁতের মাড়ী ফোলে, গা বমি বমি করে, কানে কম শোনে পেটে যন্ত্রণা হয়, কোমরে প্রসব বেদনার মত বেদনা করে। প্রত্যেক ঋতুকালেই জননেন্দ্রিয় স্ফীত হয় এবং হাজা ভাব হয়। রক্তস্রাব প্রচুর এবং চাপ চাপ কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। ঋতুকালে ইহার মলমূত্র, ঋতু, সমস্ত স্রাবই অম্লাত্ম হয়। সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তপাত হয়, শরীরের চারিদিকের যেখানে সেখানে সমস্ত দ্বার হইতে সহজেই রক্তপাত হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—ক্রিয়োজোটের সকল রকম স্রাবই হাজাকারক : শরীরের সর্ব্বত্র স্পন্দন হয়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তপাত হয়। সকল প্রদাহিত স্থানেই জ্বালা এবং সমস্ত স্রাবে দুর্গন্ধ। আহারের পরেই পাকস্থলীতে জ্বালা ও পূর্ণতা অনুভব হয়। আহারের দু-তিন ঘণ্টা পরেই সমস্ত ভুক্ত খাদ্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন হয়। ঐ বমিত পদার্থ টকগন্ধ ও হাজাকারক। ঋতুকালে স্ত্রীলোকদের সমস্ত কষ্টগুলি বেশী হয়। স্তনের শীর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। শরীরের যে সকল দ্বার দিয়ে মল, মূত্র, কফ, থুথু, লালা ইত্যাদি স্রাব বহির্গত হয় ঐ

সকল স্থানের চর্মে হাজা সৃষ্টি হয়। মুখের কোণ ফেটে যায়, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্তপাত হয়। নাক দিয়ে রক্তস্রাব ও মুখ দিয়ে রক্তবমন হয়। শয়ন অবস্থাতেই ইহার সমস্ত স্রাব—যেমন মূত্র, প্রদর, ঋতু, মুখের লালা ক্ষত থেকে পুঁজ, রস, রক্ত বৃদ্ধি হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে, তবেই ক্রিয়োজোট সমনীতি অনুসারে নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। সকল স্থানের সকল রকম টিউমার এবং ক্যান্সার হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। প্রদাহ অবস্থা এত প্রবল হয় যে, প্রদাহিত স্থানে গলিত ক্ষত উৎপাদন করে। পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে এবং অন্যান্য স্থানের দূষিত ক্ষতে ক্রিয়োজোট সুফল প্রদান করেছে। জরায়ুর ক্যান্সার রোগে জরায়ুগ্রীবায় ক্ষত, স্ফীতি, জালা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রস স্রাব উৎপাদন করে। ইহার প্রদর স্রাবও অত্যন্ত দুর্গন্ধ ক্ষতকারী পচনশীল এবং জালাকারক। ইহাতে গ্রীবা গ্রন্থীও স্ফীত হয়, কঠিন হয়, জ্বালা করে। তৎসহ কানের নিকট কতকগুলি ফুসকুড়ী বাহির হয়। ঐ সকল ফুসকুড়ী হইতে রক্তাক্ত দুর্গন্ধ রস স্রাব হয়। নাসিকা ও মুখমণ্ডলের ক্যান্সার ক্ষতেও বেদনা, যন্ত্রণা ও জালা বিদ্যমান থাকে। ইহার সকল প্রকার ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। ঐ সকল ক্ষত সহজে আরোগ্য হইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয় না। রক্তস্রাবী ক্যান্সার রোগে ক্রিয়োজোট সুফল প্রদান করে।

ক্লিমেটিস
Clematis

শীতকাতর { সুগভীর এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক }

উপযোগিতা—উপদংশ এবং প্রমেহ বিষে জর্জ্জরিত দেহ, যাহাদের প্রমেহ স্রাব অসমবিধান নীতিতে লোপ করা হয়েছে, তারপর তারই পরবর্ত্তি কুফলে গ্রন্থীমণ্ডল আক্রান্ত হয়েছে এবং নানা জাতির চর্ম্ম-রোগে জর্জ্জরিত, তৎসহ মূত্র সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পায়, তাহারাই ইহার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—মুখের ভেতর ঠাণ্ডা জল রাখলে, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস মুখ দিয়ে স্থ স্থ করে টানলে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়।

বৃদ্ধি—বিছানার গরমে, রাত্রিতে, স্নান করিলে, বৃদ্ধি। চর্ম্মরোগ শীতল জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি। বর্ষাকালে ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি। চর্ম্মের কণ্ডুয়ন উত্তাপে ও শয়নে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী একা থাকতে ভয় পায়, আবার লোক-সঙ্গকেও ভয় করে। লোকসঙ্গে থাকিবার আবশ্যকতাকেও ভয় করে। সে মনে করে, বায়ুমণ্ডল ভীতিপূর্ণ ও কষ্টদায়ক দ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে। উহা তাহাকে বিষণ্ণ করে। ক্লিমেটিস আংশিক ভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, সেইজন্য ইহার পূর্ণ মানসিক চিত্র প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহা সোরিক, সাইকোটিক এবং সিফিলিস—এই ত্রিদোষ নাশক ক্ষমতা সত্ত্বেও ইহা অবহেলিত ঔষধ শ্রেণীর সহিত অবস্থান করিতেছে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগীর যাবতীয় কষ্টগুলি রাত্রিতেই খারাপ হয়। তিনি অনাবৃত থাকা সহ্য করিতে পারেন না। সর্ব্বদাই

গায়ে কাপড় জড়িয়ে রাখেন। তিনি ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে বড়ই অনিচ্ছুক। শীতল বাতাস তাঁর অসহ্য, আবার বিছানার গরমও রোগীকে অতিষ্ঠ করে।

মল—রোগীর প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

মূত্র—অবিরাম মূত্র প্রবৃত্তি, যন্ত্রণাপূর্ণ মূত্রবেগ, মূত্রপ্রবাহ একবার আরম্ভ হয় আবার বন্ধ হয়ে যায়, মূত্রনলী চাপে যন্ত্রণাযুক্ত থাকে, মূত্রত্যাগ অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়। মূত্রনালী সরু হয়ে যায়, তাই ক্ষীণ ধারায় ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। মূত্রত্যাগের সময় কাঁঠি ফুটিতে থাকার অনুভূতি ও জ্বালা বর্তমান থাকে। সম্পূর্ণ মূত্র একেবারে নির্গত হয় না—যেন কতকটা মূত্র ভিতরে থাকিয়া যায়। রেতঃরজ্জু চাবুকের মত স্ফীত ও প্রদাহিত থাকে। কখন কখন মূত্র রোধ হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—ঘুমাইবার আয়োজন করিলে এবং শয়ন করিলে শরীরে যন্ত্রণা হয়। যেন বিদ্যুৎ আঘাতের মত আক্ষেপ ও পেশীর সঙ্কোচন এবং উৎক্ষেপ হয়। দিবাভাগে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, রাত্রিকালে নিদ্রাহীনতা। রোগী শয়ন করিলে তাহার সমস্ত দেহে কম্পন অনুভূত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পেশীর সঙ্কোচন। ইহার ফুসকুড়ী হইতে সঞ্চিত জলের মত রস ও পুঁজ নির্গত হয়। ভীষণ চুলকানিযুক্ত কালবর্ণের উদ্ভেদ সৃষ্ট হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—রোগী বামপার্শ্ব অপেক্ষা ডানপার্শ্বেই অধিক আক্রান্ত হয়। মাথার উপর অত্যন্ত চুলকানি ও হুলফুটার ন্যায় যন্ত্রণাসহ সুড়সুড়ীযুক্ত উদ্ভেদ বা ফুসকুড়ী হয়, উহা ধৌত করিলে জ্বালা করে ও চিড়চিড় করে প্রদাহ হয়। সে মূত্রত্যাগ করা সত্ত্বেও মূত্রথলি যেন খালি করিতে পারে না। মূত্রথলিতে যেন আরও মূত্র জমা রহিয়াছে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে, তবেই ক্লিমেটিস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। গ্রন্থিগুলি স্ফীততা ক্ষততা এবং পাথরের মত কঠিনতাপ্রাপ্ত হয়। স্তন গ্রন্থীর প্রদাহ ও স্ফীতি। কুঁচকী গ্রন্থীর প্রদাহ ও কাঠিন্য বক্ষঃস্থলের ক্যান্সার শরীরের ডান পার্শ্বের গ্রন্থিগুলি বামপার্শ্ব অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়। ইহা শরীরের সকল স্থানের তন্তুগুলিকে দূষিত ও প্রদাহিত করে। উহাতে জ্বালা হয়, চুলকানি হয় এবং কঠিনতা সৃষ্টি হয়। ডান অণ্ডকোষ স্ফীত প্রদাহিত যন্ত্রণাপূর্ণ ও কঠিনতাপ্রাপ্ত হয় এবং নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে। স্তন গ্রন্থীর ক্যান্সার হয়। উহাতেও ক্ষততা, প্রদাহ, কঠিনতা ও স্ফীতি বিদ্যমান থাকে। স্কন্ধে সূঁচি-বিঁধন যন্ত্রণার সহিত বাম স্তনে কর্কট ক্ষত উৎপন্ন হয়।

কোণায়াম
Conium

শীতকাতর { গভীর এন্টিসোরিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—কোণায়াম ঔষধটি গভীরভাবে কার্য্যকরী একটি ঔষধ। শরীর বিধানে একপ্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থা উৎপন্ন করে, যাহা জীবনের অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। সঙ্গম প্রবৃত্তির উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ অবরুদ্ধ হওয়া—যেমন ব্রহ্মচারী হওয়া, দম্পতী বিয়োগ ইত্যাদি কারণ পশ্চাতে থাকলে, তাহার পরবর্ত্তি কুফলে যে কোন রকম রোগ হোক না কেন, কোণায়াম সেই সকল রোগে সুফলের সহিত উপযোগী হয়।

উপশম—অন্ধকারে আক্রান্ত স্থান এবং আক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

ঝুলিয়ে রাখলে, নড়িলে চড়িলে উপশম হয়। আবার বাত আক্রান্ত পা দুটি উচ্চ করিয়া কোন জিনিষের উপর রাখিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে বিছানায় পাশ ফিরাইলে, উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগায় রোগ উৎপন্ন হয়। শয্যায় শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—কোণায়ামের মন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়। সে কোনরূপ মানসিক কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। তাহার স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল থাকে। মনের একাগ্রতা আসে না। আপনা আপনি মনযোগ দিতে বাধ্য হয় না। চিন্তা করিতে পারে না, তারপর মনের জড়তা উপস্থিত হয়। কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম সহ করিতে অথবা কোন বিষয়ে মন দৃঢ়বদ্ধ করিতে অক্ষমতা—এই ঔষধের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলির অন্যতম। নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানে প্রকৃতির উন্মাদনা, জড়তা, উন্মাদনা অপেক্ষা অধিক হয়। যখন আপনি মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করিতে থাকিবেন, আপনি এরূপ লক্ষণ সকল দেখিবেন যে, তাহারা আপনাকে ভাবাইয়া তুলিবে। রোগী প্রলাপে আছে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ প্রলাপ নয়। প্রধান কথা উহা ধীরে ধীরে স্পষ্ট মনের দুর্ব্বলতা। জ্বরে যেরূপ প্রলাপ হয় সেরূপ তীব্র প্রলাপ নয়। উহা যেন জ্বরবিহীন প্রলাপ। উহা সর্ব্বদা থাকে এরূপ প্রলাপ যে উহা অকার্য্যকর। সে ধীরে ধীরে চিন্তা করে এবং অনেকদিন ধরিয়া সেই অবস্থাই থাকিয়া যায়, তারপর আরোগ্য হয়। উহা মনের এরূপ অবস্থা যে তাহা একটু একটু করিয়া উপস্থিত হয়। আত্মীয়স্বজনগণ উহা লক্ষ্য করেন না। একটু একটু করিয়া উপস্থিতি অদ্ভুত ব্যাপারে মন পূর্ণ হয় এবং সে যে সকল কার্য্য করিয়াছে এবং যে সকল কথা বলিয়াছে স্বজনগণ যখন উহা লক্ষ্য করেন তখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হন যে, রোগী

উন্মাদ হয় না ত? প্রকৃতপক্ষে রোগী জড়ত্বের দিকে যাইতে থাকে। কোণায়াম ধীর অকার্য্যকর প্রকৃতির সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কোন বিষয়েই মনযোগ থাকে না। সে যে লোকের নিকট থাকিতে ও কথা বলিতে অনিচ্ছুক থাকে, সে লোকদিগকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা করে। তাহার মনের অসুস্থতা নিরানন্দ ও দুঃখিততা চৌদ্দদিন ব্যবধানে আগমন করে। কোণায়ামের রোগী দুঃখিত ও বিষণ্ণ অবস্থায় ঘরের কোণে বসিয়া ঝিমায়। সে বিষণ্ণ বিরক্ত ও খিটখিটে হয়। সকল কার্য্যই তাহাকে বিরক্ত করে। সে কোন প্রকার উত্তেজনা সহ্য করিতে পারে না। তাহার স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হয়। সে অতীত ব্যাপারগুলিকে ঠিকভাবে স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা মন সংক্রান্ত জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাও শরীর বিধানের অসাধারণ দুর্ব্বলতা হেতুই উৎপন্ন হয়। সেইজন্য যে পর্য্যন্ত কোন রোগের বিকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত শরীর ও মন একসঙ্গে বর্দ্ধিতভাবে দুর্ব্বল হইতে থাকে। সে একাও থাকতে পারে না, আবার কোন লোকসঙ্গও সহ্য করিতে পারে না—এরূপ এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—দৃঢ় পেশী শারিরীক পরিশ্রমে অক্ষম এরূপ বলবান ব্যক্তি।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী শীতকাতর স্নানে বিশেষ ইচ্ছা থাকে না, তবে অভ্যাস বশত দৈনিক স্নান করে। ঠাণ্ডা বাতাস ও ঠাণ্ডা অসহ্য হয়; গরমে থাকতে ইচ্ছা করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—গলনলীর দুর্ব্বলতা বশত খাদ্য

কতকটা নামিয়া আবার থামিয়া যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নামিয়া পাকস্থলীতে যায়। একবারে পাকস্থলীতে যেতে পারে না।

মল—নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি যে সকল পেশী মল নির্গমনে সাহায্য করে, তাহাদের দুর্ব্বলতা বশত কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্ট হয়। স্বাভাবিক মল ত্যাগের পর উদরে শূন্যভাব বোধ এবং স্পন্দন হয়। স্ত্রীলোকেরা মলত্যাগ কালে এত বেশী বেগ দেন যে, বেগ দেওয়ার ফলে জরায়ু বাহির হয়ে পড়ে।

মূত্র—মূত্র নির্গত হইতে হইতে থামিয়া যায়, একবার নির্গত হয়, একবার থামিয়া যায়। মূত্র নির্গত করিবার জন্য বেগ দেয় এবং বেগ দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন মূত্র প্রবাহ থামিয়া যায়। পরে কোনপ্রকার বেগ দেওয়া না হইলেও আবার মূত্র প্রবাহ আরম্ভ হয়। মূত্রত্যাগকালে দুই তিনবার মূত্র প্রবাহ থামে আবার আরম্ভ হয়। মূত্রত্যাগের পর কাটা ছেঁড়ার মত যন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

ঘর্ম্ম—নিদ্রাকালে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রা যাইবার উপক্রমে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠে।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রাকালে কেবলমাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঘর্ম্ম হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—গলায় একটি গোলা থাকার ও পূর্ণতার অনুভূতি থাকে। উদরের কঠিনতা, উদরে চিমটি কাটার ন্যায়, সূঁচ ফুটার ন্যায় যন্ত্রণা ও পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণা হয়। মেরুদণ্ডে থেঁৎলান ব্যাথা, কটিদেশে আঘাতের মত যন্ত্রণা, বাতের যন্ত্রণা, মধ্যবয়স্ক লোকেরা চলিতে চলিতে থর থর করিয়া কাঁপে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—পেশীর দুর্ব্বলতা মুখের একপাশের পেশীর দুর্ব্বলতা। চোক্ষের উপর পাতা দুইটির পক্ষাঘাত। মস্তকে হঠাৎ

ভীষণ রক্তসঞ্চয়। অত্যন্ত শিরোঘূর্ণন। যেন ঘর দুয়ার সবই ঘুরিতেছে। গমনশীল জিনিষের দিকে দেখিতে অসমর্থতা। ভীষণ আলোকাতঙ্ক, স্ত্রীলোকের কাঁদিবার ইচ্ছা হয়। তাঁহার গলরোধ হয়। গলায় ঢেলা থাকার অনুভূতি থাকে। ভগ্ন স্বাস্থ্য জীবনে শ্রান্ত হয় পরে মানসিক পীড়া দুঃখ পক্ষাঘাত ও জড়ত্ব দেখা দেয়। তাহারা কাঁদে। তাহাদের বর্দ্ধিত গ্রন্থী ও দুর্ব্বলতার বিষয় ভাবিয়া দুঃখিত হয়। পুরুষদের সঙ্গম শক্তির দুর্ব্বলতা, ভীষণ সঙ্গম প্রবৃত্তি থাকলেও আংশিক অক্ষমতা থাকে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই কোণায়াম নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে সুফলের সহিত ব্যবহৃত হইবে। শরীরের সর্ব্বত্র সকল গ্রন্থীই আক্রান্ত হয়। সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিলে গ্রন্থিগুলি কঠিন ও ক্ষততা যুক্ত হয়। ইহার সকল রোগে ক্ষতস্থানে প্রদাহিত অঙ্গে ও গ্রন্থিগুলিতে বরাবর দূষিততা থাকে। সেইজন্য আমরা গাঁট গাঁট মালার আকারের গ্রন্থী পেয়ে থাকি। বাহুর নিম্নদিকের গ্রন্থিগুলির প্রদাহ হয়। ঘাড় কুঁচকী ও উদরের গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত হয়। ক্ষততা প্রাপ্ত অঙ্গগুলি কঠিন হয়। স্তনের একটি ফোঁড়ায় অনেকগুলি পিণ্ড এবং ঢেলার দ্বারা বেষ্টিত হয়। শরীরের উপরিস্থ চর্ম্মের সর্ব্বত্র পিণ্ড ঢেলা গ্রন্থী বৃদ্ধি ও প্রদাহ উৎপন্ন করে। গ্রন্থীর দূষিততা রোগে কোণায়াম বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ ইহা প্রথম হইতেই গ্রন্থীমণ্ডলকে আক্রমণ করে। গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পাথরের ন্যায় শক্ত হয় এবং ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে। চক্ষুর চারিদিকে কর্ণে এবং চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থীর স্ফীততা, কর্ণমূল গ্রন্থী ও চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থী, জিহ্বার নিম্নবর্ত্তি গ্রন্থীর বর্দ্ধনশীল কঠিনতা ও কর্কট

রোগ উৎপাদন করে। গ্রীবা পার্শ্বস্থ গ্রন্থিগুলির কঠিনতা ঠোঁটের চারিদিকের কঠিনতা ক্ষতের নিম্নবর্ত্তি গভীর স্থানে কঠিনতা থাকে। যে শিরাগুলি ঐ ক্ষতের দিকে রস প্রেরণ করে তাহাদের চারিদিকে গাঁট গাঁট মালা সৃষ্টি করে। পাকস্থলীর ক্ষত ও কর্কট রোগ হয়। অণ্ডকোষের স্ফীতি ও কঠিনতা। স্ত্রীলোকদের জরায়ু ও ডিম্বকোষের বৃদ্ধি ও কঠিনতা। দপদপানি যন্ত্রণা, জরায়ু গ্রীবার জ্বালা এবং হুল ফোটান ও ছিঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা হয়। স্তনের ক্ষততা জরায়ুতে টিউমার এবং সকল প্রকার কষ্টদায়ক উপমাংস উৎপত্তি আরোগ্য করে। প্রদাহিত তন্তুগুলিতে কোণায়াম কঠিনতা ও দূষিততা উৎপাদন করে এবং আরোগ্য করে।

সিষ্টাস
Cistus

অত্যন্ত শীতকাতর { সুগভীর এণ্টি সোরিক ও টিউবারকুলার }

উপযোগিতা—এই ঔষধটি সোরাদোষ নামক গভীর ভাবে কার্য্যকরী অনেকটা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের অনুরূপ, পরিশ্রমে অবসন্নতা শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, ঘর্ম্ম হইতে থাকা ও শীতলতা বিদ্যমান থাকে। ইহার গতি ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা আরও অধিক ধীর।

উপশম—শিরোবেদনা আহারের পর উপশম হয়। গরম হইলে এবং উত্তাপে উপশম, চুলকানী আঁচড়ানয় ও অনবরত রগড়ানয় উপশম হয়।

বৃদ্ধি—শরীরে সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে, মানসিক পরিশ্রমে, শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলে শীতকালে, শীতলতায়, স্পর্শ করিলে এবং উপবাসে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—শরীরের উপর সর্ব্বত্র সড়সড়ানী, পোকা হাঁটার মত, ঝিন ঝিনী ও পিপড়া হাঁটার মত সুড়সুড়ী থাকে। যদি কোন উদ্ভেদ নাও থাকে তবুও চুলকানি ও কাঁটা বিঁধার মত অনুভূতির উপশম পাইবার আশায় গাত্র চুলকাইয়া চামড়া ছিঁড়ে ফেলে। নাসারন্ধ্রে শীতলতা ও জ্বালার অনুভূতি থাকে। তথায় অসহনীয় চুলকানি ও মামড়ী জন্মে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—যে সকল লোক ক্ষীণ বিবর্ণ ও শীর্ণ এবং গণ্ডমালা দোষদুষ্ট এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠিতে গেলে হাঁপিয়ে উঠেন এরূপ চেহারার লোক।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—শীতল জলে গা ধোয়ায় বা স্নান করার বৃদ্ধি হয়। তিনি অভ্যন্তরে ভয়ানক শীত বোধ করেন। সোরিনের মত গ্রীষ্মকালেও লেপ কাঁথা গায়ে জড়িয়ে, মাথায় মাফলার বেঁধে রাখেন। খোলা বাতাস অসহ্য, সামান্য বায়ুপ্রবাহে ভয়ানক শীতার্ত্ত হয়। গরম ও গরম হাওয়ায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত হয়, যদি এক সন্ধ্যা আহার না করে তাহলে থাকতেই পারে না। আহারের সময় একটু অতীত হইলে তার শিরোবেদনা হয় ও ভয়ানক ক্লিষ্ট হয়। আহারের পর উপশম বোধ করে। ঝাঁঝাল জিনিস খেতে চায়। জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হয়ে যায়।

মল—রোগী পুরাতন উদরাময়ে কষ্ট পায়! উদরাময়ে মল পিচ-কারীর মত বেগে নির্গত হয়। শেষরাত্রি হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

ঘর্ম্ম—পুরাতন রোগভোগকারী রোগীদের অবসন্নতার সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয় দুর্ব্বলকারী প্রচুর নৈশঘর্ম্ম।

অঙ্গপ্রতঙ্গ—শীতকালে এবং শীতল জলে গা ধোয়ায় চর্ম্মরোগ বৃদ্ধি হয়। ইহা গ্রন্থীতে ও গায়ের বৃহৎ অস্থির চারিদিকে গভীর মূল খাদক ক্ষত উৎপাদন করে। দাঁত হইতে মাড়ী ছাড়িয়া যায়, দাঁতগুলি আল্‌গা হয়ে যায়। মাড়ী থেকে রক্তপাত হয়। প্রত্যেক বারের সর্দ্দি গলায় বসে, কণ্ঠদেশ শুষ্ক থাকে, চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভীষণ চুলকানি হয়। চক্ষু চুলকায়, গলার মধ্যে চুলকায়, মলদ্বারে এবং শরীরের অন্য সকল দ্বারেই ভয়ানক চুলকানি থাকে। নখগুলি মোটা এবং কাটা ফাটা হয়ে যায়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—মানসিক পরিশ্রমের পর পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বল হয়। মানসিক উত্তেজনায় তাহার সমস্ত যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। নিশ্বসিত বায়ুতে জ্বালা হয়। ইহার গ্রন্থীমণ্ডল বর্দ্ধিত ও প্রদাহিত করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে। ঘাড়ের চারিদিকের গ্রন্থী বর্দ্ধিত হইয়া রুদ্রাক্ষের মালার মত গ্রন্থীমালা সৃষ্টি করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই সিষ্টাম নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে অন্যথায় নহে। ইহাতে ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি বিশেষতঃ কর্ণমূল গ্রন্থী বৃহৎ ও কঠিন হয়। উহা এত বেশী বর্দ্ধিত হয় যে মাথাকে একপার্শ্বে হেলাইয়া রাখে। গ্রন্থিগুলি প্রদাহিত স্ফীত এবং পুঁজযুক্ত হয়। উহাতে তীর বিঁধনের ন্যায়, সূঁচফুটানর ন্যায়, ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। পুরাতন উদরাময়ের সহিত উদরের গ্রন্থিগুলি মালার আকারে স্ফীত হয়। উদ্ভেদের সহিত অথবা উদ্ভেদ ব্যতীত গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত হয়। গলগ্রন্থীতে পুঁজোৎপত্তি

হয়। স্তনের পুরাতন কঠিনতা ও প্রদাহ বিশেষতঃ বাম স্তন প্রদাহিত থাকে। প্রদাহিত গ্রন্থিগুলিতে শীতল বাতাস লাগিলে অসহনীয় যন্ত্রণা হয়। ঘাড়ের চারিদিকে গাঁট গাঁট বর্দ্ধিত গ্রন্থীর মালা থাকিতে দেখা যায়। গ্রীবা গ্রন্থীতে স্ফীতি ও পুঁজোৎপত্তি। শরীরের যে কোন স্থানের গ্রন্থীর স্ফীততায় ও কঠিনতায় উপযোগী হয়ে থাকে।

গ্র্যাফাইটিস
GraPhitis

সাধারণত শীতকাতর — সুগভীর এণ্টি সোরিক, এণ্টি সাইকোটিক, এণ্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—যাহাদের গায়ের চর্ম্ম মোটা অথবা ক্রমে ক্রমে মোটা হয়ে যায়। চর্ম্মরোগপ্রবণ দেহ রোগাক্রান্ত স্থান ফেটে যায় এবং ঐ ফাটা হইতে মোটা চটচটে আঁঠাল রস বাহির হয়। তাহারাই গ্র্যাফাইটিসের উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—খোলা বাতাসে, গরম দুগ্ধপানে, পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—গরম ঘরে, গরম বিছানায়, শীতল অথবা উত্তপ্ত হাওয়ায়, পরিশ্রমে, শীতল পানীয়ে, রাত্রে বিছানার গরমে বৃদ্ধি হয়, বিশ্রামকালে এবং শুয়ে থাকার সময় উর্দ্ধাঙ্গগুলির অসাড়তা বৃদ্ধি পায়।

মানসিক লক্ষণ—নিবিষ্ট মনে মানসিক কোন কার্য্য করতে হলে অস্থির হয়। মানসিক কার্য্য করিতে ভয় হয়, মনের অত্যধিক অবসন্নতা সঙ্গীত এবং গীতবাদ্যে মনের অবস্থা খারাপ হয়, মনের দুঃখ এত বেশী যে তিনি কেবল মৃত্যু এবং মুক্তির বিষয় ভাবেন। তাঁর

মনোভাব সর্ব্বদাই বদলায়। তিনি অতীত ঘটনাগুলি স্মরণ করে দুঃখিত হন। বিরক্ত ও অধীর হন। তুচ্ছ বিষয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। অদৃঢ়সংকল্প কোন কার্য্য করিবেন কি করিবেন না তা স্থির নিশ্চয় হতে পারেন না। একবার ভাবেন এই কাজটা করি আবার ভাবেন যদি খারাপ হয় এই ভয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত হতে পারেন না। সন্ধ্যা হইতে প্রথম রাত্রি পর্য্যন্ত মনের বেশ কর্ম্মোদ্যম দেখায় এবং কাজের চিন্তা করে রাখেন। প্রাতঃকাল হলেই শঙ্কিত দুঃখিত উৎকণ্ঠিত এবং নৈরাশ্য সহ ভগ্নোদ্যম হন। এইরূপ মনের শঙ্কিত অবস্থা।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—যাহারা মেদ রোগগ্রস্ত অথবা বেশ মোটা চেহারার লোক।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্টবোধ করেন। তাহলেও শীতের ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মের গরম এই দুয়েতেই রোগী কষ্ট অনুভব করেন। মুক্ত বাতাস এতই আরামদায়ক যে, রোগী বলেন যতই বাতাস হোক না কেন আমার যেন গায়ে লাগে না। বর্ষার দিনে খোলা জানালার বায়ুপ্রবাহে গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে থেকে আনন্দ পায়। যদিও ইহার গায়ে বায়ুপ্রবাহ লাগানর আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল কিন্তু স্নান সহ্য হয় না। জলের ঠাণ্ডায় তিনি পীড়িত হন। শীতল ভিজা আবহাওয়ায় কষ্ট হয়। রোগী অভ্যন্তরে অর্থাৎ পেটের মধ্যে গরম খাদ্য ও গরম পানীয় চায়, কিন্তু বাহিরে অর্থাৎ গায়ে বাতাসের ঠাণ্ডা চায়, ইহা এক অদ্ভুত অভিলাষ যেন মনে থাকে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—লোভীর মত ক্ষুধা। মাংসে, রন্ধন করা খাদ্যে, লবণে ও মিষ্টান্নে অপ্রবৃত্তি। পাকস্থলীতে জ্বালাকর ও চিবানর মত যন্ত্রণার উপশমের জন্য তিনি খেতে বাধ্য হন খেলে উপশমও হয়। পাকস্থলীর যন্ত্রণা ও কষ্টগুলি খেলে উপশমিত হয় বটে, কিন্তু খাদ্য গিলিতে যাইলে বমনোদ্বেগ হয়, যেন বমন হইবে।

পিপাসা—মুখ শুষ্ক থাকে ভীষণ তৃষ্ণা হয়।

মল—মলদ্বার হইতে ভীষণ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃস্বরণ হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। মোটা মোটা বড় কঠিন গাঁট গাঁট মল কষ্টে নির্গত হয়। মলত্যাগের সময় মলদ্বারের ফাটার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। মলদ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা ও মলদ্বার বেরিয়ে পড়ে। ৭।৮ দিন যাবৎ মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই থাকে না। আবার ইহাতে উদরাময়ও আছে। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃস্বরণসহ তরল দুর্গন্ধ উদরাময় হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকার সময় অত্যন্ত কঠোর বেগ দিয়ে মলত্যাগ করতে অনেক সময় লাগে। বিরেচক ঔষধ অথবা পিচকারী না দিলে বাহ্যে হয় না এমনই কোষ্ঠবদ্ধতা।

মূত্র—ক্ষীণধারায় মূত্র পতিত হয়। মূত্রে পচাগন্ধ এবং অধিক সাদা অথবা লাল তলানি জমে। মূত্রত্যাগের পরও কয়েক ফোটা মূত্র নিস্থত হতে থাকে এবং মূত্রত্যাগের পর মূত্রস্থলীর গ্রীবায় জ্বালা হয়। মূত্রত্যাগের সময় ত্রিকাস্থিতে ও পিকচক্ষু অস্থিতে যন্ত্রণা হতে থাকে।

ঘর্ম্ম—পায়ের পাতায় প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। সামান্য পরিশ্রম করলে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম। প্রাচীন রোগে রোগী প্রায়ই ঘামিতে থাকে।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রিত হয়ে পড়লে শ্বাসরোধ হয়। রাত্রে

নিঃশ্বাস লইবার জন্য হাঁপিয়ে জেগে উঠে। বুকের আকুঞ্চন হয়। দিবাকালে নিদ্রালুতা, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় যন্ত্রণা হতে থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—হস্তাঙ্গুলির ও পদাঙ্গুলির নখগুলি কাল পুরু ও ভঙ্গপ্রবণ হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে নখ উঠে যায়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—সূর্য্যালোকে আলোকাতঙ্ক। চোখ দিয়ে জল পড়ে। ঘ্রাণশক্তির খুব তীক্ষ্ণতাবশতঃ তিনি ফুলের গন্ধও সহ্য করতে পারেন না। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে। অবিরত গলা রুদ্ধ অথবা গলায় আকুঞ্চনের অনুভূতি, খাদ্য গলাধকরণ কষ্টদায়ক হয়। উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়। ঢেঁকুর উঠিলে উপশম হয়। উদরের পূর্ণতা ফাঁপ চাপবোধ ও জ্বালা। খাদ্য গিলিতে যাইলে বমনোদ্যম হওয়া, পেটের মধ্যে গরম খাদ্য ও পানীয় চায়। বাহিরের গায়ে দারুণ ঠাণ্ডা চায়। উদর প্রাচীরের শোথজনিত স্ফীতি। শরীরের সকল দ্বার প্রান্তে ফাটা দৃষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ডে বিদ্যুৎ আঘাতের মত আঘাত এবং আকুঞ্চন হয়। অঙ্গাদিতে আকর্ষণ ও ছিঁড়িতে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। ইহার শরীরে চর্ম্মরোগপ্রবণতা, ফাটা এবং নিঃসৃত রস আঁঠাল দৃষ্ট হয়। কটীদক্র ও পামা, দেহের বামদিকেই আক্রমণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই গ্র্যাফাইটিস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহার ক্ষতে এবং তন্তুতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। পুরাতন ক্ষত চিহ্নের তলায় কঠিনতা এবং জ্বালা বিদ্যমান থাকে। কর্কটজনিত উদ্ভেদ এবং ক্ষতে ইহা অধিক উপকারী। পুরাতন ক্ষত চিহ্নের উপরে ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। গণ্ডমালা দোষদুষ্ট দেহে গ্রন্থীগুলির স্ফীতি উৎপাদন করে। যে কোন স্থানের চর্ম্মে কঠিনতা এবং মাংস বৃদ্ধি উৎপাদন

করে। চোখের পাতার উপর পুঁজকোষ বিশিষ্ট আব উৎপন্ন হয়। ক্ষতের ধারগুলি কঠীন হয় এবং উহাতে তীব্র জ্বালা থাকে। চোয়াল নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থী স্ফীত এবং কঠিন হয়। তালুমূল স্ফীত ও কঠিন হয়। গলায় ব্যাথা হয় ও গলনলী রুদ্ধ হয়। রাত্রে মুখ হইতে লালা গড়াইতে থাকে। কুঁচকী স্থানের গ্রন্থিগুলি স্ফীত ও কঠিন হয়। ইহা ডিম্বকোষে টিউমার সৃষ্টি করে। জরায়ু ও ডিম্বকোষে বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা উৎপাদন করে। জরায়ুতে ফুলকপির মত আঁচিল এবং জরায়ু গ্রীবায় ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। উহাতে ভীষণ জ্বালা ও ভয়ানক পচাগন্ধ এবং রক্তাক্ত স্রাব বিদ্যমান থাকে। জরায়ুদ্বারের ফোলা এবং স্তনের পুরাতন ক্ষত চিহ্নের উপর ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। গ্রীবা গ্রন্থী স্ফীত কঠিনতা প্রাপ্ত যন্ত্রণাপূর্ণ অথবা যন্ত্রণাহীনও হতে পারে কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। স্থায়ীভাবে বর্দ্ধিত শিরায় চুলকানি থাকে। ক্ষত চিহ্ন সকল যন্ত্রণাপূর্ণ ও কঠিন হয়। ক্ষতের তলদেশ এবং প্রান্তদেশ কাটা চুলকানি এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হয়।

হাইড্রাসটিস
Hydrastis

গরমকাতর — সুগভীর এণ্টিসোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—যেখানে শীর্ণতা প্রাপ্তি ও প্রতিশ্যায়িক অবস্থা এবং দূষিত প্রকৃতির ক্ষত বিদ্যমান এবং যে রোগপ্রবণতা পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া অত্যন্ত ধীর গতিতে রোগীদেহে সংক্রামিত হইয়া অসহনীয় যন্ত্রণা এবং ক্ষততা উৎপাদন করে, এবং মন্থর গতিতে অসম্পূর্ণ পুষ্টি ও বহু জটিল লক্ষণের একত্রে সমাবেশ

করে, সেইখানেই হাইড্রাসটিস উপযোগী হয়। ইহা তরুণ অবস্থা অপেক্ষা অত্যন্ত ধীর গতিতে আগমনশীল অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপযোগী হয়ে থাকে।

বৃদ্ধি—রাত্রিকালের আগমনে, রাত্রিতে শয়নে, গরম বিছানা ও গরম ঘরে বৃদ্ধি, স্পর্শে বৃদ্ধি উত্তাপে ও ধৌত করায় ক্ষত এবং উদ্ভেদ বৃদ্ধি হয়। অমাবস্যার রাত্রে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এরূপ গভীরক্রিয় ঔষধটির সুপরীক্ষার অভাবে মানসিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। রোগী চিকিৎসায় মণিষীগণ প্রত্যক্ষ করেছেন—রোগী সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ব্যাকুল, ভীত এবং অবসন্ন থাকে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী কখন শীতবোধ করে আবার কখন গরমবোধ করে, স্নান করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু স্নান সহ্য হয় না। স্নান করিলে বৃদ্ধি হয়। শীতকাল অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা আরামপ্রদ হলেও ঠাণ্ডা তাহার সহ্য হয় না।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—খাদ্যে অনিচ্ছা সহ অবসন্নকর শূন্যতার অনুভূতি, যেন পেটের মধ্যে কিছুই নাই খালি হইয়া গিয়াছে। মসলাযুক্ত ঘোরাল খাদ্য খেতে ইচ্ছা করে। লবণ ও ঝাল তাহার প্রিয়। খাদ্যে অপ্রবৃত্তি সকল খাদ্যই বমি করে ফেলে, কেবলমাত্র দুগ্ধ ও জল এই দুটি পদার্থ পেটে থাকে। আহারের পর পাকস্থলীতে ভারবোধ এবং ভয়ানক অশান্তি হয়। পাকস্থলীতে পূর্ণতার অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। উদগার উঠে পচাগন্ধ ও টক উদ্গার উঠে। তবে শূন্যতার অনুভূতিই সর্ব্বাধিক নির্দ্দিষ্ট।

পিপাসা—রোগীর কোনরূপ পিপাসা থাকে না।

মল—দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই থাকে না। মল হয় ফিকে রঙের মত অথবা সাদা। মলদ্বারের শিথিলতা ও বহির্গমন। পুরাতন উদরাময়ে মল হলদে তরল জলের মত পিত্তহীন সাদা এবং ক্ষতকারক। সবুজাভ ভয়ানক দুর্গন্ধ, মলদ্বারের প্রদাহ হয়। কোষ্ঠবদ্ধে আমময় কঠিন ঢেলা ঢেলা খুব দুর্গন্ধি মল পিচকারী দিলেও বাহির হতে চায় না।

মূত্র—স্বল্পমূত্র অথবা মূত্রনাশ হয়। মূত্রত্যাগকালে কষ্ট হয়। দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা মিশ্রিত মূত্র। পুরাতন প্রমেহে হলদে স্রাব নির্গত হয়।

ঘর্ম্ম—জনেনেন্দ্রিয়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম থাকে। ঘর্ম্ম স্বাভাবিক অবস্থার থেকে কিছু বেশী পরিমাণে হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ইহা সকল অঙ্গে এবং আভ্যন্তরিক সমস্ত যন্ত্রে বিশেষতঃ স্ত্রী যন্ত্রে দূষিত প্রকৃতির ক্ষত উৎপাদন করে। ক্ষতে ভীষণ জালা থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতে রক্তপাত ও পুঁজোৎপত্তি হয়। উদরে খাল ধরার ন্যায়, কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। পেট ফাঁপ থাকে এবং পরিপাকক্রিয়া হীন হয়। অন্ত্রাদির প্রতিশ্যায় এবং ক্ষত দুর্দ্দম্য প্রকৃতির অর্শ, মলদ্বারে ক্ষত এবং কাটা। মুখ দন্তমাড়ী ও জিহ্বায় ক্ষত। মুখগহ্বর হেজে যায়। স্তন্যদায়ী জননীদের মুখে ক্ষত। ঋতু স্রাব ভীষণ দুর্গন্ধ কাল এবং দড়ির মত লম্বা। প্রদর স্রাব রক্তাক্ত কালচে সাদা এবং নানা রঙের হয় কিন্ত ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—সকল সময় সকল অবস্থায় দুর্ব্বলতার প্রাধান্য থাকে। যে কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে যে কোন স্রাব সর্দ্দি, ঋতুস্রাব প্রদরস্রাব সবই আঁঠাল দড়ির মত লম্বা আকারে বাহির হয়। সকল প্রকার ক্ষত দূষিত ও খাদক প্রকৃতির হয়।

সামান্য স্পর্শে রক্তপাত হয়। পাণ্ডু রোগীর ন্যায় হলদে রঙের চক্ষু ও মুখমণ্ডল। পাকস্থলীতে জ্বালা সহ ক্ষত সৃষ্ট হয়। কণ্ঠনালী কণ্ঠ ও বায়ুনালী ইহতে প্রচুর ঘন দড়ির মত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। বায়ু পথগুলির প্রতিশ্যায় ও হাজা ভাব দৃষ্ট হয়। প্রদাহিত স্থান-সমূহ স্পর্শসহিষ্ণু হয়। ক্ষতযুক্ত বা ক্ষতবিহীন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ঘন দড়ির মত হলদে পুঁজ স্রাব হয়, উহা টানিয়া দড়ির মত লম্বা করা যায়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম, বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই হাইড্রাসটিস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহা দূষিত প্রকৃতির গভীর এবং বিস্তারশীল খাদক ক্ষত উৎপাদন করে। উহা সহজে আরোগ্য হতে চায় না। ক্ষতের তলদেশ কঠিনতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষতের উপর বাজে দানা উৎপন্ন হয়। উহাতে সহজেই রক্তপাত হয়। সামান্য স্পর্শ করিলে ঐ দানাগুলি হইতে প্রচুর রক্তপাত হয়। এই ঔষধটি দূষিত প্রকৃতির ক্ষতে অত্যন্ত উপকারী। যদি কোথাও ইহা দূষিত ক্ষত আরোগ্যে অক্ষম হয়, তাহলেও ক্ষতের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়ে দেয় এবং ধ্বংসের গতিকে সংযত করে থাকে। ইহা দূষিত ক্ষতের রোগীকে স্বচ্ছন্দে রাখে। ইহার ক্ষতে ভীষণ জ্বালা থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতে প্রচুর রক্তপাত এবং পুঁজোৎপত্তি হয়। চক্ষু কণিকায় ক্ষত হয় এবং দুর্গন্ধ হলদে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। চোখের পাতার প্রদাহ এবং প্রান্তগুলি আরক্ত ও পুরুতা প্রাপ্ত হয়। কানে দুর্গন্ধ ঘন পুঁজ, স্ফীত এবং আঁশের ন্যায় মামড়ী সৃষ্ট হয়। নাসিকা ঘন দুশ্ছেদ্য হলদে শ্লেষ্মায় বদ্ধ হয়ে যায়। নাসারন্ধ্রের ঝিল্লীর হাজাও ক্ষততা, নাক হইতে আঁঠাল পুঁজ নির্গত হয়।

নাসারন্ধ্রের মধ্যে বড় বড় চাঙ্গড় সৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডল, নাসিকা, ও ঠোঁটের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর পর্দ্দা উৎপত্তিতে ইহা উপকারী। মুখ দন্তমাড়ী ও জিহ্বায় জ্বালা সহ বিস্তারশীল ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহা শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী জননীর মুখে উপক্ষত উৎপাদন করে। মুখ হেজে যায় এবং মুখ হইতে দড়ির মত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। গলায় জ্বালা, হাজা এবং ক্ষত জন্মায়। উহাতেও দানা উৎপত্তি হয় এবং দুর্গন্ধ হলদে দড়ির মত শ্লেষ্মা বাহির হয়। পাকস্থলীতে জ্বালা সহ ক্ষত সৃষ্ট হয়। পাকস্থলীর ক্যান্সারে ইহা খুব উপযোগী হয়। ভক্ষিত খাদ্য সমস্তই বমি করে। কেবলমাত্র জল এবং দুগ্ধ পাকস্থলীতে থাকে। অন্ত্রে ক্ষত, মলদ্বারে ফাটা ও ক্ষত। যোনি হাজিয়া যায়। সহবাসকালে যোনিতে ক্ষততা এবং রক্তপাত হয়। জরায়ুর মুখে প্রবল চুলকানি থাকে। কণ্ঠনালী কণ্ঠ ও জরায়ু পথগুলিতে ক্ষততা এবং হাজা সৃষ্ট হয়। ইহার সকল স্থানেরই নিস্রাব আঁঠাল এবং তারের মত দুশ্ছেদ্য। হাই-ড্রাসটিস পাকস্থলী লিভার প্লীহা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্রের কঠিনতা ও ক্যান্সার উৎপাদন করে। পায়ের উপর এবং পায়ের গাঁটের চারিধারে ক্ষত, হুল ফোটান যন্ত্রণা এবং জ্বালা উৎপাদন করে। রাত্রে গরম বিছানা যন্ত্রণাদায়ক হয়। উত্তাপে এবং ধৌত করায় ক্ষত এবং উদ্ভেদের যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হয়।

কেলী আইওড
Kali Iod

গরমকাতর — এণ্টি সোরিক ও এণ্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—যে সকল গেঁঠেবাতগ্রস্ত লোককে সর্ব্বদাই নড়িতে চলিতে হয়, যাহাদের সর্ব্বদাই সর্দ্দি লাগে ও গলক্ষত হয়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে যিনি প্রায়ই অসুস্থ হন, সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগলেই নাক দিয়ে জলের মত দুর্গন্ধ হাজাকারক স্রাব হয়। চক্ষু লাল হয়ে উঠে। চক্ষু হইতে জল পড়ে। মুখ-মণ্ডল ফুলো ফুলো দেখায় এবং যাহাদের শরীরে সিফিলিস প্রাধান্যতা বিদ্যমান, সেই সকল ক্ষেত্রেই কেলী আইওড উপযোগী হয়।

উপশম—খোলা বাতাসে নড়া চড়ায় হাঁটিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—গরম পোষাকে, গরম ঘরে, সেঁৎসেঁতে আবহাওয়ায়, রাত্রিতে শুইলে বসিলে দাঁড়াইলে, শীতল খাদ্যে ও শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি। শিরশ্লেষ্মা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়। বিশ্রামকালে একপ্রকার মানসিক অবসন্নতা বোধ করে। মাথার যন্ত্রণা আবদ্ধ ঘরে খারাপ হয়। কিন্তু উত্তাপে ও সঞ্চালনে অনেকটা ভাল থাকে।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগীর মেজাজের অত্যন্ত উত্তেজনা, নিষ্ঠুরতা ও কর্কশ ভাব দৃষ্ট হয়। সে তাহার আত্মীয় স্বজন এমন কি সন্তানদের প্রতিও কর্কশ ভাবাপন্ন হন। তিনি রাগান্বিত হইলে অশ্লীল ও কর্কশ ভাষায় গালাগালি দেন, পরে অনুশোচনায় দুঃখিত এবং অশ্রুপূর্ণ হন। ইহার রোগী অত্যন্ত স্নায়বিক। তাহাকে হাঁটিতে ও চলিতে বাধ্য হতে হয়। তিনি ক্লান্তি ব্যতীত অনেক দূর হাঁটিতে পারেন। ক্রমাগত সঞ্চালনেও তার ক্লান্তি আসে না। বিশ্রাম লওয়ার আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—ইহার চেহারা একটু স্থূলত্বপ্রবণ বেশ গোলগাল দেখায়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী যদি গরম ঘরে থাকে তাহলে দুর্ব্বল এবং শ্রান্ত হয়। নড়িতে চলিতে চায় না। সে ঘরের উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়। যেমনি সে মুক্ত বাতাসে যায় অধিক ভাল বোধ করেন। যেমনি হাঁটতে আরম্ভ করেন আরও ভাল বোধ করেন। তাকে মুক্ত বাতাসে থাকতেই হয়। সে সর্ব্বদাই গরম অনুভব করে। উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। আবার বাতাস অথবা আবহাওয়া ঠাণ্ডা হইলে তাঁহার অস্বস্তি বোধ হয়। বাতাস লাগিলে শরীরের গ্রন্থিগুলি স্ফীত বর্দ্ধিত এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—শীতল খাদ্যে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হয়। শীতল দুধ শীতল পানীয় শীতল খাদ্যগুলি তাহার পাকস্থলীতে কষ্ট উৎপাদন করে। তিনি গরম খাদ্য ও পানীয় ভালবাসেন। গরম খাদ্য সেবনে স্বস্থতা অনুভব করেন। আহারে অরুচি হয়। খেতে পারে না, অথবা রাক্ষুসে ক্ষুধা বিদ্যমান থাকে।

পিপাসা—তাহার অতিরিক্ত তৃষ্ণা হয়। প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন। কিন্তু ঠাণ্ডা জল পান করিতে পারে না। গরম পানীয় ভালবাসেন। ঠাণ্ডা জল পাকস্থলীর কষ্ট বৃদ্ধি করে।

মল—কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অল্প অল্প শক্ত মল অতিকষ্টে নির্গত হয়। উদরাময়ে হলুদ বর্ণের জলের মত পাতলা মল থাকে।

মূত্র—মূত্রনালীর মধ্যে জ্বালা করে। মূত্র স্বল্প এবং লালাবর্ণ জ্বালার সহিত নির্গত হয়।

ঘর্ম্ম—রাত্রিতে সর্ব্বশরীরে দুর্ব্বলতা উৎপাদনকারী ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগীর ঘুম ভাল হয় না। অনিদ্রা অথবা অস্থির নিদ্রায় রাত্রি যাপন করেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—মাথার দুই পার্শ্বে পিছনদিকে পিসিতে থাকার মত ভীষণ যন্ত্রণা হয়। নাসারন্ধ্রে ক্ষত উৎপন্ন হয়। তাহাতে নাক চেপ্টা হয়ে যায়। ছিপারের মত নাকের গোড়ায় যন্ত্রণা, স্বরভঙ্গের সহিত কণ্ঠনালীতে হাজা ও যন্ত্রণা হয়। কণ্ঠনালীর সঙ্কোচন স্বরভঙ্গ কাশি, বক্ষাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ। হৃৎপিণ্ডে পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালনবৎ স্পন্দন ও দ্রুতনাড়ী সায়েটিকা বাত পাছা হইতে নিম্নদিকে গতি ও তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকিলে ঐ যন্ত্রণাও যদি স্থির থাকিলে বৃদ্ধি এবং সঞ্চালনে উপশম হয় তাহলে কেলী আইওড উপযোগী হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—যাহারা সর্ব্বদাই উত্তপ্ত থাকে, আচ্ছাদন বস্ত্র ফেলে দিতে চায়, অবিরত সঞ্চালন চায়, স্থির থাকলে অস্থির ও অসুস্থ হয়। নিঃসৃত স্রাব হয় সবুজ, গয়েরও সবুজাভ, নাক চক্ষু ও কর্ণ হইতে পুঁজ মিশ্রিত সবুজ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। প্রদর এবং ক্ষত হইতে সবুজ বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। যাহারা মুক্ত বাতাসে থাকতে ইচ্ছা করে, বাতাস ঠাণ্ডা হইলে সন্ধিগুলি স্ফীত ও বর্দ্ধিত হয়, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা, স্নায়বিকতা এবং মেজাজের রুক্ষভাব উৎপন্ন হয়, তিনি সঞ্চালনে আরাম বোধ করেন, গরম খাদ্য ও পানীয় আকাঙ্ক্ষা করে। উদরে বায়ু সঞ্চয় হয় ও ঢেঁকুর উঠে।

ব্যাতিক্রম—কেলী আইওড গরমকাতর ঔষধ, কিন্তু ইহার সর্দ্দি ও শিরোশ্লেষ্মা গরম ঘরে উপশম হয়। তা ছাড়া ইহা শরীরের বাহিরে শীতল খোলা বাতাস চায় বটে; কিন্তু অভ্যন্তর প্রদেশে উদরে গরম খাদ্য ও গরম পানীয় চায়। শীতল খাদ্য ও পানীয় তার অস্বস্তি উৎপাদন করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত

বিশিষ্টতা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ইহা নিম্ন-লিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহা শরীরের উপর সর্ব্বত্র সকল গ্রন্থিগুলিকে স্ফীত বর্দ্ধিত এবং কঠিন করে। ইহা কণ্ঠদেশের গ্রন্থীর বৃদ্ধি উৎপাদন এবং আরোগ্য করে। গলায় গভীর ক্ষত উৎপাদন করে। তালুমূল গ্রন্থীতে ক্ষত হয়। ঐ ক্ষত ছিদ্র করার মত হয়। ক্ষতের ধারগুলি শক্ত হইয়া থাকে। কোমল তালু কোমল তন্তু ও গলার নুড়নুড়ীতে ক্ষত হয়। গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর গাঁট গাঁট কঠিনতা ও স্ফীতি উৎপাদন করে। তালুমূল গ্রন্থী দুইটি বর্দ্ধিত হয়। স্বরযন্ত্রে ইহা টিউমার উৎপাদন করে। গলার গ্রন্থী স্ফীত ও কঠিন হইয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দেয়। মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লীতে ছোট ছোট ঢেলায় পূর্ণ হয়ে যায়। মাথার ত্বকে ছোট গুটিকা জনিত উদ্ভেদ জন্মায়, উপদংশ রোগের মত গ্রন্থিগুলি গঠন এবং অস্থিবেষ্ট আক্রমণ করে ও প্রদাহ উৎপাদন করে। অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট আক্রান্ত হইয়া তদুপরি গুটিকা ও টিউমার উৎপন্ন হয়। শরীরের নানা স্থানে স্ফীতি ও শোথ উৎপাদন করে। উদর ও জরায়ুর মধ্যে সুত্রবৎ তন্তুময় টিউমার উৎপাদন করে। নাসিকা গ্রন্থীর বৃদ্ধি এবং সিফিলিস দোষ জনিত কঠিন গুটিকা উৎপাদন করে।

ল্যাকেসিস
Lachesis

গরমকাতর { সুগভীর এণ্টি সোরিক / এণ্টি সাইকোটিক / এণ্টি সিফিলিটিক }

উপযোগিতা—ল্যাকেসিস অত্যন্ত গভীরক্রিয় জান্তব শ্রেণীর বহু রোগ আরোগ্যকারী বহুমুখী ঔষধ। যে সকল শরীর সোরা সাইকোটিক ও সিফিলিস এই ত্রিদোষে জর্জ্জরিত হয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছে সেই শরীরের উপর যদি ল্যাকেসিসের নিম্নলিখিত

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ল্যাকেসিস উপযোগী হবে। যদি ইহার বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান না থাকে তাহলে ইহা ব্যবহৃত হবে না। শুধু দোষ, রোগের কারণ এবং বহুমুখী ক্রিয়ার বিদ্যমানতায় কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয় তার নিজস্ব বিশিষ্ট লক্ষণাবলীর সমলক্ষণে। প্রত্যেক ঔষধ সম্বন্ধে এই একই নিয়ম সর্ব্বদাই পালনীয়।

উপশম—যে কোন স্রাব নির্গত হইতে আরম্ভ করলে উপশম হয়। আক্রান্ত স্থানে গরম সেঁক দিলে, আস্তে আস্তে হাওয়া করিলে, জোরে চাপ দিলে, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে গলক্ষতে শীতলতা প্রয়োগ করিলে উপশম হয়। পরিধেয় বস্ত্র আল্‌গা করে রাখলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—নিদ্রার মধ্যে ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি, শীতের অবসানে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বসন্তকালে ও রৌদ্রে বৃদ্ধি, মেঘাচ্ছন্ন গুমোট গরমে, আবদ্ধ গৃহে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ও অতিরিক্ত গরমে বৃদ্ধি হয়। বেলা ১২টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, বেলা ৩টায় সঞ্চালনে ও গরম জলে স্নান করিলে বৃদ্ধি, মৃদু চাপে, গরম জলপানে, স্পর্শে, তরল পানীয় গিলনে যে কোন পার্শে শয়নে বৃদ্ধি, রৌদ্রেও উষ্ণতায় বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগী ভয়ানক ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়, কোন কারণ ব্যতীত ঈর্ষ্যা, অন্যায়রূপে ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ করে। সে নিষ্ঠুর। প্রতিবাসীগণের বন্ধুগণের এবং পরিচিত লোকজনের অনিষ্ট করিয়া আনন্দ পায়। সে সকলকেই সন্দেহ করে। তাহার পরিচিত লোকেরা যদি চুপি চুপি কথা কয়, তাহলে সে মনে করে তাহারা তারই সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারই অনিষ্ট করবার যুক্তি করছে। পীড়িত অবস্থায় রোগী মনে করে স্বজনেরা তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার শবদেহকে সৎকার করিবার আয়োজন চলিতেছে। রোগী মনে করে তিনি কোন

প্রবল শক্তির অধীনে আছেন। মনুষ্যলোকের উর্দ্ধস্থ কোন দৈব শক্তির অধীনে আছেন এবং দৈব শক্তির দ্বারা কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছেন—তিনি দৈব আদেশ, কথা, শব্দ ও স্বর শুনিতে পান। তিনি মনে করেন যে তিনি চুরি করিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিবার জন্য অনেক লোকজন আসিতেছে, পুলিশ আসিতেছে—এই ভয়ে উৎকণ্ঠিত হন। তাহার বুক ধড়্‌ফড়্ করে। কোন যন্ত্রণার সময় বিড়বিড়ানী প্রলাপ বকেন। একবার এক বিষয় অন্যবার অন্য বিষয় পরে আর এক বিষয়—এইরূপে অনর্গল যা-তা বকিতে থাকেন। তাঁর বকুনির ধারার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। লাফাইয়া লাফাইয়া বকেন। ইহা ধর্ম সংক্রান্ত উত্তেজনায় পূর্ণ। ইহা অবশ্য ল্যাকেসিসের সচরাচর বহুভাষিতার মত নয়। ইহাতে তিনি জীবনে যে সকল মহাপাপ করেছেন তা সমস্তই বলতে থাকেন। যে সকল যুবতী কুমারী ভালবাসায় নিরাশ হয়েছেন, তাহাও বলেন। অনেক রাত্রি জাগরিত থাকিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিষাদ, মানসিক অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, ক্রন্দন ও নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিবার চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অন্যথায় তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। নিজেকে খুব বড় বলে মনে করেন, কি করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হয় তাই তিনি চিন্তা করেন, তিনি ভয়ানক স্বার্থপর। অন্য লোকে যদি তাঁকে বড় বলে মানে, তোষামোদ করে এবং বড় বলে প্রচার করে, সর্ব্বময় কর্ত্তা বলে স্বীকার করে, তাহলে সে তাঁর আপনারজন হয়। অন্যথায় তাঁর ভীষণ প্রতিহিংসা জেগে উঠে। তিনি নিজে যাহা বুঝেন তাহাই ভাল, নিজে যাহা করেন তাহাই ঠিক। অন্যের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ করা তাঁর স্বভাব। তাহাকে কেহ কোন ভালকথা বলিলে তিনি সন্দেহ করেন যে এই কথার মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি রহিয়াছে। এইরূপ তাঁর মনের অবস্থা।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা।

চেহারা—রোগীর মুখমণ্ডল হয় বেগুণীবর্ণ, ফুলা ও ফাঁপা। চক্ষুর পাতা দুইটি স্ফীত ও শিরারোধ বিশিষ্ট। মুখমণ্ডল শোথগ্রস্ত নয়, কিন্তু ফোলা ফোলা ও শোথগ্রস্তের মত এবং মত্ততাপূর্ণ মাতালের মত দেখায়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অথবা অতিরিক্ত গরম কোনটাই সহ্য করতে পারেন না, গরম জলে স্নান সহ্য করতে পারেন না। সামান্য ঠাণ্ডায় অথবা সামান্য উত্তাপে তাঁর শিরঃপীড়া দেখা দেয়, গরম ঘরে শিরঃপীড়া দেখা দেয় ও শ্বাসরোধ হয়। তিনি রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করতে পারেন না। শীতের অবসানে এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অসুস্থ হন অথবা রোগাক্রান্ত হন। মেঘাচ্ছন্ন গুমট গরমে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—উদরে শূন্যতার অনুভূতি, পরিবর্তনশীল ক্ষুধা, পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা, সামান্য আহার করিলেও হজম হয় না, যৎসামান্য আহারের পর পাকস্থলী ভার বোধ হয় এবং একরকম চর্ব্বনবৎ বেদনা হয়; তখন পরণের কাপড় আল্‌গা করে খুলে দিতে হয়। বেদনা খালি পেটে বৃদ্ধি এবং আহারে উপশমিত হয়। রোগী অম্ল খেতে ভালবাসে কিন্তু খেলে কষ্ট ও অশান্তি বৃদ্ধি হয়। রোগী অম্ল-অজীর্ণে কষ্ট ভোগ করে। তাঁহার গলরোধ হয়, কিছুই খেতে পারে না—জলটুকুও না, খাদ্য গলনলী পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া থাকে, নিম্নগামী হয় না।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা। মুখগহ্বরের অত্যন্ত শুষ্কতা অনুভব, গরম পানীয় পানে অসমর্থ; গরম পানীয় পান করিলে গলরোধ হয়, মুখ হইতে আঁঠাল লালা বাহির হয়। লালা ফেলিতে পারে না গড়াইয়া বাহির হয়।

মল—পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়: কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় নিষ্ফল মলবেগ হয়। মলত্যাগের ইচ্ছা হয়, কিন্তু মলত্যাগ হয় না; মলদ্বারের সংকোচনের অনুভূতি মলত্যাগের সময় ও পরে মলদ্বার জ্বালা করে। উদরাময়ের মল দুর্গন্ধযুক্ত ও পেট ফাঁপ হয়।

মূত্র—মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে জ্বালা হয়, মূত্র দুর্গন্ধ করে, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্র কাল এবং ফেনাফেনা দৃষ্ট হয়।

ঘর্ম্ম—ইহার ঘর্ম্ম রক্ত বর্ণের লালচে অথবা হলুদের মত হলদে; রক্তের মত গন্ধ করে।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী নিদ্রালু থাকে অথচ নিদ্রা হয় না। দিনরাত্রি জাগরিত থাকে। যদি ঘুম হয় তাহলে হৃদস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট, শিরোঘূর্ণন এবং মাথার যাতনা ইত্যাদি নানা রকম উপদ্রবের সহিত জেগে উঠেন। নিদ্রার পর মন ভয়ানক বিষণ্ণমনা হয়, নিদ্রাহীনতাই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ, রোগী শয়ন করিতে পারে না—বসিয়া দিন কাটায়। কোন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। চিৎ হইয়া শয়ন করে।

জিহ্বা—জিহ্বায় চর্ম্মের ন্যায় পক্ষাঘাত হয়। অত্যন্ত কষ্টের সহিত নাড়ান যায়, জিহ্বা শুষ্ক ন্যাকড়ার মত। বাহির করিলে কাঁপিতে থাকে। আবার কখন স্ফীত দানাশূন্য ছাল উঠার মত, কখন বার্ণিশ করার মত মসৃণ ও চকচকে দেখায়। জিহ্বা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দাঁতে আটকে যায়, জিহ্বার গোড়ায় ভীষণ বেদনা থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—শরীরের প্রান্তদেশের শীতলতা, মস্তকের উত্তপ্ততা, মস্তকের মধ্যদেশে জ্বালা। প্রদাহিত অঙ্গগুলি বেগুণী অথবা কাল দেখায় শরীরের সকল স্থানে গলিত ক্ষত উৎপন্ন হয়। শিরাগুলির বৃদ্ধি হয়, ইহার স্ফীতিতে চাপ দিলে গর্ত্ত হয় না। দাঁতের চারিদিকে মাড়ী হইতে রক্তক্ষরণ হয়। মুখ হইতে লালা স্রাব হয়, উহা দড়ির

মত টেনে বাহির করা যায়। মস্তকের তলদেশের পিছন দিক ও ঘাড়ের পিছনের পেশীগুলির ক্ষতভা।

বিশিষ্ট লক্ষণ—যে কোন রোগ শরীরের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে, পরে ডানদিকে বিস্তৃত হয়। শয়নে অক্ষম হয়, শয্যায় বসে থাকে, যন্ত্রণা প্রবল তরঙ্গের মত ঘাড়ের ও মাথার পেছন দিক দিয়ে মাথার উপরে যায়। শিরোঘূর্ণনে রোগীর বামদিকে পড়ে যাবার ঝোঁক হয়। শরীরের সমস্ত রক্ত উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে বলিয়া অনুভূতি জন্মে। ইহার সকল স্রাবই দুর্গন্ধ, সবুজ, নীল, কালবর্ণ ও ক্ষতকারী। নিম্নমাড়ী ঝুলে পড়ে। হস্ত-পদাদির কম্পন হয়। ক্রমাগত ঢোক গিলবার ইচ্ছা হয় অথচ উহা কষ্টদায়ক হয়। শূন্য ঢোক গেলাও যন্ত্রণাদায়ক হয়। পেটের কাঁপ ও গড়-গড়ানী। সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর কাল রঙের স্রাব হয় (ক্রিয়োজেট-কস) হৃৎপিণ্ড দুর্বল। শ্বাসরোধ হয় বলে গরম ঘরে অপ্রবৃত্তি। নিঃশ্বাস লইতে পারে না বলে জানালা-দরজা খোলা চায়। হৃৎপিণ্ড এত দুর্ব্বল যে উহার স্পন্দন শোনা যায় না। আবার কখন শোনা যায় এমন হৃদস্পন্দন হয়। গায়ের উপর এবং পেটের উপর কাপড়ের আবরণ অসহ্য হয়। তাই হাত দিয়ে উহা তুলে ধরে, গায়ে লাগতে দিতে পারে না। গলার চারিদিকে আবরণ অসহ্য বোধ করে। কোমরে কাপড় পরিধান করাও অসহ্য বোধ করে। যন্ত্রণা ও কষ্টগুলির অত্যনুভূতি প্রবণতা। দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির অত্যনুভূতি প্রবণতা। সামান্য স্পর্শ এমন কি পোষাকের স্পর্শও অসহ্য, কিন্তু কঠিন চাপ উপশমদায়ক। উদরের ক্ষততা, হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা। গলবেদনায় তরল খাদ্য কণ্ঠরোধ করে অথবা খাদ্য গেলা কষ্টদায়ক হয়। শক্ত খাদ্য গেলায় উপশম হয়। স্ত্রীলোকদের ঋতুকালে সমস্ত কষ্টগুলি প্রবল হয়। শিরো-

বেদনা, বমনেচ্ছা ও বমন হয়। বস্তি দেশের যন্ত্রণা উর্দ্ধদিকে বুকের কাছ পর্য্যন্ত যায়। ঋতু সংক্রান্ত সমস্ত কষ্টগুলি ঋতু প্রবাহ উপস্থিত হলে উপশম হয়। হৃৎস্পন্দনের সময় রোগী ডানদিকে চেপে শয়ন করে। সোজা হয়ে বসে থাকলে এবং চিৎ হয়ে শয়ন করলেও আরাম পায়। শরীরের বামদিকের উর্দ্ধাঙ্গ এবং ডানদিকের নিম্নাঙ্গ আক্রান্ত হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ল্যাকেসিস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। শরীরের যে কোন স্থানের কর্কটে ইহা উপযোগী। জিহ্বার কর্কট। ডিম্ব-কোষের কঠিনতা প্রাপ্তি পুঁজোৎপত্তি, প্রদাহ ও যন্ত্রণা আরোগ্য করে। ইহা শরীরের বাম পার্শ্বই বিশেষভাবে আক্রমণ করে। ঘাড়ের চারিদিকের পেশীগুলি ও গ্রন্থিগুলি প্রদাহিত, যন্ত্রণাযুক্ত ও স্ফীত হয়। ক্যান্সার হইতে কাল্‌চে বর্ণের তরল রক্তস্রাব হয়—ঐ রক্ত জমাট বাঁধে না। প্রদাহিত ক্ষতের উপর কোন প্রকার পটি বেঁধে রাখা অসহনীয় হয়। আক্রান্ত স্থানের উপর পোষাকের সামান্য সংস্পর্শ রোগীকে অতিষ্ঠ করে তুলে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দূষিত ও গলিত ক্ষত কালবর্ণ ধারণ করে। ক্ষতস্থানে হাতুড়ীর আঘাতের মত আঘাতের অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। ক্যান্সার, চর্ম্মের গুটিকা রোগ এবং উপদংশজাত গলক্ষত উহার সহিত ঘাড়ের চারিদিকে গ্রন্থিগুলি এবং পেশীগুলিতে যন্ত্রণা, প্রদাহ ও স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। অন্ত্র, ডিম্বকোষ, ও জরায়ুর প্রদাহ হয়। উহাতে রোগী তাহার পোষাক ছোঁয়াতে পারে না। উভয় ডিম্বকোষেরই কঠিনতা প্রাপ্তি, প্রদাহ ও পুঁজোৎপত্তি বিদ্যমান থাকে। ল্যাকেসিসের রোগাক্রমণ-গতি অত্যন্ত ধীর। কার্ব্বঙ্কল, ডিপথিরিয়া, ইরসিপিলাস ও

ক্যান্সার প্রভৃতি যে-কোন নামের ক্ষত হোক না কেন, প্রথমে আক্রান্ত স্থানটি ফুলে উঠে এবং হয় কালবর্ণ না হয় নীলবর্ণ ধারণ করে। ধীরে ধীরে উহাতে পূঁজ উৎপন্ন হয়। সহসা বা হঠাৎ কোন ক্ষত জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। অবশেষে স্ফীত স্থানটির উপর ৩।৪টি ছিদ্র হইয়া দুর্গন্ধ রক্তাক্ত রস নির্গত হয় এবং একটু একটু পচন হইতে হইতে ক্ষত স্থানটি বিরাট আকার ধারণ করে, উহা হইতে কালবর্ণের রক্তস্রাব হয়। আক্রান্ত স্থানটি অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু থাকে ; কোন প্রকার আবরণ সহ্য হয় না। ঠাণ্ডা বা গরম কোনটির প্রয়োগ সেখানে প্রীতিপ্রদ নয়। এরূপ অবস্থায় ল্যাকেসিস অনেক মৃতকল্প রোগীকেও আরোগ্য প্রদানে সক্ষম হয়।

মার্কুরিয়াস সল
Mercurius sal

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কাতর { এণ্টি সোরিক, এণ্টি সিফিলিটিক, এণ্টি সাইকোটিক }

উপযোগিতা—যাহারা দুর্গন্ধ রোগী, যাহার প্রশ্বাস, মলমূত্র, ঘর্ম্ম, মুখের লালা, সবই দুর্গন্ধ, নাক ও মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। সে যে ঘরে থাকে সে ঘরটিও দুর্গন্ধ করে। তার শরীরস্থ সমস্ত গ্রন্থি স্ফীত ও প্রদাহিত হয়। শরীরস্থ যে-কোন স্রাব লোপহেতু (যেমন কানের পূঁজ) কোন রোগ হইলেই ইহা উপযোগী হয়।

উপশম—দিনের বেলায় রাত্রি অপেক্ষা কতকটা আরামে থাকে। মাথার যন্ত্রণা উঠে বসলে অথবা চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে উপশম হয়। রোগী আবৃত থাকতে চায় কিন্তু উত্তাপে খারাপ হয়। বেশী ঠাণ্ডা নয় বেশী গরম নয় এরূপ দিনে উপশম বোধ করে।

বৃদ্ধি—শীতল ভিজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। এক পশলা বৃষ্টি হলে বেশী খারাপ হয়। বাতাসে বৃদ্ধি। রোগের তরুণ অবস্থায় বিছানার গরমে বৃদ্ধি হয়, তাই খোলা গায়ে থাকতে বাধ্য হয়।

আবার খোলা গায়ে থাকায় শরীর শীতল হওয়ার পর আরও বেশী খারাপ হয়। দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে বৃদ্ধি, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি, উত্তাপ ও ঠাণ্ডা দু'য়েতেই বৃদ্ধি হয়। ঘামিতে থাকার সময় বৃদ্ধি হয়। রাত্রে বৃদ্ধিসহ ঘাম হয়। ঝরণার জলে স্নান করার পর শরীর রোগাক্রান্ত হয়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে রোগাক্রমণ হয়।

মানসিক লক্ষণ—যে কোন কাজ বা যে কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি স্বভাব। স্বত্বরতা বিশিষ্ট অস্থিরতা। উত্তেজনাপূর্ণ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ মনের অবস্থা। মন বিস্মৃতিপরায়ণ ও শেষের দিকে জড়ত্বের দিকে যায়। রোগী ঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কেবল দেখিতে ও চিন্তা করিতে থাকে, অবশেষে উহা হৃদয়ঙ্গম করে। জড়ত্ব এবং মস্তিষ্কের কোমলতায় সে নির্ব্বোধ হয়। অপর যে সকল লোক তার কথায় প্রতিবাদ করে তাহাদিগকে হত্যা করিতে চায়। তাহার হত্যা করার অথবা আত্মহত্যা করার ঝোঁক হয়। হঠাৎ রাগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ রাগের বশে ভীষণ ব্যাপার করার ঝোঁক হয় তিনি ভয় করেন যে তিনি কারণ দর্শাইবার শক্তি হারিয়েছেন। ঝোঁক, প্রবল উন্মাদনা ও জড়ত্ব সামান্য কারণে তাঁর ইচ্ছা-বৃত্তি অনিষ্ট করিতে চায়। অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে চায়। ঋতুকালে উত্তেজনা, বিমর্ষতা, অনিষ্ট হইবার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা। রাত্রে বৃদ্ধিসহ প্রচুর ঘর্ম্ম।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ইহার রোগী এবং রোগের কষ্টগুলি গ্রীষ্মকালে ও গরম বায়ুমণ্ডলে খারাপ হয়। বর্ষাকালেও খারাপ হয়। তিনি শীতবোধ করেন বলে গলায় চাপা দেন, কিন্তু যখন তিনি গরম হয়ে উঠেন তখন যন্ত্রণাগুলি বেশী হয়। গরম ঘরে

এবং প্রবহমান বায়ুতে অসুস্থ বোধ করেন। একবার শীত বোধ করেন। পরক্ষণে আবার গরম বোধ করেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে শীতাতপের সমাবেশ হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগীর মদ, মাংস, কফি, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ও মাখনে অপ্রবৃত্তি। দুগ্ধ সহ্য হয় না। মিষ্টিও সহ্য হয় না। পরিপাক যন্ত্র বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ঢেঁকুর উঠে, বুক জ্বালা করে। ভুক্তখাদ্য বমিত হয়। সকল খাদ্যেই অপ্রবৃত্তি, অত্যন্ত ক্ষুধা অথবা ক্ষুধাহীনতা বিদ্যমান থাকে।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা। মুখগহ্বর রসাল লালাপূর্ণ সরস সত্বেও প্রচুর পিপাসা বিদ্যমান থাকে। মুহূর্মুহূ প্রচুর জলপান করে।

মল—কোঁথানি ও নিষ্ফল মল প্রবৃত্তির সহিত আঁঠা আঁঠা রক্তাক্ত আমময় মলত্যাগ করে। মলত্যাগ শেষ করতে পারে না। মলত্যাগকালে ও পরে কুন্থন হয়।

মূত্র—মূত্রনালীতে জ্বালা ও চিড়-চিড়িনী। ঘনঘন মূত্র প্রবৃত্তি কিন্তু অল্প অল্প ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হয়। রক্তময় মূত্র। মূত্রনালী থেকে রক্তস্রাব, মূত্র ত্যাগের পর মূত্রনালীতে জ্বালা করে।

ঘর্ম্ম—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। ঘর্ম্মে কোন উপশম না হয়ে বরং বৃদ্ধি হয়। অনবরত ঘর্ম্ম হয়—দেহ ঘর্ম্মাবৃত হয়। নিদ্রার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। শয্যায় আরামে শুইতে পারে না। শয্যার গরমে যন্ত্রণাও ঘর্ম্ম বেশী পরিমাণে হয়। ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ থাকে। ঘর্ম্ম যত বেশী হয় রোগীর ততই কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করে। ডানপার্শ্বে শয়ন করিলে সমস্ত কষ্ট বেশী হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—মার্কের পচনশীল অবস্থা ঠোঁট, গাল, দন্তমাড়ী প্রভৃতি শরীরের যে-কোন স্থানে হতে পারে, কিন্তু উহা কাল

রঙের দুর্গন্ধ ক্ষত গলিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে। হস্ত দুটির কম্পনের জন্য কোন জিনিষ ধরিয়া তুলিতে বা খেতে পারে না। মস্তকের বহির্ভাগ যন্ত্রণাপূর্ণ থাকে। কেশবিশিষ্ট ত্বকে টানবোধ ও ক্ষততাযুক্ত থাকে। যেন উহার উপর আঁট করে একটি ফিতা বাঁধা রয়েছে। দাঁতের কন-কণানি ও শিথিলতা। দাঁতের মাড়ী হইতে রক্ত ও পুঁজ স্রাব হয়। ঋতুকালে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় হয়। পুরুষদেরও দুগ্ধ সঞ্চয় হয়। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ও পেশীর সংকোচন, উৎক্ষেপ ও কম্পন, অস্বাভাবিক পেশী সংকোচন। পায়ের পাতায় শোথের ন্যায় স্ফীতি। কুঞ্চিত পেশীর মধ্যে হাজা, যে স্থানে দুইটি অঙ্গ একত্রিত হয়েছে, সেখানে হাজা ও হাড়ে ব্যাথা।

বিশিষ্ট লক্ষণ—ইহা প্রদাহিত স্থানে পুঁজ উৎপাদন ও শোষণ এই দুই কাজই করে থাকে। দেহনিঃসৃত স্রাব সবুজাভ হল্‌দে। ক্ষতের গলনশীলতা। সর্ব্বাঙ্গের দুর্ব্বলতা ও কম্পন, প্রদাহিত স্থানে জ্বালা ও হুল ফোটানর ন্যায় যাতনা। মস্তকোদক সঞ্চয়ে শিশুরা মাথা গড়ায়। কোঁ কোঁ করে। মাথা ঘামিতে থাকে। জিহ্বা হয় মোটা থলথলে সরস ও সাদা রঙের; আবার জিহ্বার চারিদিকের প্রান্তভাগে খাঁজ কাটা দাঁতের ছাপ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা সাদা অথবা হল্‌দে লেপাবৃত থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় মুখ থেকে লালা স্রাব হয়। উদরে শূল বেদনা, গড়গড়ানি কাঁপ ও কন্‌কনানী যন্ত্রণা, হুল ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা ও জ্বালা। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মাধিক্য, ঐ ঘর্ম্মে কেমন একপ্রকার বদগন্ধ বের হয়। রাত্রিতে শয্যাতাপে বৃদ্ধি, বামদিক ব্যতীত শয়নে অক্ষমতা, মুখে সর্ব্বদাই জল সরে, জিহ্বা মোটা, সরস, ক্লেদাবৃত ও দুর্গন্ধ। প্রচুর পিপাসা সহ মুখ ও জিভ সর্ব্বদাই সরস। দেহের সমস্ত অস্থি প্রদেশে বেদনা, ইহা শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বই বেশী আক্রমণ

করে। পদ-ঘর্ম্ম ও শিরোবেদনার পর্য্যায়শীলতা। ভগ্নস্বাস্থ্য লোকদের হাড়ের রোগ, গ্রন্থীর রোগ, ঘর্ম্ম হতে থাকা এবং প্রতিশ্যায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। সর্ব্বদাই জননেন্দ্রিয়ে হাত দিতে থাকে। স্তন দুগ্ধ স্বল্প এবং খারাপ হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম, বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই মার্কুরিয়াস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। ইহাতে গ্রন্থিগুলি প্রদাহিত ও স্ফীত হয়। কর্ণমূল গ্রন্থী, জিহ্বার নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থী ঘাড়ের, কুঁচকির, বগলের সমস্ত স্থানের গ্রন্থীই আক্রান্ত হয়। স্তনদ্বয়, যকৃৎ স্ফীত ও প্রদাহিত হয়। কঠিনতাপ্রাপ্তি এই ঔষধের একটি সাধারণ লক্ষণ। প্রদাহিত অঙ্গগুলি কঠিনতাপ্রাপ্ত হয়। প্রদাহিত চর্ম্ম কঠিন হয়। প্রদাহিত গ্রন্থী কঠিন হয়। ক্ষত প্রাপ্তির সহিত কঠিনতাপ্রাপ্তি বিদ্যমান থাকে। ইহার ক্ষততে হুল ফোটানর মত যন্ত্রণা ও তীব্র জ্বালা থাকে। জরায়ু ও স্তনের ক্যান্সার রোগে মার্কুরিয়াস শ্রেষ্ঠ উপশমদায়ক ঔষধগুলির অন্যতম। স্তনে হংস ডিম্বের মত বড় কঠিনতাপ্রাপ্ত ও ক্ষততাযুক্ত পিণ্ড উৎপন্ন হয়। তাহার সহিত বগলে অনেকগুলি গাঁট গাঁট পিণ্ড উৎপত্তি হয়। স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ দুটিতে জ্বালা ও হুল ফোটানর মত যন্ত্রণায় রোগী বিকট চীৎকার করে। ছিঁড়িতে থাকার ন্যায়, কাটিতে থাকার ন্যায় যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয়। জরায়ুতে হুল ফোটান, ছিদ্র করিতে থাকার মত ও চুলকাইতে থাকার মত যন্ত্রণায় কাতর হয়। গলক্ষতের সহিত ঘাড়ের আড়ষ্টতা, স্ফীতি ও কঠিনতাপ্রাপ্ত গ্রীবা গ্রন্থী ও গলগণ্ড, গ্রীবা গ্রন্থীগুলির কাঠিন্য ও ক্ষততা, উরু ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ক্ষততা ও

স্ফোটক উৎপত্তি হয়। বক্ষার অন্তিম অবস্থায় বিলোপী জরে ও ক্যান্সার রোগে কনকনানি জ্বালা ও দুর্গন্ধ ইত্যাদি মার্কের বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে ইহা উপযোগী হয়। যে স্থলে টিউমার অথবা টিউমার সদৃশ বেদনা স্তন্যে বৃহৎ স্ফীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া রহিয়াছে সেখানে মার্কসল প্রায়ই উপযোগী হয়ে থাকে। ইহার ক্ষতে শীঘ্র পুঁজোৎপত্তি হয় এবং উহাতে জ্বালা ও হুলবিদ্ধবৎ যাতনা হয়। উষ্ণতা ও শীতলতা এই দুই প্রকার প্রয়োগেই বৃদ্ধি হয়। প্রদাহিত স্থানে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া গেলে ও ইহার বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে মার্কুরিয়াস প্রয়োগে সত্বর পুঁজ নিষ্কাসন হয় ও ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ইহাতে শরীরস্থ সমস্ত গ্রন্থী স্ফীত প্রদাহিত ও কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, দেহে ক্ষত প্রাপ্তি প্রবণতা, ঐ ক্ষতে হুল ফোটান জ্বালা ও যন্ত্রণা হয়। দাঁতের মাড়ী ও গাল-গলা ফোলে, কুঁচকী ফোলে, বাগি হয়, লিভার অক্রিয় হয়, ফোলে ও ব্যথা হয়। সন্ধিগুলির বাত-জনিত প্রদাহ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলির প্রতিশ্যায় জনিত প্রদাহ হয়ে থাকে। কম্পন, দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, পুঁজ নিষ্কাসন, ক্ষত উৎপত্তি, রাত্রে ও উত্তাপে বৃদ্ধি, বর্ষায় ও ঠাণ্ডায় অসুস্থতা ঔষধটির প্রয়োগে পরিচালিত করে থাকে।

মার্ক সায়ে নায়েড—মার্কের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকলে ডিপথিরিয়ার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গলিত ক্ষত, দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, নাসাপথে রক্তস্রাব, জিহ্বা কাল, মুখগহ্বর হইতে আঠাল শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। মৃত্যু যখন আসন্ন হয় তখন অন্যান্য মার্কারী অপেক্ষা মার্ক সায়ে নাইড অনেক মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ রক্ষা করে। আবার মার্ক সায়ে নাইড ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক। যেমন বসন্তে ভেরিওলিনাম কলেরার ক্যাম্ফার তেমনি।

মার্কুরিয়াস কর—মার্কুরিয়াস কর-এ মার্কসল অপেক্ষা অত্যন্ত দ্রুততা এবং অত্যধিক উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। মার্কের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকলে এবং তৎসহ ইহার নিজস্ব কতকগুলি লক্ষণের বিদ্যমানতায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্ষত অত্যন্ত খাদক। অত্যন্ত দ্রুততার সহিত এমন কি এক রাত্রির মধ্যে অনেকখানি স্থানে বিস্তৃত হয়। উদ্ভেদ এবং ক্ষতে ভীষণ জ্বালা ও যন্ত্রণা চিড়চিড়িনী হয়। ইহার লালা স্রাব ও ক্ষতে চর্ব্বি জমার মত উপরিভাগে থাকেই তাহা ছাড়া ডিপথিরিয়ায় অথবা যে কোন ক্ষতের দ্রুত বিস্তৃতি হ'তে থাকে এবং জ্বলন্ত আগুনের মত জ্বালা ও চিড়চিড়িনী থাকে। গলা অত্যন্ত স্ফীত হয়, গ্রন্থিগুলি স্ফীত হয় এবং মার্কসল অপেক্ষা ভীষণ ও অনিবার্য্য পিপাসা বর্তমান থাকে। মলমূত্র ত্যাগে ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। সবজেটে হলদে অথবা শুধু রক্তময় জলের মত মল নির্গত হয়। মূত্রযন্ত্রের কষ্টগুলি ভীষণ হয়। অণ্ডলাল মূত্রের অত্যধিক সুস্পষ্টতার বিদ্যমানতায় এবং গর্ভাবস্থায় অণ্ডলালিক মূত্রে প্রয়োজ্য ঔষধগুলির ইহা অন্যতম। লিঙ্গমুণ্ডের চর্ম্মের প্রদাহে এবং মুদায় ইহা চুলকানী ও জ্বালার উপশম দেয়। শরীরের যেখানে সেখানে বিশেষতঃ বক্ষদেশে সুঁচ ফুটার ন্যায়, বিদীর্ণ করার ন্যায় ও ছিন্ন করার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। মোট কথা অত্যন্ত ভীষণতা, অস্বাভাবিক দ্রুততা, অত্যধিক উৎকণ্ঠা, প্রচুর রক্তপাত, তীব্র জ্বালা এবং দ্রুত বিস্তৃতি ইহা প্রয়োগে পরিচালিত করে। ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রিতে অথবা রেক্টামের ক্ষতে হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ঘটী ঘটী রক্ত বাহে সহ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে উপরোক্ত পরিচালক লক্ষণসহ মুমূর্ষু অবস্থায় মার্ক কর অনেক রোগীর প্রাণ রক্ষা করেছে।

মার্ক আইওড—মার্ক আইওড দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রস্তুতির বিভিন্নতা অনুসারে একটি মার্ক প্রটো আইওড, অন্যটি মার্ক বিন

আইওড। মার্কুরিয়াসের বিশিষ্ট লক্ষণাবলীর সহিত আইওডিনের উৎকণ্ঠা, শীর্ণতা ও সঞ্চালনপ্রিয়তা ইত্যাদি লক্ষণাবলীর বিদ্যমানতায় মার্ক আইওড নির্ব্বাচিত হয়।

মার্ক প্রটো আইওড—যখন যে কোন স্থানের ক্ষত, প্রদাহ ও যন্ত্রণা—বিশেষতঃ গলদেশের ক্ষত বা ডিপথিরিয়া ডান পার্শ্বে আরম্ভ হয় এবং ডান পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকিবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়, অথবা কচিৎ ডান পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তারশীল হয়, তাহলে মার্ক প্রটো আইওড আবশ্যক হয়। রোগী বিশ্রামকালে ও গরম ঘরে অধিক খারাপ হয়। খোলা বাতাসে কতকটা আরাম বোধ করে। ইহার সমস্ত রোগগুলি শরীরের ডান পার্শ্বেই আরম্ভ হয়।

মার্ক বিন আইওড—ঐ সমস্ত ক্ষত, প্রদাহ ও যন্ত্রণা শরীরের বাম পার্শ্বেই আরম্ভ হয় এবং সেই বাম পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ থাকে এই দুই প্রকার ঔষধেরই ক্ষতের তলদেশে অন্য সকল মার্ক অপেক্ষা অত্যধিক কঠিনতা, অত্যন্ত রুক্ষতা এবং অধিক স্ফীতি বিদ্যমান থাকে। পুরাতন উপদংশগ্রস্ত শরীরে অন্য সকল মার্কারী অপেক্ষা মার্ক আইওড-ই অধিক উপকারী হয়, যদি মার্কের বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকে।

নাইট্রিক এসিড
Nitric Acid

শীতকাতর — এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—নাইট্রিক এসিড ঔষধটি সর্ব্বদোষ নাশক। অর্থাৎ সোরা, সাইকোটিক, সিফিলিস ও টিউবারকুলার—এই সমস্ত রকম দোষ সমষ্টির অনুরূপ অবস্থা উৎপাদন ও আরোগ্য করেছে, সেই জন্য

ইহাকে বহুমুখী ঔষধ বলা হয়। এমন কোন রোগ নাই যাহাতে ইহা ব্যবহৃত হয় না। তবে যে স্থলে ইহার নিজস্ব বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকে, কেবলমাত্র সেই স্থলেই ইহা ব্যবহৃত হয়। যাহারা জীবনভোর সর্দ্দি, কাশি ও উদরাময়, রক্তস্রাব, ক্ষত; বাত, স্নায়ূশূল ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিয়া দুর্ব্বল ও জরাজীর্ণ হয়েছেন এবং নিজের দেহনিঃসৃত স্রাবের দুর্গন্ধে নিজেই অতিষ্ঠ হন, সেই স্থলে রোগ যত রকম নামের থাক না কেন ইহার অন্যান্য বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে ইহা ব্যবহৃত হইবে। ইহার দেহ ক্ষতপ্রবণ এবং যন্ত্রণা ভোগকারী হয়।

উপশম—রোগী গাড়ীতে চড়িয়া যেরূপ আরাম পায়, আর কখন সেরূপ আরাম পায় না। মাথার যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়। চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে উপশম পায়, প্রাতঃকালে উপশম। শুশ্রূষাকারী রোগীকে শূন্যে তুলে মলমূত্র ত্যাগের স্থানে নিয়ে যাবার সময় সকল কষ্টের হাত থেকে উপশম পেয়ে আনন্দিত হতে দেখেছি।

বৃদ্ধি—শীতল হাওয়ায় ও ঠাণ্ডা বাতাসে, নড়ায় ও শব্দে বৃদ্ধি, ঋতুর পূর্ব্বে বৃদ্ধি, যে কোন যন্ত্রণা সন্ধ্যায়, রাত্রে, দুপুর রাত্রির পর, শীতল ঘরে, শীতল বাতাসে বৃদ্ধি। স্নান করিলে বৃদ্ধি, স্পর্শে ও চাপনে বৃদ্ধি, নিদ্রার মধ্যে ও নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে এবং শব্দে বৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ম্ম হইবার সময় ও বেড়াইবার সময় বৃদ্ধি।

মানসিক লক্ষণ—শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা সহ মনের অবসন্নতা। কোন বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টায় চিন্তা লোপ হয়ে যায়, মাথার চারি ধারে ও হাড়ের চারি ধারে ফিতা বাঁধার অনুভূতি থাকে। সকল বিষয়েই একপ্রকার ঔদাসীন্য। মেজাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রুক্ষ। জীবনে অত্যন্ত শ্রান্ত। কোন বিষয়েই আনন্দ

পায় না। মৃত্যুভয়ের সহিত পতনোন্মুখ স্বাস্থ্যের বিষয়ে উৎকণ্ঠা, নিদ্রানাশের পর উৎকণ্ঠা, বিরক্তি ও দুঃখ বোধ করে। রোগী তাহার নিজের ভুলের উপর রাগিয়া যায় এবং রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একগুঁয়ে হয় এবং তার বিপদ সম্বন্ধে সান্ত্বনা দেওয়া সে চায় না। যদিও জীবনে শ্রান্ত তবুও কিন্তু মৃত্যুকে ভয় করে। উত্তেজনায় কাঁদিতে থাকে। আরোগ্য বিষয়ে তিনি হতাশ হন, তিনি আশাহীন হন, সহজেই চমকিত ও ভীত হন। রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ভয়ে চমকে উঠে। তাহাকে যাহা বলা হয় তাহা বুঝিতে পারে না। গাড়ীতে চড়ে যাবার সময় সমস্ত মানসিক অবস্থা অনেকটা ভাল দেখায়। কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে পারে না। সামান্য রাত্রি জাগরণে অসুস্থ হয়, সামান্য মানসিক পরিশ্রমে অসুস্থ হয়। আহারের সামান্য গোলমালে পেটের পীড়ায় ভুগে। সামান্য ঠাণ্ডায় পীড়িত হয়। শরীর ও মনের একটুও মাত্র সহনশীলতা থাকে না। তাই সামান্য কারণে রেগে উঠে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত কথোপকথনে সামান্য মতভেদে সে আত্ম-হারা হয়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। নাইট্রিক এসিড কাহাকেও সম্মান দিতে শেখে না, সেও কাহারও নিকট সম্মান পায় না। সে ক্রোধী একগুঁয়ে হিংসুক এবং ভীরু। কোপনতা, হটকারিতা বৈরসাধন-তৎপরতা, ঘৃণাপূর্ণতা, দুর্দম্যতা, বিদ্বেষিতা এবং ক্ষমা প্রার্থনায়ও অবিচলিততা—এই হল তার মনের অবস্থা। দিন রাত্রি উৎকণ্ঠিত ভাবে রোগের কথা ভাবে এবং আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশ হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। গ্রামের মধ্যে কলেরা হলে ভীষণ আতঙ্কিত হয়। প্রিয়তম বন্ধু বিয়োগের মানসিক কষ্টে নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—মলিন, ঈষৎ মৃৎবর্ণ মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হলদে, এবং নিমগ্ন থাকে। চক্ষু দুইটি ব'সে যায়, চক্ষু নাসিকা ও মুখের চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল সৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডল উৎকণ্ঠাপূর্ণ ও রুগ্ন থাকে। ইহার রোগী গৌরবর্ণও হয়, তবে শ্যামবর্ণ রুগ্ন রোগীদের পক্ষেই অধিক উপযোগী হয়।

শীত গ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ভয়ানক শীতকাতর। প্রত্যেক শীতকালে তাঁর সর্দ্দি-কাশি হয়। প্রথম বারের সর্দ্দি ভাল হতে না হতে পুনরায় ঠাণ্ডা লেগে নূতন সর্দ্দি জন্মায়। শীতল বাতাসে—এমনকি প্রত্যেক বায়ু প্রবাহে তিনি হাঁচতে থাকেন। বাসগৃহটি গরম রাখতে হয়। নতুবা তাঁর ভয়ানক অসুবিধা হয়। তিনি স্নান করতে ভালবাসেন না। মুক্ত বায়ু আরামদায়ক হলেও পীড়িত স্থানে বাতাস লাগলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, ঝাঁঝাল খাদ্য এবং খড়িমাটি, চুন খাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুগ্ধে পাকস্থলী বিশৃঙ্খল হয়। দুগ্ধ আদৌ সহ্য হয় না. খেলে উদরাময় হয় ও পেট ভুট-ভাট করে। চর্ব্বি সহ্য হয় না, আহারের পর বমনেচ্ছা ও বমন হয়। আহারের পর পাকস্থলীতে ভারবোধ এবং হাল্কা থাকার অনুভূতি জন্মে। আহারের সময় গলনলীর প্রদাহ এবং গলায় কাঁটা থাকার অনুভূতি থাকে। উদরে কাঁটা বিঁধন যন্ত্রণা হয়। মিষ্টদ্রব্য খেতে অনিচ্ছা হয়।

পিপাসা—রোগী সাধারণতঃ পিপাসাহীন। ঠাণ্ডা পানীয় পছন্দ করে। রোগী শীতকাতর হ'লেও উদরে তাঁর ঠাণ্ডা পানীয়ই আরামদায়ক। যেমন সাইলিসিয়া, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, ফসফরাস কষ্টিকম ইত্যাদি।

মল—উদরে কনকনানী, উদর স্ফীত হয় ও অত্যন্ত ক্ষততা থাকে, ঘন ঘন উদরাময়ের আক্রমণ হয় অথবা পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় বিদ্যমান থাকে। তবে বেশীর ভাগ সময় উদরাময়ের অধীন থাকে। ইহার মল হয় রক্তময়, পচাগন্ধ, আম মিশ্রিত আঁঠার ন্যায় চটচটে ও ক্ষতকারী, কখন বা কাল, পচাগন্ধ, রক্তময় মল, মলের সহিত দুর্গন্ধ রক্ত নির্গত হয়। কখন আবার নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি, যেন মলভাণ্ড পূর্ণ রহিয়াছে। সে উহা নির্গত করিতে পারিতেছে না। কোষ্ঠবদ্ধতায় যন্ত্রণাপূর্ণ কঠিন মলত্যাগ করে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কাটিতে থাকার মত যন্ত্রণা এবং অবিরাম নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি ও অসহনীয় বেগপ্রদান থাকে। মলত্যাগের পরেও মলপ্রবৃত্তির বিরাম হয় না। মলদ্বারের ক্ষততা, কাটা-ছেঁড়ার মত যন্ত্রণা, জ্বালা ও আকুঞ্চন থাকে। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর উপরোক্ত যন্ত্রণাবলী কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তাহাকে শয্যাশায়ী রেখে কষ্ট দিতে থাকে। মলদ্বারে চুলকানী ও জ্বালা, মলদ্বারের চারিদিকে সর্ব্বদা ক্ষতকারিত্ব, আদ্রতা ফাটা এবং যন্ত্রণাদায়ক সরলন্ত্র নির্গমন হয়। মলত্যাগকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও রক্তপাত হয়। তখন মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা কাঁঠি কোটার মত ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

মূত্র—মূত্রনালীতে সূচ কোটার মত যন্ত্রণা, মূত্রত্যাগ করিতে যাইলে জ্বালা ও কাঁঠি ফোটান যন্ত্রণা হয়। ক্রমাগত বেগ দিতে থাকার পর অতি কষ্টে মূত্র নির্গত হয়। নিঃসৃত মূত্র ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। প্রস্রাবদ্বারের সংকোচন হয়। জননেন্দ্রিয়ের উপরে আচিলের ন্যায় উপমাংস জন্মায়। মূত্রনালীর দূষিততা ও চাবুকের ন্যায় গাঁট গাঁট কঠিনতা সৃষ্ট হয়। মূত্রনালীতে ক্ষততা ও চুলকানী থাকে। মূত্রে ঘোড়ার মূত্রের ন্যায় ঝাঁঝাল তীব্র গন্ধ বাহির হয়। মূত্রের সহিত মণ্ডের মত পদার্থ মেশান থাকে।

ঘর্ম্ম—নৈশ ঘর্ম্ম, পায়ের পাতায় প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়। কাশির সময় কাশিয়া কাশিয়া রোগী ঘর্ম্মসিক্ত হয়। ঘর্ম্ম যেখান থেকেই নিঃসৃত হোক না কেন, তা খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী সাধারণতঃ ডান পার্শ্বেই শয়ন করিতে চায়। কিন্তু মেরুদণ্ডের ও পৃষ্ঠের যন্ত্রণায় রোগী উবু হইয়া পেটের উপর শয়ন করে। নিদ্রা যাইবার সময় শরীরে বিদ্যুৎ আঘাতের মত আঘাত অনুভূত হয়। রোগীর ক্রমাগত নিদ্রাহীনতা, রোগী শুশ্রূষায় এবং মনের ও শরীরের অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু নিদ্রাহীনতা, প্রিয়তম বন্ধুবিয়োগের মনকষ্টে নিদ্রাহীনতা। রাত্রি ২টার পর আর নিদ্রা হয় না। নিদ্রাকালে যন্ত্রণা হয়। নিদ্রার মধ্যে চমকে উঠে। অতৃপ্তিজনক নিদ্রিতাবস্থায় মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ লালাস্রাব হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—শরীরের যেখানে-সেখানে, পৃষ্ঠে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীব্র বাতের যন্ত্রণা, সূচ ফোটানর যন্ত্রণা হয়। শরীরের সকল স্থানে শীতল হাওয়া লাগলে কাঁটা ফুটিতে থাকার মত অস্বস্তি অনুভূত হয়। হাত-পায়ের নখগুলি এবড়ো-খেবড়ো হয় এবং নখের নিম্নভাগে চোঁচ ফুটার মত অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে ও রাত্রে নিম্নাঙ্গগুলির লম্বা অস্থিতে ছিঁড়িতে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। স্নায়ুগুলিতে কাঁটা ফুটার মত যন্ত্রণা হয়। পাছায় পেশী মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। দীর্ঘাস্থির উপর উপদংশজাত পিণ্ডোৎপত্তি ও অত্যন্ত ক্ষততা থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—রোগী সর্ব্বদাই শীতার্ত্ত থাকে। শীতল বাতাসে সমস্ত কষ্টগুলির বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষতচিহ্নগুলিতে যন্ত্রণা হয়। ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে বরাবর সর্দ্দি লাগে। শরীরের যে-কোন একটি স্থান থেকে রক্তস্রাব হয়। প্রদাহিত স্থানে চোঁচ বিদ্ধ থাকার অনুভূতি থাকে। শরীরের যে-কোন দ্বারদেশের চর্ম্মে ও শ্লৈষ্মিক

ঝিল্লির মিলন স্থলের উপর ফাটা দৃষ্ট হয়। যেমন গুহ্যদ্বার, মূত্রদ্বার চোখের ও মুখের কোণ ইত্যাদি স্থানে। আবার ঐ সকল স্থানে আঁচিল উৎপত্তি, রক্তপাত এবং কণ্টকবিদ্ধ থাকার মত যন্ত্রণা হয়। সামান্য ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়। ক্ষতস্থান সহজে আরোগ্য হতে চায় না। ক্ষতস্থানের উপর সামান্য স্পর্শ লাগলে রক্তপাত হয়। ক্ষতের কিনারগুলি অসমান দৃষ্ট হয়। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হয় ও রক্ত পড়ে। প্রতি শীতকালেই সর্দ্দি লাগে। সে আমাশয় পীড়ায় প্রায়ই ভোগে। দেহ নিঃসৃত সমস্ত স্রাবই ক্ষতকারী ও দুর্গন্ধ থাকে। রোগীকে যখনই কোন উচ্চশক্তির ঔষধ দেওয়া হয়, তখনই অযথা কষ্টগুলির বৃদ্ধি হয়। কষ্টদায়ক মলমূত্র ত্যাগের পর কাঁটা কোটা, ছিঁড়ে ফেলা ও কেটে দেওয়ার মত যন্ত্রণাগুলি অনেকক্ষণ ধরে রোগীকে কষ্ট দিতে থাকে। ইহার রোগী দুগ্ধ সহ্য করতে পারে না, চর্ব্বনকালে কর্ণে চড়চড় শব্দ হয়। চলবার সময় সন্ধিস্থানে খট্‌খট্ শব্দ হয়। ঢোক গিলবার সময় গলায় মাছের কাঁটাবিদ্ধ থাকার মত অনুভূতি থাকে। ইহার গতি বেলেডোনার মত হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ যায়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম, বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই নাইট্রিক এসিড নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে, অন্যথায় নহে। শীতল আবহাওয়ায় এবং আবহাওয়া বদলাইয়া যখন শীতল হয় তখন পুরাতন ক্ষতচিহ্নগুলিতে যন্ত্রণা হয়। সেখানে চোঁচ থাকার মত যন্ত্রণা হয়। উপদংশে পীড়িত লোকদের শরীরে পারদের অপব্যবহার হইবার পর তাহাদের গ্রন্থিগুলি প্রদাহিত হয়। গ্রন্থিগুলিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী পুঁজোৎপত্তি ও চোঁচ ফুটার ন্যায় যন্ত্রণা থাকে। নিঃসৃত স্রাব তরল, রক্তময়, দুর্গন্ধ ও হাজাকারী।

সময় সময় হলদেটে সবুজ হয়। জীর্ণ সংস্কার হইবার কোন প্রবণতা থাকে না। রক্তময় তরল দুর্গন্ধ নিস্রাব এবং কাঁঠি ফুটার মত যন্ত্রণাসহ ক্যান্সার রোগের পুঁজ উৎপাদনে ও ক্ষতে ইহা ব্যবহার্য্য। চক্ষুর উপর পাতায় ছোট ছোট আঁচিল জন্মে। উহাতে সহজেই রক্তপাত হয় ও কাঁঠি ফুটিতে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। কর্ণের চারিদিকের গ্রন্থীর স্ফীতি ও স্তনগ্রন্থীর ক্ষয় হয়। নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে এবং রন্ধ্রের চারিদিকে আঁচিল সৃষ্ট হয়। ডান পার্শ্বের কর্ণমূলগ্রন্থী বর্দ্ধিত হয়। চোয়াল নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থী-গুলির যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি ও মুখে, জিহ্বার উপর, গলার মধ্যে মলিনাভ সাদা বর্ণের পচাগন্ধ খাদক ক্ষত সৃষ্ট হয়। ঐ ক্ষতে কাঁঠি ফুটার মত যন্ত্রণা ও জ্বালা থাকে। গলা ও তালুমূল গ্রন্থীর স্ফীতি ও ক্ষততা। ডিপথিরিয়ার ক্ষতেও কাঁটা ফুটার অনুভূতি থাকে। ক্ষততে নালী ঘা হয়। শরীরের যে-কোন স্থানের উপর আঁচিলের মত উপমাংস, টিউমার, বহুপাদ, কার্ব্বাঙ্কেল, ক্যান্সার এবং মরলান্ত্রের কর্কট ও অর্শরোগে ইহা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। দূষিত প্রকৃতির ব্রণ, উহা স্পর্শ করিলে রোগী চিৎকার করে উঠে। মলদ্বারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্ফীত বলী হইতে প্রচুর পুঁজরক্ত নির্গত হয়। সামান্য মাত্র স্পর্শে এমন কি মল বাহির হইবার সামান্য স্পর্শেও সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, উৎকণ্ঠা ও ঘর্ম্ম দেখা দেয়। লিঙ্গের অগ্রত্বকের উপর এবং যোনির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, বিস্তারশীল ক্ষত, মূদা উল্টা মুদ্রা এবং অত্যন্ত স্ফাতি বর্ত্তমান থাকে। ঘাড়ের ও বগলের গ্রন্থীর স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। যে সকল প্রদাহে ও ক্ষতে চোঁচ ফুটার অনুভূতি থাকে সেই সকল ক্ষতে ইহা উপযোগী হয়। দীর্ঘাস্থির উপর পিণ্ড উৎপত্তি ও অত্যন্ত ক্ষততা সহ যন্ত্রণা থাকে।

নেট্রাম আর্স Natrum Ars

শীতকাতর { একটি সোরিক ও একটি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—নেট্রাম আর্স ঔষধটি নেট্রাম মিউর ও আর্সেনিক এই দুটি গভীরক্রিয় ঔষধের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়েছে। নেট্রাম অত্যন্ত গভীরক্রিয় বহুমুখী ঔষধ এবং আর্সেনিক অত্যন্ত বহুমুখী ; এই উভয়ক্রিয়া একত্রে সম্মিলিত হয়ে নেট্রাম আর্সে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এই রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। বাতগ্রস্ত ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অত্যন্ত অনুভূতি। যাঁহারা স্নায়ুশূল, বাত এবং বক্ষরোগে কষ্ট পান ইহা ছাড়া নানাপ্রকার তরুণ ও প্রাচীন রোগে কষ্টভোগ করেন এবং যেখানে আর্সেনিক এবং নেট্রামের মিশ্র লক্ষণরাজি বর্তমান, সেই স্থানেই ইহা উপযোগী হয়ে থাকে। অনেক হাপানীগ্রস্থ রোগীকে ইহার সম-লক্ষণ সম্পন্ন হতে দেখা যায়।

উপশম—উত্তপ্ত খোলা বাতাসে উপশম, মানসিক লক্ষণগুলি খোলা বাতাসে ভাল থাকে।

বৃদ্ধি—দিবাভাগে, প্রাতঃকালে, পূর্ব্বাহ্নে, সন্ধ্যায়, রাত্রে ও মধ্যরাত্রির পর বৃদ্ধি হয়। ইহার কষ্টগুলি শীতল খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়। মানসিক লক্ষণগুলিও ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা বাতাসে, শীতল হইলে, শীতল ভিজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি হয়। উচ্চে উঠিলে, আহারের পর, পরিশ্রম হইতে, সঞ্চালনে, শয়নে, চাপে, জোরে হাঁটায় মদ্যপানহেতু এবং শীতকালে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—সামান্য বিষয়েই রাগ করে। যৎসামান্য প্রতিবাদে প্রচণ্ড রাগ হয় এবং রাগের জন্য রোগের কষ্টগুলি বেশী হয়। সন্ধ্যায় ও রাত্রে, বিছানায় শয়ন করিলে উৎকণ্ঠা, নিদ্রা হইতে

জাগিয়া উঠিলে ভয় এবং উৎকণ্ঠা। ঘরের মধ্যে মনঃসংযোগ কষ্টকর হয়। খোলা বাতাসে ভাল থাকে। সন্ধ্যায় মনের গোলমাল হয়। তুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। অসন্তুষ্ট, নিরুৎসাহিত এবং সময়ে সময়ে হতাশাবিশিষ্ট হয়। তিনি সহজেই উত্তেজিত হন, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। মনের নিরানন্দতা খোলা বাতাসে ভাল থাকে। মানসিক পরিশ্রমে কষ্টগুলি বেশী হয়। রোগী সহজেই ভয় পায়। সন্ধ্যায় বিছানায় শুইতে গেলে এবং ভিড়ের মধ্যে গেলে ভয় হয়। আসন্ন মৃত্যুর, কোন অনিষ্টের, কোন ব্যাপার ঘটাইবে এইরূপ লোকের ভয়। তিনি বিস্মৃতিপরায়ণ হন এবং সর্ব্বদাই সত্বরতা বোধ করেন। তাঁহার মন অত্যন্ত কর্ম্মশীল হয়। তাঁর ধারণাগুলি খুব কর্ম্মশীল হয়। তিনি মূর্চ্ছাপ্রবণ, জড়ত্ব, উত্তেজনাপ্রবণ এবং অধীর হন। সকল আনন্দজনক ব্যাপারে ঔদাসীন্য, মানসিক পরিশ্রমে, ব্যবসা কার্য্যে ও পাঠে অপ্রবৃত্তি ও আলস্য। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি, জীবনে অপ্রবৃত্তি। তিনি শোক করিতে থাকেন, হাস্য করিতে থাকেন, অতিভাবিতা। মানসিক লক্ষণগুলির সমস্তই মৃদু প্রকৃতির, আনন্দপূর্ণ ও উল্লসিত, মনের অবসন্ন অবস্থা। স্ত্রীলোকগণ ঝগড়াটে ও অস্থির প্রকৃতির হন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছটফট করেন ও উৎকণ্ঠিত হন, অস্থির হন। সন্ধ্যায় এবং জ্বরের সময় বিমর্ষ হন। নিদ্রা যাইবার সময় এবং শব্দে সহজেই চমকে উঠেন, তিনি সন্দেহ পূর্ণ, কথা বলিতে অনিচ্ছুক এবং লোকের কথোপকথনে বিচলিত হন। মনের শূন্য ভাবের সহিত ভীরুতা ও ক্রন্দনপরায়ণতা। হাঁটবার সময় শিরোঘূর্ণন। ইহার মানসিক লক্ষণগুলি মৃদু প্রকৃতির হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—রোগী শীর্ণ নিরক্ত ও দুর্বল। অঙ্গগুলিতে শোথ-

প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। মুখমণ্ডল বিবর্ণ। নীলাভ পাণ্ডুবর্ণ ও হলদে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ইহার রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। গরম ঘরে এবং গরম হইলে শিরোবেদনা বৃদ্ধি হয়। সূর্য্যালোকে ও গ্যাসের আলোতে চোখের যন্ত্রণা হয়, কিন্তু শরীর উত্তাপে ভাল বোধ করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ইহার প্রচুর ক্ষুধা এবং অক্ষুধা দুইটি আছে। চর্ব্বি ও মাংসে অপ্রবৃত্তি। শীতল খাদ্য ও পানীয় খেতে ভালবাসে। গরম খাদ্য খেতে পারে না। খেলে পেট জ্বালা করে। মিষ্টি খেতে ভালবাসে। দুগ্ধ সহ্য হয় না। আহারের পর পাকস্থলী স্ফীত হয়। বুক জ্বালা করে। শীতল পানীয় পানের পর গা বমি বমি করে।

পিপাসা—ইহাতে প্রচুর পিপাসা অথবা পিপাসাহীনতা দুই-ই আছে। প্রচুর পিপাসায় অল্প অল্প পরিমাণ জল পান করে।

মল—উদরাময়ের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতাও লক্ষিত হয়। কোষ্ঠবদ্ধে কঠিন মল। উদরাময়ে ঘন ঘন প্রচুর রক্তময় আমযুক্ত মল। মলদ্বার হেজে যায় ও চুলকায়। মলত্যাগের পরে এবং মলত্যাগের সময় জ্বালা, যন্ত্রণা, ক্ষততা ও চুলকানি হয়। মলত্যাগের পরেও নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। মলত্যাগ-কালে খুব কোঁথ ও বেগ হয়।

মূত্র—মূত্রস্থলীতে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা হয়। রাত্রে অবিরাম মূত্র প্রবৃত্তি, মূত্রত্যাগ কষ্টদায়ক, মূত্রপিণ্ডে জ্বালা ও টনটন করে। মূত্র জলের মত, কালবর্ণ, বিবর্ণ শ্লেষ্মা ও কনকেট মিশ্রিত দুর্গন্ধ করে। জননেন্দ্রিয়ে ও অণ্ডকোষে সূঁচ ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা হয়।

ঘর্ম্ম—হাত-পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম হয়, রাত্রিতে প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রা গভীর হয়। নিদ্রিত অবস্থায় উৎকণ্ঠা ও ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করে। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রাহীনতা, মধ্যরাত্রির পর নিদ্রা হয়। ইহাতে গভীর নিদ্রা, অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রাহীনতা সবই আছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা ও রক্ত সঞ্চয় হয়। চক্ষুর পাতাগুলি সকালে একত্রে জুড়ে যায়। চক্ষু হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। কর্ণে গর্জনধ্বনি ও সোঁ সোঁ শব্দ হতে থাকে। নাসা-রন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পুরু হয়ে যায়, তাই নিঃশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর হয়। নাসারন্ধ্রে হাজা দৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডলে কাল উপরিভাগবিশিষ্ট উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়। মুখের ভেতর ক্ষত, ডান পার্শ্বেই লক্ষণগুলির প্রাধান্য থাকে। জিহ্বার কিনারাগুলি খাঁজ কাটা করাতের দাঁতের মত দৃষ্ট হয়। জিহ্বা মোটা ও থলথলে হয়। তোৎলা কথা বলে। দাঁতগুলি আল্‌গা হয়ে যায় ও যন্ত্রণা হয়। আহারের পর পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয়। পেটে বায়ু সঞ্চয় হয় ও গড়গড় করে। লিঙ্গের অগ্রত্বক স্ফীত হয়। সর্ব্বাঙ্গে স্নায়ুশূল ও বাতের যন্ত্রণা হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—চক্ষু কক্ষের উর্দ্ধভাগে শোথ। মুখ থেকে দুর্গন্ধ লালা স্রাব হয়। গলায় একটি ডেলা থাকার অনুভূতি থাকে। শূন্য গলাধকরণে গলায় যন্ত্রণা হয়। গলাধকরণ কষ্টদায়ক হয়। কণ্ঠনলীর শুষ্কতা, আকুঞ্চন, জ্বালা ও ক্ষততা থাকে। রক্তময় দুর্গন্ধ পুঁজের ন্যায় তিক্তস্বাদ গয়ের। সারাদিন শুষ্ক বিরক্তিকর কাশিতে অবসন্ন হয়। গভীর নিঃশ্বাস লইলে বুকে চাপ বোধ এবং যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বাঙ্গে চুলকানী ও পোকা হাঁটার মত সড়-সড়ানী থাকে। পায়ের তলা ও পায়ের পাতা জ্বালা করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে। তবেই নেট্রাম

আর্স নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে। অন্যথায় নহে। ঠোঁটের কোণগুলি ফাটা এবং উহা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। কর্ণমূল গ্রন্থী শোথের ন্যায় স্ফীত হয়। মুখের ভিতর ক্ষত হয়। ঠোঁটের উপর ক্ষত। গলাধকরণ কষ্টদায়ক হয়। গলকোষ, আলজিহ্বা ও তালুমূল গ্রন্থী শোথের ন্যায় স্ফীত হয়। কণ্ঠের গ্রন্থীতে আকুঞ্চন ও হাজা বোধ হয়। গ্রীবার আড়তষ্টা। কুঁচকী গ্রন্থী স্ফীত হয়। ইহার ক্ষত গভীর এবং ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। উহাতে জ্বালা এবং হুলফোটান যন্ত্রণাও থাকে। ডিপথিরিয়ায় গলগহ্বর বেগুনী বর্ণ ধারণ করে এবং স্ফীত হয়। তৎসহ আলজিহ্বা ফুলে উঠে, কাশি এবং বমি হয়। শরীরের যে কোন অঙ্গের প্রদাহ এবং গ্রন্থীগুলির কঠিনতা প্রাপ্তি ঘটে।

নেট্রাম কার্ব্ব
Natrum corb

শীতকাতর { এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—যে সকল লোক পাকস্থলীর অম্ল পীড়ার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ঐ যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাইবার আশায়, সোডা বা সোডা মিশ্রিত পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পরবর্ত্তি সময়ে অজির্ণগ্রস্ত হন। সর্ব্বদাই ঢেঁকুর তোলেন, ঠাণ্ডায় শীতার্ত্ত হন, সামান্য বায়ুপ্রবাহ সহ্য করতে পারেন না, তাঁহারই ইহার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—আহারে, চাপ দিলে ও ঘর্ষণ করিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, শব্দে, সঙ্গীতে, বাদ্যযন্ত্রের বাজনায়, ঠাণ্ডা এবং উত্তাপ দুয়েতেই বৃদ্ধি। রৌদ্রে এক বিশেষ প্রকার বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুশূল ঠাণ্ডায় ও বায়ুপ্রবাহে ও আর্দ্রতায় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায়

এবং শীতকালে বৃদ্ধি, শরীর ও হস্তপদাদি শীতকালে এবং মস্তিষ্ক লক্ষণ গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি হয়। রাত্রি ১১টা এবং ভোর ৫টায় বৃদ্ধি শীতল ঘরে ; ভিজা আবহাওয়ায় এবং ঝড় ও বজ্রপাতকালে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—সামান্য শব্দে এমন কি দরজার ঝনঝন শব্দেও একপ্রকার কম্পন অবস্থা উপস্থিত হয়। অত্যন্ত অবসন্নতার সহিত স্নায়বিক উত্তেজনা হৃৎকম্প ও কম্পনের সহিত দৌর্ব্বল্য, শরীরের ও মনের সামান্য পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা। কাগজের সামান্য খড় খড় শব্দে হৃৎকম্প, উত্তেজনা এবং বিষাদ জন্মায়। স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং অপরিচিত লোকদের সহিত আলাপ আলোচনায় অপ্রবৃত্তি। কোনরূপ সামাজিকতায় অপ্রবৃত্তি। অন্যদের সহিত নিজের খুব প্রভেদ মনে করেন। কোন কোন লোক সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্তিভাব দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত শ্রবণে অপ্রবৃত্তি, এমন কি আত্মহত্যার ইচ্ছা, বিষাদ ক্রন্দন এবং কম্পন উপস্থিত হয়। শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। তিনি হিসাব করিবার শক্তি হারান। পুস্তকের একপৃষ্ঠা পড়িবার সময় পূর্ব্বের পৃষ্ঠার বিষয় ভুলে যান। একটি বিষয় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মনে থাকে না। তিনি যাহা পড়েন তাহা ভুলে যান। তারপর মনের কোনরূপ পরিশ্রম করিতে অক্ষম হন। অবশেষে তাঁর ভীমরথি আসিয়া পড়ে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—শীর্ণ মুখমণ্ডল নীল ও পাণ্ডুবর্ণ দেখায়, ফোলা ফোলা দেখায়, হাঁটু ও কনুই পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালে শরীর শীতল থাকে। গ্রীষ্মকালে মস্তক উত্তপ্ত থাকে। তিনি সর্ব্বদাই দুর্ব্বল ও শ্রান্ত থাকেন, চোখের পাতাগুলি ঝুলে পড়ে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী গরম ও ঠাণ্ডা কিছুই সহ্য করিতে

পারেন না। সামান্য বায়ুপ্রবাহ অসহ্য হয়, শীত লাগে, সামান্য উত্তাপও সহ্য করিতে পারে না। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে অসুস্থ হয়। মাঝারী জলবায়ু ও আবহাওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়, উত্তাপে অত্যন্ত কষ্ট হয়। বিশেষতঃ রৌদ্রে হাঁটার সময় মাথায় ভালরূপে চাপা দিতে হয়। শীতের দিনে ও ঠাণ্ডায় শরীর এত ঠাণ্ডা হয় যে কোন প্রকারে গরম রাখতে পারে না। হাঁটু ও কনুই বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ইহার রোগী দুগ্ধ হজম করতে পারে না এবং দুগ্ধ খেতেও অনিচ্ছা, শ্বেতসার খাদ্যে উদরাময় হয়। হজম শক্তি কিছুই থাকে না। অথচ ইহার সকল কষ্টই আহারে উপশম হয়। ভোর ৫টায় রোগী ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং কিছু খেতে হয়। রাত্রিতেও উঠিয়া কিছু খেতে হয়। কিছু খেলে সে শান্তি পায়।

পিপাসা—তাহার অবিরাম তৃষ্ণা. আহারের কয়েকঘণ্টা পরেই শীতল জলের প্রবল তৃষ্ণা হয়।

মল—মলদ্বারে ক্রিমি থাকার মত সুড় সুড় করে। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত উদরাময় হয়। মল হলদে, ভীষণ বেগ ও মল-প্রবৃত্তি। দুগ্ধপানের কুফলে উদরাময় হয়। কোষ্ঠবদ্ধে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কঠিন মল উহা কাল মসৃন এবং গুঁড়াইয়া গুঁড়াইয়া বাহির হয়। মলত্যাগকালে বেগ দিতে অক্ষমতা এবং মল নির্গত করিতে প্রবল চেষ্টা থাকে। অন্ত্রের পক্ষাঘাত বশত মলত্যাগে বেগ দিতে পারে না। ভেড়ার মলের মত গুটলে মল।

মূত্র—ইহার মূত্র ঘোড়ার মূত্রের মত দুর্গন্ধ, তবে নাইট্রিক এসিড অপেক্ষা কম। মূত্রাশয়ের মুখস্থিত গ্রন্থিতে পুঁজোৎপত্তি হয়। মূত্রপিণ্ডের শোথ, মূত্রে প্রচুর অণ্ডলাল মিশ্রিত থাকে।

ঘর্ম্ম—যন্ত্রণার সময় সর্ব্বশরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

শয়ন ও নিদ্রা—ইহার রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। তাহলে হৃৎকম্প হয়। তাই দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ইহার শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তাই কাগজ ভাঁজ করার থড়থড় শব্দকে ইহার রোগী জলপ্রপাতের ভীষণ হুড় হুড় শব্দের মত শ্রবণ করে। নাকে সর্দ্দি এবং নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ ক্ষত দৃষ্ট হয়। পায়ের তলা অসাড় হয়। সঙ্গমকালে স্ত্রীলোকদের জরায়ু হইতে একপ্রকার শুক্র স্রাব হয় অথবা রক্ত এবং শ্লেষ্মার এক একটি চাপ বেগে নিঃসৃত হয়। ফলে স্ত্রীলোকগণ বন্ধ্যা হন, ঋতুস্রাব অত্যন্ত বিলম্বিত অথবা অত্যন্ত দ্রুত হয়। প্রদরস্রাব প্রচুর হলদেটে সবুজ। বামদিকের নিম্নাঙ্গপ্রান্ত ঝিনঝিন করে। হাঁটার সময় পায়ের তলা জ্বালা করে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—সামান্য শব্দকে অনেক বৃহৎ যেন বজ্রপাতের মত মনে করে। তাহার ঘ্রাণশক্তির লোপ হয়। ইহার সকল স্রাবই দুর্গন্ধ। রাত্রি এগারটায় এবং বেলা এগারটায় ভয়ানক ক্ষুধার্ত হয়। তখন কিছু খেতে হয়, বিদ্যুতের ন্যায় সঞ্চারণশীল যন্ত্রণাও কিছু খেলে উপশম হয়, উদর ও অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয় হয়। গলাধকরণ কষ্টদায়ক হয়। গলনলীর পক্ষাঘাত হয়। রাস্তা হাঁটার সময় হোঁচোট খায়। পায়ের দুর্ব্বলতা, পায়ের তলা জ্বালা করে। তাহার সর্ব্বশরীরে পোকা হাঁটার মত সড়সড়ানি বিদ্যমান থাকে।

ক্যান্সার—নেট্রাম কার্ব্বের উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকলে তবেই নেট্রাম কার্ব্ব নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহার পেশীগুলীর ও কোষ তন্তুগুলির দুর্বলতা। বগলের কুঁচকীর ও উদরের লালাস্রাবী গ্রন্থিগুলির কঠিনতা প্রাপ্তির সহিত স্ফীতি বিদ্যমান থাকে। কর্ণমূল গ্রন্থির ও তালুমূল গ্রন্থির মন্থর গতির সহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী পুরাতন

বৃদ্ধি ও কঠিনতা, উহাতে জ্বালা চুলকানী ও চিড়চিড়িনী থাকে। নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দুর্গন্ধ ক্ষত থাকে। মুখের ক্ষত হাতের ও পায়ের অঙ্গুলে মামড়িযুক্ত ফুস্কুড়ী জন্মায়, উহাতে অত্যন্ত জ্বালা চিড়চিড়িনী ও চুলকানী বিদ্যমান থাকে।

মেডোরিনাম
Medorrhinum

শীতোষ্ণকাতর { সুগভীর এন্টি সোরিক ও এন্টি সাইকোটিক

উপযোগিতা—এই ঔষধটির বহু রকম প্রয়োজনের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বংশগত রোগগুলিতেই অধিক প্রয়োগ হয়। যে সকল পিতামাতার দুরারোগ্য প্রমেহ ছিল অথবা জননেন্দ্রিয়ের উপর আঁচিল ও উপমাংস ছিল, আর যে সকল স্ত্রীলোক বিবাহের পর স্বামী দেহ হইতে প্রমেহ দোষ প্রাপ্ত হইয়া ঋতু ও ডিম্বকোষ সংক্রান্ত নানারূপ রোগগ্রস্ত হয়েছেন অথবা প্রমেহ রোগকে অসমবিধান নীতিতে চিকিৎসার দ্বারায় যন্ত্রান্তরে প্রেরণ করেছেন, এবং ঐ প্রমেহ রোগ ভাল হইবার পর অন্য নানারকম রোগে ভুগিতেছেন—শরীর মোটেই ভাল যায় নাই এইরূপ অবস্থায় এবং সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও যে স্থলে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় না সেই স্থলে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

উপশম—ইহার সকল যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়, উবু হইয়া শয়নে, আর্দ্রকালে ও সমুদ্র উপকূলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—দিবাভাগে দিবারাত্রে সকল সময়, শীতল ভিজা আবহাওয়ায় ঝড় ও বজ্রপাতকালে, মিষ্টদ্রব্য সেবনে, বৃদ্ধি হয়। বাতজনিত প্রদাহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়; কিন্তু স্ফীতি বর্তমান থাকলে সঞ্চালনে উপশম

বোধ করে। কতক রোগীর ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় আবার কতক রোগীর গরমে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল হইতে থাকে। দুর্বল অবস্থায় থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। শরীরের সর্বত্রে পোকা হাঁটার মত সড়সড়ানী থাকে। সামান্য শব্দে চমকে উঠে, তিনি খোলা বাতাস অথবা বাতাস করা চাহেন। কোন ঘটনা, রাশিগুলি ও নামগুলি তিনি ভুলে যান। তিনি যাহা পড়িয়াছেন তাহা লিখিতে এবং বানান করিতে অথবা বলিতে ভুল করেন। তিনি মনে করেন সময় অত্যন্ত ধীরে ধীরে যাইতেছে, সমস্তই ধীর গতিতে চলিতেছে তিনি সর্ব্বদাই সত্তরতা মনোভাবযুক্ত থাকেন, তিনি এরূপ ত্বরান্বিত থাকেন যে যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে। মনের গোলমাল এবং আন্দোলিত গতি, এটা করি না ওটা করি। অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে ভয়, কথা কহিবার সময় বক্তব্য ভুলে যান, কোন কিছু বর্ণনা করিতে করিতে তিনি আত্মবিস্মৃত হন। অন্যমনস্ক হন, তাঁহাকে বলিয়া দিলে তবে পুনরায় বর্ণনা করিতে পারেন। তিনি মনে করেন কোন লোক তাঁহার পেছনে রহিয়াছে তিনি অস্পষ্ট কথাগুলি শুনতে পাইতেছেন। আসবাব পত্রের পেছন দিক থেকে নানারূপ মুখভঙ্গী তাঁহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে মনে করেন, সমস্ত বিষয় অপ্রকৃত বলিয়া মনে করেন। তিনি উন্মাদের মত ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড হন, কথা কহিতে কহিতে ক্রন্দন করেন। সন্ধ্যার সময় মনের আনন্দ ভাব দেখা যায়, মনের পরিবর্তনশীল অবস্থা, কিছুক্ষণ দুঃখিত পর মুহূর্ত্তে আনন্দিত। ঘুমের পর জাগিয়া উঠিলে কোন ভীতিদায়ক ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া ভয় করেন। অন্ধকারের ভয়, তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা, পড়িয়া যাইবার ভয়, তিনি না কাঁদিয়া কথা বলিতে পারেন না। অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও রাগী।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—শিশুরা শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়। চেহারা খর্ব্বাকৃতি, বাতগ্রস্ত হইয়া কুঁজো হইয়া হাঁটিতে থাকে। পথে চলিতে হোঁচোট খায়, কেহ সঙ্গে না থাকিলে থাকিতে পারে না। মাথায় মরা মাস জন্মায় ও খুব চুলকায়। মাথার চুলগুলিতে খুসকি পড়ে এবং বিশ্রী দেখায়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ইহার রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না বায়ু প্রবাহে শীতার্ত্ত হয়। কতকগুলি রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, আবার কতকগুলি রোগী গরম সহ্য করিতে পারে না শীতল ভিজা হাওয়া সহ্য করিতে পারে না। শীতল ঘর্ম্ম হইয়া যখন শরীর ঠাণ্ডা হয় নাড়ী লোপ হয় পতন অবস্থা উপস্থিত হয় তখন রোগী খোলা বাতাস চায় এবং বাতাস করা চায় (কার্ব্বভেজ)।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ইহার কাকের মত ভীষণ ক্ষুধা, আহারের পরেও ক্ষুধা মিষ্ট, কাঁচা ফল, টক জিনিষ, লেবু, তিক্ত খাদ্য এবং লবণ খেতে চায়, তাহার ভীষণ উকি উঠে।

পিপাসা—অনিবার্য্য তৃষ্ণা উত্তেজক পানীয় আকাঙ্ক্ষা করে। আহার ও জলপানের পর বমন বা বমনেচ্ছা হয়।

মল—কোষ্ঠবদ্ধতায় মল ত্যাগের বেগ দিবার সময় বক্র হইয়া অতিকষ্টে মলত্যাগ করে। সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বশত গোলাকার ডেলার ন্যায় শক্ত পিণ্ডের মত মলত্যাগ করে, মলদ্বারে আঁসটে গন্ধ ঘর্ম্ম নিস্বরণ হয়।

মূত্র—বাতগ্রস্ত লোকদের মূত্র খুব অল্প পরিমাণে ঘোর বর্ণ এবং তীব্র গন্ধ হয়, মূত্রের সহিত প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। রাত্রে ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ করে, মূত্র পিণ্ডে পাথুরী জনিত শূল বেদনা হয়।

ঘর্ম্ম—পায়ের তলায় শীতল ঘর্ম্ম হয়, প্রচুর নৈশঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—মাথার উপর হাত রাখিয়া চিৎ হয়ে ঘুমায়, অথবা বালিশে মাথা গুঁজিয়া উবু হইয়া ঘুমায়। সে রাত্রিকে ভয়ানক ভয় করে। তিনি নিদ্রালু থাকেন কিন্তু নিদ্রা যেতে পারেন না, রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রাহীনতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—রোগীর দেহ নানারূপ বাত বেদনা স্নায়ুশূল যন্ত্রণার আবাসস্থল হয়। সূঁচফোটা ও ছিঁড়তে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। নিম্নাঙ্গগুলির দুর্ব্বলতা কম্পন ও অসাড়তা, পা দুটির কদর্য্যভাব উহাদিগকে যেদিকে হাঁটাইতে ইচ্ছা করে সেদিকে না গিয়ে অন্যদিকে যায়। উরু দুইটির অসাড়তা। পায়ে আকর্ষণের ন্যায় যন্ত্রণা ও চড়চড়ানি ঝড় বজ্রের সময় পায়ে তীর বিঁধিতে থাকার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। তখন পা দুটিকে সর্ব্বদাই নাড়াতে হয়। পা দুটি কাঠের মত অসাড় ও ভারী হয়। পায়ের পশ্চাৎভাগে হাঁটু পর্য্যন্ত পেশীগুলির আকুঞ্চন হয়। রোগী পায়ের তলায় ভর দিয়ে হাঁটতে পারে না। পায়ের তলায় স্ফীতি, চুলকানি ও কোমলতার জন্য হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাঁটে। শরীরের সর্ব্বত্রই পোকা হাঁটার মত ভীষণ সুড়সুড়ী বিদ্যমান থাকে। হিমাঙ্গ অবস্থায় শীতল ঘর্ম্মের সহিত সর্ব্বদেহ শীতল হয়। নাড়ী লোপ হয়ে যায়, বাতাস করিতে বলে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ক্ষততার সহিত শোথগ্রস্ত হয়। চিবাইবার সময় দাঁত-গুলিতে ব্যাথা অনুভব হয়। সর্ব্বশরীরে আড়ষ্টতা ও থঞ্জতা বিদ্যমান থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—স্নায়ুশূল যন্ত্রণা তীব্রভাবে আক্রমণ করে এবং স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া হঠাৎ অন্যস্থানে চলিয়া যায়। যন্ত্রণার সময় মনে হয় যেন সর্ব্বশরীর কসিয়া ধরা হয়েছে। সর্ব্বশরীরে ঘৃষ্টবৎ স্পর্শাদ্বেশ বেদনা। চক্ষুর নিম্নভাগ স্ফীত হয়। পায়ের তলায় কোমলতা ও তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। হাতের তালু ও পায়ের তলায়

জ্বালা হয়। উহাতে বাতাস করাতে চায়। শরীরের বামপার্শ্বই অধিক রোগাক্রান্ত হয়। প্রমেহ স্রাবকে অসম লক্ষণে চিকিৎসা করায় এবং ইঞ্জেকসান ও মলম ইত্যাদি প্রয়োগে ঐ স্রাবকে লোপ করার পর যে সকল কুফল বা যে সকল রোগ সৃষ্ট হয় তাহাতে মেডোরিন উপযোগী হয়। সুনির্ব্বাচিত ঔষধ অকার্য্যকরী হলে মেডোরিন সুফল প্রদান করে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই মেডোরিন নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। চোয়াল নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থীর স্ফীতি। মুখের চারিদিকে জ্বর ক্ষত থাকে। মুখ কর্কট রোগের ন্যায় ক্ষতে পূর্ণ থাকে। মুখের মধ্যে ও জিহ্বার উপর ক্ষত দৃষ্ট হয়, প্রশ্বাস দুর্গন্ধ করে। কুঁচকী স্থানের গ্রন্থিগুলির যন্ত্রণা ও স্ফীতি। ডিম্বকোষে প্রদাহ এবং টিউমার উৎপন্ন হয়। কোষময় এবং তন্তুময় এই উভয় প্রকার টিউমারই উৎপন্ন হয়। জরায়ুর মধ্যে অস্বাভাবিক এবং বিকৃত পদার্থের উৎপত্তি হয়। ক্যান্সার রোগাক্রমণের প্রারম্ভে যদি লক্ষণের সৌসাদৃশ্য থাকে, অথবা ঐ রোগীর প্রমেহ রোগগ্রস্ত হইবার যদি পূর্ব্ব ইতিহাস থাকে তাহলে সেখানে মেডোরিনাম ব্যবহার্য্য। ইহা ছাড়া সুনির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া বিকাশ ব্যাহত হলে ইহা ব্যবহার্য্য।

থুজা
Thuja

শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকাতর — এন্টি সোরিক, গভীর এন্টি সাইকোটিক ও এন্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—যে সকল পুরাতন সাংঘাতিক রোগে আর্সেনিক সুনির্ব্বাচিত বলিয়া মনে হয় এবং সাময়িক উপশমও দিয়ে থাকে

কিন্তু রোগটি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেইরূপ ক্ষেত্রে আর্সেনিক অপেক্ষা আরও গভীরতর রূপে স্নায়ু তন্তুতে আর্সেনিকের সমলক্ষণে কার্য্য করার জন্য থুজার প্রয়োজন হয়। থুজা অত্যন্ত গভীরক্রিয় ঔষধ। বংশগত প্রাচীন দোষের প্রতিষেধকের কার্য্য করে। অসমবিধান চিকিৎসায় অসমলক্ষণে উন্নত মাংসপিণ্ড এবং আঁচিল লোপ করার কারণে এবং সর্পদংশন, বসন্ত, টীকা লওয়া অথবা কোন পশু বিষে বিষাক্ত হওয়ার কুফলে থুজার প্রয়োজন হয়।

উপশম—বাত ব্যাথা শীতলতায় ও নড়াচড়ায় উপশম, কোন কোন স্থলে বাতের ব্যাথা উত্তাপেও উপশম হয়। সায়েটিকা বাতের যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়। মাথার ও চক্ষুর যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়। অবশিষ্ট রোগগুলি শীতল বাতাসে ভাল থাকে। বাতের কণকনি যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম। গরমে ও গরমকালে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—শয্যার উত্তাপে, ঠাণ্ডা জলে, চা পানে, রাত্রি বা দিবস ৩টায় বৃদ্ধি হয়। বেলা ১০।১১টায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি হয়। প্রতি বছর বর্ষার সময় রোগাক্রান্ত হয়। জলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগায়, এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। উত্তাপে ও শয়নে বৃদ্ধি গরম ঘরে বৃদ্ধি রাত্রিকালে বৃদ্ধি, স্থির হয়ে থাকার সময় বৃদ্ধি হয়। স্রাব যত বেশী হয় যন্ত্রণা তত বেশী হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগী দ্রুত কথা বলে তিনি ব্যস্তবাগিস ও অধৈর্য্য। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়। তিনি ভীষণ ক্রোধী ও ঈর্ষাপরায়ণ, ঝগড়াটে, এই ক্রোধভাব ঘরের লোকজনদিগকে দেখায়, কিন্তু কোন আগন্তুকের নিকট সংযত ও ভদ্র আচরণ দেখায়। তাহার প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি থাকে। সে একা থাকতে চায়। আপন মনে স্থির ধারণা করে যেন তাহার গর্ভ হইয়াছে। তার পেটের মধ্যে যেন কোন জন্তু রহিয়াছে। তিনি

গর্ভের ভেতর যেন শিশুর হাত নাড়া অনুভব করেন। তাঁর পেছনে কোন লোক আসিতেছে। তিনি যেন কাঁচের তৈরী—সহজে ভেঙ্গে যাবেন মনে করেন। অচেনা লোকের কাছে যেতে ভয় হয়। সকল কথায় এবং কাজে যেন বাধ বাধ ভাব। করিব কি করিব না এইরূপ। সে কোন দৈব শক্তির প্রভাবের অধীন হয়েছে মনে করে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—রোগীর মুখমণ্ডল চর্ব্বি মাখানর মত চক্‌চক্ করে। গায়ের বর্ণ হলদে অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয়। খুব রুগ্নও নয় আর খুব মোটাও নয় এরূপ মাঝারী চেহারা। তাহার শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু শীত বর্ষাও আদ্রতায় শরীর অসুস্থ হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ত সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়ায় ও বাদলার হাওয়ায় শীতার্ত্ত হয়। গায়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে আবৃত হয়। আবার রৌদ্রে এবং গরমে অতিষ্ঠ হয়। রৌদ্রও গরম সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগা ও আবহাওয়ার পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না, অক্রান্ত স্থানে যন্ত্রণা হয়, শীতলতাও সহ্য করতে পারে না সর্ব্বদাই শীত অনুভব করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী টক জিনিষ খেতে ভালবাসে কিন্তু খেলে সহ্য হয় না, উত্তেজক জিনিষ খেতে চায়, তিক্ত ও লবণ খেতে ভালোবাসে, পিঁয়াজ সহ্য হয় না, খাদ্যের কথা মনে হলে বমনেচ্ছা হয়। আহারের পর পেটে ফাঁপ ও যন্ত্রণা হয়।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা হয় ও জলপান করে, জলপান কালে গলায় চক্ চক্ শব্দ হয়।

মল—প্রাতঃকালীন উদরাময় হয়। মলদ্বার দিয়ে মল বেগে

বাহির হয়। আবার কোষ্ঠবদ্ধে কঠিন কাল গোলার মত মল খানিকটা বের হয় আবার ভিতরে ঢুকে যায়।

মূত্র—মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা হয়। জ্বালাকর মূত্রত্যাগ হয়, মূত্রস্থলির পক্ষাঘাত হয়, পক্ষাঘাত বশত মূত্রত্যাগ আরম্ভ হইবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মূত্র রোধ হয়, ক্রমাগত মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি মূত্র যেন ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে এরূপ অনুভূতি হয়, মূত্রস্থলি হইতে পুঁজ নিঃস্বরণ হয়। রক্ত মূত্র স্রাব, মূত্রপথে রক্তময় জলের মত স্রাব হয়। দিবারাত্রি কথনও বিরাম থাকে না। ঘন ঘন প্রস্রাবেরও বেগ হয়। প্রস্রাব পাইলে অপেক্ষা করিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ মূত্র বাহির হইয়া পড়ে।

ঘর্ম্ম—ঘর্ম্মে মিষ্ট গন্ধ অথবা মধুর মত গন্ধ থাকে। কথন কখন আবার রসুনের মত ঝাঁজাল তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। জননেন্দ্রিয়ের ঘামে মধুর মত গন্ধ অথবা পোড়া সিংএর মত ও পোড়া পালকের মত বিশ্রি গন্ধও থাকে। নিদ্রার প্রথম অবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণ অম্লগন্ধ ও দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম নিঃস্বরণ হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—ঘুম ভাল হয় না, নিদ্রাকালটি স্বপ্নবহুল হয়, অনিদ্রা, উড়িয়া যাইবার অথবা পড়িয়া যাইবার স্বপ্ন দেখে, নিদ্রাকালে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ঋতুকালে বামডিম্বকোষে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়, ঋতু স্রাব যত বেশী হয় যন্ত্রণাও তত বেশী হয়। স্ত্রীলোকদের জরায়ুর ভেতর সর্ব্বদাই অল্প অল্প যন্ত্রণা থাকে এবং ডিম্বকোষটি বিদ্যমান থাকার অনুভূতি থাকে, ঠাণ্ডা লাগায় ডিম্বাধারে যন্ত্রণা হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের যে কোন দ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ডুমুরের মত আঁচিল জন্মিবার প্রবণতা থাকে। চর্ম্মের উপর উন্নত মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয়। জরায়ুর মধ্যে সর্ব্বদাই ঘিনঘিনে যন্ত্রণা থাকে

শরীরের বামদিকই অধিক আক্রান্ত হয়। রোগীর জীবনে প্রমেহ স্রাব অসম চিকিৎসার দ্বারা রুদ্ধ করার ইতিহাস থাকে। রোগী পিঁয়াজ খেতে পারে না, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বমন ও বমনেচ্ছা হয়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম হওয়া এবং জাগ্রত অবস্থায় ঘর্ম্মহীনতা।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই থুজা নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। আঁচিলের মত উন্নত মাংসপিণ্ড উৎপত্তি হয়, ঐ মাংসপিণ্ডগুলি নরম থাকে, উহাতে ভীষণ জ্বালা এবং চুলকানি হয় উহাতে সহজে সামান্য চাপে রক্তপাত হয়। শরীরের সকল স্থানেই মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয় ঐ মাংসপিণ্ডের একটি বৃন্ত থাকে, এবং অগ্রভাগ ফুলকফির মত বৃহৎ হয়। জরায়ু গ্রীবায় মলদ্বারের চারিদিকে, ভগওষ্ঠে, শরীরের সকল দ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অথবা চর্ম্মের উপর মাংসকন্দ, অর্ব্বুদ, জতুক ও বহুপাদ উৎপন্ন হয়। গ্রীবা গ্রন্থিসমূহ স্ফীত হয়। শক্ত আব বা টিউমার উৎপন্ন হয়। মুখমণ্ডল এবং গলার শিরায় স্ফীত ও সছিদ্র রক্তস্রাব প্রবণ দুষ্টজাতির ক্যান্সার সৃষ্ট হয়। শরীরের ডানপাশ অপেক্ষা বামপার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়, জীবনে যদি কখন গণোরিয়া হওয়ার ইতিহাস থাকে, তাহলে যে সকল ঔষধ প্রযুক্ত হয়ে থাকে থুজা সেগুলির অন্যতম।

ফসফরাস **Phos phorus**	শীতকাতর	এন্টি সোরিক এন্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—ফসফরাস বহুরকম রোগ উৎপাদন ও আরোগ্য করে। তরুণ রোগে ইহা যেমন উপযোগী প্রাচীন রোগেও তেমনি উপযোগী হয়। যাহারা ক্ষয় রোগে যাইতেছে, সহজেই শরীর হইতে

প্রচুর রক্তপাত হয়, যাহাদের ভেতর ক্ষয় রোগের ভিত্তি ভালরূপে স্থাপিত হয়েছে তাহারাই ইহার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—উদরে ও মাথায় ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম, শরীরের উপর উত্তাপ ও উত্তপ্ত বাহ্য প্রয়োগে উপশম হয়। গাত্র ঘর্ষণ করিলে উপশম হয়। আহারেও চাপ দিলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—শীতল আবহাওয়ায় পরিশ্রমে, শব্দে, অন্ধকারে, একা থাকিলে সঙ্গীত শ্রবণে বৃদ্ধি হয়। উত্তাপে ও সঞ্চালনে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়জ্বর অপরাহ্ণে বৃদ্ধি হয়। বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগী ভয়ানক রাগি, মনের অবসন্নতা ও উৎকণ্ঠা নিরানন্দ পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ চিন্তা, কোন ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া ভয়, একা থাকিলে উৎকণ্ঠা পূর্ণ হয়, ঝড় বজ্রপাতকালে ভীত হয়। ঘরের কোণ হইতে অদ্ভুত মুখভঙ্গীগুলি তাহার দিকে দেখিতেছে এইরূপ কল্পনা ও ভয়। সে বন্ধুবান্ধবদের প্রতি উদাসীন থাকে, কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না, জীবনে শ্রান্ত ও নিরানন্দ পূর্ণ থাকে হাঁটবার সময় সে মদে উন্মত্তের ন্যায় আন্দোলিত গতিতে হাঁটিতে থাকে তাহার ভয় ও ভিরু স্বভাব, একা থাকিতে ভয় সে উদরে ভয় পায়, ইহার রোগী চঞ্চল এবং অস্থির থাকে। কোন একটি কাজে সে দীর্ঘক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া থাকতে পারে না। কোন একটি পেশায় সে বেশীদিন কাটাতে পারে না, তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর কিন্তু সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—লম্বা ক্ষীণকায় মোমবর্ণ নিরক্ত ও শীর্ণতা প্রাপ্ত লোক সকল, শীর্ণ ও দ্রুত বর্দ্ধিত দুর্ব্বল, বক্ষস্থল সরু, সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া চলে। শরীর রুগ্ন হলেও সুশ্রী গৌরবর্ণ কোন কোন স্থলে কৃষ্ণবর্ণও দৃষ্ট হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ঠাণ্ডায় অস্বস্তি বোধ করে, শীতল আবহাওয়ায় তাহার কষ্টগুলি বৃদ্ধি হয়। তাই গায়ে আবরণ চায় কিন্তু পেটের অভ্যন্তরে এবং মাথায় ঠাণ্ডা চায় অবশিষ্ট শরীরে উত্তাপ আরামদায়ক হয়। প্রত্যেক বারের ঠাণ্ডা তাহার বুকে বসে ও ঘড় ঘড়ানী শব্দযুক্ত কাশি হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ইহার ভীষণ ক্ষুধা, আহারের পরক্ষণেই ক্ষুধার্ত হয়। রাত্রে আহারের জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং কিছু না খেলে ঘুমাতে পারে না, সে মসলা দেওয়া তৃপ্তিদায়ক খাদ্য ও টক জিনিষ খেতে চায়, মিষ্ট, মাংস, দুধ, লোনা মাছ, হালুয়া ও চায়েতে অপ্রবৃত্তি, তবে ঠাণ্ডা ছাড়া গরম খাদ্য খেতে পারে না, খাদ্য ও পানীয় যত ঠাণ্ডা হয় তত ভাল। আহারের পর বমনেচ্ছা ও বমন হয়, বেলা ১১ টায় ভয়ানক ক্ষুধার্ত হয়, এই ক্ষুধার সময় কিছু খেতে না পেলে তার শরীর ভয়ানক নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মাথা গুম গুম করে।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা মুখ ও গলার শুষ্কতা। সর্বক্ষণ স্থায়ী অশান্ত পিপাসা, শীতল পানীয় পান করে, গরম অসহ্য এমনকি জল উদরের মধ্যে দিয়া গরম হইবা মাত্র বমি হইয়া উঠিয়া যায়, বরফের মত ঠাণ্ডা জল অল্প পরিমাণে মুহুর্মুহু পান করে।

মল—ইহার রোগী কোষ্ঠবদ্ধ অপেক্ষা বেশীর ভাগ উদরাময়ের অধীন হয়, ভয় হইতে উদরাময় হয়, দুর্গন্ধ হলদে জলের মত চর্ব্বির টুকরা মিশান মল বেগে নির্গত হয়, এবং মলদ্বার উন্মুক্ত থাকে। কোষ্ঠবদ্ধে কঠিন মল সরু লম্বা আকারে কষ্টের সহিত বাহির হয় এবং কোঁথ দেওয়ার সময় প্রোষ্টেড গ্রন্থী হইতে প্রস্রাব দ্বার দিয়া লালা নির্গত হয়।

মূত্র—মূত্র জলের মত, কখন ঘোলা সাদাটে মূত্র, কখন রুধির ন্যায়

মূত্র, কখন অণ্ডলাল মূত্র। নিদ্রাবস্থার অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ হয়, মূত্র নালীতে জ্বালা এবং অস্বাভাবিক পেশী সঙ্কোচন থাকে। বহুমূত্রে মূত্রের সহিত চিনি নির্গত হয়।

ঘর্ম্ম—নিম্নাঙ্গগুলি দুর্গন্ধ ঘামে আবৃত হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী নিদ্রার পর আরাম বোধ করে, কিন্তু উত্তেজনা প্রবণতা তাকে রাত্রে জাগিয়ে রাখে। ইহার রোগী বিশ্রাম করিতে চায়, ডান পার্শ্বে শয়ন করিতে ভালবাসে ও আরাম পায়, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না তাহলে কষ্ট বেশী হয়, ইহাতে অস্থির চঞ্চল নিদ্রাও আছে। নিদ্রায় চমকে উঠে, সে মনে করে যেন বেশীক্ষণ ঘুমায় নাই।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—রোগীর সর্ব্বশরীরে আড়ষ্ট ভাব, হাত পায়ের পাতায় স্ফীতি, সর্ব্বাঙ্গে পোকা হাঁটার ন্যায় সড়সড়ানীর অনুভূতি ও ছিঁড়িতে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। ভীষণ সঙ্গম প্রবৃত্তি ও লিঙ্গোদ্রেক হয়। স্বপ্ন ব্যতিত রাত্রে শুক্র নিঃস্বরণ হয়। লালা মেহ নিসৃত হইতে থাকে, শরীরের যে কোন দ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়। ঋতু স্রাব সত্বর এবং প্রচুর ঐ সময়ে ডিম্বকোষ দুটিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহার প্রদর স্রাব হাজাকারক।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের নানাস্থানে ও নানা যন্ত্রে জ্বালা লক্ষিত হয়, সামান্য শব্দে. সামান্য গন্ধে ও সামান্য স্পর্শে রোগী উত্তেজিত হয়। পেশীগুলির কম্পন উৎক্ষেপ ও দুর্ব্বল হয়। সামান্য ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়। ইহার রোগীর রক্তস্রাবপ্রবণ ধাতু, নাসা পক্ষের উত্থান পতন হয়। উদরের ফাঁপ ও কলকল হড়হড় শব্দ হয়। মলদ্বার উন্মুক্ত থাকে, অনিচ্ছায় মলত্যাগের সহিত পাকস্থলীতে গড়গড় শব্দ আরম্ভ হইয়া বারবার নিম্নদিকে অন্ত্রাভিমুখে ধাবিত হয়। বুকের ভারবোধ এবং সঙ্কোচনের অনুভূতি। চক্ষুর নিম্নে ফুলা ফুলা দৃষ্ট হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ফসফরাস নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহাতে গণ্ডমালাজনিত গ্রন্থির স্ফীতি ও বিবর্দ্ধন জন্মায় শরীরের যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মত উপমাংস উৎপত্তি হয়। নিম্ন চোয়ালের অস্থিক্ষয় এবং মস্তকের খুলির অস্থি বৃদ্ধি হয়। নাকে কানে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে বহুপাদ জন্মায়। গ্রন্থির স্ফীতি, ফোড়া, নালি ক্ষত ও নাকের হাড়ের গলন ক্ষত উৎপাদন করে। পাকস্থলিতে ছুরি দিয়ে কাটার মত যন্ত্রণা সহ পাকস্থলির ক্যান্সার উৎপাদন ও আরোগ্য করে। জরায়ুর ক্যান্সার হইতে প্রচুর উজ্জল লাল রক্তস্রাব হয়, জননযন্ত্রের চারিদিকে এবং যোনির ভিতর ডুমুরের ন্যায় রক্তস্রাবি আঁচিল এবং ফুলকফির মত উপমাংস উৎপাদন করে। ইহা জননেন্দ্রিয়ের উপর উচ্চ এবং বৃহদাকার টিউমার সৃষ্টি করে। স্ত্রীলোকদের স্তন গ্রন্থিতে যন্ত্রণাদায়ক বড় বড় মাংসপিণ্ড এবং অস্থিময় টিউমার উৎপন্ন হয়। জরায়ুতে ছোট বড় তন্তুময় টিউমার উৎপন্ন হয় ফসফরাসের ফোড়াগুলি রক্তপূর্ণ হয়, ক্যান্সার রক্তপূর্ণ হয় এবং মন্থর প্রকৃতির প্রদাহ বিদ্যমান থাকে। ক্ষত এবং নালি ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। ইহাতে গভীরভাবের খাদক ক্ষত দূষিত প্রকৃতির ক্ষত এবং ক্যান্সারজনিত ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, ভয়ানক জ্বালা ও চুলকানি এবং পুঁজোৎপত্তি হয়, প্রদাহিত স্থানে কাল অথবা বেগুনী বর্ণের দাগ দৃষ্ট হয়।

ফাইটো লক্কা
Phyto lacca

শীতকাতর { এন্টিসোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক }

উপযোগিতা—ফাইটো লক্কা ঔষধটি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। সেইজন্য ইহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও মানসিক লক্ষণগুলি আমাদের নিকট অজ্ঞাত। যদি কখন ইহা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় তাহলে ইহা আমাদের ভৈষজ্য ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্নের স্থান অধিকার করিবে। তাহলেও ইহার এমন কতকগুলি প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণাবলী রহিয়াছে যদ্বারা ইহাকে নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা হয়। ইহা ধাতু দোষ সংশোধক একটি ঔষধ।

উপশম—আস্তে আস্তে বেঁধে রাখলে উপশম হয়। স্নান করিলে উপশম, শীতল জল পানে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—রাত্রিতেও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি। শীতল দিনে ও শীতল গৃহে বৃদ্ধি, গিলিতে চেষ্টা করিলে বৃদ্ধি তাহলে যন্ত্রণা গলা হইতে তীরবেগে কর্ণ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। বাতের যন্ত্রণা উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি হয়। নড়িলে অথবা সঞ্চালনে বৃদ্ধি। অথচ রোগী সঞ্চালন চায়। বৃষ্টির সময় এবং আর্দ্র শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—মানসিক লক্ষণের স্থলে বলা যেতে পারে—অত্যন্ত ক্লান্তি ও প্রগাঢ় অবসন্নতা, অত্যন্ত লজ্জাহীনতা, বিদ্যুৎ আঘাতের মত বেদনার সঞ্চরণ হয়। চিড়িক মারা ও ছুরি দিয়ে কাটার মত দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা, জীবনে ঔদাস্য, রোগী মনে করে যে নিশ্চয়ই মরিবে। শয্যা হইতে উঠিবার সময় সে শক্তিহীন বোধ করে এবং মূর্চ্ছা যায়, তাহার সর্ব্বশরীরে ব্যাথা খঞ্জতা ও ঘৃষ্টতা অবিরত নড়িবার ইচ্ছা কিন্তু নড়িলে বেদনা বৃদ্ধি হয়। কামড়াইবার দুর্ণিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—প্রত্যেক বারের ঠাণ্ডা ও আদ্র´তার আবেশে স্তন দুটিতে ক্ষততা জন্মায়। শীতলতায় বৃদ্ধি হলেও রোগী স্নান করতে ভালবাসে। স্নান করিলে রোগী শান্তি পায়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগীর হয় প্রচুর ক্ষুধা থাকে নয়ত ক্ষুধা হীনতা, জিহ্বা মূলে বেদনা, ভীষণ গীলন কষ্ট থাকে। কিন্তু না গিলে থাকতে পারে না। গলায় যেন একটি পিণ্ড রয়েছে অনুভব করে। গরম তরল পানীয় পান করতে পারে না।

পিপাসা—প্রচুর পিপাসা শীতল পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করে।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করতে পারে না। পা দুইটি গুটিয়ে বাম পার্শ্বে শয়ন করে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—ঋতুকালে স্তনদ্বয় ক্ষততার মত ব্যথিত হয়। স্তন দুগ্ধ শুষ্ক হয়ে আঁঠার মত ঘন হয়। বৃষ্টিতে ভিজার পর স্তন দুগ্ধ কম হয়ে গেলে ইহা প্রয়োজ্য। শিশুকে স্তন্যদানকালে এক প্রকার বিস্তারশীল ক্ষততা ও যন্ত্রণা স্তন হইতে নিম্নদিকে ধাবিত হয়। স্তনদুগ্ধ রক্ত মিশ্রিত হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী অস্থিবেদনা। মুখ হইতে লালা নিঃস্বরন হয়। সর্ব্বশরীর কনকন করে। ক্ষততা ও থেঁতলে যাওয়ার মত ব্যাথা হয়। জিহ্বা অত্যন্ত পুরু সাদা লেপাবৃত। কখন কখন হলদে লেপাবৃত এবং শুষ্ক থাকে। জিহ্বা বাহির করিতে গেলে ব্যাথা বোধ হয় জিহ্বার অগ্রভাগ লাল থাকে। পুরাতন ক্ষত চিহ্নগুলি পুনরায় প্রদাহিত হয়। প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ ও পচাগন্ধ বাহির হয়। পদতলে ব্যাথা হয় মেজো স্পর্শ করতে পারে না। ইহার যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। বিদ্যুৎ গতির মত একস্থান হইতে অন্য একস্থানে ভ্রমণ করে। দংশন করিবার দুর্নিবার প্রবৃত্তি।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী

বিদ্যমান থাকলে তবেই ফাইটো লক্ষা নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণাবলীর অবিদ্যমানতায় ব্যবহৃত হইবে না। পৃষ্ঠদেশ সন্ধি পেশী ও অস্থিবেষ্টে এমনকি সর্ব্বশরীরে ক্ষততার সদৃশ ব্যাথিত অবস্থা, উহা কনকন করে থাল ধরে আকর্ষণ করে রোগীকে ভয়ানক কষ্ট দেয় ও শয্যাশায়ী করে রাখে। বহুদিন স্থায়ী পুরাতন উপদংশজনিত ক্ষততার মত ব্যাথা উহা আরোগ্যের প্রবণতা বিহীন হয়। ইহার ক্ষত প্রাপ্তি প্রবণতা উপদংশ প্রকৃতির। গলায় ক্ষত চর্ম্মের উপর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর এবং গ্রন্থির উপর ক্ষত উৎপাদন করে। ইহা গ্রন্থিগুলীর উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করে, গ্রন্থিগুলি প্রদাহিত ও কঠিন হয়। ঘাড়ের গ্রন্থী, কর্ণমূল গ্রন্থী, চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থী তালুমুল গ্রন্থী স্তন গ্রন্থী এমনকি শরীরের সকল স্থানের গ্রন্থীগুলি প্রদাহিত স্ফীত ও কঠিন হয়। তবে স্তন গ্রন্থীই বিশিষ্ট ভাবে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেকবারের ঠাণ্ডা ও আর্দ্রতার আবেশ স্তন দুটিতে ক্ষততা ও পিণ্ড উৎপাদন করে। ঋতু কালেও স্তনদ্বয় ব্যাথিত হয়। যে কোনরূপ উত্তেজনা ভয় অথবা কোন দুর্ঘটনাজনিত মহাদুঃখ স্তনগ্রন্থীতে কেন্দ্রীভূত হয়। স্তনে ক্ষততা ডেলা সৃষ্টি, উত্তাপ, প্রদাহ, স্ফীতি ও পুঁজোৎপত্তি সৃষ্টি করে। ডিপথিরিয়ায় গলায় অত্যন্ত ফুলা, ঘাড়ের ও কর্ণমুল গ্রন্থীর, চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থীর স্ফীতি কনকনানী এবং অত্যন্ত পুরু লেপাবৃত জিহ্বা দৃষ্ট হয়। আর ঐ সঙ্গে মুখ হইতে ভীষণ দুর্গন্ধ নিস্রাব নির্গমন এবং নাক হইতে রক্তস্রাব, গ্রীবাস্তম্ভ পেয়ে থাকি, তখন ইহা মার্কারীর সহিত তুলনা করিয়া প্রয়োগ করার মত উপযুক্ত ঔষধ। ইহা মাথার খুলির হাড়ে এবং হাঁটুর নিম্নের অস্থির উপর গাঁট গাঁট স্ফীতি উৎপাদন ও আরোগ্য করে। ইহা যে কোন স্থানের গ্রন্থীর স্ফীতি কঠিনতা ক্ষততা ও দুষিততাযুক্ত ক্যান্সার

এবং টিউমার উৎপাদন এবং আরোগ্য করে। দীর্ঘকাল স্থায়ী নাসাস্থির দুরারোগ্য ক্ষত এবং উহাতে দুর্গন্ধ রক্তময় রস স্রাব এবং নাকের ক্যান্সার রোগ উৎপাদন এবং আরোগ্য করেছে।

সালফার
Sulphar

শীতোষ্ণকাতর — গভীরক্রিয়, এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—যখন কোন রোগী তরুণ রোগ ভোগের পর ভাল স্বাস্থ্য লাভ করে না, তাহারা সাধারণত অজীর্ণ রোগগ্রস্থ হয়। সহজে হজম করতে পারে না। এবং বেশীক্ষণ ক্ষুধায় ও থাকতে পারে না, পাকস্থলী থেকে অম্ল ও পিত্ত বমন হয়। মুখের স্বাদ হয় টক এবং যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশগত ক্ষয়দোষ প্রাপ্ত হয়েছেন, পাকস্থলীতে সর্ব্বশূন্তকর ক্ষুধার অনুভূতি হয়। মাথার শীর্ষদেশে উত্তাপ এবং শয্যার উত্তাপে অস্বস্তি অনুভব করে ও শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শরীরে চুলকানী সহ উদ্ভেদ থাকে তাহলে সেইস্থলে সালফারের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

উপশম—বিশ্রামে, গাঢ় নিদ্রায়, চক্ষুমুদ্রিত করিয়া অন্ধকার ঘরে থাকায় উপশম হয়, মাথার উপর ভিজা কাপড় প্রয়োগ করিলে এবং গরম পানীয় পান করিলে উপশম হয়। শুষ্ক ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে।

বৃদ্ধি—শয্যায় গরম হয়ে উঠলে এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি হয়। দিবা ১২ টায় ও রাত্রি ১২ টায় বৃদ্ধি, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, সাত দিন অন্তর বৃদ্ধি হয়, দাঁড়িয়ে থাকায় বৃদ্ধি, নিদ্রার পর, আহারের পর, স্নান করায় ধৌত কার্য্যে, আলোকে, নাড়া পাওয়ায়, পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে এবং শয্যার গরমে চুলকানীর বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—যে সকল লোক বসিয়া বসিয়া জীবন যাপন করে, পুস্তক পাঠে এবং গভীর চিন্তায় অথবা দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে এবং যাহারা পরিশ্রম করে না, পণ্ডিত লোক উদ্ভাবনকারী, ময়লা ও ছিন্ন পোষাক পরিধান করে। দেহ অপরিষ্কার রাখে মাথার চুল ছাটে না, ঘরবাড়ী পোষাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার রাখে। নোংরা স্বভাব বই খাতা তৈজসপত্র এলোমেলো ভাবে রাখে, সে স্বার্থপর হয়। কোন উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। পরিচ্ছন্নতা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা তিনি অনুভব করেন না। তার নিজের শরীর নোংরা বদগন্ধ করে, কিন্তু সে অন্য গন্ধে অভিভূত হয়। তার দেহের মধ্যে উত্তাপের ঝলক অনুভূত হয়। যেন উত্তপ্ত বাষ্প রহিয়াছে এবং ঐ উত্তাপ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতেছে, এইরূপ অনুভব করে। সালফার চিরদিনই স্বার্থপর ; যে কাজে তাহার কোন স্বার্থ নেই সে কাজ সে সমর্থন করে না। সকল কাজে সকল বিষয়ে নিজের স্বার্থই অন্বেষণ করে, সে উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞতা দেখায়, তিনি জ্ঞানের বহির্ভূত ব্যাপার বা অদ্ভুত বিষয়গুলি সমালোচনা করেন। যেমন ভগবানকে কে সৃষ্টি করেছে, কালীমায়ের উলঙ্গ মূর্ত্তি কে আবিষ্কার করেছে ইত্যাদি আজগুবি বিষয়ের চিন্তা করে। তিনি অমীমাংসিত প্রশ্নের চিন্তা করেন, নিজেকে একজন মহাজ্ঞানী ও মহা পণ্ডিত মনে করেন। আর্সেনিক যেমন উৎকট রুচিসম্পন্ন, সালফার ওর বিপরীত অসভ্যের চূড়ান্ত অবস্থায় থাকে।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—অবনত মস্তক, ঘাড় ধাপিয়ে রাখে, শীর্ণ, লম্বা, অজীর্ণগ্রস্ত লোক, তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ অজীর্ণ খাদ্যের সারাংশ রস রক্ত থেকে উৎপন্ন খারাপ ও ক্ষীণ পুষ্টি বশত ভগ্নস্বাস্থ্য লাভ করেন,

তাহারা বসিয়া বসিয়া দিন কাটেন, উদরস্ফীত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—শীতল এবং আর্দ্র এই দুই প্রকার আবহাওয়াই তাহার অসহ্য হয়, যদিও সে খোলা বাতাসের আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু ঠাণ্ডা এবং শীতলতা সহ্য করতে পারে না, আবার উত্তাপও সহ্য করতে পারে না। সে মাঝারী শীতাতপ চায়, স্নান করতে ভয় পায়, জলে নামতে পারে না, স্নান করলে সর্দ্দি হয়, চোখ রসায় মুখ ফুলে। এইরূপ নানারকম অসুবিধা হয়। শুষ্ক শীতল বাতাসে এবং শীতল স্থানে শয়ন করে আরাম পায়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—তাহার ভয়ানক ক্ষুধা হয়, বেলা ১১টার সময় অর্থাৎ আহারের অভ্যস্ত সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত হয়। ক্ষুধায় থাকতে পারে না, তাহার দুগ্ধে ও মাংসে অপ্রবৃত্তি ওগুলি তাহাকে পীড়িত করে। গরম দুগ্ধ পান করতে ভালবাসে এবং আরাম পায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার পেটের গোলমাল হয়। সালফার টক ও মিষ্ট জিনিষ খেতে ভালবাসে।

পিপাসা—তাহার অত্যন্ত পিপাসা সর্ব্বদাই জলপান করিতে থাকে এবং প্রচুর জলপান করে, স্বাভাবিক ঠাণ্ডা জল পান করিয়া আরাম পায় কিন্তু খাদ্য গরম খেতে ভালবাসে। শীতল জল পান করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ জ্বালার উপশম করিতে ইচ্ছা করে।

মল—প্রাতঃকালীন উদরাময়, মল পাতলা ও ক্ষতকারী মলদ্বারের চারিদিকে হাজা ও জ্বালা করিতে থাকে। যখন মল নির্গত হয় তখন মলদ্বার জ্বালা করে, উদরে কলকলানী, জ্বালা ও ক্ষততা থাকে। কখন কখন মল আলকাতারার মত কাল হয়, কখন কখন সবুজ ও ...ন থাকে। কখন আবার সাদা ও হলদে জলের মত দুর্গন্ধ ও ...জাকারক হয়। মলের গন্ধে ঘর ভর্ত্তি হয়ে যায়।

মুত্র—অবিরত মূত্র ত্যাগের বেগ হয়। মূত্র ত্যাগে জ্বালা ও চিড়চিড়িনী হয়, ঐ জ্বালা ও চিড়চিড়িনী মূত্র ত্যাগ করার পরেও অনেক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। মূত্রের সহিত প্রমেহের মত স্রাব হয়, ইহা বহুমুত্র, চিনিমুত্র, শয্যামূত্র উৎপন্ন ও আরোগ্য করে। মলত্যাগকালীন কোঁথ দেওয়ার সময় প্রষ্টেড গ্রন্থী হইতে লালা নিঃস্বরণ হয়।

ঘর্ম্ম—রাত্রে শয়ন অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। রোগীর গাত্রেও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রার মধ্যে অনেক রকম উপদ্রব হয়, ভীতি-দায়ক স্বপ্ন দেখে, ভূতপ্রেত দেখে। কম্পনের মত ভীষণ শব্দ শ্রবণ করে। রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রালু থাকে, রাত্রি ৩টার পর অস্থির নিদ্রা হয় আর ঘুম হয় না, কিন্তু প্রাতঃকালে অনেক সময় পর্য্যন্ত ঘুমাতে চায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ইহার শ্বাস প্রশ্বাস এবং মল মুত্র ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত স্রাবই দুর্গন্ধ ও ক্ষতকারী, রাত্রে শয্যার গরমে গা চুলকানী হয় যদিও কোন উদ্ভেদ না থাকে তবুও গা চুলকায়। শরীরের যে স্থানে চাপ প্রাপ্ত হয় সেই স্থানে কঠিনতা ও কড়া সৃষ্ট হয়। পায়ের তলায় কড়া জন্মায়, সালফার রোগীর মুখে লালা নিঃস্বরণ হয়, ঐ লালাতে তাহার মুখের কোন্ ও ঠোঁট হেজে যায় ও ফেটে যায়। চর্ম্মরোগের উদ্ভেদ হইতে মধুর মত রস ক্ষরণ হয় এবং ঐ রস শুষ্ক হইলে উঁচু মামড়ি সৃষ্টি করে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—রোগীর সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, চর্ম্মে, পাকস্থলীতে, গ্রন্থীতে, ফুসফুসে, অন্ত্রে, হাতের তালু ও পায়ের তলায়, মস্তক শিখরে এবং শরীরের যেখানে সেখানে জ্বালা। ঐ জ্বালার জন্য পা-দুটি বিছানার বাহিরে রাখে, বিছানার বাহিরে শীতল মেঝেতে শয়ন করতে ভালবাসে, কিন্তু স্নান বা জলের ধৈতি চায় না। শব্দে

চমকে উঠে, অদ্ভুত কাল্পনিক জিনিষ দেখতে পায়, উদরে ফাঁপ ও ক্ষততা, অধিক ঢেঁকুর উঠে। সামান্য পরিশ্রমে প্রশ্বাস কষ্টদায়ক হয়, শ্বাসের হ্রস্বতা, প্রচুর ঘর্ম্ম, অবসন্নতা ও হাপানীর মত অবস্থার উদ্ভব হয়। বুকের ভেতর বোঝা থাকার মত ভার বোধ হয়। শরীরে উত্তাপের ঝলক হয়, অথচ জ্বর বেশী নয়। পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপের ঝলক এবং শীতলতা। স্নান করতে ভয় পায় এবং স্নান করায় খারাপ হয়, ইহার যে কোন রোগ শরীরের ডান পার্শ্বই আক্রমণ অধিক করে। ইহার রোগাক্রমণ গতি অত্যন্ত মন্থর প্রকৃতির।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই সালফার নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। সালফার প্রদাহিত স্থানগুলিতে দূষিততা ও কঠিনতা উৎপাদন করে। গ্রন্থীগুলি প্রদাহিত ও পুঁজোৎপত্তি হয়। চর্ম্মের নিম্নে কোষ তন্তুতে এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রে স্ফোটক এবং পুঁজোৎপত্তি হয়। জুতার চাপে গোড়ালিতে কঠিন ও প্রদাহযুক্ত স্ফিতির উৎপত্তি হয়। নিম্নাঙ্গ প্রান্তগুলিতে গভীর মূল অলস প্রকৃতির গলিত ক্ষত উৎপাদন করে। ঐ ক্ষত জ্বালা করে এবং উহাতে রস নির্গত হয়। রস যেখানে লাগে সেখানে ক্ষত ও জ্বালা উৎপাদন করে। লক্ষণানুসারে প্রযুক্ত হইলে সালফার নালী ঘা, স্ফোটক, পুঁজোৎপত্তি গ্রন্থীর কঠিনতা ও স্ফীতি আরোগ্য করে। চোয়াল নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থী, কর্ণমূল গ্রন্থী, গ্রীবাগ্রন্থী স্ফীত ও কঠিন হয়। জিহ্বাতে ক্যান্সার জন্মায়। পুরাতন গলক্ষত এবং তালুমূল গ্রন্থী বর্দ্ধিত হয়, বর্দ্ধিত গ্রন্থী দীর্ঘদিন যাবৎ ঈষৎ বেগুনী রং থাকিয়া যায় এবং উহাতে জ্বালা সূঁচ ফোটান যন্ত্রণা, চিড়চিড়িনী প্রদাহ ও গিলন কষ্ট থাকিয়া ক্যান্সারে পরিণত হয়।

সিপিয়া
Sepia

শীতকাতর { এণ্টি সোরিক / এণ্টি সাইকোটিক / এণ্টি সিফিলিটিক }

উপযোগিতা—বলিষ্ঠ সন্তানকে অথবা যমজ সন্তানকে অতিরিক্ত স্তন্যদান করায় এবং যে স্ত্রীলোকের বলিষ্ঠ স্বামী থাকে, সঙ্গম সংক্রান্ত অতিরিক্ত উত্তেজনায়, অতিরিক্ত ঋতু স্রাবে, অতিরিক্ত স্বামী সহবাসে দুর্ব্বল অবসন্ন ও রক্তহীন হইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্র শিথিল অথবা শিথিলতার ভয় পাইয়াছে এরূপ স্ত্রীলোকেরাই সিপিয়ার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—কঠিন পরিশ্রম করলে উপশম হয়। কঠিন চাপ দিলে টিপাইলে, গরম সেক দিলে, ডানপার্শ্বে শয়ন করিলে, খোলা শীতল বাতাসে, স্নান করিলে, বিছানার গরমে, সঞ্চালনে জোরে হাঁটিলে, গভীর নিদ্রায়, আঁট করিয়া পাটিবাঁধার, উত্তাপ প্রয়োগে এবং আহার করিলে উপশম হয়। চর্ম্ম পীড়া গরম জলে ধৌত করলে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—সেঁৎসেতে ঠাণ্ডায়, বিশ্রাম করিলে, গ্রীষ্মকালে গরমের পর ঠাণ্ডায়, ঝড় বজ্রের পুর্ব্বে, শীতল বায়ুতে সঙ্গমের অতিরিক্ততায়, শব্দে উত্তেজনায়, লোক সঙ্গে ধীর সঞ্চালনে, বামপার্শ্বে শয়নে, বর্ষায় এবং ঠাণ্ডা জলে বৃদ্ধি হয়। আহারের পর, ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে প্রথম নিদ্রায় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগীর শান্ত স্বভাব এবং ক্রন্দনশীলা। তাঁর মনে ভালোবাসার অভাব, তাঁর অতিপ্রিয় স্বামী ও সন্তানদের প্রতি ভালোবাসায় উদাসীন হন, ভালবাসা এবং মমতার ক্রমবিকাশ নীরব হয়ে যায়, আত্মপ্রকাশ করে না। সমস্ত ব্যাপারগুলি অদ্ভুত মনে করেন, যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিতেন তাহাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হন। খাতির অভ্যর্থনা করা ত দূরের কথা দেখিয়াই সরে

পড়েন, উন্মাদনার প্রারম্ভে এইরূপ অবস্থা হয়। তিনি বিষাদ মনে বসে থাকেন কিছুই বলেন না। কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না। তাঁর মনে আনন্দ থাকে না। জীবনের আনন্দদায়ক ব্যাপারগুলিতে তিনি উদাসীন থাকেন। তাঁহার নিকট জীবনে আনন্দ কিছুই থাকে না। তিনি লোকসঙ্গে থাকলে দুঃখিত হন, আবার একা থাকলে ভয় পান। তাঁর নিরানন্দ ভাবের মধ্যে মনটি ঘৃণাপূর্ণ হয়। তিনি যাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন তাহাদের প্রতিও ঘৃণাপূর্ণ হন। তিনি তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেন না। তিনি নির্ব্বোধ আনন্দহীন, বিস্মৃতিপরায়ণ হন। কোন কোন স্থলে আবার সত্বরতা বা চটপটে ভাবও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধির অপ্রথর্য্যতা বিদ্যমান থাকে। তিনি ভূতের ভয়ে ভীত হন। তিনি বায়ুমণ্ডলে নানাভঙ্গীর মূর্ত্তিতে পূর্ণ রয়েছে দেখেন, ঐ সঙ্গে তাঁর মৃত বন্ধুবান্ধবদিগকেও দেখেন। তিনি সহজেই ভয় পান এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, এক মূহুর্ত্তে তিনি বেশ শান্ত ও বশ্য থাকেন, পরমূহুর্ত্তে উত্তেজনায় ক্রুদ্ধ ভাবাপন্ন হন। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি দৃষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী স্নান করিতে চায়, কিন্তু চর্ম্মপীড়া ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়। ইহার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কম। খোলা শীতল বাতাসে থাকতে চায়। গরমের দিনে স্নান করা ভালবাসেন, কিন্তু বেশী ঠাণ্ডা বাতাস অথবা বেশী ঠাণ্ডা জল পছন্দ করে না। বেশী ঠাণ্ডা এবং বর্ষার ঠাণ্ডা অসহ্য। শীতের দিনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে অথবা ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগীর ভয়ানক ক্ষুধা হয়। অসহ্য ক্ষুধা, পেটে সর্ব্বদাই শূন্যতার অনুভূতি পেট ভর্ত্তি হয় না

খাবার পরেও ক্ষুধায় কষ্ট পায়। খাদ্যদ্রব্য অথবা মাংস ও ঝোল রন্ধনের গন্ধে বমনেচ্ছা জন্মায়। খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে ঘৃণার উদ্রেক হয়। খাদ্যদ্রব্যের দৃশ্য বমনেচ্ছা উৎপাদন করে। তিনি ঝাল ও মসলা দেওয়া খাদ্য, তিক্ত ও টক পছন্দ করেন। দুগ্ধে অনিচ্ছা দুগ্ধ সহ্য হয় না, খেলে উদরাময় হয়। খাদ্যদ্রব্য মুখে নোন্তা লাগে।

পিপাসা—রোগী সাধারণতঃ পিপাসাহীন। কখন কখন সকাল বেলায় প্রচুর পিপাসা লক্ষিত হয়, তাহলেও পিপাসা হীনতাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

মল—পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। সকল প্রকার রোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে। অন্ত্র যেন মল নির্গমন করার শক্তি হারিয়েছে মনে হয়। খুব কোঁথ দিলে ধীরে ধীরে অত্যন্ত কষ্টের সহিত মলত্যাগ করে। ঐ মল ভেড়ার মলের মত শক্ত গুটলে। ইহার সরলান্ত্রের ভেতর একটি পিণ্ড থাকার অনুভূতি থাকে, মল ত্যাগের পরেও মনে হয় যেন একটি পিণ্ড মলদ্বারের ভিতর থাকিয়া গিয়াছে। মলের সহিত প্রচুর আম নির্গত হয়। মল শক্তই হোক আর পাতলা হোক তাহা দুর্গন্ধযুক্ত, ইহাতে নাক্সের মত নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তিও আছে।

মূত্র—ইহার রোগীকে মূত্র যন্ত্রের উপর মনযোগ রাখতে হয়। হাঁচিলে কাশিলে অথবা কোনরূপ হঠাৎ শব্দ হইলে মূত্র ত্যাগ হয়ে যায়। অসাড়ে মূত্র ত্যাগ হয় যেমনি রোগী ঘুমিয়ে পড়ে অমনি মূত্র ত্যাগ হয়ে যায়, তাঁর ঘনঘন মূত্রত্যাগের বেগ হয়। কখন কখন মূত্র হয় দুধের মত সাদা, রক্তময়, এবং স্বল্প পরিমাণে হয়। মূত্র ত্যাগের সময় আগুনের মত জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকে। ইহার মূত্র ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। জরায়ু হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িবার অনুভূতির সহিত মূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি থাকে।

ঘর্ম—পায়ের পাতা দুটিতে প্রচুর ঘর্ম হয়। ঐ ঘর্ম ভীষণ দুর্গন্ধ ও ক্ষতকারী। আঙ্গুলের ফাঁকে ক্ষত উৎপাদন করে। জ্বালাও করে ক্ষত জন্মায়, রাত্রিতে শয়ন অবস্থায় প্রচুর ঘর্ম নিঃস্বরণ হয়। সিপিয়ার নিঃসৃত সমূহ স্রাব, মল মূত্র ঘর্ম ইত্যাদি ভীষণ দুর্গন্ধ ও ক্ষতকারী।

শয়ন ও নিদ্রা—নিদ্রার মধ্যে কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখে। রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না তাহলে হৃৎকম্প হয়। নিদ্রার মধ্যে হৃদস্পন্দন হয়। ঐ স্পন্দন আঙ্গুলের অগ্রভাগেও লক্ষিত হয়। রোগী ডানপার্শ্বে শয়ন করে। নিদ্রার মধ্যে পেশীর উৎক্ষেপ হয়। সে কল্পিত শব্দ হইতে অবিরত জাগরিত থাকে। কোন লোক যেন তাহাকে ডাকিতেছে মনে করিয়া সে জাগরিত হয়। ঘরের ভেতর সামান্য গোলমাল তাহাকে জাগরিত করে রাখে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শরীরের প্রত্যেক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে দুধের মত সাদা স্রাব হয়। উদর, অন্ত্র, জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র হইতে দুধের মত সাদা স্রাব হয়, উদর অন্ত্র জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র হইতে দুধের মত তরল পদার্থ নির্গত হয়। ঢেঁকুর তুলে এবং দুধের মত তরল পদার্থ বমি করে। নাসিকা ও যোনিদ্বার হইতে দুধের মত সাদা হাজাকারক স্রাব নির্গত হয়। কখন কখন ঐ স্রাব ছানার মত ঘন এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে। ইহার স্রাব কখন কখন সবুজ এবং হলদে রঙেরও দেখা যায়। শরীর অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলির শিথিলতা। উহারা যেন নিম্নাভিমুখে যোনিপথে বাহির হয়ে আসবে এইরূপ ভয় হয়। জননেন্দ্রিয়ে, মুখে ঠোঁটে, শুষ্ক চর্মরোগ উৎপন্ন হয়। গলায় কাপড় অথবা কণ্ঠবেষ্টিকা পরিধান করা কষ্টকর হয়। কোমর ও গায়ে কাপড় জামা এঁ্যাটে পরিধান করতে পারে না। তাহলে অস্বস্তি জন্মে। ঋতু স্রাব প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক

হয়। সঙ্গমে অপ্রবৃত্তি ও অনুভূতির নাশ হয়। ইহা পুনঃপুনঃ গর্ভস্রাব জন্মায় এবং নানাবিধ জটিল রোগ উৎপাদন ও আরোগ্য করে।

ব্যতিক্রম—ভয়ানক ক্ষুধা থাকাই এর বিশিষ্টতা, কিন্তু কখন কখন একদম ক্ষুধা পিপাসা হীনতাও লক্ষিত হয়। ধীর সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু দ্রুত সঞ্চালন এবং ভীষণ পরিশ্রমে উপশম হয়। রোগীর কষ্টগুলি খোলা ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু রোগী খোলা ঠাণ্ডা বাতাসে পরিশ্রম করলে ভাল মনে করে। কষ্টগুলি গরম ঘরে খারাপ হয়। কিন্তু আঁট করে পটি বাঁধলে এবং কঠোর পরিশ্রম করলে উপশম বোধ করে। রোগী শীতকাতর বটে কিন্তু ঠাণ্ডা জলে স্নান ভালবাসে।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই সিপিয়া নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহা চর্ম্মের উপর কঠিনতা উৎপাদন করে। চর্ম্মের একপ্রকার উদ্ভেদ উহা ক্যান্সারের মত ঠোঁটের উপর স্ফীতি ও কঠিনতা, উহা ফাটিয়া যায় ও রক্তপাত হয়। চর্ম্মের উপর ক্যান্সার তাহাতে আঁইসের মত উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদগুলির উপর মামড়ি জন্মায়। মামড়িগুলি উঠিয়া গেলে ঐ স্থানে পুনরায় আর একটি মামড়ি সৃষ্টি হয়। ঐ মামড়ি ছিঁড়িয়া দিলে রক্তস্রাব হয়। ঠোঁটের নাসা পক্ষের ও চক্ষুর পাতার চর্ম্মে ক্যান্সার সৃষ্ট হয়। ইহা চর্ম্মের উপর গুটিকা ও পিণ্ডোৎপত্তি করে। উহা দূষিততা প্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ অনারোগ্য থাকিয়া যায়। ঐ সকল ক্যান্সারের উপরিভাগ বেগুনী বর্ণ দেখায়, এবং মধ্যস্থল হইতে স্ফীতি অপসৃত হইতে আরম্ভ করে। ইহা জননেন্দ্রিয়ের উপর আঁচিল এবং জরায়ুর কর্কট

রোগে উপযোগী। জরায়ুর কর্কটে ভীষণ দুর্গন্ধ রস স্রাব হয়। ঐ স্রাব যেখানে লাগে তথায় ক্ষত উৎপাদন করে।

সাইলিসিয়া
Silicja

শীতকাতর — সুগভীর এন্টি সোরিক, এন্টি সাইকোটিক, এন্টি সিফিলিটিক ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—সাইলিসিয়া একটি অত্যন্ত গভীরক্রিয় ঔষধ। ইহার গভীরতা উর্দ্ধতন প্রপিতামহদের কাছ থেকে আগত বংশগত সুপ্রাচীন রোগপ্রবণতার কাছ পর্য্যন্ত যেতে সক্ষম এবং বংশগত রোগপ্রবণতা ও রোগের উপসর্গগুলিকে দূরীভূত করে। অভ্রান্ত সমলক্ষণে প্রযুক্ত হলে ইহা অসাধ্যসাধন করতে পারে। গুটিকা ও ক্ষয়দোষের মূলোৎপাটন করতে পারে। ইহার সমকক্ষ গভীরক্রিয় ঔষধ আমাদের ভৈষজ্য ভাণ্ডারে খুব কম দেখা যায়।

উপশম—গরমে, মাথায় কাপড় জড়াইলে, গ্রীষ্মকালে, জলীয় আবহাওয়ায়, চাপনে, শীতল শুষ্ক আবহাওয়ায়, উত্তাপে, গরম ঘরে, শীতল পানীয় পানে, বক্ষ ও কণ্ঠনালীর রোগ গরম পানীয় পানে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হয় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, ৭ দিন অন্তর, প্রাতঃকালে, কাপড় কাচিলে, ঋতুস্রাবের সময়, খোলা গায়ে থাকিলে, সেঁৎসেঁতে জায়গায় শয়নে, পড়াশুনা করিলে, জলীয় শীতল আবহাওয়ায়, স্নানে শীতল বাতাসে, রাত্রিকালে, উত্তাপ ও ঠাণ্ডার অতিরিক্ততায় বৃদ্ধি হয়। আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্ত্তনে দেহ ঘামিয়ে উঠে। আহারের পর এবং বেলা ১১টায় বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার মনের দৃঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মন দুর্ব্বল একপ্রকার ভয়ের অবস্থা, ইনি সাধারণের সমক্ষে বাহির হতে ভয় করেন। আলোচ্য বিষয় আলোচনা করিতে পারেন না। তিনি ভয় করেন যে তিনি বিফল হইবেন। তাঁহার মন কার্য্য করে না, তিনি দীর্ঘকাল মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু কাজে লাগাইয়া দিলে নির্ভুল ভাবে ভালরূপে কার্য্য সম্পন্ন করেন। বিফল হইবার ভয় সাইলিসিয়ার অদ্ভুত লক্ষণ। অনেক বৎসর যাবৎ পাঠ্যাভাস করিয়া শেষ পরীক্ষার সময় একপ্রকার ক্লান্তি ও ভয় উপস্থিত হয়। ভয় এই যে তিনি বিফল হইবেন। তখন তিনি কোন কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। জাগাইলে উত্তেজিত ও রাগী হয়। একা থাকিলে ভয় হয়। তিনি নম্র শান্ত ও ভীরুস্বভাব হন। বৈষয়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক, ছাত্র, শিক্ষক, আইনজ্ঞ ও ধর্ম্মযাজকগণ দীর্ঘকাল যাবৎ নিজ নিজ পেশায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনেক রাত্রি বিনিদ্র-যামিনী যাপন বশতঃ মস্তিষ্ক শ্রান্তির জন্য সাইলিসিয়া প্রয়োজন হয়। এই স্থলে সাইলিসিয়া সুস্থ্য মস্তিষ্ক স্থাপন করে। সাইলিসিয়া নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথায়ও থাকতে পারে না। সে সূঁচাল জিনিষকে ভয় করে সে মনে করে তাহার জিহ্বায় চুল জড়িয়ে আছে। সে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে চায়। মস্তিষ্কের গোলমালে মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষমতা। দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা স্মৃতি-শক্তির দুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কের জড়তা দৃষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের পেট মোটা মাথা বড় পা সরু মাথাতে ও মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘাম হয়। খাদ্যের অভাবে নয় কিন্তু অসম্পূর্ণ পোষণ বশতঃ অস্বাভাবিক পুষ্টি হয়। শরীর শীর্ণ মুখমণ্ডল ফেকাসে, শিথিল মাংসপেশী, মাথার খুলি অসংযোজিত

শিশু দুর্ব্বল রক্তহীন, স্নায়বিয়, অথবা অনুভূতির আধিক্য ব্যক্তিগণ। তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয় কুঞ্চিত, চক্ষু বসা, মুখমণ্ডল বৃদ্ধের মত দেখায়, চেহারা ও শক্তি বৃদ্ধি হয় না। সে বিলম্বে হাঁটিতে শেখে। তাহার জ্ঞানের ও বুদ্ধির বিকাশ স্থগিত হয়ে যায়।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগাক্রমণের তরুণ অবস্থায় গরম ঘরে ও গরমে অস্বস্তি হয়। তখন শীতল বাতাস ও ঠাণ্ডা ঘর চায়। উত্তাপ ও ঠাণ্ডার অতিরিক্ততা অসহ্য হয়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে রোগাক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত গরম ও ঠাণ্ডা এই দুয়েতেই রোগাক্রান্ত হয়। মাঝারি ঠাণ্ডা গরম তাহার উপযোগী হয়। রোগাক্রমণের পরিণত অবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ত হয়। শীত-কাতরতা এত বেশী হয় যে, কোনরূপ ঠাণ্ডা সে সহ্য করতে পারে না, মাথায় ঠাণ্ডা লাগান তাহার সহ্য হয় না। সর্ব্বদাই মাথা আবৃত রাখে। প্রদাহিত স্থানে ঠাণ্ডা প্রয়োগ পছন্দ করে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—তাহার গরম খাদ্যে অপ্রবৃত্তি। গরম খাদ্য খেলে মাথা ও মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হয়। সে শীতল খাদ্য ও খুব ঠাণ্ডা পানীয় পান করতে চায়। মাংসে অপ্রবৃত্তি তাহার দুগ্ধ সহ্য হয় না। দুগ্ধ পানে উদরাময় হয়। শিশুরা মাতৃ স্তন্যও সহ্য করতে পারে না। সাইলিসিয়ায় ভয়ানক ক্ষুধা এবং ক্ষুধাহীনতা এই দুইই দৃষ্ট হয়।

পিপাসা—গরম পানীয় এবং গরম চা তাহার একদম অসহ্য। খুব শীতল পানীয় এমন কি সে বরফ দেওয়া জল পান করিতে চায় তাহাতে সে আরাম বোধ করে। গরম পানীয় পানে তার মুখমণ্ডল এবং মস্তকের চারিদিকে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

মল—ইহা গ্রীষ্মকালীন উদরাময় দন্তোগম সময়ে উদরাময় হয়। মল প্রত্যেকবারেই পরিবর্ত্তনশীল হয়, পালসের মত। দুর্গন্ধ

বায়ু নিঃস্বরণ হয়। প্রাতঃকালীন পুরাতন উদরাময়ে সন্নান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হয়। অত্যন্ত বেগ প্রদান করিয়াও মল নির্গত হয় না। ঐ সময় মল গোলার মত নরম অথবা কঠিন হতেও পারে কিন্তু অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, মাথায় ঘাম হয় অত্যন্ত বেগ প্রদানে মল পিছলাইয়া উপরে উঠিয়া যায়, তখন নৈরাশ্যে বেগ দেওয়া ছেড়ে দেয়। পিচকারীর সাহায্যে মলত্যাগ করিতে আরাম বোধ করে।

মূত্র—মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থীর প্রদাহ, মূত্রনালী হইতে ঘন দুর্গন্ধ পুঁজ নিঃস্বরণ হয়। রক্তপুঁজ মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রে প্রচুর তলানি পড়ে রাত্রে অনিচ্ছায় মূত্র নির্গমন হয়। বালক বালিকাদের অবারিত মূত্র।

ঘর্ম্ম—মাথায় ও কপালের উপর শীতল চটচটে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। শ্রম করিলে মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘাম হয়। শরীরের নিম্নাঙ্গ শুষ্ক থাকে। সাধারণতঃ ঘর্ম্ম উৎপাদন করিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে ও মাথার চারিদিকে ঘর্ম্ম হইতে থাকে। যন্ত্রণাপূর্ণ অঙ্গে প্রচুর ঘাম হয়। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ঘামিতে আরম্ভ করে। হাতে ও পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিতে চায়। নিদ্রিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখে। নিদ্রিতাবস্থায় মাথায় প্রচুর ঘাম হয়। মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সাইলিসিয়া রোগীর ঠোঁট ফাটে ঠোঁটের ছাল উঠে যায়। মুখের কোণ ফাটে এবং তথায় কঠিনতাপ্রাপ্তি ঘটে। নাসাপক্ষের উপর চর্ম্মে কর্কট রোগের ন্যায় ছোট ছোট মামড়ী সৃষ্ট হয়। ইহার পায়ের তলা অত্যন্ত ব্যাথা ও স্পর্শকাতর। রোগী হাঁটতে পারে না। পায়ের তলায় কড়া বা মেছাতি জন্মায়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—ধীর পরিপোষণ, কঠিনতা প্রাপ্ত আরও ক্যান্সার হয়। মস্তিষ্ক শ্রান্তি, পাকাশয় প্রদাহ প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ সূচনার প্রারম্ভে পদঘর্ম্ম কর্ণপুঁজ ও নালীঘা অবরোধ হইবার সময় হইতে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয়। মাথায় ও মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। পদতলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম অথবা শুধু দুর্গন্ধতা বর্ত্তমান থাকে, ইহার আক্রমণ গতি অত্যন্ত ধীর, শিশুকে স্তন্যদানের সময় জরায়ুতে রক্তস্রাব হয়। শিরপীড়া মাথার পেছনে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরে যায়, এবং তথা হইতে দক্ষিণ চক্ষুর উপরিভাগে অবস্থান করে, স্তনের বোঁটা ভিতর দিকে আকৃষ্ট হয়, ইহার রোগী ফসের মত গাত্র ঘর্ষণ করাইতে ভালবাসে। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা এইগুলি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি, মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই সাইলিসিয়া নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। যদি কোন লোক আঘাত পায় তাহলে আহত স্থানে পুঁজোৎপত্তি হয় এবং ক্ষতচিহ্ন কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। সেখানে কঠিন ডেলা সৃষ্ট হয়। ক্ষত স্থানে ও ছুরি দিয়া কাটা স্থানে ধীর পরিপোষণ বশত একপ্রকার তন্তুময় পদার্থ সঞ্চয় হয় উহাও কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে ক্ষত চিহ্নের তন্তুগুলি কঠিনতা প্রাপ্ত হয় চক্‌চক্ করে ও স্ফীত হয়, সাইলিসিয়া উহাদিগকে আরোগ্য করে। ইহা স্ফোটক এবং ফোড়ার উৎপত্তির সত্ত্বরতা জন্মায়, ইহা পুনঃপুনঃ সংঘটিত তন্তুময় টিউমার এবং পুরাতন কঠিনতা প্রাপ্ত টিউমার আরোগ্য করে। ফুসফুসে গুটিকা সঞ্চয়ে সাইলিসিয়া প্রদাহ স্থাপন করিয়া পুঁজ সঞ্চয়ের দ্বারা উহা বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু সমুদয় ফুসফুস গুটিকা-গ্রস্ত হইলে সাইলিসিয়া প্রয়োগ বিপদজনক। চর্ম্মের উপর আঁচিল, ব্রণ, স্ফোটক উৎপত্তি হয়। ইহা নালি ঘায়ের প্রান্তদেশের কঠিনতা

আরোগ্য করে। উপদংশ জাত গলনশীল ক্ষত, চর্ম্মের উপর খাদকও বিস্তারশীল ক্ষত, মাথার খুলির উপর ঘন তরল পদার্থে পূর্ণ আব উৎপন্ন করে। শিশুদের মাথার উপর রক্তপূর্ণ আব উৎপন্ন ও আরোগ্য করে। মস্তকের হাড়ের উপর এবং উপাস্থির উপর, সন্ধির চারিদিকে কঠিন আব উৎপন্ন করে। ঘাড়ের গ্রন্থী এবং ঘাড়ের দুই পার্শ্বের লালা স্রাবী গ্রন্থীগুলি, কর্ণমূল গ্রন্থীগুলি বৃদ্ধি ও কঠিন হয়, চক্ষু কনিকার উপর গলনশীল রন্ধ্রকর ক্ষত এবং রক্তপূর্ণ উপমাংস উৎপত্তি হয়, অশ্রুস্রাবী গ্রন্থীর নালীব্রণ, কর্ণপূঁজ এবং অস্থিক্ষয় হয়। কর্ণ রোগগুলির সহিত কর্ণমূল গ্রন্থী কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। নাসিকার তুর্গন্ধ পচা ক্ষতে এবং অস্থিখণ্ড নিঃস্বরণে নাকের হাড় নষ্ট হয়ে যায়, তন্তুগুলির কঠিনতা প্রাপ্তি ঘটে, চর্ম্মের কর্কট রোগে খারাপ ভাবের তন্তু উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তশিরাগুলি রক্ত সঞ্চালন করে তাহারা ক্রমশঃ বেশী পুরু হয়। অবশেষে কোমল তন্তুগুলিকে কঠিন করিয়া ফেলে, অস্থির প্রান্তভাগে এবং উপাস্থিময় অংশে স্ফোটক উৎপত্তি হয়। চোয়াল সন্ধি উরু সন্ধি এবং দীর্ঘাস্থির অস্থিগলন রোগ এবং মেরুদণ্ডের বক্রতা ইত্যাদি অস্থিরোগ সমূহে সাইলিসিয়া প্রয়োজনীয় ঔষধগুলির অন্যতম। ঠোঁটে মুখের কোণে ও নাসাপক্ষের প্রান্ত ভাগ ফেটে যায় ছাল উঠে যায় এবং কর্কট রোগের অনুরূপ ছোট ছোট মামড়ি উৎপাদন করে। গলা ও ঘাড়ের বাহিরের ও ভিতরের সকল গ্রন্থীই একবারে সকলগুলি অথবা এক একটির এবং তালুমূল গ্রন্থীর একটির অথবা তুইটির এবং কর্ণমূল গ্রন্থীর ও জিহ্বার নিম্নবর্ত্তি গ্রন্থীর, চোয়াল নিম্নবর্ত্তি গ্রন্থীর যন্ত্রণাপূর্ণ প্রদাহ স্ফাতি এবং কঠিনতা উৎপাদন এবং আরোগ্য করে। প্রদাহের সহিত যদি ঘাড়ে স্কন্ধে ও মাথায় তরুণ প্রদাহের মত যন্ত্রণা হয়,

তখন সাইলিসিয়ার রোগী সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সে উত্তাপে কষ্ট পায়, একপ্রকার অনিয়মিত উত্তাপে ও জ্বর ভোগ করে, তখন শরীর গরম ও হস্তপদাদি শীতল থাকে, মাথা ও ঘাড়ের চারিদিকে ঘর্ম্ম হয়। গরম ঘরে উত্তাপ এবং শ্বাস রোধের কষ্ট অনুভব করে ঠিক পালসেটিলার মত, শীতল বাতাস এবং শীতলতা চায়। যোনির ভেতর পুঁজময় অর্ব্বুদ এবং জরায়ু দ্বারের চারিদিকে নালী ঘা, স্ফোটক উহা কঠিন এবং পিণ্ডাকৃতি হইয়া থাকে, সাইলিসিয়া জরায়ু এবং স্তনের ও ক্যান্সার উৎপাদন এবং আরোগ্য করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া
Staphysagria

শীতকাতর { এণ্টি সোরিক, এণ্টি সাইকোটিক, এণ্টি সিফিলিটিক }

উপযোগিতা—হস্তমৈথুন ও অতিরিক্ত সঙ্গমের কুফলে এবং অপমান জনীত ক্রোধ ও উত্তেজনাকে মনের মধ্যে রুদ্ধ অথবা দমন করিয়া রাখায় এবং যাহারা রাগ ও অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া আত্ম সম্মান বশত ফিরিয়া আসে এবং পীড়িত হয় তাহারাই ইহার উপযোগী ক্ষেত্র।

উপশম—পূর্ব্বাহ্ণে, আহারের পর, গরমে, রাত্রির বিশ্রামে উপশম হয়।

বৃদ্ধি—উদরাময় ও আমাশয় সামান্য পানাহারে, বাত বেদনা বর্ষায় ও রাত্রিতে বৃদ্ধি, অমাবস্যা পূর্ণিমায় শীতকালে ও মৈথুনে বৃদ্ধি, গা চুলকানো সন্ধ্যা বেলায় এবং শরীর গরম হয়ে উঠলে

বৃদ্ধি। স্পর্শে, পানও আহারের পর, ক্রোধ হইতে, সঞ্চালনে, প্রাতঃকালে রাত্রিতে এবং বৈকাল ৩টায় বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ইহার রোগী ভীষণ উত্তেজনীয় সহজেই রেগে উঠে ও বিরক্ত হয়। কিন্তু ঐ রাগ প্রকাশ করে না। আত্মসন্মান বশত কিংবা সম্মান হানির ভয়ে রাগকে মনের ভেতর চেপে রাখে। ঐরূপ দমিত ক্রোধ এবং বিরক্তির আধিক্যে সে নির্ব্বাক হয়, অপমান অনুভব করে। ঐরূপ দমিত ক্রোধ, বিরক্তি ও অবমাননার প্রভাবে সে পীড়িত হয়। অনেক রাত্রি ঐ অবমাননার বিষয় মনে মনে চিন্তা করে। কাহাকেও কিছু বলে না শেষে বহুদিন বহুরাত্রি, নিদ্রাশূন্য ক্লান্তিপূর্ণ ও মস্তিষ্ক শ্রান্তি হইতে কষ্ট পায়। সে সংখ্যাগুলি যোগ বিয়োগ করিতে পারে না। লিখিতে ও কথা বলিতে ভুল করে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে ভার থাকার অনুভূতির সহিত স্মৃতিনাশ হয়। যেন কাঠের একটি ভারি গোলক কপালের মধ্যে রহিয়াছে অনুভব করে। কপালের ভিতর একটি পিণ্ড থাকার অনুভূতির সহিত সমুদয় পশ্চাৎ মস্তক ফাঁপা বলিয়া অনুভব করে, মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগ অসাড় ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়া অনুভব করে। মনের উদাসীন, অবসন্ন ও নিরানন্দ ভাব। ঐ সকল অবস্থার সহিত সঙ্গম সংক্রান্ত অস্বাভাবিক উত্তেজনা, সঙ্গম কার্য্য ও হস্তমৈথুন তাহাকে করিতেই হয়। এই অস্বাভাবিক মৈথুন এবং দমিত ক্রোধের ফলে তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। সে কথা কহিবার শক্তি হারায়, ঘুমাতে পারে না। শেষে শিরো বেদনা হয়। এই ব্যাপারের পর তাহার ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ হয়। হস্তাঙ্গুলী স্পর্শ সম্বন্ধে, কর্ণ শব্দে, জিহ্বা স্বাদে, নাসিকা গন্ধে, স্নায়ু স্পর্শ সম্বন্ধে অত্যনুভূতি বিশিষ্ট হয়। ফলে প্রদাহ ও ক্ষতগুলি তাহাকে অনেকদিন যাবৎ যন্ত্রণা ভোগ করায়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—মুখমণ্ডল বন্দা সলজ্জ চাহনি ঔজন্য বিহীন চক্ষু, উদর মোটা, দেহ শীর্ণতা প্রাপ্ত যুবক অতিরিক্ত হস্তমৈথুন ও সঙ্গমের কুফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—আহারের পর উদরে যন্ত্রণা, উদর পূর্ণ থাকলেও ক্ষুধা বোধ হয়। পাকস্থলী ও উদর যেন শিথিল হইয়া নিচের দিকে ঝুলিতেছে অনুভব করে। দুগ্ধ এবং রুটি খাইতে ইচ্ছা ও গরম তরল খাদ্য খেতে ইচ্ছা করে।

পিপাসা—পিপাসা হীনতা সর্ব্বদাই উদ্গার উঠা, গরম পানীয় খেতে ভালবাসে, ঠাণ্ডা পানীয় তাহার অস্বস্তি উৎপাদন করে।

মল—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদারময় দুইই আছে, উদরে বেদনা ও যন্ত্রণা, পেশীর অস্বাভাবিক সঙ্কোচন, ক্রোধ হেতু উদরাময় হয়। পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ উদর বায়ু নিঃস্বরণ হয়, দমিত ক্রোধ বশত শাস্তি পাওয়ার পর উদরাময় ও আমাশা হয়।

মূত্র—সদ্য বিবাহের পর ঘনঘন যন্ত্রণা দায়ক মূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি, ক্রমাগত বিরক্তিকর যন্ত্রণা ও ফোঁটা ফোঁটা মূত্র গড়াইতে থাকে। ঘনঘন মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তির সহিত সরু ধারায় স্বল্প পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হয়। রোগী মনে করে সে যেন মূত্রস্থলী খালি করিতে পারিতেছে না, সারা রাত্রি বিরক্তিকর ও ছিঁড়িতে থাকার মত যন্ত্রণা সহ রক্তমূত্র, অম্লাত্মক হাজাকারক মূত্র। মূত্রত্যাগ কালে কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু মূত্রত্যাগের পর জ্বালা হয়।

ঘর্ম্ম—রাত্রিতে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়। দুর্গন্ধ ঘর্ম।

শয়ন ও নিদ্রা—দিনের বেলায় নিদ্রালুতা, রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব করে। চিন্তার জন্য এবং চুলকানীর জন্য বিলম্বে নিদ্রিত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে শুষ্ক আঁচিল উৎপন্ন হয়। অণ্ড ও জননেন্দ্রিয় শীর্ণ হইতে থাকে, ডিম্বকোষে তীর বিঁধার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। ঋতুস্রাব বিলম্বিত এবং প্রচুর পরিমাণে হয়। কখন কখন ঋতুর অভাবও লক্ষিত হয়। প্রথমে বিবর্ণ রক্তময় স্রাব পরে কাল কাল চাপ চাপ ঋতুস্রাব হয়। জননেন্দ্রিয়ে ও যোনিতে অত্যন্ত চুল বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের মুখে হুল ফোটানর ন্যায় যন্ত্রণা ও চুলকানী হয়। দাঁতগুলি কাল হয়ে যায় এবং খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। স্বপ্নসহ অথবা স্বপ্নভিন্ন নিদ্রিত অবস্থায় শুক্রস্রাব হয়। উদরে কামড়ান ও মোচড়ান ব্যাথা হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, সঙ্গম প্রবৃত্তির অত্যন্ত বৃদ্ধি সহ জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা। হস্তমৈথুন ও অতিরিক্ত সঙ্গমের ফলে স্মৃতিনাশ হয়। শরীরের উপর পোকা হাঁটার অনুভূতি। জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে পোকা হাঁটার মত সুড়সুড়ী বিদ্যমান থাকে। স্নায়বিক উত্তেজনায় শরীরের কম্পন হয়। শিশুরা অনবরত এ জিনিষ ও জিনিষ চায় কিন্তু তাহা দিলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। স্নায়বিক অবসন্নতা ও দুর্বলতা। ঋতুকালে দন্ত বেদনা হয়। দীর্ঘকাল সহবাস না করার জন্য যে সকল পীড়া জন্মে যেমন জরায়ু ভ্রংশ, ডিম্বকোষের উত্তেজনা, স্নায়বিক কম্পন ইত্যাদি পীড়ায় ইহা উপযোগী হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে উপযোগী হইবে অন্যথায় নহে। ইহা চর্ম্মের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধান্যের আকারের আব এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর বহুপাদ উৎপন্ন করে। হাতের উপর এবং পৃষ্ঠের উপর চর্ম্মে একপ্রকার কাল কাল পিণ্ড উৎপত্তি করে। জননেন্দ্রিয়ে এবং মলদ্বারের চারিদিকে ক্ষুদ্র আঁচিল এবং মূত্রনালির ও যোনির চারিদিকে ব্রণের ন্যায়

গুটিকা উৎপত্তি হয়। উহা চাপিয়া ধরিলে রোগী মূর্চ্ছা যায় এরূপ স্পর্শসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকে। চোখের পাতায় ও চক্ষু গোলকের চারিদিকে নূতন নূতন পিণ্ডোৎপত্তি ও আব সৃষ্ট হয় উহা স্পর্শে যন্ত্রণাদায়ক হয়। শরীরের সকল গ্রন্থীগুলির উপর ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। ঘাড়ের গ্রন্থীগুলি বর্দ্ধিত এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। অণ্ডকোষ এবং ডিম্বকোষ বৰ্দ্ধিত এবং কঠিন হয়। সকল স্থানের গ্রন্থীগুলিতেই স্ফীতি, কঠিনতা, অসাড়তা, সূঁচ ফুটিতে থাকার এবং ছিঁড়িতে থাকার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। তালুমূল গ্রন্থীর স্ফীতি ও কাঠিন্য। অণ্ড দুইটি স্ফীত প্রদাহিত ও কঠিন হয়। ডিম্বকোষে তীর বিঁধিতে থাকার মত যন্ত্রণা এবং ডিম্বকোষ হইতে ঊরু পর্য্যন্ত বরাবর বিস্তারশীল যন্ত্রণা হইতে থাকে। উহাতেও স্পর্শসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকে। ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া যাওয়া ক্ষতে হুল ফুটিতে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। অস্থিবৃদ্ধি এবং অস্থিবেষ্টের প্রদাহ হয়। অক্ষিপুটে কঠিন গুটিকা উৎপত্তি এবং ফুলকফির মত উপমাংস উৎপত্তিতে ইহা ফলপ্রদ হয়েছে।

স্পঞ্জিয়া
Spongia

গরমকাতর { এণ্টি সোরিক / এণ্টি সিফিলিটিক / ও টিউবারকুলার

উপযোগিতা—ইহা গভীর কার্য্যকরী টিউবারকুলার ঔষধ। ইহার রোগগুলি হঠাৎ উপস্থিত হলেও ইহা একটি গভীরক্রিয় ঔষধ। উত্তরাধিকার সূত্রে গুটিকা দোষ প্রাপ্ত লোকদের কণ্ঠনালী আক্রান্ত হইলে, এবং কণ্ঠস্বর ভঙ্গ, শুষ্ক সর্দ্দি, শুষ্ক কণ্ঠনালীর সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত কর্কশ ক্রুপ কাশির বিদ্যমানতায় হইা উপযোগী হয়।

উপশম—গরম পানীয় পানে উপশম। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা গরম খাদ্যে উপশম হয়। পান ও আহারে উপশম।

বৃদ্ধি—মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি, গরম ঘরে ও উত্তাপে বৃদ্ধি, শুষ্ক শীতল বাতাসে বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডা খাদ্যে বৃদ্ধি হয়। নিদ্রার পর বৃদ্ধি, মিষ্টদ্রব্য আহারে বৃদ্ধি, চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত রোগ লক্ষণেরও বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উৎকণ্ঠা ও ভয় ইহার মর্ম্মবাণী। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সহ উৎকণ্ঠা মৃত্যুভয় এবং শ্বাসরোধ হয়। ভীতি-দায়ক কোন রোগ হইতেছে এইরূপ ভয় সহ বুকের ভিতর যন্ত্রণা হইতে থাকে। অতিরিক্ত আহার করার মত পূর্ণতার অনুভূতি থাকে। রাত্রে অত্যন্ত ভয়ের সহিত জেগে উঠে এবং তাহার নিকটস্থ ব্যাপারগুলি বুঝিয়া উঠিতে কিছুক্ষণ সময় লাগে, ইহাতে একোনাইটের মত উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয় বিদ্যমান থাকে। অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ জরেও ভীষণ উত্তেজনা লক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি, হৃৎ-কপাটগুলি ঠিকভাবে বন্ধ হয় না, তাই হাপরের মত হুস হুস শব্দ হয়। গভীর স্থান হইতে জল প্রবাহের মত শব্দ হয়।

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা

চেহারা—মুখমণ্ডল বিবর্ণ কষ্টযুক্ত ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ, বেগুনী, পাণ্ডুর ও নীলাভ স্ফীত দেখায়। চক্ষুদ্বয় বসা এবং পর্য্যায়ক্রমে লাল ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং উদ্বেগপূর্ণ ও দুর্ব্বল দৃষ্ট হয়, শরীর বৃদ্ধিবিহীন খর্ব্বাকৃতি দেখায়। শিথিল চর্ম্ম এবং শিথিল মাংসপেশী বিশিষ্ট বালক বালিকা।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—রোগী ঠাণ্ডা চায় এবং ঠাণ্ডায় থাকতে ভালবাসে। গরম ঘর এবং শীতকালের শুষ্ক শীতল বাতাস তাহার

অসহ্য হয়, কষ্টগুলিকে বৃদ্ধি করে, খোলা শীতল বাতাস এবং স্নান করিতে ভালবাসে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—রোগী গরম খাদ্য ভালবাসে, ক্ষুধা বেশ হয় কিন্তু আহারের পর হিক্কা হয়। পাকস্থলীতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় অস্বস্তি অনুভব করে। রোগী মিষ্টদ্রব্য খেতে ভাল বাসে না।

পিপাসা—গরম পানীয় অধিক পছন্দ করে। শীতল পানীয় তাহার অস্বস্তি উৎপাদন করে।

মল—নিম্ন উদরে গড় গড় শব্দ হয়, কখন কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কখন উদরাময় হয়। তবে বেশীর ভাগ সময় কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগে।

মুত্র—সর্ব্বদা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা। অসাড়ে মূত্রত্যাগ হয় মূত্র ফেনাময় মূত্রে সাদা অথবা হলদে তলানী পড়ে।

ঘর্ম্ম—মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী ডান পার্শে শয়ন করিতে পারে না। মস্তক উঁচুতে রাখিয়াও শয়ন করিতে পারে না। চীৎ হয়ে শয়ন করিতে ভালবাসে। মধ্যরাত্রিতে নিদ্রার মধ্যে শ্বাসরোধ হয় তখন ভীত হইয়া জাগিয়া উঠে। অপরাহ্নে নিদ্রালুতা, স্বপ্নের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। জ্বরের সঙ্গে অঘোর অচৈতন্য নিদ্রা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এই ঔষধে মুখে ও জিহ্বায় ফোস্কা উৎপন্ন হয়। ঐ ফোস্কায় জালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। মুখগহ্বরে জ্বালা ও শুষ্কতা, পেটের উপর কাপড় এঁ্যাটে পরতে পারে না। পৃষ্ঠদেশে এবং উরুতে ঠাণ্ডা অনুভব করে। হস্তের কম্পন, ভারবোধ, স্ফীতি এবং কঠিনতা বিদ্যমান থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বুকের ভেতর সাঁই সাঁই এবং হুস হুস অথবা সিস দেওয়ার মত শব্দ হয়। ঐ শব্দ বুকের বায়ু-পথগুলির শুষ্কতা জ্ঞাপন করে। ঐ সময় রোগীকে উঠিয়া সম্মুখদিকে

ঝুকিয়া বসিতে হয়। শ্বাসকষ্ট শয়নে বৃদ্ধি হয়। নিদ্রিত অবস্থায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। তাহাতে রোগী হাঁপিয়ে জেগে উঠে। স্বর যন্ত্রের শুষ্কতা ও কাশি। বক্ষস্থলে বেদনা ও জ্বালা। লবণ স্বাদ গয়ের উঠে। প্রত্যেক হৃৎস্পন্দনের সহিত যাতা টানার মত হুস হুস শব্দ হয়। বায়ুপথগুলিতে শুষ্কতার প্রাধান্য থাকলে স্পঞ্জিয়া উপযোগী হয়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই স্পঞ্জিয়া নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে ব্যবহৃত হইবে অন্যথায় নহে। ইহার গ্রন্থী আক্রমণ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা রহিয়াছে। শরীরের সকল গ্রন্থীই আক্রান্ত হয়। উহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং কঠিন হয়। যে সকল গ্রন্থীতে প্রদাহ হয় উহারা আকারে বড় হয় এবং কঠিন হয়। প্রদাহহীন গ্রন্থিগুলিও বড় হয় এবং কঠিন হয়। হৃৎপিণ্ডের অতিবৃদ্ধির সহিত কণ্ঠদেশের উপাস্থি গ্রন্থীও অত্যন্ত বড় হয়। গলগণ্ড হয় গ্রীবাদেশের গ্রন্থিগুলিও বড় হয়। অণ্ডগ্রন্থী বর্দ্ধিত প্রদাহিত এবং কঠিন হয়। কণ্ঠদেশের উপাস্থি গ্রন্থী এমন স্ফীত হয় যে, উহা কণ্ঠদেশ হইতে নিম্ন চোয়ালের থুৎনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহাতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে এবং কাশি হয়। ঐ স্ফীতির ভিতর হুলফোটান যন্ত্রণা হয় এবং গীলন কষ্ট বিদ্যমান থাকে ঐ সঙ্গে তালুমূল গ্রন্থী দুইটি স্ফীত হয়। গলগণ্ডে গ্রন্থিগুলি স্ফীত ও কঠিন হয়। গলার দুইদিক অথবা একদিকও স্ফীত হতে পারে কিন্তু উহার সহিত শ্বাসরোধের আক্রমণ থাকে। চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধির সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলে স্পঞ্জিয়া উপযোগী হয়।

ট্যারেণ্টুলা হিস
Tarantula his

শীতকাতর { এণ্টিসোরিক, এণ্টি সাইকোটিক, এণ্টি সিফিলিটিক

উপযোগিতা—ইহা গভীরভাবে কার্য্যকরী সোরা দোষ নাশক ঔষধ। ইহার লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে অন্যান্য ঔষধের মত ইহা সকল রোগেই ব্যবহৃত হয়। দ্রুত বর্দ্ধনশীল মারাত্মক রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় ও সমলক্ষণে প্রযুক্ত হইলে ইহা মুমূর্ষু রোগীরও প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

উপশম—ঘর্ষণে, খোলা বাতাসে হাঁটায়, গান বাজনায় এবং অন্ধকারে উপশম।

বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে শীতল আর্দ্র হাওয়ায়, সম্মুখদিকে মাথা নত করিলে চাপ দেওয়ায়, স্পর্শে, এবং উজ্জল আলোকে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ—ভয়ানক অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা। এই অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা আর্সেনিক অপেক্ষাও অনেক বেশী। ইহার উৎকণ্ঠা কখন মনে কখন সমস্ত শরীরে কখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আবার কখনও পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অনুভূত হয়। ইহার রোগী সবুজ কাল লাল প্রভৃতি গভীর রঙকে ঘৃণা করে। সর্ব্বক্ষণই রোগীর দুষ্ট কল্পনার প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে। সে লজ্জাহীনের মত চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে। নৃত্য করে, লাফায়, উঠে, বসে, অত্যন্ত খেয়ালে নৃত্য করে। সঙ্গীতে কখন উপশম হয় কখন বৃদ্ধি হয়। কখন ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়। শরীরের উপর সর্ব্বত্রে পিঁপড়া অথবা পোকা হাঁটার মত সুড়সুড়ী থাকে। শরীরের কোন বিশেষ অংশে অথবা সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত কম্পন ও উৎক্ষেপ হইতে থাকে। ইহাতে

খুব বেশীরূপে তাণ্ডব নর্ত্তন রোগের সদৃশ অবস্থা উৎপাদন করে রোগী নৃত্য করে, গান গায়, হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করে। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না। মনে করে তিনি অপমাণিত হইতেছেন। রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজনীয় হয়। সে বিকটাকার মূর্ত্তি, জন্তু, পতঙ্গ ও ভূত দেখে। আগন্তক দেখে। সে ছলনা করিয়া নানা প্রকার রোগ এবং মূর্চ্ছা যাওয়ার ভান দেখায়। শুশ্রূষাকারীকে ভয় দেখায়। সান্ত্বনা দেওয়ায় ক্রন্দন করে। সে অন্ধকারে শুয়ে থাকতে চায়। লুকাতে চায়, মাথায় করাঘাত করে, শরীরে আঘাত করে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে মারে। ইহাতে আর্সেনিকের মত এক চেয়ার হইতে অন্য চেয়ারে, এক বিছানা হইতে অন্য বিছানায় যায় এবং মেঝের উপর হাঁটিতে থাকে।

শীতগ্রীষ্মের অভিলাষ—ইহার রোগী অত্যন্ত শীতকাতর সর্ব্বদাই শীতে থর থর করে। গরমে ও গরম ঘরে থাকতে চায়। স্নান করিতে চায় না। অল্পক্ষণ জলে নামিয়াই শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া পড়ে।

ক্ষুধা ও খাদ্যের বিশিষ্টতা—ইহার ক্ষুধাহীনতা খাদ্যে অপ্রবৃত্তি মাংসে অপ্রবৃত্তি। ভক্ষিত সকল খাদ্যই বমি করে। পাকস্থলীতে শূন্যতার অনুভূতি। উদর বায়ুতে স্ফীত হয়।

পিপাসা—শীতল জল পানের প্রবল তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। জল পানের পর বমনেচ্ছা ও বমন হয়।

মল—সাংঘাতিক ভীতিদায়ক কোষ্ঠবদ্ধতা। এমন কি বিরেচক ঔষধ এবং পিচকারী প্রয়োগও বিফল হয়। মলত্যাগের মোটেই ইচ্ছা হয় না। মলের সহিত অত্যধিক রক্ত থাকে। সরলান্ত্রে যন্ত্রণা চিড়চিড়িনী ও উদর বেদনা সহ কষ্টদায়ক মলত্যাগ। উদরাময়ে বমন ও বমনেচ্ছাসহ কাল দুর্গন্ধ মলত্যাগ হয়।

মূত্র—মূত্রে চিনি সংযুক্ত বহুমূত্র। শরীরে থেৎলে যাওয়ার মত

যন্ত্রণাসহ বহুমূত্র। কাশিবার সময় অনিচ্ছায় মূত্র নিঃস্বরণ হয় মূত্র-স্থলীতে অনেক রকম যন্ত্রণা হয়। কষ্টদায়ক মূত্রত্যাগ হয়। মূত্র পাথুরীজনিত মূত্রশূল জন্মায়। ইহাতে মূত্ররোধ, চিনিযুক্ত বহুমূত্র এবং মূত্রনালীতে যন্ত্রণা, মূত্রে প্রচুর বালি এবং দুর্গন্ধ থাকে।

শয়ন ও নিদ্রা—রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। বুকের ভিতর চাপ বোধ হয়। মধ্যরাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিদ্রাহীনতা রোগী স্থির হয়ে শয়ন করতে পারে না। এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি দেয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—রোগীর মাথা টলমল করে। কোন জিনিষে মাথা রগড়াতে চায়। যেখানে সেখানে জোরে মাথা ছুঁড়ে। শরীরের সর্ব্বত্র ভীষণ জালা পীড়াতে তীব্র যন্ত্রণা হয়। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। স্ত্রীলোকদের সত্বর ও প্রচুর ঋতু স্রাব হয়। প্রতি ঋতুকালে গলমধ্যে ও মুখগহ্বরে ভীষণ শুষ্কতা, নিদ্রাবস্থায় ও মুখ-গহ্বর শুষ্ক হয়ে যায়। জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি ও জরায়ুতে যন্ত্রণা হয়। সহবাস প্রবৃত্তি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। জননেন্দ্রিয় স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণতা ও জরায়ুর স্থান চ্যুতি হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভীষণ অস্থিরতা অবিরত সর্ব্ব শরীরের সঞ্চালন চায়, নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানে রোগাক্রমণ হয়। রোগী সর্ব্বদাই শীতার্ত বোধ করে। সন্ধ্যায় হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় জরায়ুর ভেতর ভীষণ জ্বালা করে। স্মরণশক্তির হীনতা, হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করে। শরীরের ডানপার্শ্ব রোগা-ক্রান্ত হয়। অবিরত ছটফট করে। উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা একপাশ হইতে অন্যপাশে গড়াগড়ি যায়। বালিশে মাথা ঘসে। কষ্টকর প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের ভেতর হঠাৎ আঘাত প্রাপ্তি অনুভব করে, অনবরত বায়ুর অভাব, খোলা বাতাস ইচ্ছা করে, বামদিকের উর্দ্ধাঙ্গ এবং ডান দিকের নিম্নাঙ্গ প্রান্ত অসাড় থাকে।

অবিরত পা দুটী নাড়াইতে থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় মুখগহ্বর শুষ্ক হয়ে যায়।

ক্যান্সার—উপরোক্ত উপশম বৃদ্ধি মানসিক লক্ষণ এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকলে তবেই ট্যারেন্টুলা নিম্নলিখিত ক্যান্সার রোগে উপযোগী হইবে অন্যথায় নহে। গলা ও তালুমূল গ্রন্থীর প্রদাহ, ডান তালুমূল গ্রন্থীর যন্ত্রণা কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তারশীল হয়। ডিপথিরিয়ায় তীর বিঁধিতে থাকার মত যন্ত্রণা হয়। গলার বাহির দিক এমন স্ফীত হয় যে গলরোধ হইবার আশঙ্কা জন্মে। উদরে ও জরায়ুতে তন্তুময় টিউমার উৎপন্ন হয়, নিম্ন উদরে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহা জরায়ুর স্ফীতি কঠিনতা এবং ভীষণ জ্বালা সহ ক্যান্সার উৎপাদন করে, পিঠের মেরুদণ্ডের উপর, ঘাড়ের পেছনে স্ফোটক ও দুষিত ব্রণ উৎপাদন করে। মেরুদণ্ডের উপদাহ এবং ক্ষততা। অণ্ড দুইটি শিথিল এবং যন্ত্রণা পূর্ণ হয়। কুচকী গ্রন্থীর যন্ত্রণা হয়, লিঙ্গ স্ফীত হয়, অণ্ডকোষে টিউমার সৃষ্ট হয়। রেতঃ রজ্জু এবং অণ্ডে স্ফীতির সহিত যন্ত্রণা হয়। স্ফোটক, আঙ্গুলহাড়া, কার্ব্বঙ্কল গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি দুষ্ট ক্ষতে আক্রান্ত স্থান নীলবর্ণ ধারণ করিলে এবং ভয়ানক যন্ত্রণা, অসহনীয় জ্বালা ও অস্থিরতা বিদ্যমান থাকলে ইহা ফলপ্রদ হয়।

রেডিয়াম
Radium

ক্যান্সারে সমলক্ষণ সম্পন্ন সুনির্ব্বাচিত ঔষধের প্রয়োগ ব্যর্থ হইলে এবং বিপরীত বিধান চিকিৎসার কুফলে যে সমস্ত ব্যাধির আবির্ভাব

হয় সেখানে জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়া জাগ্রত করিতে রেডিয়ামের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

খোলা বাতাসে, সঞ্চালনে, গরম জলে স্নানে, চাপ প্রয়োগে, ঠাণ্ডা পানীয় পানে ইহার উপশম হয়।

প্রথম সঞ্চালনে আহারের পর, সন্ধ্যাবেলায় ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়। ইহার রোগী ভীত এবং উৎকণ্ঠিত, অন্ধকারে একা থাকতে পারে না। অন্ধকারে চলতেও পারে না, সর্ব্বদাই সঙ্গী চায়, সর্ব্বক্ষণই ক্লান্ত ও বিরক্ত থাকে। বক্ষোদেশে সঙ্কোচন অনুভব করে। ঘুমন্ত অবস্থায় জলন্ত আগুনের স্বপ্ন দর্শন করে এবং বুক ধড়ফড়ানির সহিত জাগ্রত হয়।

শীতল বাতাসের আকাঙ্ক্ষা করে, উত্তাপে অনিচ্ছা অথচ গরম জলে স্নান করতে ভালবাসে।

সামান্য আহার করলেই পেট ভর্ত্তি হয়ে যায়। মিষ্ট দ্রব্য খেতে চায় না, মিষ্টিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়, পর্য্যায়-ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হয়। নিম্ন উদর ভার বোধ করে। উদরে শূন্যতা অনুভব ও জ্বালা। ইহার যন্ত্রণা সমূহ হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে, প্রথম সঞ্চালন কষ্টকর হলেও ক্রমিক সঞ্চালন আরামপ্রদ হয়। সর্ব্বদেহে বাতের মত বেদনা ও আড়ষ্টতা, মাংসপেশীতে, পেরিয়ষ্টিয়ে এবং সন্ধিস্থানে দীর্ঘকাল স্থায়ী অনারোগ্য ব্যাথা উহা স্থান পরিবর্ত্তন করে। রোগিনী ডান পার্শ্বের স্তনটি খুব জোরে ঘর্ষণ করাতে চায় একজিমার ভীষণ চুলকানী ও জ্বালা থাকে।

শরীরের যে কোন স্থানের, ক্যান্সার স্ফীতি এবং ঐ স্ফীতিতে জ্বালা, চুলকানী, ঝিনঝিনানী ও কটকটানি যন্ত্রণা থাকে। সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার না হইলে, অন্যান্য রোগে সালফার ও সোরিনামের মত ক্যান্সার রোগে রেডিয়াম ফলপ্রদ হয়।

বেডিয়েগা
Badiaga

বেডিয়েগা ঔষধটি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। তবে ইহা রক্তের দুষিততা উৎপাদন করিয়া গণ্ডমালার সদৃশ গ্রন্থীর স্ফীতি এবং কুঁচকির উপর বাগীক্ষত উৎপাদন করে। স্ফীত স্থান পাথরের মত শক্ত থাকে, দীর্ঘদিন ঐভাবে থাকিয়া যায়, পাকেও না আরোগ্যও হয় না। কোন ক্ষত দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থায়ী হইলে এবং ঐ ক্ষতের কিনারগুলি ক্যান্সারের মত কঠিন হইয়া থাকিয়া গেলে বেডিয়েগা উহা আরোগ্য করে।

অরম আইওড
Aurumiod

এই ঔষধটি অরমমেটাল এবং আইওডিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়া কতকগুলি লক্ষণ অরমের মত অন্য কতকগুলি লক্ষণ আইওডিনের মত। তবে অরম আইওড ঔষধটি অরমমেট এবং আইওডিন অপেক্ষা আরও গভীরক্রিয়, ইহাতে রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকে। সে আরোগ্য লাভ করিবে কিনা সেই কথা পুনঃপুনঃ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে। তাহার শরীরে রাত্রিকালে রক্তোচ্ছ্বাস জনিত একপ্রকার উত্তাপের অনুভূতি সৃষ্ট হয়। তাহার ভয়ানক পিপাসা এবং অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে। শরীরের সকল স্থানের গ্রন্থীগুলির বৃদ্ধি, স্ফীতি ও কঠিনতা সৃষ্ট হয়। তন্তুগুলির শুষ্কতা ও ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে। ইহার ক্ষত উৎপাদন ক্ষমতা অরম অপেক্ষা কম বটে কিন্তু প্রদাহিত স্থানে ক্যান্সারের

মত তুষিততা, স্ফীতি, কঠিনতা উৎপাদন অরম এবং আইওডিন অপেক্ষা প্রবলতর। কাজেই যেস্থলে ক্যান্সার রোগীতে অরমমেট এবং আইওডিনের মিশ্র লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকে সেই ক্ষেত্রে অরম আইওড আশাতিত সুফল প্রদান করে থাকে।

ক্যালকেরিয়া সিলিকেট

Calcarea celicate

ইহা সাইলিসিয়ার বহির্ভূত অবস্থায় নালী ক্ষত যখন যক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ক্যালকেরিয়া সিলিকেট সুফল প্রদান করে থাকে। কারণ ইহার মধ্যে সাইলিসিয়ার ধ্বংসপ্রবৃত্তির পরিবর্তে গঠন প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। এমন কি রাজযক্ষ্মার বর্দ্ধিত অবস্থায়ও ইহা আশাতিত সুফল প্রদান করে। ইহার প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে দেহের সকল স্থানের চুলকানী উত্তাপে উপশমিত হয়। ইহার ক্ষতসমূহ নীলবর্ণ ধারণ করে এবং ভীষণ জ্বালা হয়, ক্যান্সার জাতীয় ক্ষত গভীর এবং কঠিন হয়। মামড়ি পূর্ণ থাকে। হলদে বর্ণের দুর্গন্ধ এবং ক্ষতকারী পুঁজ রসে পূর্ণ থাকে কঠিনতা ও স্ফীতি বিদ্যমান থাকে, নিস্তেজ প্রকৃতির স্ফীতি এবং হুল ফোটান যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সমাপ্ত

ক্যান্সারে আক্রান্ত কয়েকটি রোগীর চিকিৎসা-বিবরণী

১নং রোগী বিবরণী

(হ্যানিম্যান মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতী বরদাময়ী পট্টনায়ক, বয়স ৭২ বৎসর। স্তনগ্রন্থীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ইনি প্রায় ১ বৎসর বাম পার্শ্বের স্তনগ্রন্থীর স্ফীতিতে কষ্টভোগ করিতেছিলেন। বাম স্তনের মধ্যস্থলে কতকটা অংশ ডিম্বের মত স্ফীত, পাথরের মত শক্ত এবং বেগুনী বর্ণ ছিল। উহাতে মাঝে মাঝে কট্ কট্ ঝন ঝন এবং অস্বস্তিকর যন্ত্রণা ও ভীষণ জ্বালা হইত। পুঁজ রস কিছুই নির্গত হইত না। প্রথম থেকেই স্থানীয় কয়েকজন হোমিও চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে। ছিলেন, দীর্ঘ এক বৎসর ঔষধ সেবন করেও কোন উপকার না হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। আমি রোগিনীর নিম্নলিখিত লক্ষণ সংগ্রহ করি।

রোগিনীর চেহারা সুদীর্ঘ এবং মাঝারী মোটা। শীতকাতর, ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি কাশি হয়। বর্ষার বাদলা দিনে স্নান করিতে ইচ্ছা হয় না, স্নান করিলে সর্দ্দি কাশি হয়। তিনি গরমে থাকতে ভালবাসেন, ক্ষুধা ও পিপাসা স্বাভাবিক, পূর্ব্বের মত বেশ খেতে পারেন, কিন্তু শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে। স্তনগ্রন্থীর স্ফীত স্থানটি খুব শক্ত কিন্তু উহার মধ্যস্থলটি অপেক্ষাকৃত নরম। উহাতে ভয়ানক জ্বালা যেন আগুনে পুড়ে গিয়েছে এরূপ জ্বালা করে। আর কট্ কট্ ঝন ঝন যন্ত্রণা হয়, স্ফীত স্থানটির চারিদিকের অনেকখানি স্থান শক্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্য বিশেষ কিছু বিশিষ্টতা পাই নাই। উপরোক্ত লক্ষণ

দুই **কার্ব্বোএনিমেলিস** হাজার শক্তির তিনটি মাত্রা তিনদিন সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে একমাস পরে খবর দিতে বলি।

একমাস পরে রোগিনী আমার ডিস্পেনসারীতে এসে দেখালেন সেই স্তন গ্রন্থীতে স্ফীত, বেগুনী রং, জালা বা যন্ত্রণার কোন কিছুই ছিল না। তাহার আর কোন ঔষধ প্রয়োজন হয় নাই।

২নং রোগী বিবরণী

(হ্যানিম্যান মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতী শৈলবালা বেরা, বয়স ২৮ বৎসর। ইনি স্তনগ্রন্থীর ক্যান্সার রোগে বহুদিন ভুগছেন একটি পুত্র ও একটি কন্যার জননী, স্বামী সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। ডান পার্শ্বের স্তনগ্রন্থী স্ফীত এবং হাড়ের মত শক্ত। ১৫।২০ দিন অন্তর অন্তর ঐ স্ফীত গ্রন্থিটি আরও স্ফীত হয়ে ওঠে, এবং টাটান ব্যাথা ও জালা যন্ত্রণা হয়। দুই বছর ধরে নানা রকম চিকিৎসা হয়েছে কোন উপকার হয়নি। আমার চিকিৎসাধীনে আসায় আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ সংগ্রহ করি। রোগিনীর বেশ ফিট ফর্সা রং, চেহারা একটু মোটা, বেঁটে সাইজ "গরম আমার একদম সহ্য হয় না। ঠাণ্ডাই ভাল লাগে, ঠাণ্ডা বাতাস আমার প্রাণ, বাতাস না পেলে আমি বাঁচব না, স্নান দৈনিক করি, তবে স্নান করায় আরাম হয় না, স্নানের জন্য জলে নামতে যেন ভয় ভয় ঠেকে, দু একটি ডুবেই উঠে পড়ি, বেশী সময় জলে থাকা ভাল লাগে না, বদ্ধ ঘরের ভেতর শুইতে পারি না, খোলা বাতাসে শুইতে ভাল লাগে, গ্রীষ্মের গরম এবং শীতের ঠাণ্ডা এই দুইটিই অসহ্য, বর্ষার বাদলা দিনও অসহ্য, তবে বাদল দিনে গায়ে চাদর জড়িয়ে জানালার সোজা শয়ন করি বাতাস পাওয়ার জন্য, শীতকালেও তাই করি। ক্ষুধা বেশ হয়, কিন্তু খেতে পারি না, অল্প দুটি খেলে আর যেন খেতে ইচ্ছা হয় না, ঝাল খেতে ভাল লাগে, মিষ্ট খেতে

ভালবাসি না, পিপাসা স্বাভাবিক, গরম দুধ এবং গরম জল খেতে ভাল লাগে, বাহ্যে দৈনিক হয় না, কখন দুদিন কখন তিনদিন অন্তর হয়, মল সহজে নির্গত হয় না, অত্যন্ত কোঁথ ও কষ্টের সহিত নির্গত হয়, মূত্রে কোন দোষ নাই, আবহাওয়া গরম হলেই খুব ঘাম দেয়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হয় না, ঘুমন্ত অবস্থায় মুখে নালা স্রাব হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুইতে হয় তা না হলে মুখ গন্ধ করে, গায়ে পাঁচড়া চুলকানী অনেক দিন হয়নি, ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময় খোস পাঁচড়া হয়েছিল, মলম ব্যবহারে সেগুলি ভাল হয়ে গেছে, আর হয় না।"

উপরোক্ত লক্ষণ দৃষ্টে গ্র্যাফাইটিস নির্ব্বাচন করি এবং হাজার শক্তির ৩টি মাত্রা তিনদিন, সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে ৩ সপ্তাহ পরে খবর দিতে বলি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খবর পাই, অবস্থা পূর্ব্ববৎ এবার ১০ হাজার শক্তির গ্র্যাফাইটিস তিনটি মাত্রা প্রয়োগ করি এবং তিন সপ্তাহ অন্তর খবর দিতে বলি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খবর পাই অবস্থা পূর্ব্ববৎ। পুনরায় ১০ হাজার শক্তির গ্র্যাফাইটিস প্রয়োগ করি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে খবর পাই রোগীর গাত্রে চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে ভীষণ চুলকানীযুক্ত উদ্ভেদ বাহির হয়েছে এবং স্তনগ্রন্থীটির জালা যন্ত্রণা যেন একটু কম হয়েছে। কতকগুলি ফাইটম দিয়ে পুনরায় একমাস পরে খবর দিতে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিই। একমাস পরে খবর এল স্তনগ্রন্থীটি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে জালা ও যন্ত্রণা বিশেষ নাই তবে গায়ে ভীষণ খোস ও চুলকানীতে রোগী অতিষ্ঠ হয়েছে। এবারও কতকগুলি ফাইটম দিয়ে আবার একমাস পরে খবর দিতে বলি। একমাস পরে খবর পাই স্তনগ্রন্থীর স্ফীতি ও জালা যন্ত্রণা কিছু নেই তবে খোস পাঁচড়া নিঃশেষ হয় নাই। আরও চারমাস চিকিৎসা করায় খোস পাঁচড়াগুলি নিঃশেষ হয়ে গেল, খোস পাঁচড়াগুলির চিকিৎসা বিবরণী এখানে নিষ্প্রয়োজন বিধায় প্রদত্ত হল না।

৩নং রোগী বিবরণী

(হ্যানিম্যান মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

সেখ............মল্লিক, নাম প্রকাশে বাধা রয়েছে, বয়স ৫৫ বৎসর ইনি গ্রীবা গ্রন্থীর ক্যান্সার রোগে দুই বৎসর যাবৎ ভুগছেন ঘাড়ের ডান পার্শ্বে কানের নিম্নে একটি ডিমের মত শক্ত ফোলাতে কষ্ট পান। রেডিয়াম চিকিৎসাধীনে দুই বৎসর থাকার পর বিফলমনোরথ হয়ে বাড়ী আসেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মানসে আমায় ডাক দেন। আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ সংগ্রহ করি।

রোগীর ঘাড়ের মাঝখানে ডান কর্ণের নিম্নে পাথরের মত শক্ত ফোলা, উহাতে ভীষণ স্পর্শসহিষ্ণুতা বিদ্যমান রয়েছে, ঘাড়ের ডান পার্শ্বের শিরায় ভয়ানক ব্যাথা ও টন টন করে। ঐ ব্যাথা মাথার ডান পাশটিতে বরাবরই আছে। ঢোক গিলিলেই গলাতে লাগে, শূন্য ঢোক বেশী লাগে কিছু খেলে কম লাগে কাশি খুব হয়। একটু ঘুমের তন্দ্রা এলেই কাশি হয়। জাগ্রত অবস্থায় কাশি কম হয়, ঘুম ভাল হয় না। যেই একটু ঘুম হয় সেই ঘুমের পর শরীরে বেশ আরাম বোধ করি। ফোলা স্থানটি চড়চড় করে এবং ভয়ানক ব্যাথা, মুখের ভিতর দেখলাম ডান তালুমূলটি বেশ স্ফীত। গলার ভিতর জ্বালা, রাত্রে শরীরটি গরমে আইঠাই করে বাতাস দিতে হয়। স্নান প্রতিদিন করেন, তবে স্নান করার সময় গ্রীষ্মকালেও শীতবোধ করেন। খাদ্য গরম পছন্দ করেন, মল চিরদিনই শুকনো, উদরাময় কখন দেখা যায় না। মলত্যাগের সময় খুব কষ্ট হয় খুব কোঁথ দিতে হয়। সহজে মলত্যাগ কখনও হয় না। আমার আর একটি কষ্ট একরকম যন্ত্রণা, উহা কোমর অথবা কোথা থেকে যে আসে অনুভব করতে পারি না। উহা মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে উর্দ্ধদিকে

উঠে যায় এবং মাথার উপর দিয়ে ডান চক্ষুতে অবস্থান করে। ইহা যখন তখন দৈনিক ২।১ বার হয়। ঐ যন্ত্রণার সময় ভয়ানক অশান্তি অনুভব করি।

উপরিউক্ত লক্ষণ দৃষ্টে কয়েকটি ঔষধের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে শেষে সাইলিসিয়া নির্ব্বাচন করি এবং ১০এম শক্তির ২টি মাত্রা দুদিন সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে দুই সপ্তাহ পরে খবর দিতে বলি। ১৬ দিনের দিন বাড়ীতে যাওয়ার ডাক পেলাম, গিয়ে দেখলাম জ্বালা যন্ত্রণা এবং কষ্টগুলি অনেক কম হয়েছে। এবং ঐ শক্ত ফোলাটি বেশ নরম হয়েছে এবং উহার উপর একটি ছিদ্র হয়ে প্রচুর জলের মত দুর্গন্ধ রক্ত ও রস বেরিয়ে যাচ্ছে, সেদিন রোগী আমায় কৃতজ্ঞতাসূচক অনেক কথা বললেন। তাঁর মনে বেশ আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখলাম, তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি আরোগ্য হবেন। "অবথা কলিকাতায় গিয়ে ২০।২৫ হাজার টাকা নষ্ট করছি, এতটুকুও উপকার পাইনি ইত্যাদি। আমার সারতে আর কতদিন লাগবে।" প্রায় মাস চারেক।

অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস, ২৮ দিনের দিন খবর পেলাম, রোগীর এক আত্মীয়-ডাক্তারের পরামর্শে এক সপ্তাহে আরোগ্য হওয়ার আশ্বাসে পুনরায় ইঞ্জেকসান চিকিৎসা করেন আমায় না জানিয়ে, ইঞ্জেকসান চিকিৎসা করার সাত দিনের দিন তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

৪নং রোগী বিবরণী

(হ্যানিম্যান মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতী টুকুরাণী, বয়স ২৭ বৎসর, ইনি গলগ্রন্থীর টিউমার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এঁর গলার থাইরয়েড গ্লাণ্ডটি একটি

হাসের ডিমের মত স্ফীত হয়েছে, ঢোক গিলবার সময় কষ্ট হয়। খাওয়ার সময় খাদ্য গলাধকরণ কষ্টকর হয়। প্রথমের দিকে বিশেষ কষ্ট ছিল না। ৪।৫ মাসের মধ্যে গ্রন্থীটি বড় হতে হতে এরূপ হয়েছে। ডাক্তার বাবু বলছেন টিউমার হয়েছে। টিউমারের কথা শুনে গৃহস্থের সকলেই ভীত হয়েছেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে এই গৃহস্থের একটি রোগী এই রোগেই এলোপ্যাথির চূড়ান্ত চিকিৎসা করেও রক্ষা পায় নাই। তাই এবার সকলে পরামর্শ করে প্রথমেই হোমিওপ্যাথিতে আসার মনস্থ করেন এবং আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ সংগ্রহ করি।

"আমার কণ্ঠ গলার এই ফোলা, পূর্ব্বে কিছু ছিল না একদিন শীতকালে গলা ব্যথা হয়, ঐ ব্যাথা কিছুতেই সারে না। গরম সরিষা তেল মালিস করি এবং নুনের সেঁক লই, কোন কিছুতে ব্যাথা কমে না, বরং দিনের পর দিন বেশী হতে থাকে। এইভাবে তিনচার মাস অতীত হওয়ার পর ছোট একটা সুপারির মত ফোলা প্রথম দেখা যায়। একজন ডাক্তারকে দেখান হয়। তিনি বলেন "টিউমার হয়েছে, সাবধানে চিকিৎসা করান, কলিকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তারকে দেখান" কলিকাতা না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি। এখন কি কষ্ট হয় বলুন "খাওয়ার সময় কষ্ট হয় কোনকিছু গিলতে পারি না ব্যাথা লাগে। আমার ঠাণ্ডা বা গরম কোনটাই ভাল লাগে না, গরম হলেও অতিষ্ঠ হই, আর ঠাণ্ডা পড়লেও অতিষ্ঠ হই। মাঝারি রকম ঠাণ্ডা গরম আমার ভাল লাগে। ক্ষুধা হয় কিন্তু পূর্ব্বের মত খেতে পারি না। দুধ এবং মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হয় না। খেলে বদহজম হয়। পিপাসা খুব বেশী, সারাদিনে ১৫।২০ বার জল খাই। বাহ্যে স্বাভাবিক হয়। কখন কখন মলত্যাগের সময় পেট কনকন করে। আমাসা বছরে দু'একবার হয়। প্রস্রাব করার সময় মূত্রদ্বার জ্বালা করে। সর্ব্ব শরীরে ঘাম হয় সব ঋতুতে

প্রতিদিন রাত্রিতে ঘাম হয়, ঘামে বিছানা খারাপ হয়ে যায়। বিছানায় শয়ন করলে খুব গরম মনে হয়, তাই মাদুরে শয়ন করি। আমার বামপাশ চেপে শয়নের অভ্যাস। ডানপাশে শয়ন করলে অস্বস্তি মনে হয়, তখনই আবার বামপাশে ঘুরে শয়ন করি। স্বামীর কাছে জানলাম ইনি ভয়ানক রাগী অল্পেই রেগে যান। স্বামী মহাশয়ের মাতা ক্যান্সার রোগে মারা গিয়াছেন ৪ বৎসর আগে। আমি উপরোক্ত লক্ষণাবলী সমালোচনা করে মার্কসল নির্ব্বাচন করি। কিন্তু রোগীর জীবনে ক্ষয়প্রবণতার ইতিহাস থাকায় প্রথমে টিউবার কুলিনাম ৫০ এম দুটি মাত্রা দুদিন সেবনের উপদেশ দিয়ে একমাস পরে খবর দিতে বলি। একমাস পরে খবর পাই, টিউমারটী পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে বৃদ্ধি হয় নাই এবং কমও হয় নাই। গলার ব্যাথা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সেদিন মার্কসল হাজার শক্তির ৩টী মাত্রা তিনদিন সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে বিদায় দিই এবং ১৫দিন পরে খবর দিতে বলি। ১৫দিন পরে খবর পেলাম গিলন কষ্ট কম হয়েছে, কতকগুলি ফাইটম দিয়ে পুনরায় ১৫ দিন পরে খবর দিতে বলি। নির্দ্দিষ্ট দিনে খবর পেলাম আর বিশেষ কিছু উপকার হয়নি সেদিন মার্কসল ১০এম ৩টি মাত্রা তিনদিন সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে বিদায় দিই ১৫ দিন পরে খবর পাই ব্যাথা ও ফোলা প্রায় অর্দ্ধেক কম হয়েছে। এইভাবে আরও দুইমাস কেটে গেল, সেই প্রায় অর্দ্ধেক কম থেকে গেছে আর কোন উপকার হয়নি, তখন মেডোরিনাম ৫০এম দুটি মাত্রা দুদিন সকালে প্রয়োগ করি। মেডোরিনাম প্রয়োগের পর থেকে কণ্ঠনালীর সেই শক্ত ও স্ফীতি দ্রুতগতিতে এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি এখন বেশ সুস্থ আছেন।

৫নং রোগী বিবরণী

(নাম প্রকাশের অনুমতি পাই নাই)

শ্রীমান…………বয়স ১৫ বৎসর, ছেলেটি টনসীল টিউমার রোগে অনেকদিন ভুগছে। এর টনসীল গ্রন্থী দুটি খুব বড় সুপারীর মত ফুলে রয়েছে দেখলাম, দেড় বছর এলোপ্যাথির ইঞ্জেকসান ও নানা রমক ঔষধ ব্যবহার করেও কোন উপকার হয়নি। ফোলাত আছেই এর উপর মাসে ৩।৪ বার ঐ টনসীল গ্রন্থীতে এরূপ ব্যাথা হয় যে তখন আহার করা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেটি স্কুলের ছাত্র। আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ সংগ্রহ করি ছেলেটির রং ফর্সা চেহারা বেশ বাড়ন্ত, "আমার কষ্ট টনসীল ফোলা প্রায় ২ বছর হয়েছে এর পূর্ব্বে রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রস্রাব দ্বার দিয়ে সাদা চটচটে কতকটা স্রাব যেত। এরপর একদিন সকালে মুখ ধুইবার সময় দেখলাম কতকটা জমাট রক্ত গলা থেকে বেরিয়ে এল, গলার ভিতর দেখা গেল কতকটা স্থানে ক্ষত হয়েছে। শীতের দিনে এবং বর্ষার দিনে আমার টনসীল ফোলা মাঝে মাঝে হত। আমার গরম ভাল লাগে, এই যে দুর্দ্দান্ত গরম যাহাতে অন্য সকল মানুষ অতিষ্ঠ হয়, পুকুরের পাড়ে জলের ধারে শয়ন করে রাত কাটায় এমন গরম দিন আমার বেশ ভাল লাগে, আমি তখন লেপের উপর মশারির ভেতর শয়ন করি। বাতাস ভাল লাগে তবে বেশীক্ষণ গায়ে লাগলে শীত করে। স্নান ভাল লাগে তবে বেশীক্ষণ জলে থাকি না। ক্ষুধা বেশ হয়, টক খেতে ভালবাসি, মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হয় না। দিনে তিনবার খাই ওর মাঝেও খেতে ইচ্ছা হয়, খাদ্য গরম খেতে ভাল লাগে ঠাণ্ডা খাদ্য ভাল লাগে না এবং খেতেও পারি না, পিপাসা বিশেষ নাই। মল পরিষ্কার হয় না শক্ত পাইখানা হয়, মলত্যাগ কষ্টের

সহিত হয়। প্রস্রাব লাল রঙের হয়, প্রস্রাবের শেষে কনকন করে। ঘুম ভাল হয়, ডান পাশে শুইতে ভালবাসি। কোন ভদ্রলোকের কাছে বেরাতে যেন ভয় হয়। একা একা থাকতে ভাল লাগে লোকজনের কাছে থাকতে ভাল লাগে না।

আমি উপরোক্ত লক্ষণাবলীর সাহায্যে ব্যারাইটা আইড নির্ব্বাচন করি এবং হাজার শক্তির তিনটি মাত্রা তিনদিন সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে ১৫ দিন পরে খবর দিতে বলি, নির্দ্দিষ্ট দিনে খবর পাই ফোলা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে কিন্তু ব্যাথা ও যন্ত্রণা হয় না। কতকগুলি ফাইটম দিয়ে আবার ১৫ দিন অন্তর খবর দিতে বলি, নির্দ্দিষ্ট দিনে খবর পাই মধ্যে মধ্যে ১০।১৫ দিন অন্তর অন্তর যে গলা ব্যাথা হত, সেটা হয় না কিন্তু ফোলা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সেদিন মেডোরিনাম ৫০এম ছুটি মাত্রা ছুদিন সকালে সেবনের উপদেশ দিয়ে আবার ১৫ দিন অন্তর খবর দিতে বলি, ১৫ দিন অন্তর রোগীকে আমার কাছে আনা হয় দেখলাম সেই যে স্ফীত টনসীল গ্রন্থীর ফোলা বারো আনা কম হয়েছে। কয়েকটি ফাইটম দিয়ে আবার ১৫ দিন অন্তর খবর দিতে বলি, নির্দ্দিষ্ট দিনে পুনরায় রোগীকে আনা হয়, দেখলাম রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ। টনসীলে ফোলা বা ব্যাথা কিছুই নেই।

———

Question paper for the subject of Community Medicine for the Test exam